// Header
বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩২ সংখ্যা। বৈশাখ ১২৯১—মে ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

নববর্ষ।

নবীন বরষে ধরা শোভাময়,
পরিয়া নূতন সাজ,
নবীন পল্লবে শোভিছে পাদপ,
কুসুম কানন মাঝ।
সুকণ্ঠ বিহঙ্গ ডাকিছে সুস্বর,
মলয় মারুত যোগে,
মধুর সৌরভে দিক্ মধুময়,
রত সবে সুখভোগে।
জীবনের স্রোতে ভাসি জীবগণ,
নাচিছে আনন্দ ভরে,
প্রকৃতি সুন্দরী মোহন শোভায়,
জগত মোহিত করে।

প্রাণের সমান, সৌন্দর্য্যের সার,
আনন্দবিধাতা যিনি,
বিরাজে বসিয়া সকলের তরে
বিতরেণ সুখ নিতি।
দেখিয়া তাঁহারে নয়ন সফল,
কর হে ভগিনীগণ,
লভিয়া নবীন জীবন প্রবাহ
তাঁর কাছে দেও মন।
গিয়াছে যে কাল, আসিবে না আর,
বৃথা শোকে কিবা ফল ?
নূতন বরষে সেবি তাঁর পদ,
জীবন কর সফল।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপুত্র ডিউক অব আলবানীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশার্থ কলিকাতার টাউন হলে দেশীয় ও ইউরোপীয় সং[illegible] মিলিয়া এক মহাসভা করেন, রাজ্ঞীর নিকট এক শোক-প্রকাশক পত্র প্রেরিত হইয়াছে। রাজপুত্রের মৃত্যু ভূমধ্যস্থ সাগরের তটবর্ত্তী কানি নামক স্থানে হয়। অনেক দিন অবধি তাঁহার জানুদেশে সময় সময় বেদনা হইত, সেই বেদনার আতিশয্যই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ইনি রাজকুমারদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য ও পিতার ন্যায় শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞানের উন্নতি জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং অমায়িক ভাবে সকলের সহিত মিশিতেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর ও বিবাহ ২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। রাজবধূ গর্ভাবস্থায় অতি ধীরভাবে পতি-শোক বহন করিতেছেন। কুমারের মৃত্যুর পর হইতে রাজ্ঞীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বর রাজ্ঞী ও রাজপরিবারের কল্যাণ করুন।

বাঙ্গালীর মধ্যে এক বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই প্রদেশে জেলা জজের পদ পান। সম্প্রতি বাবু বিহারীলাল গুপ্তকে বীরভূমের সেসন্স জজ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সংবাদ বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে আনন্দকর।

বেহারের কায়স্থগ[illegible] [illegible]বার জন্য এক স[illegible] বঙ্গদেশে এ প্রকার কোন [illegible] হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন কন্যা বিক্রয় করিলে বিবাহ বাণিজ্য হয় ও চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়; কিন্তু এখন যে পুত্রের সহিত সোণা রূপার ওজন হইয়া বিবাহ বাণিজ্য চলিতেছে ইহাতে কি ঘোর মহাপাতক হয় না? সমাজে কি এ পাপ দমনের উপায় হইবে না?

ওলাউঠা রোগের প্রকৃত কারণ অবধারণার্থ জর্ম্মনিতে একটী কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে; ডাক্তার কচ প্রভৃতি ইহার সভ্য। ইহাঁরা পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এই রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সম্প্রতি ইহাঁরা দার্জ্জিলিঙ ও আসাম প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন।

গত ১৯এ মার্চ্চ যুবরাজ [illegible] তাঁহার পত্নী ওয়েষ্টমিনিষ্টারে [illegible] দিগের জন্য এক বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস খুলিয়াছেন। ৫০ জন ছাত্রী এখানে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করিবেন, তাঁহাদের নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতিরও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইংলণ্ডের

প্রসিদ্ধ ডিন ষ্টানলীর স্ত্রী পত্নির স্মরণার্থ এই বিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত করেন।

বিলাতের এক এক বণিকদল যেমন প্রভূত ধন উপার্জন করেন, সেই ধন দ্বারা সাধারণহিতকর অনেক কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন। লণ্ডনের ড্রেপার কোম্পানি সম্প্রতি ১৫০০ টাকার দুইটী ছাত্রীবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বৃত্তিপ্রাপ্ত রমণীদিগকে গার্টন কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। আগামী জুনমাসে এই বৃত্তি-প্রার্থীদিগের পরীক্ষা হইবে।

বিলাতী রমণীগণ কত উপায়ে সৎ-কার্য্যের সহায়তা করেন! আইরিস চর্চ্চের অন্তর্গত দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এক সকের বাজার খুলা হইয়াছে। কাউণ্টেস অব বেরণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলারা ইহার উদ্যোগী।

কেম্ব্রিজের ন্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের দ্বারও স্ত্রীলোকদিগের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে এ বিষয় লইয়া যে তর্ক হয়, তাহাতে ১০৭ জন সপক্ষে ও ৭২ জন বিপক্ষে মত দেন। আপত্তি-কারীরা বলেন পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর ইহাঁদিগের পাঠের তাদৃশ সময়ও হয় না। মিষ্টাম গার্টন কলেজের অধ্যক্ষ যে চিঠি লেখেন, তাহাতে এ আপত্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে।

পারিসে স্ত্রী-চিত্রকর ও স্ত্রী-ভাস্কর দিগের একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভাসংখ্যা ৬০ জন, তাঁহারা সকলেই শিল্পী রমণী। সভাপতি মাডাম লিয়ন বার্টো।

ফ্রান্সে ডাক এবং তারের কার্য্যে ন্যূনাধিক ১৫৩৭ জন রমণী নিযুক্ত আছেন। ফ্রান্সের ব্যাঙ্কেও প্রায় ১৬০ জন স্ত্রী-কর্ম্মচারী।

ব্যাভেরিয়ার রাজা মৃত রিচার্ড ওয়াগ-নারের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জর্ম্মন দেশে এরূপ পদ স্ত্রী-অধ্যাপককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল।

আমেরিকার মধ্যে মিস হেরিয়ট এন প্রিউয়েটই একজন প্রাচীনা সংবাদ-পত্র-সম্পাদিকা। ১৮৪৮ হইতে ১৮৬২ পর্য্যন্ত তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদিকা, সংবাদপত্রের অধিকারিণী, সংবাদ-সংগ্রাহিকা, মুদ্রাকরী, এবং পত্রলেখিকা ছিলেন। প্রথমে তিনি ইয়াজু নগরের হুইগ এবং পরে ব্যানার পত্রের সম্পাদন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ [illegible]

ইদ্বাপীত তিনি গৃহস্থালীর কার্য্য ও ... তিনটী অবগণ্ড সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

আমাদিগের পাঠিকাদিগের মধ্যে যাহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে গৃহস্থালী কর্ম্ম ও সন্তান প্রতিপালনাদি করিতে হইলে লেখা পড়ার সময় পাওয়া যায় না, তাঁহারা বিবি প্রিডিয়েটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।

—

... ৩টি প্রধান ব্যাঙ্কে ৩টী স্ত্রী-অধ্যক্ষ (President) আছেন।

—

মাডাম ষ্টর জেরার ইতালীর গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের পুরস্কারস্বরূপ একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিবাহের পর স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, পথে এক রাত্রিতে বিখ্যাত দস্যু সেকসিনি (Cecchine) কর্ত্তৃক উভয়ে আক্রান্ত হন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরে দস্যু পরাস্ত হইলে তাহাকে রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দ্বারাই নিজের ও স্বামীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্বামীকেও একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন।

—

সম্প্রতি সুইটজারলণ্ডে একটী অপূর্ব্ব রেলওয়ে কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২২৭৫ ফুট, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রেলওয়ে অপেক্ষা উচ্চ। যখন শকট উচ্চদেশ হইতে নিম্নে অবতরণ করে, তখনকার দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ; বোধ হয় যেন লৌহ-অশ্ব বেগে অবনীগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। উঠিবার সময়ও অল্প বিপদজনক নহে। শকটসমূহ প্রাচীরের ন্যায় সরলভাবে ঊর্দ্ধদেশে উঠিতেছে বোধ হয়। ইহার চালনক্রিয়া কেবল জলীয় বলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিখ্যাত রিগি রেলওয়ের বিধাতা রিগেন ব্যাক ইহার নির্ম্মাতা। এই রেলওয়েটী পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ।

—

আগরা হইতে নেপাল পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে যাইবে, তাহার কয়েক মাইল খুলিয়াছে। প্রথম দিবসেই সহস্র সহস্র আরোহী হইয়া মহাভিড় হইয়াছিল। পাটনার সহিত এই রেলওয়ের যোগ হইবে।

—

বঙ্গমহিলা সমাজের গত সাংবৎসরিক অধিবেশনে ইহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণের কথা হয়, ইতিমধ্যে তাহার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। এই গৃহের সহিত নারীগণের পাঠার্থ একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় থাকিবে। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণও এ কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন আশা করা যায়।

—

৩ "দি সোসেল রিফর্ম্মার" নামে লাহোর হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের এক সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। সমাজ-সংস্কারের অনেকগুলি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে! বিধবাবিবাহার্থী কন্যা বা পাত্র সম্বন্ধে ৩০টী বিজ্ঞাপন দেখা গেল।

সাধু জীবন।

"অথবা নির্জ্জন পল্লীতে যেমন,
লুকাইয়া থাকে সাধু কোন জন,
তাঁর যে চরিত্র উজ্জ্বল পবিত্র,
নিজে প্রকাশিত জানে না ভুবন,
আপন পল্লীতে আপনার ঘরে
নিজের সৌরভে আমোদিত করে।
সেই অজানিত, চরিত্র সহিত
হওরে তুলিত হেন লয় মন।"

পাঠিকা ভগিনি! উদ্ধৃত কবিতাংশটি আপনারা পড়িয়া থাকিবেন। কবি পুষ্পের সহিত সাধু জীবনের উপমা দিয়াছেন। বাস্তবিক তুলনাটী বড় সুন্দর হইয়াছে। পুষ্পের সৌরভ ও মধুরতা প্রাণে বড় আনন্দ আনিয়া দেয়, কিন্তু মানবাত্মার হৃদগত সাধুতার সৌরভে আমাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট করে। কত সুন্দর কুসুম বনপ্রান্তে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহার সেই মাধুর্য্য আপনাতে আপনি বিলীন হয়। সেইরূপ জগতে কত সাধু জীবন গোপনে মহৎ মহৎ কাজ করিয়া স্ব স্ব চরিত্রে দেবভাবের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়া জগৎ হইতে অবসৃত হয়, কে তাহার তত্ত্ব লয়? মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া কত মহাজন নীরবে স্বকীয় কত সাধুতা দ্বারা স্বর্গের অমরদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন কে তাহা দেখে?

অনেক দিন হইল জনৈক সাধুর জীবনে অসাধারণ ন্যায়পরতার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দর্শনে মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, আজ এই কবিতাটী পাঠে তাহা আবার নবভাবে প্রাণকে পূর্ণ করিল, এই জন্য তাহা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যে মহাত্মার কথা বলিব, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাধুলোক। তাঁহার জীবনের মহান্ উজ্জ্বল ধর্ম্মভাব ও সাধু দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনেক দিন গত হইল তিনি কোন রাজকুমারের অবৈতনিক অভিভাবক নিযুক্ত হয়েন। সপ্তাহে কয়েক বার তাঁহাকে রাজবাটীতে গমন করিয়া কুমারের উন্নতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতে হইত এবং শরীর সুস্থ থাকিলে

প্রায় প্রত্যহ কুমারকে লইয়া অপরাহ্ণে বায়ুসেবনেও বহির্গত হইতেন।

তাঁহার আবাসস্থান যদিও রাজবাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ প্রায় তিনি পদব্রজে উক্ত ন যাইতে সমর্থ হইতেন না। পাল্‌কী কিম্বা গাড়ীতেই গমনাগমন করিতে হইত এবং রাজ-সরকার হইতে সে সমুদয়ের ব্যয়ের বন্দোবস্ত ছিল।

যেমন অন্য দিন কুমারকে দেখিতে গমন করেন, সেইরূপ কোন এক দিন যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু সে দিবস তাঁহার শরীর অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর অসুস্থ। রাজবাটীস্থ কুমারের শিক্ষাভবন অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সেখানে গেলে শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হইতে পারে এবং কুমারের তত্ত্ব লওয়া হইবে, এই প্রকার মনে করিয়া তথায় যাইবেন স্থির করেন। অনেকবার তাঁহাকে রাজবাটীতে যাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও পাল্‌কী ভাড়া দিতে দেখি নাই—আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—অবশেষে জানিতে পারিলাম কুমারকে দেখিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রধান নয়, কিন্তু যদি শরীর একটু ভাল হয় সেই আশায় তিনি কুমারের নিকট যাইতেছেন, সুতরাং রাজ-সরকারের অর্থ লওয়া অনুচিত মনে করিয়া নিজে পালকী ভাড়া সঙ্গে লইলেন এবং পাছে সেখানে গমন করিয়া সে কথা বিস্মৃত হয়েন এই আশঙ্কায় বেহারাদের হস্তে ভাড়া দিয়া তবে পাল্‌কিতে উঠিলেন, প্রত্যক্ষ করিলাম।

কি মহান্ হৃদয়, কি সূক্ষ্ম ন্যায়পরতার উচ্চ দৃষ্টান্ত! পাঠিকা একবার ভাবিয়া দেখুন প্রকৃত সাধুজীবনের যে কি আশ্চর্য্য শোভা, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে প্রকৃত রূপে অনুভব করা অসম্ভব। এতদিন চলিয়া গেল, কিন্তু সেই দিনের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। আমরা মনে করি যাহার যে অর্থ ন্যায্য প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দিলেই ন্যায়পরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান হইল! হায়! বাহিরের গণনায়ও এ পৃথিবীতে ন্যায়বান হওয়া সুকঠিন ব্যাপার!! তাহার উপায় আবার অন্তরের উদ্দেশ্য ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে, এমন লোক জগতে কয় জন? জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনায় যিনি খাঁটি হইয়া চলেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। তাই পাঠিকা উক্ত মহাত্মাকে প্রথম শ্রেণীর সাধু বলিয়া আপনাদের নিকট পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার দৈনিক জীবনের এক একটী সামান্য কাজ ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ। অশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অটলভাবে অবস্থিত হইয়া এই সদাশয় পুরুষ স্বীয় জীবনে যে মহান্ উচ্চগুণের দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা মনে হইলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সারল্য

ন্যায়, সত্যপ্রিয়তা দৃঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা যেন একাধারে এক স্থিত—যত দেখ ততই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। ইনি প্রকাশ্যে একটা প্রকাণ্ড কাজ করিয়া বিখ্যাত হয়েন নাই সত্য, কিন্তু নিজের সদ্‌গুণের সৌরভ ও পবিত্রতার দীপ্তিতে সকলকে আমোদিত করিয়াছেন। আড়ম্বরহীন সাধুতা প্রাণে বড় আনন্দ, সুখ ও সত্ত্ব আনিয়া দেয়, অজ্ঞাতসারে হৃদয়কে সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। নরনারীর জীবনে এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অধিক দেখিতে চাই।

ডেসিডিমোনা।

ওথেলো ইংলণ্ডের কবিকুলতিলক সেক্ষপিয়ারের এক্‌খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক গ্রন্থ। মানবচরিত্র বর্ণনে সেক্ষপিয়ার বিশেষ পটু, ইহাতেই তাঁহার গৌরব, ইহাতেই তাহার আদর। তিনি কালিদাসের ন্যায় বাহ্য জগৎ বর্ণনে সুপটু নহেন সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানবহৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ, তাঁহার ন্যায় জগতে কখন কোন কবি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না সন্দেহ। পিতৃশোকসন্তপ্ত ভীষণ-প্রতিহিংসা-পরায়ণ যুবরাজ হামলেটের মানসিক বিকার, দুরাকাঙ্ক্ষ রাজদ্রোহী কাপুরুষ ম্যাকবেথের চরিত্রের আশ্চর্য্য অবনতি ও ভয়ানক পরিতাপ, প্রেমোন্মত্ত রোমিও ও সরলহৃদয়া, প্রেমময়ী জুলিয়েটের হৃদয়বিদারক পরিণাম, নিরপরাধিণী পতিব্রতা সাধ্বী ডেসিডিমোনার শোচনীয় হত্যা প্রভৃতি শত শত চিত্র পাঠে কাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়? অদ্য আমরা যে ডেসিডিমোনার চরিত্র আলোচনা করিব মনে করিয়াছি, তিনি সেক্ষপিয়ারের ওথেলো নামক নাটকের নায়িকা। ডেসিডিমোনা ভেনিশ দেশীয় একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। তাঁহার পিতার নাম ব্রাবেনসিও। ওথেলো নামক এক জন কৃষ্ণবর্ণ মুর তৎকালে ভেনিসের সেনাপতি ছিলেন। ওথেলো দেখিতে কুৎসিত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অলৌকিক সাহস ও শৌর্য্যের আধার ছিল। রণপণ্ডিত ওথেলো শৈশবকাল হইতে রণক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সৈনিক জীবন সতত বিপদসঙ্কুল। ওথেলো সমরক্ষেত্রে শত শত বিপদে পতিত হইয়া কেবল স্বীয় প্রতাপ ও রণকুশলতা গুণে জীবন রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাবেনসিও ওথেলোকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ওথেলো সময়ে সময়ে ব্রাবেনসিওর বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন ও তাঁহার অনুরোধে স্বীয় জীবনের অদ্ভুত

ঘটনাসমূহ বর্ণনা করিতেন। সরল-হৃদয়া ডেসিডিমোনা তাঁহার সেই সমস্ত গল্প শুনিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইতেন। ওথেলো যখন নিজের জীবনের নানা বিপদ ও ক্লেশের বিষয় বর্ণনা করিতেন, তখন ডেসিডিমোনার হৃদয়ও শোকে অধীর হইত। তিনি নীরবে ওথেলোর দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। মানবহৃদয়ের বিচিত্র গতি! ক্রমে ডেসিডিমোনার দয়া ওথেলোর প্রতি অনুরাগে পর্য্যবসিত হইল। অলৌকিকসৌন্দর্য্যসম্পন্না, কোমলহৃদয়া, সুখসেবিতা বালিকা ডেসিডিমোনা কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার, রণজীবী, পরিণত-বয়স্ক ওথেলোর প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন। ওথেলো ও ডেসিডিমোনার স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। আধুনিক নাটক ও উপন্যাস লেখকগণ তুল্যগুণ নর-নারীর মধ্যে প্রণয় সংস্থাপন গ্রন্থের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করেন। সুন্দরে সুন্দরে, সাহসিকে সাহসিকে, ভীরুতে ভীরুতে, সরলে, সরলে, কপটে কপটে মিলন তাঁহাদিগের মতে নিতান্ত স্বাভাবিক। এই নিমিত্তই প্রতি উপন্যাস গ্রন্থেই নায়ক নায়িকা উভয়েই সৌন্দর্য্যের আধার ও সমগ্র গুণের আকর বলিয়া বর্ণিত হন। কিন্তু এরূপ মিলন একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও জগতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না, বরং বিসদৃশ-স্বভাব নরনারীর মধ্যে অনুরাগের দৃষ্টান্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-প্রকৃতিজ্ঞ কালিদাস প্রণয়ের এই গূঢ় রহস্য বুঝিতেন, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন তুল্যগুণ বধূবরের সমানয়ন প্রজাপতির রাজ্যে বিরল, আর মানব-হৃদয়-তত্ত্ব-বিশারদ লোকজ্ঞ সেক্ষপিয়ার এই রহস্য ভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই দুর্ব্বলচিত্ত অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ম্যাকবেথের সহিত দৃঢ়হৃদয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ লেডি ম্যাকবেথের ও সুরূপসম্পন্না কোমলহৃদয়া ডেসিডিমোনার সহিত কৃষ্ণকায় রণকুশল ওথেলোর সংযোজন করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ডেসিডিমোনা ওথেলোর প্রণয় পাশে বদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে জাতি-মর্য্যাদা-পালক বৃদ্ধ ব্রাবেনসিও কখনই ওথেলোর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। ওথেলোর পরামর্শে ওথেলোর সহিত দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ডেসিডিমোনা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া গোপনে তাঁহার সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন।

রডারিগো নামক একজন ভিনিসীয় যুবক ইতিপূর্ব্বে ডেসিডিমোনার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার পিতার নিকট ডেসিডিমোনার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাবেনসিও রডারিগোর প্রতি কন্যার একান্ত বিরাগ দেখিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।

মূর্খ রডারিগো মৎপরোনাস্তি ঈর্ষা ও কোপে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার প্রণয় ঘোর প্রতিহিংসায় পর্য্যবসিত হইল, কিন্তু ডেসিডিমোনা-প্রাপ্তি বাসনা তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। আয়াগো নামক এক ব্যক্তি ওথেলোর অধীনে সৈনিকের কার্য্য করিত। কিছু দিবস পূর্ব্বে ওথেলোর সহকারীর পদ শূন্য হইলে আয়াগো ঐ পদে নিয়োজিত হইবার নিমিত্ত ওথেলোর নিকট আবেদন করে। কিন্তু ওথেলো তৎপূর্ব্বেই কেশিও নামক মিষ্টভাষী, কর্ম্মদক্ষ, সুরূপসম্পন্ন এক যুবাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আয়াগোর বাসনা সফল করিতে পারিলেন না। কপটতা আয়াগোর অঙ্গের আভরণ। জগতে এরূপ পাপ নাই, যাহা আয়াগোর পক্ষে অসম্ভব। তাহার চরিত্রের অবনতি এতদূর হইয়াছিল যে সে সরল ব্যবহারকে অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ লোকের উপযোগী ও সকল প্রকার পার্থিব উন্নতির কণ্টকস্বরূপ মনে করিত। যে দিবস ওথেলো তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন, আয়াগোর হৃদয়ে ভয়ানক ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে কোন উপায়ে ওথেলোর সর্ব্বনাশ সাধন করিব। চতুর আয়াগো কপট ব্যবহারে সরলহৃদয়, অসন্দিহানচিত্ত ওথেলোর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল যে সে তাঁহার পরম বন্ধু ও একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। আয়াগোর হৃদয়ে যে ভয়ানক প্রতিহিংসা বৃত্তি সতত প্রজ্বলিত হইতেছিল, ওথেলো যুগাক্ষরেও তাহা টের পাইলেন না। রডারিগোর সহিত আয়াগোর পূর্ব্ব হইতে বন্ধুতা ছিল। রডারিগো আয়াগোকে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন। যে দিবস ডেসিডিমোনা ওথেলোর সহিত পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন সেই দিবস আয়াগো এই সংবাদ অবগত হইয়া, রডারিগোর অন্বেষণে বহির্গত হইল এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাবেনসিও-কন্যার পলায়ন-বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করিল। রডারিগোর হৃদয় ওথেলোর প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং ডেসিডিমোনা লাভের আশা তাহার হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হইল। নারকী আয়াগো বিশ্বস্তহৃদয়, বিষয়বুদ্ধিবিহীন রডারিগোর দ্বারা স্বীয় কার্য্য উদ্ধারে স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাকে ডেসিডিমোনা লাভে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া স্বকার্য্যসাধনের বিঘ্ন আশঙ্কায় বুঝাইয়া দিল যে ডেসিডিমোনা মুর সেনাপতি দ্বারা পরিণীতা ও অন্যত্র নীতা হইলেও তাহার পক্ষে ডেসিডিমোনা লাভ অসম্ভব নহে। এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ওথেলো তাহার মনোরথ-

সিদ্ধির একমাত্র অন্তরায়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ওথেলোর উচ্ছেদ সাধন করা প্রয়োজন। সে ওথেলোর প্রতি স্বীয় বিদ্বেষের কারণ ও ভীষণ প্রতিহিংসা বাসনা বর্ণনা করিয়া ডেসিডিমোনা উদ্ধার বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

ওথেলো যে তাঁহার গৃহ হইতে অমূল্য রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, ব্রাবেনসিও এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। আয়াগো সর্ব্ব প্রথমে সম্পত্তিশালী রাজপ্রসাদভোগী ব্রাবেনসিও কর্ত্তৃক ওথেলোর অধঃপতনের চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রডারিগোকে সেই ঘোর নিশীথে সুষুপ্ত ব্রাবেনসিওর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার কন্যার পলায়ন বিবরণ তাঁহাকে অবগত করাইতে পরামর্শ দিল। ব্রাবেনসিও প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। অমঙ্গল সংবাদ মনুষ্য সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না। বিশেষতঃ কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিতকাঁয় ওথেলোর সহিত প্রফুল্ল-সরোজ-সদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না স্বীয় কন্যার প্রণয় তাঁহার নিকট নিতান্ত অস্বাভাবিক ও একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি রডারিগোকে মিথ্যাবাদী, নীচপ্রকৃতি, নিন্দক বলিয়া ভৎসনা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার হৃদয়ের ধন, বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন ডেসিডিমোনা বাস্তবিকই তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন বৃদ্ধের হৃদয় শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তিনি বলিলেন রডারিগো নিশ্চয়ই মন্ত্রবলে ওথেলো, ডেসিডিমোনার মনোহরণ করিয়াছে, নতুবা এরূপ অপাত্রে ডেসিডিমোনা আত্মসমর্পণ করিবে কেন?

(ক্রমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(গত প্রকাশিতের পর)

আশাবতী অতি প্রত্যুষে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, যোগিবর হস্তে কমণ্ডলু লইয়া কোথায় যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া দ্রুতপদে যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "প্রভো! আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

যোগী। আশাবতী! আসিয়াছ, ভালই

হইয়াছে,যাইবার সময় তোমাকে একবার দেখিলাম, ইহাতে তোমার শুভ দিন নিকট বলিয়া বোধ হইতেছে।

আশাবতী। আপনি কোথায় যাইতেছেন? এখানে কি আর থাকিবেন না?

যোগী। এ স্থান হইতে আমি বিদায় লইয়াছি। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে পারি না। আমার গুরুদেব আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।

আশাবতী। আপনার গুরুদেব কোথায় থাকেন?

যোগী এই সময়ে তিনি গয়ায় কপিলেশ্বর শিবমন্দিরের নিকট আছেন।

আশাবতী। এ সংবাদ কে আনিল?

যোগী। (হাস্য পূর্ব্বক) আশাবতী! মানুষের যেমন বাহিরে চক্ষুকর্ণ সেইরূপ অন্তরে আত্মারও চক্ষুকর্ণ আছে। চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি সেই চক্ষুকর্ণে প্রবেশ করে। তখন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা যায়।

আশাবতী। আমি ভাল বুঝিতেছি না। এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে কি হয় জানা, একি সম্ভব?

যোগী। আহা! আশাবতী! তোমার অপরাধ কি? দুর্ভাগ্য বশতঃ এই ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধর্ম্মভাব নাই। ধর্ম্মের কতকগুলি প্রণালী অথবা খোসা লইয়া লোকে ব্যস্ত রহিয়াছে। যখন ভারতে যোগধর্ম্মের আলোচনা ছিল, যখন ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তখন অন্তরের চক্ষুকর্ণের কথা সকলেই বুঝিত। প্রাচীন ঋষিগণ উপনিষদে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বর চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। কেবল পুস্তক পড়িয়া এ কথা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা যুক্তযোগী, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন! আশাবতী! তোমাকে একটু মোটামুটী বুঝাইয়া দি। আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সকল কত দূরে। তথাপি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। পৃথিবী হইতে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? জ্ঞানযোগে চিন্তা করিতে করিতে এক একটী দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল মনুষ্যের জ্ঞানে যদি আকাশের নক্ষত্রদিগকে জানা সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের জ্ঞানে যদি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে কিছু জানা কি অসম্ভব হয়? না, কখনই না।

আজি প্রত্যূষে আমি ধ্যানে বসিব, এমন সময় আমার আসন টলিল অর্থাৎ নড়িতে লাগিল। আমি—অন্তশ্চক্ষু বিস্ফার করিয়া দেখি,—গয়ায় আমার গুরুদেব আসিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

আশাবতী। আচ্ছা এত শীঘ্র তারের খবরের মত যেন শুনিলেন, কিন্তু শীঘ্র যাবেন কিরূপে?

যোগী। আশাবতী! যোগীদিগের

সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার নাই। আমি রেলের গাড়ীতেই গমন করিব।

আশাবতী। তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আমার নিকট যে টাকা আছে, তাতে কোন কষ্ট হইবে না। আমি আপনার কন্যা, আমাকে সঙ্গে লইতে আপনার আপত্তি হইবে না। যতদিন যোগিনী জননীর দেখা না পাই, আপনার চরণে পড়িয়া থাকিব।

যোগীবর অনেক চিন্তা করিয়া আশাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে উভয়ে রেলের গাড়ীতে উঠিয়া গয়ায় আসিলেন। গয়ার ষ্টেসন হইতে কপিলেশ্বর মন্দির অনেক দূর, সেই ব্রহ্মযোনি ও আকাশ গঙ্গার মধ্যস্থলে। তাঁহারা কপিলেশ্বরে গিয়া শুনিলেন তাঁহার গুরুদেব বরাবর পাহাড়ে গমন করিয়াছেন, তাহা গয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ। আশাবতী কখনও এভাবে পথ চলেন নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাঁহার শরীর অত্যন্ত কাতর। যোগিবর আশাবতীর অবস্থা বুঝিয়া নিকটে আকাশ গঙ্গাবাসী বাবাজীর আশ্রমে গমন করিলেন। আহা! বাবাজী যেন দয়ার অবতার। অতিথিসেবাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম। তিনি নবাগত অতিথিদ্বয়কে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিলেন। তাঁহারা সুস্থ হইয়া যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন বাবাজী আলাপ আরম্ভ করিলেন। বাবাজী যোগিবরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "মহাত্মন্! আপনার সঙ্গে প্রকৃতি দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! আজি কি সামান্য মলয় সমীরণ, স্থির গম্ভীর অটল হিমালয়কে স্থানভ্রষ্ট করিল?

যোগী। বাবাজী! আপনার চরণে প্রণাম। আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি না রাখিলে কি আমরা স্থির ভাবে সাধন করিতে পারি? পিতঃ! এ মহিলা আমার প্রকৃতি নহেন। আমার কুমার ব্রত। তবে সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন? ইনি আমার শিষ্যা, কন্যা এবং মাতা। যোগশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যোগিনী জননীর উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। এক বার গুরুদেবের চরণ দর্শনে অভিলাষ।

বাবাজী। যোগিনাথ! আমার অপরাধ লইবেন না। এখন ভেকধারী বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী যোগীদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা আশঙ্কা হয়। তজ্জন্য আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি। সাধন নাই, ভজন নাই, কেবল ভিক্ষা। না দিলে গৃহস্থের প্রতি গালিবর্ষণ, অত্যাচার। রাত্রিতে চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার। সে দিন কজন বৈষ্ণব পরমহংস একত্র হইয়া এক ভক্ত গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হইয়া রাত্রিতে ডাকাতি করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে গ্রামে অনেকগুলি বলবান লোক ছিল, তাহারা থানার দারোগার সাহায্যে সকল লোককে ধরিয়া এখানে বিচারের জন্য প্রেরণ করে, বিচারে ৩ বৎসর ও ৭ সাত বৎসর

করিয়া ফাটক হইয়াছে। বলুন দেখি যথার্থ ভদ্র সাধুদিগের কি লজ্জাকর অবস্থা! যথার্থ সাধুকেও লোকে চোর ডাকাত মনে করিবে তাহাতে অপরাধ কি?

যোগী। বাবাজী! আপনিত বৃদ্ধ হইয়াছেন, পূর্ব্বে উদাসীনদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল?

বাবাজী। পূর্ব্বে লোকে যথার্থ ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িয়া নগরে প্রবেশ করিতেন না, বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। বিষয়ী এবং স্ত্রীবশীভূত লোকের সহিত আলাপ করিতেও তাঁহাদের ভয় হইত। কোন উদাসীন একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ কি উপবেশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন। এখনও যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উদাসীন, তাঁহারা ভ্রমেও বিষয় স্পর্শ করেন না। এখন দুই প্রকার বৈরাগ্য দেখা যায়, এক দুঃখ-বৈরাগ্য, দ্বিতীয় যথার্থ বৈরাগ্য। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া অথবা অন্য কারণে আহার মিলিতেছে না, বিদ্যাবুদ্ধি নাই, অত্যন্ত অলস, পরিশ্রম করিতেও চায় না, এইরূপ লোকেই অধিক পরিমাণে ভেক লইয়া ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহাদের মধ্যে ছোট লোকই অধিক—হাড়ী, ডোম, মুচি; ভালজাতির মধ্যে দুই এক জন গোয়ালা। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই ভিক্ষু-আশ্রমে আগমন করিতেন—এখন নিয়ম নাই, শাসন নাই। নানা সম্প্রদায়, নানা দল। সকলেই আপনাপন দলবৃদ্ধির চেষ্টা করে, পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই। এই এক গয়ায় ৪০টী বৈষ্ণব আশ্রম, উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রায় ৩৬ টী, কবি-পন্থীর ৫ টী। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হই[য়া] কি পবিত্রতা রক্ষা করা যায়? যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মার্থী, তাঁহাদের অত্য[ন্ত] সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সে ঘোর অবিশ্বাসী। দয়াল রাম কীট পতঙ্গকে আহার দিতেছেন, তোমাকে কি দিবেন না?

সূর্য্যভক্ত। বাবা! আমরা গৃহী, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব দেখিয়া আমরা কিরূপে বিচার করিব? বিচার করিতে গেলে য আমাদের অকল্যাণ হইবে।

বাবা। সূর্য্য! গৃহীই হও, কি সন্ন্যাসী হও, প্রত্যেক নরনারীকে ভক্তি করিবে। কেবল যে ভেকধারীকে ভক্তি করিবে তাহা নহে, মনুষ্য মাত্রেরই দোষ গুণ আছে। এজন্য দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণে যত্ন করিবে। মধু-মক্ষিকা যেমন পুষ্প হইতে কেবল মধুই আহরণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যের গুণ গ্রহণ করিবে। মনুষ্যের মধ্যে যাহা পাপ দেখিবে তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

শ্যামাভক্ত। আচ্ছা বাবা! অমুক ব্যক্তির কি গুণ আছে, আমিত কিছু খুঁজিয়া পাই না?

বাবাজী। শ্যামা! সেই অন্ধকার

রাত্রিতে সে ব্যক্তি কি লণ্ঠন ধরিয়া আমাদের পথ দেখায় নাই? ইহাতে জানিও, তাহার মধ্যে পরোপকার গুণ আছে। সেই গুণটুকুকে ভক্তি করিবে। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। সকলই তাঁহার সিংহাসন। সকলই দেবমন্দির। ইহা চিন্তা করিও, আপনা হইতে ভক্তির উদয় হইবে।

গঙ্গাদাস। তবে আমাকে ভৈরোঁস্থানে যাইতে নিষেধ করেন কেন?

বাবাজী। ভগবান অগ্নিতে আছেন, তুমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করনা কেন?

গঙ্গাদাস। তা হলে যে পুড়িয়া মরিব।

বাবাজী। সেইরূপ ভগবান সকলের মধ্যে থাকিলেও সকল স্থানে যাইতে পার না। কুসঙ্গে গেলে পুড়িয়া মরিবে। যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, কেবল তাঁহারাই সকল স্থানে যাইতে পারেন।

সাধু ভক্ত কেশবদাস। বাবাজী সিদ্ধ পুরুষ হইবার উপায় কি?

বাবাজী। কেশবদাস! আমরা বৈষ্ণব, আমরা কৃচ্ছ্র সাধন স্বীকার করি না। ভগবান বিষ্ণু অতি দয়ালু। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সিদ্ধি লাভ হয়।

কেশবদাস। সংসারাসক্তি কাহাকে বলে?

বাবাজী। এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার বস্ত্র অলঙ্কার গৃহ শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেই সংসারাসক্ত। অনেকে মনে করে নগর ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই সংসার ত্যাগ করা হইল। ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটীর কৌপীন আসন অগ্নিকুণ্ড কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত সেও সংসারাসক্ত। এই দেহ আমি নই। আমি নিরাকার জীবাত্মা। জগতে এই দেহের জন্যই বিবিধ আয়োজন দেখিতে পাই। কিন্তু আমি যে নিরাকার জীবাত্মা, আমার জন্য কোন আয়োজন নাই। গ্রাম নগর হাট বাজার যেখানে যাও, দেহের প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল রহিয়াছে, কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের অন্নজল নাই। গুরুদত্ত মহামন্ত্রই আমার অন্নজল। সংসারাসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ঐ মহামন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ হয়।

আশাবতী। প্রভো! আপনাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তবে বুঝি আমার সদ্গতি হবে? আমার ভাগ্যে কি গুরুদত্ত মহামন্ত্র মিলিবে। কোথায় মা যোগিনী জননী! মাগো আর যে আমি দিন কাটাইতে পারি না।

বাবাজী। মা! তোমার ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া যোগিনাথের ন্যায়

আমিও ধন্য হইলাম। মা! যোগিনী জননী নিকটেই আছেন, তিনি স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে বাস করেন। তাঁহার নাম কুলকুণ্ডলিনী। যোগিনাথ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার বোধ হয় অপর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই পরীক্ষা। তোমাতে যেরূপ অনুরাগ দেখিলাম তাহা অতি দুর্লভ।

আশাবতী। আমার নিজের কোন গুণ নাই। আপনারা কৃপা করিয়া যদি অভাগিনীকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাই। সংসারে আমার আর কেহ নাই। যাহাতে সেই যোগিনী জননীর কৃপা লাভ করিতে পারি এমন দয়া করুন।

বাবাজী। আর কেন অপেক্ষা করিতেছেন, কৃপা করুন।

যোগী। বাবা! ভগবান্ ইহাকে দয়া করিয়াছেন, আমি কোন্ ছার, আমার দ্বারা কি হইতে পারে?

বাবাজী। তা বটে। ভূতশুদ্ধিতে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাইবার সময় যে শক্তিসঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে ত আপনার সাহায্য চাই?

যোগী। আমাকে ভুলাইতেছেন কেন? আপনি আমাকে পরীক্ষা করিলে আমার কি রক্ষা আছে? আমাকে কৃপা করুন। (আশাবতীর প্রতি) মা আশাবতী! এই মহাপুরুষের চরণ আশ্রয় কর, ইনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

আশাবতী। বাবা! আমি অসহায় দুঃখিনী, আমার আর কেহই নাই। আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন।

বাবাজী। এখন সায়ংকাল উপস্থিত আপন আপন সাধন ভজনে রত হও অন্য সময় আলাপ হইবে।

অতঃপর সকলে প্রস্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই প্রস্রবণের নামই আকাশ গঙ্গা। অতি নির্ম্মল জল। বোধ হইতেছে যেন প্রস্তর ঘামিয়া ঘামিয়া জল পড়িতেছে।

আশা। এ জল কোথা হইতে আসিতেছে?

গঙ্গাদাস। আকাশ হইতে গঙ্গা আসিতেছেন তাই ইহার নাম আকাশ গঙ্গা।

বাবাজী। না মা! উহা ঠিক্ কথা নহে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে ভুলাইয়া অর্থ লইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকে। ইহাকে প্রস্রবণ কহে। বৃক্ষ যেমন শিকড় দিয়া জল টানিয়া সমস্ত শাখা প্রশাখায় লইয়া যায়, সেইরূপ নীচে জল আছে অথবা পাহাড়ের কোন স্থানে জল জমিয়া থাকে। পাথরের মধ্যে শিকড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিরা আছে, তাহাই জল টানিয়া থাকে। ইহা ভগবানের লীলা। নতুবা জল কখন উর্দ্ধে উঠিতে পারে? জলের গতি নীচের দিকে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে লোকের বসতি, নীচ হইতে উপরে জল লইয়া যাইতে হইবে। ভগবান্ হুকুম

করিলেন আর জল প্রস্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া এই পড়িতেছে। ইহাও বাস্তবিক গঙ্গা। বিষ্ণুর চরণে গঙ্গার উৎপত্তি, ইহাও সেই প্রভুর দয়ারূপ চরণ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যেমন পাহাড়ে জল দেখিতেছ, সেই রূপ বৃক্ষে জল আছে, লতায় জল আছে। মরুভূমিতে নদী প্রভৃতি জলাশয় নাই, সেখানে জলের বৃক্ষ আছে; তাহার নাম পান্থপাদপ। তাহাতে আঘাত করিলেই নির্ম্মল জল পাওয়া যায়। যে দয়াল প্রভু এই নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য এত সদুপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কি জীবাত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের সদুপায় করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। যথার্থ ক্ষুধাতৃষ্ণা হইলেই সদুপায় লাভ করা যায়। এজন্য যাঁহারা যথার্থ সদ্‌গুরু, তাঁহারা শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন না। যাহার ক্ষুধা নাই তাঁহাকে উপদেশ দিলে সে উপদেশ মান্য করিবে না। এক বার ধর্ম্মাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে পুনর্ব্বার লাভ করা অতি কঠিন। এজন্য আচার্য্যগণ শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মা! এই যোগিবরও তোমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। তুমি দুঃখ করিও না। শীঘ্রই তোমার শুভদিন উপস্থিত হইবে। এখন ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর। অন্য সময়ে সদালাপ হইবে। সকলের স্ব স্ব আসনে প্রস্থান।

উদ্ভিদ্ জগৎ।

(২২৫ সংখ্যা ১৮১ পৃষ্ঠার পর)

উদ্ভিদ জগতের ভূষণ, সৃষ্টির শোভা ও আমাদিগের নয়ন মনের তৃপ্তির উপাদান পুষ্পের কথা বলিয়া এই বার পাঠিকাগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে যত্ন করিব। পুষ্প প্রায়ই উদ্ভিদের কাণ্ড কিম্বা শাখার অগ্র ভাগে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অবস্থিতি করে। পুষ্প উৎপাদন ও অবস্থানের প্রণালীকে পুষ্পবিন্যাস বলা যায়। সকল উদ্ভিদের পুষ্প বিন্যাস প্রণালী একরূপ নহে। কাণ্ডের অগ্রভাগে কখন পত্রমুকুল ও কখন পুষ্পমুকুল উৎপন্ন হয়। যদি কাণ্ডের অগ্রভাগে পত্রমুকুল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পার্শ্বে যে পৌষ্পিক পত্র থাকে, তাহার কক্ষ হইতে পুষ্প মুকুল

উৎপন্ন হইয়া প্রথমে নিম্নস্থিত, তৎপরে উপরিস্থিত, মুকুলসকল বিকশিত হয়। এইরূপ প্রণালী অনুসারে পুষ্পোদ্গম হইলে উদ্ভিদবেত্তাগণ পুষ্পবিন্যাসকে অনির্দ্দিষ্ট বা মধ্য গামী বলিয়া থাকেন। জবা কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি পুষ্প-বিন্যাস অনির্দ্দিষ্ট বা মধ্যগামী পুষ্পবিন্যাস প্রণালীর এক একটী উদাহরণ। কাণ্ড কিম্বা শাখার অগ্রভাগে পত্র মুকুল না হইয়া একবারে পুষ্প মুকুল হইলে তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রস্ফুটিত হয় ও তৎপরে তাহার নিম্নস্থিত মুকুলসকল ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। উদ্ভিদবেত্তারা এইরূপ পুষ্পবিন্যাসপ্রণালীকে নির্দ্দিষ্ট বা মধ্যত্যাগী নাম প্রদান করিয়াছেন। গোলাপ গাঁদা বেল মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের বিন্যাসপ্রণালী অবলোকন করিলে নির্দ্দিষ্ট বা মধ্যত্যাগী পুষ্প-বিন্যাসের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণচূড়ার ফুল, সোণালীর ফুল, আম্রের বৌল, মৌরির ফুল, বাদামের ফুল, কচুর ফুল, তাল নারিকেল, সুপারী, কদলী প্রভৃতির কাঁদী, কাঁটানটের ফুল; তুলসীর জটা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুষ্প-বিন্যাস প্রণালী কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

আপাততঃ দেখিলে পুষ্পকে উদ্ভিদের একটী নূতন অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা বাস্তবিক পত্রের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধারণতঃ পুষ্পে ছয়টা প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) পুষ্পবৃন্ত (বোঁটা) (২) পুষ্পধি বা পুষ্পশয্যা, (৩) কুণ্ড বা পুষ্পকোষ, (৪) স্রক, (৫) পুংজননেন্দ্রিয় বা পুংনিবাস, (৬) স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বা স্ত্রীনিবাস। কাণ্ডের যে সূক্ষ্ম শাখার অগ্রভাগে পুষ্প অবস্থিতি করে, তাহার নাম পুষ্পবৃন্ত এবং যে অগ্রভাগের উপর পুষ্পের প্রত্যঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পুষ্পধি বা পুষ্পশয্যা বলা যায়। পুষ্পের চতুরাবর্ত্তের সর্ব্ববহিঃস্থ আবর্ত্তের নাম কুণ্ড বা পুষ্পকোষ। ইহা সচরাচর যে ৩টী বা ৫টী ক্ষুদ্র পত্রাকার প্রত্যঙ্গে বিভক্ত, তাহার এক একটীর নাম বৃতি। কুণ্ড সচরাচর হরিদ্বর্ণ। কুণ্ডের পরবর্ত্তী আবর্ত্তের নাম স্রক্। ইহার এক একটী পত্রাকার প্রত্যঙ্গের নাম দল। বৃতির ন্যায় দলের সংখ্যাও সচরাচর ৩ বা ৫। স্রগাবর্ত্তের বর্ণ সকল পুষ্পে একরূপ নহে। ইহা প্রায়ই নানা বর্ণে রঞ্জিত। কোন কোন পুষ্পে কুণ্ড, স্রক্ অথবা উভয়ই দৃষ্ট হয় না। ইহারা পুষ্পের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে। ইহাদের অভাবেও ফলোৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য উদ্ভিদবিদেরা ইহাদিগকে অনাবশ্যক জননেন্দ্রিয় অথবা জননেন্দ্রিয়ের রক্ষী নামে অভিহিত করেন। স্রগাবর্ত্তের পরে পুষ্পের অন্তর্বর্ত্তী আর দুইটী অঙ্গ আছে, তাহাদের একটীর নাম পুংনিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অপরটীর নাম স্ত্রীনিবাস। পুংনিবাসের এক একটী প্রত্যঙ্গের নাম পুংকেশর ও স্ত্রী নিবাসের

এক একটী অঙ্গের নাম গর্ভকেশর। পুষ্পে সচরাচর ৩টী, ৬টী বা ১০টী পুং-কেশর এবং ৩টি বা ৫টি গর্ভকেশর দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত অঙ্গদ্বয়ই পুষ্পের অত্যাবশক জননেন্দ্রিয়। ইহাদের অভাবে ফলোৎপাদনকার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত জন্মে। যে সকল পুষ্পে কুণ্ড, স্রক, পুং-নিবাস এবং স্ত্রীনিবাস এই চারি আবর্ত্ত থাকে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পুষ্প বলা যায়। যে সকল পুষ্পে কুণ্ড ও স্রক এই দুই আবর্ত্তের একটি বা উভয়টি না থাকে, তাহাদিগকে অসম্পূর্ণ পুষ্প কহে। আবর্ত্ত গুলির প্রত্যঙ্গসমূহের আকার, গঠন ও বর্ণ এক প্রকার হইলে উদ্ভিদবিদেরা পুষ্পকে নিয়মিক বলিয়া থাকেন। যে পুষ্পের বৃতি, দল, পুং-কেশর ও গর্ভকেশরের সংখ্যা সমান অথবা একের সংখ্যা অপরের সংখ্যার দ্বি, ত্রি, চতুর বা ততোধিক গুণ, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সমান পুষ্প কহে। বহিঃস্থ আবর্ত্তদ্বয়ের অভাব হইলে পুষ্পকে নগ্ন বলা যায়। বহিঃস্থ আবর্ত্ত-দ্বয়ের একটীর অভাব হইলে পুষ্পকে এক-পরিচ্ছদ বলা হয়। যে পুষ্পে পুং-কেশর ও গর্ভকেশর উভয় দৃষ্ট হয়, তাহাকে দ্বিলিঙ্গ বলে। যে পুষ্পে কেবল পুংকেশর থাকে, তাহার নাম পুং-পুষ্প, এবং যে পুষ্পে কেবল গর্ভকেশর থাকে, তাহার নাম স্ত্রী-পুষ্প। যে উদ্ভিদে পুং ও স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্প অবস্থিতি করে, তাহাকে উভলিঙ্গাশ্রয় বলা যায়। এক উদ্ভিদে পুং-পুষ্প ও অপর উদ্ভিদে স্ত্রী-পুষ্প উৎপন্ন হইলে সেই সকল উদ্ভিদকে একলিঙ্গাশ্রয় বা ভিন্নাশ্রয় কহে। শসা, কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে উভয়বিধ পুষ্পই দৃষ্ট হয়। যে পুষ্পে পুং ও গর্ভ উভয়বিধ কেশরের অসদ্ভাব, তাহার নাম ক্লীব।

ধুতুরা, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি কতকগুলি পুষ্পের বৃতি ও দলগুলি পরস্পর পৃথক্ না হইয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে মিলিত। বৃতিসকল পরস্পর মিলিত হইলে কুণ্ডকে মিলিত-বৃতি বলা হয়। দলসকল পরস্পর মিলিত হইলে, স্রক্‌কে মিলিত দল বলা হয় যে সকল পুষ্পের বৃতি ও দল পরস্পর পৃথক, তাহাদের কুণ্ডকে বহুবৃতি ও স্রক্‌কে বহুদল বলা যায়। মিলিত বৃতি কুণ্ড বা মিলিত-দল স্রকের মিলিত অংশের নাম নল। নলের অগ্রভাগের নাম কণ্ঠ, ও বিস্তৃত অংশের নাম অঙ্গ। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার পরেই বৃতি বা দলগুলি স্খলিত হইলে কুণ্ড বা স্রককে আশুপতন বলা যায়। বৃতি ও দল একত্রে স্খলিত হইলে তাহাদিগকে পতনশীল বলা যায়। বৃতি বা দল ফল পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত থাকিলে তাহা-দিগকে স্থায়ী বলা যায়।

ক্রমশঃ

নারীচরিত।

কুমারী তরু দত্ত।

আমরা সচরাচর দূরদেশের ও দূর-কালের গুণবতী মহিলাগণের বৃত্তান্ত পাঠিকাগণের গোচর করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহারা কি বিশ্বাস করিবেন এই কলিকাতা নগরে ২৫ বৎসরের কিছু অধিক হইল বাঙ্গালীর ঘরে একটী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; কেবল ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা নহে, এই বিদেশীয় ভাষাদ্বয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কেবল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, গ্রন্থরচনায় এরূপ প্রতিভা ও লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া ইউরোপীয় সমাজ চমৎকৃত হইয়া তাঁহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছেন? অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই বালিকা আপনার অসাধারণ গুণে আপনার নাম চিরস্মরণীয় ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন! যে ফুলের কলিকাতেই এত শোভা ও সৌরভ, না জানি তাহা ফুটিলে জগৎকে কত আমোদিত করিত! তাঁহার সম্বন্ধে ফরাসী দেশের একখানি বিখ্যাত পত্রিকায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছেঃ—এই বঙ্গবালা স্বভাবদত্ত এত আশ্চর্য্য ও অসাধারণ গুণে ভূষিত ছিলেন; ইংরাজী ভাষায় কবি, ফরাসী ভাষায় গদ্যলেখক, জাতি ও সংস্কারে হিন্দু, শিক্ষাগুণে ইংরাজ, হৃদয়বত্তায় ফরাসী; ইনি ১৮ বৎসর বয়সে ইংরাজী পদ্যচ্ছন্দে ফরাসী কবিদিগকে ভারত-বাসীদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছেন; ইনি একাধারে তিন আত্মা ও তিন জাতীয় ভাবের সম্মিলন করিয়াছেন; ইনি ২০ বৎসর বয়সে প্রতিভা বিকাশের প্রাক্‌কালেই গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া ইহ সংসার হইতে অবসৃত হইয়াছেন—সাহিত্য জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের আর তুলনা নাই। ইঁহার নাম ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ প্রিয় হওয়া উচিত, কারণ ইনি ফ্রান্সকে বড় ভাল বাসিতেন এবং প্রাণের নিগূঢ় আকর্ষণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।” যে বঙ্গাঙ্গনাকে লইয়া ফরাসীরা এত গৌরব করিতে পারে তিনি বাঙ্গালী জাতির কত না আদর, আহ্লাদ ও শ্লাঘার বস্তু! বঙ্গনারীগণ কি তাঁহার গুণের গৌরব করিয়া আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত করিবেন না?

আমরা উপরে যে রমণীর সামান্য চিত্র অঙ্কিত করিলাম, ইঁহারই নাম কুমারী তরু দত্ত। ইনি ১৮৫৬ সালে কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বাবু গোবিন্দ

চন্দ্র দত্ত * একজন কৃতবিদ্য, ধার্ম্মিক ও অতি সুযোগ্য লোক ছিলেন। বাঙ্গালী হইয়াও ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্তরোত্তর উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহকারী "Accountant General" আকাউণ্টাণ্ট জেনারেলরের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনায় অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন। পেন্সন পাইবার উপযুক্ত হইলেও 'আপনি অক্ষম নন' বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁর তিনটী সন্তান হয়; একটী পুত্র, তাঁহার নাম অব্জু ও দুইটী কন্যা তাহাদের নাম আরু ও তরু। গোবিন্দ বাবু তরুর রচিত এক খানি পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহার সন্তানগণের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত হৃদয়স্পর্শী বিবরণ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন "তরু আমার তিন সন্তানের সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনটীই বড় আশাপ্রদ হইয়াছিল এবং তিনটীই যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরেচ্ছায় পরলোকে গৃহীত হইয়াছে।" তিনি ১৮৬৩ সালে কর্ম্মোপলক্ষে যখন বোম্বাই যান, তখন তিনটী সন্তানকেই সমভিব্যাহারে লইয়া যান এবং তথায় একবৎসর অবস্থিতি করেন। ১৮৬৯ সালে যখন ইউরোপ গমন করেন, তখন জ্যেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং আরু ও তরু তাঁহার সহযাত্রী হন, এবং কয়েক বৎসর ইউরোপে বাস করিয়া ১৮৭৩সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আরু ও তরু ফ্রান্সে কয়েক মাস ভিন্ন আর কখনও কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন কেম্ব্রিজে স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধনোদ্দেশে যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেন।

ফ্রান্সে অবস্থিতি কালে তরুর বয়স ১৪ এবং আরুর বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। তত্রত্য এক বালিকাবিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে ভরতি করা হয় এবং তাঁহারা ৮ মাস মাত্র, তথায় অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নাম মাত্র, তাঁহারা গৃহে ও আপনাদিগের যত্নেই অধিক শিক্ষা করিতেন। ফরাসী কাব্য পড়িবার জন্য দুই ভগিনী পাগল হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, কিন্তু ছোট বড় সকল ফরাসী কবির লেখাই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ফ্রান্সে বড় সুখে ছিলেন।

* গত ১১ই এপ্রেল এই মহাত্মার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া জানাইবার নয়। আমরা তাঁহার গুণবতী কন্যার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আমাদিগকে অনেক উপাদান দিয়াছিলেন এবং বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এক ফরাসী পত্র হইতে দুইটী দীর্ঘ প্রস্তাব ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট আরও সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহাতে নিরাশ হইতে হইল। তাঁহার অনুবাদিত প্রস্তাব আমরা বামাবোধিনীর পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক রহিলাম, তৎপাঠে কুমারী তরুর বিদ্যাবত্তা ও তৎসম্বন্ধে বিদেশীয় মত সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ফ্রান্স অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সকে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশ ও ফরাসী জাতি তরুর প্রাণের ভালবাসার বস্তু ছিল। তরু ১৫ বৎসর বয়সের সময় যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধে ফরাসী জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যে দিন পারিস নগরী শত্রুহস্তগত হয় তরু আপনার দৈনিক স্মরণ-পুস্তকে সে দিনের এইরূপ বিবরণ লেখেন—"আমরা যে কয়দিন পারিসে ছিলাম,কি আনন্দে কাটাইয়াছি! কেমন বাড়ী, কেমন রাস্তা সকল, কেমন সুসজ্জিত সেনাদল। কিন্তু আজি তাহার কি শোচনীয় পতন! যে নগরী পৃথিবীর শীর্ষস্থান আরোহণ করিয়াছিল, আজি সে কি অসীম দুঃখের আলয়! যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে আমার হৃদয়ের টান ফরাসীদিগের পক্ষে; তাহারা হারিবে জানিতাম, তথাপি তাহাদিগের সপক্ষ ছিলাম। যুদ্ধে ফরাসীরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তা আমি জানিতাম।

"একদিন বাবা মাকে সম্রাটের কথা কি বলিতেছেন তাহা আমার কর্ণে আসিল। তৎক্ষণাৎ আমি তড়িৎ-বেগে সিঁড়ি দিয়া নামিলাম,শুনিলাম ফরাসীরা হার মানিয়াছে, সম্রাট সসৈন্যে সিডানে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আমি তখন কি ভাবে পুনরায় সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলাম, স্মরণ আছে। আমার গলা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে আরুকে সকল কথা বলিলাম। ফ্রান্সের কেন পতন হইল? ইহার অনেক লোক পাপ ও নাস্তিকতায় মগ্ন হইয়াছে বলিয়া কি? কিন্তু এমন হাজার হাজার লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে ভয় করেন। হা ফ্রান্স! তোমার কি ভয়ানক পতন হইল! এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া পূজা ও সেবা করিতে শিখিও। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স তোমার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।"

ইহার পর তিনি ইংরাজীতে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই ফ্রান্স মরে নাই, ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়াছে, সকলে মিলিয়া উপযুক্ত শুশ্রূষা দ্বারা ইহার আরোগ্য সাধন কর, ইহা আবার জাতিসকলের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের নেতৃত্ব কার্য্য করিবে। পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার কি সহৃদয়তা! কি উদার স্বভাব, কি উন্নত ধর্ম্মভাব!

উভয় ভগিনীই তাঁহাদিগের ইউরোপ ভ্রমণের দৈনিক বিবরণ লিখিতেন, তাহা অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে। পিতা লিখিয়াছেন,সাংসারিক কাজ কর্ম্মে আরু ও তরু আদর্শস্থানীয় ছিল। তাহারা কোন কার্য্যকে নীচ বলিয়া উপেক্ষা করিত না। উভয়েই পিয়েনো বাজনাতে সুনিপুণা ছিল এবং উভয়েই এরূপ পরিষ্কার মধুরস্বরে গান করিত, যে আজিও যেন তাহা আমার কর্ণে বাজিতেছে।

তরু অধিক পড়িয়াছে, বোধ হয় অধিক চিন্তাও করিয়াছে; জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে প্রায় কনিষ্ঠার অনুগত হইয়া চলিতে দেখা যাইত। তরুর সম্মুখে আরুর প্রভা প্রকাশ পাইত না, কিন্তু তা বলিয়া তরু আপনার প্রাধান্য প্রদর্শনে কখনও উৎসুক হইত না। উভয়ে উভয়কে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত।"

ভগিনীদ্বয়ের বরাবর ইচ্ছা ছিল, এক খানি উপন্যাস গ্রন্থ বেনামী ছাপাইবেন, তরু তাহা লিখিবেন এবং আরু চিত্র বিদ্যায় সমধিক নিপুণ থাকাতে তাহার জন্য ছবি আঁকিয়া দিবেন। তরু এক খানি ফরাসী উপন্যাস লিখিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, কিন্তু আরুর অঙ্গীকার পালন তাহার জীবনে কুলাইল না।

তরু স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ফরাসী কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করেন। পরে পিতার সহিত সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। বিষ্ণু পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন। এক বৎসর মধ্যে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, সুতরাং পাঠে ক্ষান্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তিনি বিষ্ণু পুরাণের দুইটী আখ্যায়িকা ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ করেন, তাহা কলিকাতা রিবিউ ও বেঙ্গল মাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বেঙ্গাল মাগাজিনে লিফাণ্ট ডি লাইল ও সৌরী সম্বন্ধে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতাও মুদ্রিত হয়। তিনি শেষ অবস্থায় বেডার নাম্নী এক ফরাসী রমণী প্রণীত "প্রাচীন ভারত রমণী" বিষয়ে এক পুস্তক পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হন যে তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। মাডাম বেডারের সহিত এ সম্বন্ধে তাঁহার যে পত্রালাপ হয়, তাহা অতি প্রীতিকর। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে তরুর পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং ১৮৭৭ সালের ৩০এ আগষ্ট তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ডাক্তার চার্লস অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি খৃষ্টান ছিলেন, মৃত্যুকালে ধর্ম্মে আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন।

(ক্রমশঃ)

লীলাময়ী বা আদর্শ সতী।

ট্রোজানদিগের সহিত যখন গ্রীকগণ যুদ্ধ করিতে যান, তখন ডেলফির মন্দির হইতে দৈববাণী হয় যে, যে গ্রীক প্রথমে শত্রুরাজ্যে পদার্পণ করিবে, তাহার জীবন বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধে গ্রীকজাতির জয়লাভ

হইবে। থেসালীর রাজপুত্র প্রটিসিলেয়স স্বজাতির হিতসাধনে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবার মানসে আপনার রণতরী সর্ব্বাগ্রে ট্রয়ের সমুদ্র-তটে লইয়া যান এবং আপনি সর্ব্বাগ্রে ট্রয়-ভূমি স্পর্শ করেন। ট্রয়ভূমি স্পর্শমাত্র ট্রোজান-বীর হেক্‌টর তাঁহার প্রাণবধ করেন, ট্রোজানযুদ্ধে প্রথম গ্রীকের জীবন এইরূপে আহুতি দান হয়। প্রটি-সিলেয়সের পত্নী লেওডেমিয়া এক প্রসিদ্ধ রাজার কন্যা, ও পতিপ্রাণা রমণী ছিলেন। পতির নিধনসংবাদে তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং পতির সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য দেবারা-ধনায় নিযুক্ত হইলেন। দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবদূত মার্করিকে আদেশ করিলেন, "প্রটিসিলেয়সের প্রেত মূর্ত্তি লইয়া লেওডেমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও।" দেবদূত তাহাকে লইয়া লেওডেমিয়ার নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "দেবতাদিগের বরে তুমি ৩ ঘণ্টা কালের জন্য পতিকে পাইলে, ইহার সহিত সম্ভাষণ কর, তৎপরে আমি ইহাঁকে পুনরায় স্বর্গে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। দিব্য-লাবণ্য-শোভিত পতির মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য লেওডেমিয়া বাহু প্রসারিত করিলেন, কিন্তু তাহা রক্ত মাংসে গঠিত নয় বলিয়া স্পর্শ করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন হইল। লেওডেমিয়া পার্থিব অনুরাগের লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু প্রটিসিলেয়স স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমময় ভাব ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার হৃদয়কে বিশোধিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, 'স্বর্গলোকে আমাদিগের পুনর্ম্মিলন হইবে।' অতঃপর দেবদূতের পুনরাবি-র্ভাব হইবামাত্র প্রটিসিলেয়স তাহার সহিত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন, লেওডেমিয়া তৎক্ষণাৎ ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূপতিত, মূর্চ্ছিত ও শবাকারে পরিণত হইলেন।

উপরি-উক্ত গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও তৎসম্বন্ধীয় কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য অবলম্বন করিয়া এই কাব্য রচিত হইয়াছে। পাঠিকাগণের শ্রুতিবিরাগ নিরাকরণার্থ আমরা প্রটিসিলেয়সকে প্রীতিশীল ও লেওডেমিয়াকে লীলাময়ী নামে অভিহিত করিলাম। বর্ণনায় কবি-কল্পনা স্বাধীনভাবে খেলিয়াছে, সুতরাং ইহাতে গ্রীক পুরাণের ছায়া ভিন্ন আর সকলই কবির নূতন সৃষ্টি।

প্রথম স্তবক।

——জিনি নয়নেরে
মরমের শর বেগ কতদূর গামী
কে করে গণনা তাহা——।

কে জানে সংসারে, কি আছে এমন,
যাহার মায়ায় ভুলিয়া সবে ;

পুরুষ রমণী, ধনী দুখী দীন,
কে জানে মোহিত কাহার রবে ! ১

ফুটন্ত কুসুম, জীবন্ত সুষমা,
তাতেও দুরন্ত কীটের জ্বালা,
কোমল-হৃদয় প্রণয়-প্রবণা!
হায়রে বিধবা অবলা বালা !!২

যথা প্রকৃতির, যে কিছু সুন্দর,
তাতেই অনন্ত গরল ধারা,
খর দরশন, চিতার অনলে,
সুন্দরী প্রকৃতি পুড়িয়ে সারা।৩

উজলি অলিন্দে স্বর্ণ সিংহাসনে,
বসি লীলাময়ী আদর্শ সতী,
সহচরীগণ, করিছে ব্যজন,
সাজায়ে কুসুমে প্রফুল্লমতি।৪

যেন বিবাহের সুমধু যামিনী
আইলা আবার বাসর ঘরে,
বাজে সপ্তস্বরা, সুখ মাতোয়ারা,
উঠিছে সুতান পুলকভরে॥৫

কেউবা বীণায়, করিছে ঝঙ্কার,
নলিনীর দলে মধুপ যেন,
স্বচ্ছ সরোবরে, কমলে কামিনী,
সংসারে অতুল প্রতিমা হেন।৬

উজ্জ্বল মুরতি, উজ্জ্বল বসন,
স্ফটিকের ঝাড়ে উজ্জ্বল আরো,
নাই অলঙ্কার, কেমন বাহার,
উজ্জ্বলে মধুর মিশিছে কারো।৭

নিসর্গ-সুন্দরী সতী লীলাময়ী
পরিয়ে শ্রবণে মুকুতা দুল;
হাতে হীরা কাটা শোভে হৈম চুড়ী,
নিথর বেণীতে গোলাপ ফুল।৮

স্বর্ণহার গলে, সোহাগের ডালি,
পবিত্র উদ্বাহ যৌতুক হায়;
অস্ফুট চম্পক কলিকা আঙুলী,
হীরার আঙটী শোভিছে তায়।৯

হেনকালে তথা প্রীতিশীল বীর,
উতরিল আসি প্রেয়সী পাশে,
'কেন প্রিয়ে আজ, পরিণয় সাজ'
বলি করে ধরি মধুর ভাষে।১০

ঈষদ লজ্জিতা, ঈষদ চটুলা,
অধরে অস্ফুট হাসিটী মাখা;
বলে ধনী ধীরে "কেনহে প্রাণেশ,
সারাদিন আজ দেওনি দেখা ?১১

"পলকে হারাই, মরমে ডরাই,
তিলেক ত্যজিতে পারিনা কভু;
প্রাণ ভরি হেরি ও প্রেম প্রতিমা,
নয়নের সাধ মিটেনা তবু।১২

"কেন হেরি আজ গম্ভীর মূরতি,
ভাবনার স্রোতে মলিন যেন,
হাস তুমি কিন্তু হাসে না বদন,
নীরবে নয়ন কাঁদিছে কেন ?১৩

"নবীন বয়সে, নবীন সংসারে,
পদে পদে কাঁটা ফুটিছে কত;
তাই কি প্রাণেশ প্রাণের ভিতরে,
চিন্তানল শিখা জ্বলিছে অত ?১৪

"সুখের সুখিনী, দুখের দুখিনী
ধর্ম্ম আচরণে সঙ্গিনী দাসী,

একই জীবনে, দুইটী প্রবাহ,
এক বৃন্তে দুটী কুসুম হাসি। ১৫

বিপদে বিপন্না সম্পদে সোহাগী,
পতির মরণে মরণ যার,
অবলা রমণী অসার জীবন,
পতিধন বিনা কি আছে তার? ১৬

হেরি তব ভাব কত কথা মনে,
উদিছে পলকে—পলকে লয়;
যেন কোন কথা চাও লুকাইতে
আকার ইঙ্গিতে সুপরিচয়। ১৭

স্বদেশ ভরিয়া জ্বলেছে অনল,
কলঙ্কে পুড়িয়া হয়েছে ছাই;
নারীর সতীত্ব, ফণিনীর মণি,
সে হেন রতন জগতে নাই। ১৮

রণোন্মত্তগ্রীস, আজি বীরমাতা,
সাধে বীরব্রত কল্যাণ তরে,
বীরবধূ যারা, বীর কটিবন্ধে,
সাজায় পতিরে আনন্দ ভরে। ১৯

যাও নাথ, যদি যাইবে সমরে,
দেব-কার্য্যে দাসী সাধে না বাদ;
হৃদয়ের আশা, যত ভালবাসা,
ডুবুক অতলে নাহি বিষাদ। ২০

দাও রণ বাজী, বর্ম্ম আভরণ,
কোদণ্ড, কার্ম্মুক, শাণিত অসি;
যতদিন প্রাণ, ত্যজিব না ছায়া,
পূজিব ওপদ সমরে পশি।”২১

বলি উর্দ্ধ করে রক্ষ গো জননী
লুকাইয়া মাথা পতির কোলে,
হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণের প্রতিমা,
ভিজাইলা বাস নয়ন জলে। ২২

ধন্যা তুমি কহে থেসেলীয় বীর,
ধন্য বীরভাব নারীর মনে,
হাকি বিড়ম্বন কাপুরুষ পতি
মৃগ পরিণীত মৃগেন্দ্রী সনে। ২৩

টলিছে যাহার, চলিতে চরণ,
কাঁপে থর থর ভূকম্প ছলে,
তড়াগ জীবন পবন পরশে,
যথা প্রকম্পিত তরঙ্গ দলে। ২৪

এই মত কত লাঞ্ছিলা আপনা,
ভুলিলা সরলা অবলা মনে,
দেখিতে দেখিতে নৈশ সমীরণে,
বিগত চেতন পতির সনে। ২৫

হৃদয়ে যাহার জ্বলন্ত অগিনি,
কতক্ষণ তার ঘুমের ঘোর?
শুনি সাগরের ভৈরব কল্লোল,
দেখিলা জাগিয়া যামিনী ভোর। ২৬

জাগে নাই সতী, জাগা'ল না আর,
নিদ্রিত সরসে নলিনী রাণী;
নয়নের বারি, শিশিরের ছলে,
চুমিল প্রফুল্ল বদন খানি। ২৭

জ্বলিছে হৃদয়ে সমরের সাধ,
দুঃসহ আবার বিরহানল,
বিষম সমস্যা, ভাবিলে অকূল,
অস্তমিত হয় বিবেকবল। ২৮

হেরিলে ও মুখ ভুলে যাই সব
ভুলি এ সংসার বন্ধন পাশ,

হায় লীলাময়ী পতি হ'তে আজ,
হইল তোমার সরবনাশ।২৯
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস, হইলা বিদায়,
মরমে মরিয়া, কাঁদিলা কত,
বিরহ জীবনে, নিদ্রিতা প্রতিমা,
ভাসাইলা চিরদিনের মত।৩০
ভীম প্রভঞ্জনে, যমুনার কূলে,
নির্ম্মূল সাধের তমাল তরু,
মন্দার শোভিত নন্দন কানন,
অসুর সমরে হইল মরু।৩১

প্রাণিতত্ত্ব।

শম্বুক।

শম্বুক সচরাচর দুই বৎসর বাঁচে, কখন কখন অধিক কালও বাঁচিয়া থাকে। শরতের অবসানে যেমন শীতাগম হইতে থাকে, শম্বুকেরা অকর্ম্মা হইয়া পড়ে, মৃত্তিকার নিম্নে অথবা পর্ব্বতের ফাটলে আশ্রয় লয় এবং ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুর ন্যায় সমগ্র শীতকাল অচেতন অবস্থায় কাটাইয়া থাকে। এই অবস্থায় গভীর নিদ্রা যায়; ইহাদের নিশ্বাসক্রিয়া অল্প অল্প চলে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কার্য্য এক কালে স্থগিত হয়।

অচেতন অবস্থায় শম্বুকেরা কখন কখন একাদিক্রমে কয়েক বৎসর নিদ্রিত থাকে, তাহাতে তাহাদের মৃত্যু হয় না। এক খানি ইংরাজী পত্রিকায় দুইটী শামুকের কথা লিখিত আছে, তাহারা আপনাদিগের মুখের আঠা দ্বারা একটি প্রাচীরে সংলগ্ন হইয়া ৩২ মাস নিদ্রিত ছিল, ইতিমধ্যে খাদ্য বা জল কিছুই গ্রহণ করে নাই। ব্রিটিষ চিত্রশালিকায় মিসরের মরুভমি হইতে আনীত একটী শম্বুক এক খানি তাসে মুখ বন্ধ করিয়া ৪ বৎসর কাটাইয়াছিল। শম্বুকেরা যখন জাগিয়া থাকে, তখনও অনেক বিলম্বে বিলম্বে নিশ্বাস লইয়া থাকে। উদ্যান শম্বুক যখন প্রাচীর বাহিয়া চলিয়া যায়, তখন একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের একটী ছিদ্র মধ্যে মধ্যে খুলিতে ও বন্ধ করিতে থাকে, যেন হাই তুলিতেছে। এই ছিদ্রটী তাহার শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসের মুখ। জীবরাজ্যে ইহার অপেক্ষা সরল গঠনের শ্বাসযন্ত্র আর দেখা যায় না। শ্রেষ্ঠতর জীব শ্রেণীতে যেমন বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ ও তৎপরে অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ পূর্ব্বক শ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, ইহাতে সেরূপ জটিল ব্যবস্থা নাই। একটী ঘরের বাতায়ন খুলিয়া যেমন তাহার মধ্যে বাতাস লওয়া যায় এবং পরে ইচ্ছামতে সেই বাতায়ন বন্ধ করা যায়, ইহাতেও

শ্বাসযন্ত্রের কৌশল অনেকটা সেইরূপ ফুসফুসের গাত্রেই কয়েকটী রক্তনালী আছে, জন্তুটী ঢাকুনি খুলিলে শরীরের মধ্যে বাহিরের বাতাস যায়। ঐ বাতাস যতক্ষণ রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন না করে, ততক্ষণ বাহির হইতে পায় না। আকৃষ্ট বায়ুর কার্য্য হইয়া গেলে শম্বুক আবার ঢাকুনিটী খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয় এবং আবার নূতন বাতাস গ্রহণ করে। আমাদের যদি নাসিকা না থাকিত এবং ৩।৪ মিনিট অন্তর হাঁ করিয়া করিয়া বাতাস লইতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগের যে অবস্থা হইত, শম্বুকদিগের তাহাই। এরূপ গৌণ কালে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে গেলে শ্রমশীল জীবদিগের দেহের কার্য্য চলে না, কেননা অবিশ্রান্ত বিশুদ্ধ অম্লজান দ্বারা তাহাদিগের 'সজীব চুল্লী' জ্বলন্ত এবং কল সচল রাখিতে হয়। শম্বুকেরা জড়প্রকৃতি, তাহাদিগের তাহা আবশ্যক হয় না।'

শামুকদিগের শরীরের নিম্ন ভাগে যে মাংসপেশী আছে, তাহারই সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা তাহারা গতিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গমনের সময় শামুকেরা সম্মুখদিকে চারিটী শৃঙ্গ বা শুঁড় বাড়াইয়া চলিতে থাকে। ইহার মধ্যে দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী খর্ব্বাকৃতি ; দীর্ঘ শুণ্ডদ্বয় উপরে থাকে। এই শুঁড় ইচ্ছাক্রমে ভিতরদিকে লুক্কায়িত করা যায়। দীর্ঘ শুণ্ডের অগ্র ভাগে এক একটী ছোট কাল দাগ দেখা যায়, ইহাই শম্বুকের চক্ষু। এই চক্ষু দ্বারা কেবল আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বুঝা যায়, আকৃতি বা বর্ণের স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এই সামান্যাকার চক্ষু উচ্চতর শ্রেণীর শম্বুকে কিরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সমুদ্র শম্বুক বা শুক্তি এই জাতির প্রধান, তাহাদিগের চক্ষু মৎস্যের ন্যায়, তাহাতে তারা আছে এবং তাহার গঠন ক্রিয়া মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় থাকে থাকে আবরণ-ত্রয় দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। তাহারা আমিষাশী এবং বড় ক্ষিপ্রগতি, তাহারা উল্লম্ফন করিতে করিতে জলের ঊর্দ্ধে অনেক দূর উঠিতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক দিন স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে যে সকল জন্তু দ্রুত-গামী, তাহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় পূর্ণগঠিত এবং দর্শনশক্তিও প্রবল। স্থিতিশীল জন্তু-দিগের এককালে দৃষ্টিশক্তির অভাব দেখা যায়। ঝিনুকেরা ইহার এক আশ্চর্য্য উদাহরণ। ঝিনুক শিশুদিগকে তাহা-দিগের বাসস্থান অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়, এ জন্য তাহাদিগের চক্ষু অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তাহারা যখন একটী স্থান পাইয়া তথায় সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে, আর স্থানান্তরে যাইতে চায় না, তখন তাহাদিগের চক্ষু বিলুপ্ত হয় এবং তাহারা অন্ধ অবস্থায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করে।

নিকৃষ্ট জন্তুদিগের শরীরের কোন অংশ কোন আকস্মিক কারণে নষ্ট হইলে

বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় পুনরায় গজাইয়া উঠে। শামুকদিগের চক্ষু নষ্ট হইলে সেইরূপ পুনরায় উৎপন্ন হয়। কাঁচিদ্বারা ইহাদের শুঁড় কাটিয়া দিলে এক পক্ষের মধ্যে তাহা পুনরায় উদ্‌গত হয়। জগদীশ্বর ইহাদিগের শরীর মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য পুনরুৎপাদন শক্তি দিয়াছেন যে যে অঙ্গ ছিন্ন হয়, সেই অঙ্গ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শম্বুকের দর্শনের ন্যায় স্পর্শ শক্তিও আছে, ইহা যখন চলিতে থাকে, তখন সম্মুখে যেমন স্থান পায়, সেই অনুসারে শুণ্ড প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিতে করিতে চলে। ইহাকে স্পর্শ করিলে সঙ্কুচিত হয়। শুণ্ডের মূলের নিকট এক এক খানি ক্ষুদ্র খোলা ঝুলিয়া থাকে, তাহা কর্ণের স্থানীয়, তাহাদ্বারা ইহা শব্দ সামান্যরূপ শুনিতে পায়। তাহার যে ঘ্রাণশক্তি আছে তাহার সন্দেহ নাই, কেন না সে যে নানাবিধ বৃক্ষ আহার করিতে যায়,সে কেবল গন্ধ দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া যায়।

শম্বুকদিগের স্ত্রী পুরুষ নাই,প্রত্যেকেই উভধর্ম্মাক্রান্ত, তথাপি তাহারা যুগবদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রেজিলে এক জাতীয় শামুক আছে, তাহারা পায়রার ডিম্বের মত বৃহৎ এক একটী ডিম পাড়িয়া থাকে,তাহা আবার শক্ত খোলায় আবৃত।

অনেক পক্ষী উদ্যানশম্বুক আহার করিয়া থাকে, আসাপা প্রভৃতিও ইহার শত্রু। ক্ষুদ্রজাতীয় শম্বুকদিগেরই বিপদ্ অধিক এবং অনেক ক্ষুদ্র পশুরাও তাহাদিগকে পাইলেই ভক্ষণ করে। জোনাকী পোকাও শম্বুকাশী, অনেক সময় কেবল শামুক আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে। রোমীয় শম্বুক নামে এক প্রকার শামুক আছে, তাহার আবরণ এত কঠিন যে সামান্য পক্ষী বা চতুষ্পদ তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারে না, কিন্তু হতভাগ্য এক শত্রুর হাত এড়াইয়া তদপেক্ষা ভয়ানক শত্রুর হাতে মারা যায়। মনুষ্য এই শম্বুকপ্রিয়। ফরাসী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ইহা সুখাদ্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং টুলোর বাজারে ইহা ঝোড়া ব্যবস্থায় বিক্রীত হয়। পারিসের রন্ধনশালায় মাখন দিয়া ইহা পাক করা হয় এবং যাঁহার নূতন রন্ধন চাকিবার সখ, তিনি ইহার আস্বাদন অন্ততঃ একবার গ্রহণ করেন। ইউরোপের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঔষধার্থেও ইহার ব্যবহার হয়। ফরাসী ডাক্তারেরা কাশীর পীড়ায় অধিক পরিমাণে শম্বুকের 'সিরপ' ব্যবস্থা করেন এবং ইহার লালা দ্বারা বেশ 'কডলিবার অয়েলের' কাজ হইয়া থাকে।*

* From Scientific American.

পাকবিদ্যা।

জিলেবী।

ময়দা কিম্বা সুজি এক সের, সবেদা (চাউলের মিহি আটা) এক পুয়া, উত্তম দধি আধ পুয়া, চিনি আড়াই সের, ও আবশ্যক মত ঘৃত লইয়া, প্রথমে ময়দা, দধি ও আটা জল দিয়া একত্রে ভাল করিয়া মাখ; পরে গরম চুলার নিকট অথবা রৌদ্রে ৬ ঘণ্টা কিম্বা অন্য স্থানে বার ঘণ্টা রাখ। তৎপরে হাত দিয়া উত্তম রূপে ফেনাও। ঐ গোলা বা লেই যদি অত্যন্ত ঘন হয়, তবে ২।৩ ভাঁজ কাপড়ের পুটুলির মধ্যে রাখিয়া উহার তলায় একটী ছোট ছিদ্র করিয়া দিয়া, হাতের চাপ দ্বারা আস্তে আস্তে নিঙ্গড়াইলে ক্রমে লেই বাহির হইবে, এবং ঐ পুটুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তপ্ত ঘৃতে ভাজিবে। লেই পাতলা হইলে কাপড়ের পরিবর্ত্তে তলায় ছিদ্রযুক্ত নারিকেলের মালায় লেই লইলে চলিতে পারে। জিলেবী ভাজিতে হইলে থালের মত চেপ্টা তলা বিশিষ্ট কড়া হইলে ভাল হয়। নারিকেলের মালায় লেই লইয়া উহার তলার ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিয়া ঘৃতের কড়ার উপর লইয়া গিয়া, অঙ্গুলি ছাড়িয়া হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লেই ছাড়িবে। ইহাতে একবারে ৫।৬ খানা জিলেবী ভাজা হইবে। এই ভাজা জিলেবী গরম গরম রসে ফেলিলে উত্তম জিলেবী প্রস্তুত হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিরা ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল ও চিনির পরিবর্ত্তে গুড় দিয়া জিলেবী তৈয়ার করিয়া থাকে। জিলেবীতে যত অধিক চাল গুঁড়া দিবে জিলেবী তত শক্ত ও খাইতে কড়কড়ে হইবে।

বঁদে।

আতপ চালের আটা ও বেসন অথবা বিরি কলাই বাটা সমান সমান ভাগ একত্রে মিশাইয়া জল দিয়া গুলিবে। গোলা বা লেই এরূপ তরল করিবে যেন ছাঁকনির ফাঁক দিয়া আপনা হইতে বিন্দু বিন্দু আকারে পড়িতে থাকে। লেই তৈয়ার হইলে ছাঁকনির উপর দিয়া তপ্ত ঘৃতে ভাজিবে ও গরম গরম রসে ফেলিবে। ইহাতে উত্তম বঁদে প্রস্তুত হইবে।

শর্দ্দির প্রথমাবস্থায় গরম জিলেবী খাইয়া জল না খাইলে শর্দ্দি শুষ্ক হইয়া যায়।

জিলেবীর রস।

যত চিনি তার তিন ভাগের একভাগ জল। এই দুই একত্রে মিলাইয়া একটী মাটির পাত্র কিম্বা কড়াতে করিয়া চুলার

উপরে গরম করিতে থাকিবে, ফেনা উঠিলে জ্বাল কম করিয়া দিবে, আর রসের চারি ধারে একটু একটু করিয়া দুধ দিতে থাকিবে। গাদ উঠিলে গাদগুলি যত্নপূর্ব্বক হাতা দিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া রসটী কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার পর পুনর্ব্বার চুলাতে চড়াইয়া গরম করিতে থাকিবে। তাড়ু বা খুন্তি ঐ রসে ডুবাইয়া তুলিলে যখন উহা হইতে রস একধারে পড়িবে, তখন তাহাকে একধারা রস কহে। রস ইহা অপেক্ষা আর একটু ঘন হইলে অর্থাৎ আরও কিছুক্ষণ গরম করিলে, রসে হাতা ডুবাইয়া তুলিলে, যখন দুই ধারায় রস পড়িবে, তখন তাহাকে দুইধারা রস কহে। রস ইহা অপেক্ষা কিছু ঘন হইলে হাতার গায়ের রস শীতল করিয়া অঙ্গুলিতে মাড়িলে দানাবৎ বোধ হয় ও রস সাদা হয় তাহাকে তিনধারা রস কহে। জিলেবীর জন্য দেড়ধারা রস আবশ্যক।

মালপুয়া।

ময়দা এক সের, চিনি দেড় পুয়া, দুগ্ধ, দুই সের, গোল মরিচ এক তোলা, ঘৃত প্রায় দুই সের। এলাচ, লবঙ্গ, বাদাম, পেস্তা চূর্ণ করিয়া ইচ্ছামত ময়দার সহিত মিশান যাইতে পারে। চিনি, দুগ্ধে মিশাইয়া পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ কড়ায় করিয়া জ্বাল দিবে। অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া পাথর বাটীতে ঐ গরম দুগ্ধে অল্প অল্প করিয়া ময়দা মিশ্রিত করিবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফেনাইতে থাকিবে। সুন্দররূপ মাখা হইলে উহাতে গোটা গোল মরিচ ছড়াইয়া দিবে। বাদাম পেস্তা ইত্যাদির চূর্ণ দিলে এই সময় মিলাইবে। এই লেই এক পুয়া, অর্দ্ধ পুয়া অথবা এক ছটাক পরিমাণ লইয়া গরম ঘৃতে কড়ার উপর ঢালিয়া দিবে। ভাজা হইলে ছাঁকিয়া লইবে। মালপুয়া প্রস্তুত করিতে তলা চেপটা কড়ার প্রয়োজন।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের নানাস্থানে শবদাহ-প্রচলনী সভা স্থাপিত হইতেছে। জর্ম্মণিতে অনেক নগরে এই সভা হইয়াছে এবং গটা নামক এক স্থানে গত বৎসর ৪৬টী শবদাহ করা হইয়াছে।

২। ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারে ইসাবেলা নাম্নী এক রমণী সম্প্রতি ১০৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিন মাস হইল তাঁহার স্বামীর ৯৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

৩। মুসলমানেরা আপনাদিগের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। বাঙ্গালা ভাষায় "মুসলমান" নামক একখানি পত্র

তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া প্রকাশিত হইবে। আবার মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ লক্ষ্ণৌয়ে এক সভা হইয়াছে। তাহাতে এক জন ধনাঢ্য মুসলমান লক্ষ টাকা ও আর এক জন ১০ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৪। কুমারী পিগট হাইকোর্টের পুনর্ব্বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছেন এবং ক্ষতি পূরণ স্বরূপ হেষ্টি সাহেবের নিকট ৩০০০ টাকা পাইবার ডিক্রি পাইয়াছেন, এ সংবাদে আমরা সুখী হইলাম।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সংক্ষিপ্ত ভারত—শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি সঙ্কলনে গ্রন্থকারের যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু ইহাদ্বারা তিনি সর্ব্বসাধারণের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা সাধারণে অল্প পরিশ্রমে মহাভারতের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে এবং লেখক ইহাতে মহাভারতের নীতি সকল যথাসাধ্য প্রকটন করিতে ত্রুট করেন নাই। ইহা পাঠ করিয়া বিস্তৃত মহাভারত পাঠে কেহ বিরত হন ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু ইহা পাঠ করিলে মূল গ্রন্থপাঠে অধিকতর আগ্রহ হইবে আশা করা যায়।

বামাগণের রচনা।

ব্যাকুলতা।

ব্যাধিগ্রস্ত দেহ এক, বিশুষ্ক বদন,
কার সাধ্য চেনে আহা সেই মুখ ব'লে।
সব বিপরীত, নাই সে সুবর্ণ-বর্ণ
মুখ-শোভা তার; পড়েছে কালিমা মুখে,
নীলিমা দেহেতে; রৌদ্রশুষ্ক ফুল মত
রয়েছে পড়িয়া, মিশিয়াছে ক্ষীণ দেহ
শয্যার সহিত; বলিতে পারে না কেহ
কি আছে ইহাতে। পাশে মাতা, পদতলে
দুঃখিনী প্রেয়সী আরো সব আত্মীয়েতে
ঘেরি; রয়েছে রোগীরে যেন ছাড়িবেনা
ব'লে। মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ শবদ বিকটে
জানাতেছে, হতভাগা যাতনা অপার।
প্রাণ-বিদারক দৃষ্টি, কাতর নয়নে
চাহিছে সবার পানে, যেন কি ভাবিয়া।
যেন জানাতেছে তাতে, পারে না সহিতে,
অসহ্য রোগের জ্বালা, বেদনা বিষম।
প্রাণ-ভেদী 'মা' 'মা' শব্দ যাতনা মাত্র;
নড়িছে চড়িছে তাই, বলিছে সঘনে।

"বাঁচিলা মা" বলে হাত ধরিয়া মায়ের,
রাখিল বুকের পরে। জননী তথনি
"কেন্ বাবা? কি হতেছে বলনা আমায়"
বলিয়া শয়ন করি, শীর্ণ দেহ পাশে,
যাতনা-পূরিত তনু কোলেতে চাপিয়া।
পাগলিনীপ্রায় মাতা; জানে না তখন,
যাবে চলি, একেবারে দীনের সম্বল।
কত ফোঁটা জল, সেই ক্ষীণ চক্ষু হতে,
পড়িছে মায়ের গায়ে; বুঝিয়াছে হায়!
অন্তিম সময় নাহিক বিলম্ব আর।
নিদান-নিশ্বাস, সেই ঘর ফাটাইয়া,
ভাঙ্গিছে মায়ের বুক; কখন্ কি হয়!
বুঝিবা প্রাণের নিধি ছাড়িয়া তাঁহারে
যায় চলি, ভাসাইয়া অকূল পাথারে।
আশা-বাতি এবে বুঝি যায়রে নিবিয়া—
যায় বুঝি এতদিনে নয়ন পুতলি।
সংসার কানন মাঝে একমাত্র তরু—
বসি জুড়াবরে প্রাণ, ছায়াতে তাহার।
বুঝি কাল-ঝড়ে তাহা যায়রে ভাঙ্গিয়া,
তাপিতে আতপ-তাপে সমস্ত জীবন।
মরম-ছেদক দৃশ্য অতীব ভীষণ;
অতীব ভীষণ সেই রোগীর শয়ান।
হায়রে সে ভীম দৃশ্য, দেখেছে যে জন,
পড়েছে তাহার চক্ষে শত শত ধারা॥
ভুলিয়াছে সেই জন শরীর-গৌরব,
রোগেতে সুন্দরে করে কেমন কুৎসিত।
কেমন যাতনামাখা মায়ের বদন,
কেমন নিরাশা-চিহ্ন মুখেতে তাঁহার
পাইতেছে পরকাশ;(কেনা কাঁদে দেখে?)
প্রাণবায়ু যার হতে, কিছুক্ষণ আগে
বলিল কাতরস্বরে, যোড়হাত করি,
"শুনাও মঙ্গল নাম এইত সময়।"
"কেঁদ না বল সে নাম, শুনিব হরষে।"
কে শোনে সে কথা? সবাই কাতর, তবু
বলিল, "বাঁচাও মোরে হরি নাম করি।"
আহা বলিল না কেহ, প্রাণের নিরাশা
তার প্রাণেই রহিল। কেবল আপনি,
ক্ষীণস্বরে বার দুই বলিল সে নাম।
আবার বিনয় করি, আত্মীয় জনেকে,
কত উপরোধ মরি!! হতাশ্বাস শেষে
হইল নীরব, আহা, জনমের মত!
আর ফুটিবে না মুখ, জানাবে না কেহ
ব্যাকুলতা, শুনিবারে, মধুমাখা নাম।
প্রভাত অনিল সহ গেল মিলাইয়া,
প্রাণবায়ু তার, চক্ষু অগোচর স্থানে।
মিটিল না হৃদয়ের আশা এ লোকেতে;
পাইল না শুনিবারে, পরাণ ভরিয়া,
মধুমাখা হরিনাম, পিপাশা যেমন!!
সেই ব্যাকুলতামাখা কাতর বদন,
মনে পড়ে বার বার; আহা রে যখন,
করেছিল আকিঞ্চন শুনিতে সে নাম,
চেয়েছিল একদৃষ্টে, সবাকার পানে।
কেন রে তখন শ্রবণ জুড়ান নাম,
পাপ মুখ হতে হায় হল না বাহির?
সেই সুধামাখা নাম হৃদয়ে পুরিয়া,
কৃপণের ধনপ্রায় কেনরে রাখিনু?
ক্ষম মম অপরাধ, দিও হে দর্শন, (হরি!)
আকুল তনয়ে তব, রাখিও সুখেতে।

কালনা শ্রী—

No. 233. June 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৩ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১২৯১—জুন ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী।

স্ত্রীপাঠ্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কৃষক-বালা (যুক্তাক্ষর বিবর্জ্জিত সরল অভিনব গীতিকাব্য মূল্য)	॥০	আট আনা
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ)	॥০	আট আনা
নারীশিক্ষা ২য় ভাগ (২য় সংস্করণ)	৸০	বার আনা
কারাকুসুমিকা (নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস)	।৵০	ছয় আনা
বেদিয়া বালিকা ,, ,, ,,	৵০	দুই আনা
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা (২য় সংস্করণ)	৲১০	অর্দ্ধ আনা
বামারচনাবলী ভাল বাঁধাই ৸০ বার আনা ঐ কাগজে বাঁধাই —	॥০	আট আনা

উপরোক্ত পুস্তক সকল বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নারীশিক্ষা ২য় ভাগ খানি অনেক দিবস দুষ্প্রাপ্য ছিল এক্ষণে উত্তমরূপে সংশোধিত হইয়া পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। ২৫ খণ্ডের অধিক লইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবে।

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে, কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ মাত্র।

ছবি ও গান

(কাব্য)

নব প্রকাশিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

(নাট্য কাব্য)

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ॥০

নিম্নলিখিত পরীক্ষিত মহৌষধ সকল কলিকাতা ২৮নং ঝামাপুকুর লেনে শ্রীযুক্ত শশিভুষণ দের ডিসপেনশরিতে প্রাপ্য।

১। অম্ল পীড়ার মহৌষধ। অম্লউদ্গার অম্লভেদ ও বমন, বুক ও পেট জ্বালা পেট বেদনা ও ফাঁপা, অম্লশূল ইত্যাদি এক সপ্তাহ ব্যবহারে উপশম লাভ হয়। মূল্য এক শিশি ৸০ আনা প্যাকিং ।০

২। বৃহৎ হিমসাগর তৈল (দেশীয় শাস্ত্রসম্মত প্রস্তুত) শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা ও বেদনা, গাত্র ও হস্ত পদাদির জ্বালা ইত্যাদির বায়ু ও পিত্ত রোগ সকলের বিশেষ উপকারী। মূল্য অর্দ্ধপোয়া শিশি ১৲ প্যাকিং ৵০

৩। বাতরাজ তৈল। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের শান্তিকারক। মূল্য অর্দ্ধ পোয়া শিশি ৸০ আনা প্যাকিং ৵০

৪। ফেরি অয়েল। ভদ্রলোক ও মহিলাদিগের স্নান করিবার ও কেশ-উপযোগি বিনাশের সুগন্ধ তৈল। মূল্য এক পোয়া শিশি ৸০ প্যাকিং—৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৩ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯১—জুন ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজকুমারী আলিসের স্মরণার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যে হাঁসপাতাল ডার্মষ্টাডে নির্ম্মিত হয়, তাহা গত মার্চ্চের ৯ই তারিখে মহাসমারোহে খোলা হইয়াছে।

সুবিখ্যাত হরিয়েট মার্টিনোর এক প্রতিমূর্ত্তি আনি হুইটনী নাম্নী একটী রমণী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া সম্প্রতি বোষ্টন নগরে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত দর্শক সমক্ষে খোলা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিবি মেরী লিভার মোর একটী বক্তৃতা করেন।

'লণ্ডন কুইন' নামে এক পত্রিকায় কুমারী এমিলিয়া বি এডওয়ার্ডস নাম্নী একটী রমণীর উল্লেখ আছে। ইনি বিদ্যাবতী, দেশপর্য্যটক, শিল্পদক্ষ, স্থপতি-শাস্ত্রাভিজ্ঞ, উপন্যাসরচয়িত্রী ও সমালোচক; ইনি মিসর দেশের বিষয় অতি উত্তমরূপে অবগত এবং আপনার লিখিত পুস্তক সকলের ছবি স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই অশেষ গুণবতী রমণী বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত রমণীগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য।

টিউরিণ নিবাসিনী সিগ্নোরা মারিয়েনা পগ্নো মুসো নাম্নী এক রমণী পেবিয়া নগরে বানিজ্যবিভাগের সেক্রেটারী পদের পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থীকে

হারাইয়া উচ্চতম পারিতোষিক সহ উক্ত পদ লাভ করিয়াছেন। ইটালীতে ইতিপূর্ব্বে আর কোনও রমণী এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

লণ্ডনের শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ৪৩৪; তন্মধ্যে ভৃত্য,দোকানদার, দপ্তরী, কম্পোজিটার, প্রিণ্টার, পটো ও নানাবিধ শিল্প-ব্যবসায়ীর কন্যাগণের সংখ্যাই অধিক। অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে রন্ধনবিদ্যা শিক্ষারও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে। ইহার সহিত "পেনি সেবিংস ব্যাঙ্ক" নামে এক ব্যাঙ্ক আছে। সহরের ৫টী কোম্পানি টাকা দিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য এক নূতন হল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার কার্য্য অতি উত্তমরূপ চলিতেছে।

বেলফাষ্টে বালিকাদিগের উদ্যোগে এক সুরাপাননিবারণী সভা হইয়াছে, তাহার সভ্য ১৪৩ জন। সভ্যগণ পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উদ্যোগে ও উত্তেজনায় সকলে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ম্যাডাম ডি লং ধাতু দ্রব্য কাটিবার এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা অনেক দিন অবধি ফ্রান্সে চলিত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।

কেট সেলবী নাম্নী পঞ্চদশবর্ষীয়া এক বীরাঙ্গনা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া অনেকগুলি লোকের প্রাণরক্ষা করেন, এজন্য আইওয়ার ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাকে ৩০০ ডলার মূল্যের এক স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের এক ব্যবসায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে; —(১) স্ত্রীলোকদিগের জন্য কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন প্রচার, (২) পুস্তকালয়, (৩) অর্দ্ধ পেনী জমা দিবার ব্যাঙ্ক, (৪) পীড়িতদিগের বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ সমুদ্রপারে বাসের ব্যবস্থা, (৫) সন্তরণে প্রতিযোগিতা, (৬) সামাজিক সম্মিলনী, (৭) অক্ষমদিগের সাহায্যার্থ ফণ্ড। সভ্য হইতে হইলে প্রবেশ দক্ষিণা ১ শিলিঙ এবং সপ্তাহে ৩ পেনি করিয়া দাতব্য দিতে হয়। সাহায্যার্থ ফণ্ডে সপ্তাহে ২ পেনি ও ৩ পেনি দিবার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা ২ পেনি দেন, পীড়িত হইলে ৫ সিলিং এবং ৩ পেনি দেন, ৭ শিলিং করিয়া পান, কিন্তু কেহই বৎসরের মধ্যে ৮ সপ্তাহের অধিক এরূপ সাহায্য লাভের অধিকারিণী নহেন। কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে এককালে ৫ পাউণ্ড দেওয়া হয় এবং তখন প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে অতিরিক্ত ১ পেনি করিয়া সংগ্রহ করা হয়। বিলাতে শ্রমজীবী স্ত্রী-

লোকেরা প্রতি সপ্তাহে বেতন পায়,তাহা হইতে এইরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমা দিয়া আপনাদিগের এবং স্বব্যবসায়ীদিগের কত উপকারের পথ করিতেছেন। আমাদিগের দেশের শ্রমজীবী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইলে তাহাদের অবস্থোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হয়।

এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শত সাংবৎসরিক উৎসব গত মাসে সম্পন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রুসিয়া, ভারতবর্ষ ও আমেরিকা প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই ইহার ছাত্র আছে। ৫০০০ গ্রাজুয়েট অর্থাৎ উপাধিধারী দ্বারা ইহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্কটলণ্ডে সুবিধা এই যে তথায় গরিব লোকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ। তথায় আরও কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে রেলওয়ে কমিটী নামে এক সভা হইয়াছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব ও বণিকসম্প্রদায় প্রভৃতি ভারতবর্ষের রেলওয়ে সম্বন্ধে তাহাতে সাক্ষ্য দিতেছেন। ভারতবর্ষে ১৮৮২ শালে ১০১৯২ মাইল রেল পথ ছিল, গত বৎসর আর ৫০০ মাইলের অধিক বাড়ে নাই। কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইলে রেলওয়ে বিস্তারের বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে। দেশের উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া কুয়েটা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একটী রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা কান্দাহার বা আমাদিগের পৌরাণিক গান্ধারের সহিত সংযুক্ত হইবে। রুশিয়েরা আফগানিস্থানের উত্তর সীমাস্থ মারভ নগর অধিকার করাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা সত্বর সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। চট্টগাম হইতে একেয়াব দিয়া ব্রিটিশ ব্রহ্মে যাইবার জন্যও একটী রেলওয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ উভয়েরই উন্নতির সম্ভাবনা।

এ বৎসর কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যত মৃত্যু হইয়াছে, অনেককাল তত হয় নাই। ইহার কারণ ঠিক নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহার ও পানীয় বিষয়ে মনোযোগী থাকিলে যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব কম হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; কেল্লা ও ইংরাজ পল্লীতে ওলাউঠায় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বৃষ্টি হইয়া রোগ অনেক কমিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় 'বৃষ্টি পাদপ' নামক এক বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা উচ্চে ৪০ হাত হইয়া থাকে এবং ইহা বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশ আপনার দেহে আকর্ষণ ও সঞ্চয় করিয়া থাকে। ইহার গুঁড়ি হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল অনবরত ঝরিয়া চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি আর্দ্র

করিয়া দেয়। এক এক ক্ষেত্রে এরূপ গুটিকত বৃক্ষ থাকিলে আর তাহাতে জল সেচন করিবার প্রয়োজন হয় না। জগদীশ্বরের কত অদ্ভুত সৃষ্টি!

চিন ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে। ফ্রান্স টঙ্কইন ও আনামের অভিভাবক হইয়া থাকিবেন।

কেরোতে ক্রীতদাসীদিগের আশ্রয়ের জন্য যে ফণ্ড হইতেছে, ভারতেশ্বরী তাহাতে ১০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট সাহেব চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষায় এ দেশের রমণীগণকে যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে ধন্যবাদ করি। তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আগামী ১০ বৎসরের জন্য চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনী রমণী মাত্রকেই ২০ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই রমণীগণ অবশ্য 'এফ এ' পরীক্ষোত্তীর্ণা হওয়া চাই। তাঁহার অনুরোধে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী কুমারী অবলা দাস ও এলেন ডেভ্রর ছাত্রবৃত্তির কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা যতদিন না শেষ পরীক্ষা দেন ততদিন বৃত্তি পাইতে থাকিবেন।

মহারাণী ভারতেশ্বরীর কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু হেতু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখা হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার আপনার এবং বিধবা পুত্রবধূর হইয়া তিনি এক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণের নিকট অতি সৌজন্য সহকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৯ই মে ৪৫ নং বেনিয়াটোলা ভবনে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র।

ইনি ১২৩৮ সালে হাবড়ার অন্তর্গত আগুনসী নামক ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হর চন্দ্র মিত্র; তিনি হুগলীতে মোক্তারি করিতেন। দ্বারকানাথ শিক্ষার্থ একেবারেই হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হন। পিতা তাঁহার শিক্ষার্থ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ও যত্ন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের বুদ্ধি স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ ছিল; তাহাতে আবার শৈশব হইতেই ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করায় দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইতেই জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঐ কলেজেই পড়িতে থাকেন। আট বৎসর কাল নিরন্তর শ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিয়া বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁহার সময়ে তিনি ঐ কলেজের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তৎকালে হুগলী ও কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে ব্যাটবল্ খেলার বড় ধুম ছিল। দ্বারকানাথ ঐ খেলায় সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। একদা ঐ খেলার সময় বল লাগিয়া তাঁহার সম্মুখের একটা দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হুগলী কালেজের পড়া শেষ করিয়া তিনি হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষায় একপ্রকার বুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত এই সময়ের অনেক প্রবন্ধ ও প্রশ্নের উত্তর সকল শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনীতে সাদরে মুদ্রিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার ঐ সকল লেখার প্রশংসা করিতেন। ১২৫৯সালের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনীতে লর্ড বেকন্ সম্বন্ধীয় তাঁহার একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধ এমন উৎকৃষ্ট এবং উহার রচনাপ্রণালী এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি হিন্দু কালেজের তৎকালীন ছাত্রবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। তৎকালের কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অন্যান্য লোক সকলেই একবাক্যে প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ও গণিত এই দুইটী প্রধান বিষয়েই তাঁহার সমান দক্ষতা জন্মিয়াছিল। কোন সময়ে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট দেখিবার জন্য এক খানি উচ্চগণিত বিষয়ক পুস্তক চাহিয়া লন। তাঁহার স্মৃতি এত তেজস্বিনী ছিল যে অতি অল্পদিনের মধ্যে উহা এককালে কণ্ঠস্থ করিয়া প্রত্যর্পণ করেন।

১২৬২ সালে তিনি কালেজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার তৎকালীন পুলিস্ মাজিষ্টরের অধীন দোভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিতে করিতে তিনি সদর আদালতের মোক্তারীর পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ আদালতের উকিলের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁহার ভবিষ্যৎ অভ্যুন্নতির সূত্রপাত হয়। এই সময়ে সদর দেওয়ানী আদালত পারসী ভাষাবিৎ কিতাবৎ সম্প্রদায়ের প্রাচীন উকিলগণে পরিপূর্ণ ছিল। তৎকালে ওকালতী নবিস তরুণগণ ঐ আদালতে ওকালতী করিতে প্রায় যাইতেন না। সুতরাং দ্বারকানাথকে প্রথম প্রথম ঐ কার্য্যে কিছু অসুখী হইতে হইয়াছিল; প্রাচীন দলের কেহই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন না, বরং তাঁহার বিদ্বেষ করিতেন।

কিন্তু তৎকালীন অন্যতম জজ মহামান্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহাকে বিলক্ষণ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁহার উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দ্বারকানাথ একজন অসামান্য ধীসম্পন্ন ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এই জন্যই তিনি তাঁহার প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ সদৃশ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক, অধিক দিন লুক্কায়িত থাকিবার নহেন। ক্রমশঃ তাঁহার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ব্যবস্থাজ্ঞতা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রাম সকলের গোচর হইতে লাগিল। সকলের চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্ব বিদ্বেষ্টাগণ ক্রমে তাঁহার প্রশংসাকারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

১২৬৯ সালে সদর দেওয়ানির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান হাইকোর্টের সংস্থাপন হয়। এই ঘটনা দ্বারাই দ্বারকানাথের উন্নতির পথ বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইল। ভাল ভাল উকিল, কৌনসলি, ও বারিষ্টারগণের সংসর্গে তাঁহার গুণের প্রকৃত গরিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ও ব্যবস্থাজ্ঞতা এত তেজস্বিনী ও কার্য্যকারিণী হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সুবিখ্যাত সর বার্ণেস্ পিকক তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ এবং তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। ব্যবস্থাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব জ্ঞান, অতুল ধারণা ও চিন্তাশক্তি, জটিল বিষয়ে আশু প্রবেশ ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের জন্য তিনি ক্রমশঃ সমস্ত বিচারক ও বারিষ্টারগণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে সাধারণের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, ভদ্রতা, ন্যায়পরতা সত্যপ্রিয়তা ও স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ না করিলে ওকালতী করা যায় না। দ্বারকানাথ সে সংস্কার দূর করেন। তিনি কোন ঘটনায় ভদ্রতাদির সীমা অতিক্রম করেন নাই।

কোন একটা বিষয়, যতই কেন জটিল হউক না, তিনি পড়িবামাত্র তাহার গূঢ় ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণনার প্রণালী নিতান্ত হৃদয়গ্রাহিণী ছিল, শুনিবামাত্র তাঁহার বক্তব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা যাইত। তিনি আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, বিচারকগণের বিরক্তি, কি সহযোগিগণের উপহাস ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। ১২৭১ সালে এমন একটা ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে দ্বারকানাথের যশঃসূর্য্য অযুত কিরণে সমস্ত ভারত আলোকময় করে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বারকানাথের প্রশংসাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়। হাইকোর্টের পূর্ণাধিবেশনে একদা দশ আইন ঘটিত আপিলের মোকর্দ্দমায় দ্বারকানাথ উপর্য্যুপরি সাত দিন বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শ্রবণার্থ কলিকাতা ও

তন্নিকটস্থ যাবতীয় রাজা, জমিদার, বড় বড় ইংরাজ, ও অন্যান্য সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইয়া বিচারালয় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ১২ জন জজ্ এবং তৎকালীন সমস্ত বারিষ্টার ও উকীলগণ উপস্থিত ছিলেন। এই মহাধিবেশনে দ্বারকানাথ বক্তা। সাত দিনের মধ্যে তাঁহার এক মুহূর্ত্তের বক্তৃতাও লোকের বিরক্তিকর হয় নাই। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেন। সময়ে সময়ে শারীরিক ক্লান্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু মনের নিস্তেজ কি অবসন্ন ভাব ক্ষণকালের জন্যও প্রকাশ পায় নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, দ্বারকানাথের বক্তৃতার ভাব কি কথা ফুরাইয়া গিয়াছে।

হাইকোর্টে তিনি গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত দ্বিতীয় উকিলের পদ পাইয়াছিলেন। ঐ পদে কিছুকাল থাকিয়া ১২৭৩ সালে ঐ আদালতে অন্যতম জজের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পুর্ব্বে ঐ পদে মহামান্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। এইপদে বার্ষিক ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন ছিল; কিন্তু দ্বারকানাথ ওকালতী কর্ম্মে উহাপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। যাহা হউক তিনি ভারতবর্ষের প্রধানতম বিচারালয়ে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবহারাজীবের কার্য্যে কিরূপ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, উক্তপদ প্রাপ্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই উচ্চতম পদের গুরুভার, তিনি ক্রমাগত সাত বৎসর বহন করিয়াছিলেন। তিনি ওকালতী কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ করিয়া সাধারণের যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন, জজের কার্য্যেও সেইরূপ দক্ষতা প্রকাশে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টে এমন অনেক মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে যে, উহার কালে অন্যান্য সমস্ত জজের মত একরূপ এবং একা দ্বারকানাথের মত অন্যরূপ হইয়াছিল। ঐ সকল মোকর্দ্দমার বিলাত আপিল কালে দ্বারকানাথের মতই প্রবল ছিল। অসক্ত রমণীর স্বামিসম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ক মোকর্দ্দমার তিনি যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। ঐ নিষ্পত্তিতে তিনি এতাদৃশ সূক্ষ্মদর্শিতা ও ব্যবস্থাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তৎপাঠে বড় বড় লোকে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। এতাদৃশ সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াও তাঁহার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সারল্য, সহৃদয়তা ও নম্রতা তাঁহার প্রকৃতির ভূষণ স্বরূপ ছিল। তিনি দেশহিতকর সকল বিষয়েই অন্তরের সহিত যোগ দিতেন; কিন্তু বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইদানীং সকলের সহিত বড়

মিশিতে পারিতেন না। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের পীড়ন নিবারণ করা তাঁহার একটী প্রধান ব্রত ছিল। জমিদারের প্রতি মালদহের মাজিষ্টরের অত্যাচার নিরাকরণ পক্ষে প্রথমে তিনিই অগ্রসর হন। পরে মহামান্য ফিয়ার ও কোন্ কোন সাহেব তাঁহার সহিত যোগ দেন। এই জন্য তৎকালীন্ লেপ্-টেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দ্বারকানাথের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখেন এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদিগকে আর উচ্চ-তর পদ না দেওয়া হয়, ঐ পত্রে তাহারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারকা-নাথ এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

দ্বারকানাথ যাবজ্জীবন লেখা পড়ার অনুশীলনে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ কি প্রবন্ধ লেখায় তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। কেবল একবার জ্যামিত বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিজ্ঞানের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকল মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সমিতির উন্নতির নিমিত্ত এককালে ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা দান করিয়া-ছিলেন। কেশব বাবুর সংস্থাপিত শিক্ষ-য়িত্রী বিদ্যালয়ের নিয়মিত রূপে সাহায্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনু-রাগের পরিচয় দেন। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত অভাব গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি সর্ব্বদাই সাধ্যানুসারে দান করিতেন।

তিনি উত্তমরূপে ফরাসি ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করেন। সু-বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত আগষ্ট কোমটীর প্রত্যক্ষবাদ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদনুসারে আপনার ধর্ম্মবিষয়ক মত স্থির করিয়া-ছিলেন। একবার সর্ বার্ণেস্ পিকক্ সাহেবের বাটীতে বক্তৃতা দ্বারা আপনার ধর্ম্ম মত প্রকাশ করেন। এ মতে মাতা স্ত্রী ও কন্যাকে দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়া হৃদয়কে উন্নত করা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি দ্বারকানাথের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি এতদপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই সে কেবল প্রখরতর বুদ্ধির বিড়ম্বনা বলিতে হইবে।

দ্বারকানাথ জীবন কালের মধ্যে তিন বার সাংঘাতিকরূপে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন এবং কয়েকটী সঙ্গীর সহিত উলুবেড়িয়ার নিকট জলমগ্ন হন। তিন বার পীড়া কালেই তাঁহার জীবনাশা পরিত্যক্ত হয়, এবং জলমগ্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত সঙ্গিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দুইটী ভয়ানক সময়ে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় নাই। ভারতবর্ষের ভাবী গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং সম-সাময়িক ভারতবাসিগণকে শোক

সমুদ্রে নিমগ্ন করিবার জন্য তখন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সামান্য বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া—সামান্য ভাত ডাউলে শরীর পোষণ করিয়া, চেষ্টা থাকিলে বাঙ্গালীরও কতটা উন্নতি হইতে পারে কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি তখন মরেন নাই। তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে সমান যত্ন ও সমান পরিশ্রম করিলে বাঙ্গালীর ছেলেও মানুষ হইতে পারে। ১২৮০ সালের ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার গাল গলা ফুলিয়া কণ্ঠমধ্যে ক্ষত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে ঐ ক্ষত প্রভাবে জ্বর, মস্তিষ্কের বিকার প্রভৃতি হইয়াছিল। তিনি শেষে যেমন সমাজের উচ্চ সোপানে উপনীত ও সুখোচিত হইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তেমনি কষ্ট প্রাপ্ত হন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ মধ্যমাকৃতি মনুষ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এতাদৃশ ব্যক্তির জীবনকাল এত সংক্ষিপ্ত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

জাল রাজার অপূর্ব্ব ইতিহাস।

(২২৯ সংখ্যা ২৯৯ পৃষ্ঠার পর।)

এই সকল ঘটনার কয়েক মাস পরে কলিকাতার সম্পত্তির জন্য সন্ন্যাসী সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিলেন। এ অঞ্চলের অনেক গণ্য ব্যক্তি জবানবন্দী প্রদান কালে স্বীকার করিলেন যে সন্ন্যাসী সত্যই রাজা প্রতাপ চাঁদ। তাহার পর বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষী প্রয়োজন হওয়াতে, সন্ন্যাসী চল্লিশ পঞ্চাশ খানি নৌকা সাজাইয়া, অল্পসংখ্যক ভৃত্য ও প্রহরী মাত্র সঙ্গে লইয়া, কাল্‌নার পথ দিয়া তথায় যাত্রা করিলেন। গমনের পূর্ব্বে আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টে এক দরখাস্ত পাঠান; কিন্তু সেক্রেটরী হালিডে সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন (১৮৩৮—মার্চ্চ)। ইহাতে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিঃশঙ্কচিত্তে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট সন্ন্যাসী বা জাল রাজার সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের মেজেষ্টর ওগিলবী সাহেবের নিকট একখানি গোপনীয় মিনিট পাঠাইয়া দিলেন, ওগিল্‌বী তাহা পাইয়া সমস্তই স্থির করিয়া রাখিলেন। এদিকে জাল রাজা গঙ্গার উভয় তীরবাসী প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে ১৩ই এপ্রিল কাল্‌নায় পোঁছিলেন। তাহার পর মেজেষ্টরের নিকট দরখাস্ত লইয়া দুই জন মোক্তার বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইল। দরখাস্ত এই

রূপ—"রাজা প্রতাপ চাঁদ কালনায় পৌছিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে তথায় যাইতে সাহসী নহেন।" মেজেষ্টর ওগিলবী দরখাস্ত না পড়িয়াই হতভাগ্য মোক্তারদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিলেন; এবং কালনার দারগাকে আদেশ দিলেন, তথায় 'জমিয়ত-বস্তু' হইতে দিবে না। যদি জাল রাজা হুকুম মাত্রেই আপনার সঙ্গীদিগকে বর-খাস্ত না করে, তবে তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবে। এই সময় কালনায় এলেক-জাণ্ডার নামে এক পাদরি থাকিতেন। ওগিলবী সাহেব তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিলেন যে, আপনি জাল রাজার বিষয় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবেন। ইতিপূর্ব্বে পরাণ বাবু পিয়ারী লাল নামক এক ক্ষত্রিয়কে জাল রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। সে কালনায় আসিয়া রজতের মোহন মন্ত্রে সকলকেই বশীভূত করিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না। সাত দিন নৌকায় থাকিয়া ২০শে এপ্রিল বেলা ৮টার সময় সন্ন্যাসী নগর পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। সঙ্গে বিস্তর লোক জুটিল। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই দর্শক। কালনা গঞ্জের বৃদ্ধ মহা-জনেরা তাঁহাকে ছোট রাজা বলিয়া চিনিতে পারিল। সকলে গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী মিষ্টভাবে অনেক পূর্ব্ব কথা কহিতে লাগিলেন। সকলে আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ঘরে গেল। সন্ন্যাসীও সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আপন পান্‌সীতে ফিরিলেন।

এদিকে পাদরি এলেকজাণ্ডার মেজে-ষ্টর ওগিলবী সাহেবকে এক পত্র লিখিলেন যে, "এক শত তরবারধারী আর দুই শত সড়কিওয়ালা লইয়া জাল রাজা কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজ-বাটীর প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কেবল সুদক্ষ দারগা মহীবুল্লার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি জাল রাজাকে দমন করা না হয়, তবে শীঘ্রই একটা দাঙ্গা বাধিবে। এই পত্র পাইয়া মেজেষ্টর আসাদ আলি নাজিরকে প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারির জন্য অবিলম্বে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণ বাবুও এই সুযোগে রাধামোহন সর-কারের অধীনে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর মেজেষ্টর ওগিলবী ডাক্তার চিক সাহেব ও একটি পল্টন সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কালনায় যাত্রা করি-লেন। গমন কালে জজ সাহেব আপনার দুইটি পিস্তলে হাসিতে হাসিতে গুলি ভরিয়া সাদরে ওগিলবী ও চিকের হস্তে দিলেন। এইরূপ সজ্জিত হইয়া মেজেষ্টর কালনায় পৌছিলেন এবং যিশুভক্ত পাদরী সাহেবের সহিত পরামর্শ অাঁটিয়া দলবল সমেত গঙ্গাতীরে উপস্থিত

হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। সম্মুখে পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর তরঙ্গলীলা। গঙ্গার মধ্যস্থলে একখানি পিনিস; তাহার পশ্চাতে কয়েক খানি বজরা; তৎপশ্চাৎ কতকগুলি পানসী। আরোহিগণ, কেহ কেহ নৌকার ছাদে, কেহ কেহ নৌকার মধ্যে নিদ্রা দেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে অবসন্ন। নৌকায় আলো নাই, কেবল অতি দূরে মস্তকোপরি নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য আলোকবিন্দু জ্বলিতেছিল। এমন সময়, নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, 'মার মার' শব্দে মেজেষ্টর ওগিলবী আপন পিস্তল ছুঁড়িলেন। অমনি গুড় গুড় করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। যাহারা ছাদে নিদ্রিত ছিল, হায় তাহাদের মধ্যে অনেকের সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হইল! কাহারো হাত ভাঙ্গিল; কাহারো পা ভাঙ্গিল; কাহারো বক্ষ বিদীর্ণ হইল; কেহ কেহ বা নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে জাগ্রত হইয়া সন্ন্যাসী ও হরধামের রাজা নরহরি চন্দ্র জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং সাঁতারিয়া গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে আশ্রয় লইলেন। এইরূপে মহাসমর শেষ হইল। গোলা বৃষ্টি সহ্য করিয়াও যাহারা প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল, মেজেষ্টর সেই হতভাগ্যদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা অল্প হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী তীর্থ যাত্রীর নৌকা হইতে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী তাহাদের সঙ্গে চালান হইল। ইহাতেও মহামতি মেজেষ্টরের মন উঠিল না। কালনা গঞ্জের যে সকল মহাজন, সন্ন্যাসীকে রাজা প্রতাপ চাঁদ বলিয়া চিনিয়াছিল, তাহারাও ধৃত ব্যক্তিদের সহিত বর্দ্ধমানের জেলে পচিতে চলিল। এই হতভাগাদের সংখ্যা ২৯৪ জন। ইহারা বিনা দোষে নয় মাস দারুণ কারা-যন্ত্রণা সহ্য করে। কিছুদিন পরে শান্তি-পুরের কাছে জাল রাজা ও রাজা নরহরি চন্দ্র ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসীকে হুগলি ও নরহরিকে বর্দ্ধমান জেলে পাঠান হইল। রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর তাঁহার উকিল সা (Shaw) সাহেবও অবিচারে জেলে গেলেন। আর সেই সঙ্গে অনেকে গেলেন। রাজার নৌকায় ১৫ পনর খানি তরবারি ও ৩।৪টি পিস্তল ছিল, কিন্তু গ্রেপ্তারির আড়ম্বর বাড়াইবার জন্য কালনার রাজবাটি ও অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরবারি গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইল। এইগুলি এই বিপ্লবের প্রধান প্রমাণ। উকীল সা সাহেবের বিনা দোষে কয়েদ ও হত্যাকাণ্ডের জন্য সুপ্রীমকোর্টে মেজেষ্টর ওগিলবীর নামে নালিশ হইল। পরে বিশিষ্ট প্রমাণ সত্বেও জজ সাহেব জুরীদিগের মতে ওগিল-বীকে খালাস দিলেন। জুরীগণ সকলেই ইংরেজ।

জালরাজাকে একখানি ক্ষুদ্র মলিন বস্ত্র পরাইয়া পদব্রজে সিপাহীবেষ্টিত করিয়া প্রায় অনাহারে হুগলির জেলে

পাঠান হইল। তখন হুগলীতে সামুয়েল সাহেব মেজেষ্টর। তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানের মেজেষ্টর ছিলেন। সেই সময় পরাণ বাবু প্রভৃতির নিকট শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মাচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল একজন পাকা জুয়াচোর। সেই লোক ৪।৫ বৎসর নিরুদ্দেশের পর এক্ষণে রাজা প্রতাপচাঁদ সাজিয়াছে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিয়া বিস্তর মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করেন। মনোমত সাক্ষী পাইবার জন্য তিনি নদিয়ার মেজেষ্টার হালকেট সাহেব, পরাণ বাবু, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন। মাজিষ্ট্রেট সামুয়েল সাহেব আসামী সন্ন্যাসীকে দায়রা সপরদ্দ করিলেন। সেখানে তাঁহার উপর তিনটী অভিযোগ হয়'—১ম—"আলোকশা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মাচারী মৃত রাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছে। ২য়—সেই নাম ব্যবহার করিয়া রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে। ৩য়—বে আইনিরূপে কাল্‌নায় জমিয়ৎ বস্তি করিয়াছে।" ২০শে নবেম্বর হইতে দায়রায় সাক্ষীদের * জবানবন্দী আরম্ভ হইল। এ মোকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ফরিয়াদী হইবার যখন এত গরজ, তখন ইহার ভিতর অবশ্যই কিছু আছে।

আরো অনেক প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ হইল। দায়রায় জজ সাহেব এই সমস্ত বিষয় নিজামতে জানাইলেন আর সেই সঙ্গে আসামীকে ন্যূন কল্পে ৩বৎসরের মেয়াদ দিবার জন্য নিজামতকে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর

---

* আসামী যে রাজা প্রতাপচাঁদ নহেন, নিম্নলিখিত সাক্ষীদিগের কথায় ব্যক্ত হইল। কেহ কেহ সন্দেহ করিতেন মাত্র। (১) সি, টি ট্রাওয়ার। (২) এইচ, টি, প্রিন্‌সেপ। (৩) জেম্‌স প্যাটল। (৪) মিঃ হ্যাচিমশন। (৫) ডি, এ, ওভারবেক। (৬) বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। (৭) রাজা বৈদ্যনাথ রায়। (৮) গ্রিগরী হারকুটস্‌। (৯) রাধাকৃষ্ণ বসাক। (১০) রাধামোহন সরকার। (১১) বসন্তলাল বাবু। (১২) মোহনলাল বাবু। (১৩) ভৈরবনাথ বাবু। (১৪) নন্দলাল বাবু।

আসামী যে রাজা প্রতাপচাঁদ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদানকালে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রকাশ করিলেন। (১) রবার্ট স্কট্‌। (২) জন্‌ রিডলী। (৩) বিবি হেরিয়াট কিটিং। (৪) বিবি সফিয়া ক্রেন। (৫) জন্‌ মার্শাল। (৬) ফ্রানসুয়া মুলিমান। (৭) হাজি আবু তালেব। (৮) জঃ জুলিয়ান নাইটার্ড। (৯) ফ্রেডারিক থ্রিয়ার্শ। (১০) গোলোকচন্দ্র ঘোষ। (১১) গোপীমোহন পরামাণিক। (১২) রামধন বাগদী। (১৩) আমীর উদ্দীন আমেদ। (১৪) আগা আব্বাছ আলি। (১৫) হাকিম আলি উল্লা। (১৬) কুঞ্জবিহারী ঘোষ। (১৭) এমার পিটার। (১৮) রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। (১৯) রাজা জয় সিংহ। (২০) ডেভিড হেয়ার।

যে সকল লোক জেলে গিয়াছিল, সাত মাসের পর বিনা বিচারে তাহাদের খালাস দেওয়া হইল। অবশেষে নিজামত আদালত হইতে এই রায় বাহির হইল—“নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আসামী দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা যাইবে না। মৃত রাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম গ্রহণ করার অপরাধে আসামী আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়। অনাদায়ে ছয় মাসের কারাবাস।” ইহার পর সন্ন্যাসী আপনাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু নিজামত তাঁহার আর কোন কথা শুনিলেন না। এই রায় পরিণামে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। প্রতাপচাঁদের (জালরাজার) এই শোচনীয় ভাগ্যে দেশের সকলেই একান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ করিলেন না। তাঁহারা এরূপও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে পরাণ বাবুর উৎকোচ প্রদানে প্রতাপের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জাল রাজা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কিছুকাল কলিকাতায়, কিছুকাল চন্দন নগরে, কখন বা শ্রীরামপুরে ঠাকুর সাজিয়া একপ্রকার দিনপাত করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার অনেক মন্ত্রশিষ্য জুটিল। শিষ্যগণের মধ্যে স্ত্রীলোক বিস্তর ছিলেন। এমন কি পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা তাঁহাকে সত্যনাথ বলিয়া ডাকিতেন। আজিও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। লোকে তাঁহাদিগকে ঘোষ পাড়ার দল বলিয়া জানে। ১৮৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গার এক সামান্য বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন। তিনি রুশ রাজনীতির খুব পক্ষপাতী ছিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল।

উপন্যাস কুললক্ষ্মী।

(২৩০ সংখ্যা ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা ভোজনে বসিলেন। বৃদ্ধের বনিতা সেই দুঃখিনী রমণী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা লইয়া সর্ব্বেশ্বরের নিকটে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন—তাঁহার বসন ছিন্ন, অঙ্গ ভূষণহীন, যেন নিদাঘ-নিপীড়িতা শুষ্ক পদদলিত লতিকা! রমণী ক্ষিপ্র হস্তে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল, কিছুই বলিল না, কি একটু দাঁড়াইল না। সর্ব্বেশ্বরের বাসনা ছিল যে তাঁহার নিমন্ত্রণকর্ত্রীর মুখ খানি এক বার দেখিয়া লন চিনিতে পারেন কি না; কিন্তু তাহা হইল না। যদি সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা সেই মুখ খানি দেখিতেন, তবে কি দেখিতেন? মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্য কিরণ শুষ্ক স্থলপদ্মবৎ মুখখানি নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

সর্ব্বেশ্বর রমণীর শুষ্ক শরীর ও মলিন বেশ ইত্যাদির বিষয় মনে মনে ভাবিতেছিলেন। কেন যে এই দীনা রমণী তাঁহাকে বিংশতি মুদ্রা মর্য্যাদা দিয়া ভোজন করাইতেছে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বড় ভালরূপ আহার করিতেও পারিতেছিলেন না। রমণী আবার আসিল, আবার কতকগুলি মৎস্য মাংস পূর্ণ বাটী সর্ব্বেশ্বরের নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেল—সর্ব্বেশ্বর দেখিলেন রমণী যখন তাহার নিকট ব্যঞ্জনের বাটী রাখিতে মাথা হেঁট করিল, তখন বড় বড় দুই ফোঁটা চোখের জল পড়িল, তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন। দুঃখিনী এবার দধি দুগ্ধ ক্ষীর ও নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি আনিয়া সর্ব্বেশ্বরের নিকট রাখিল এবং এক ঝারি জল ও একটী গামলা, হাতে করিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। সর্ব্বেশ্বর কিছু কিছু সকলই খাইলেন। পরে দুঃখিনী আচমনের জন্য জল ও গামলা সর্ব্বেশ্বরের নিকট স্থাপন করিলেন, সর্ব্বেশ্বরও বিনা বাক্যব্যয়ে আচমন সমাপন করিলেন। একটী বালিকা বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া তামাকু ও তাম্বুল রাখিয়া গেল। সর্ব্বেশ্বর পান তামাকের সম্মান রক্ষা করিলেন।

আহার ও আচমনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে সর্ব্বেশ্বর ঘরের অন্য দিকস্থ একটী আসনে উপবেশন করিলেন। ঘরটী নিস্তব্ধ, তথায় আর জনপ্রাণী নাই, কেবল সর্ব্বেশ্বর ও দুঃখিনী রমণী। রমণী আস্তে আস্তে সর্ব্বেশ্বরের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুখের ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া ছিন্ন বসন খানি গলায় দিয়া সর্ব্বেশ্বরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তদীয় নয়ন জলে সর্ব্বেশ্বরের চরণ প্লাবিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী যে সর্ব্বেশ্বরের নিকট টাকা রাখিয়াছিল, সর্ব্বেশ্বর সে দিকে একবারও নয়ন ফিরাইলেন না, তাঁহার চক্ষু দুটী তখন দুঃখিনীর মলিন বদনে অনিমেষ স্থাপিত হইয়া ছিল। তিনি দুঃখিনীর মুখ পানে চাহিতে চাহিতে হা হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পাঠিকা! তাঁহার আর চিনিতে বাকি রহিল না, যে এই তাঁহার সেই পরিত্যক্তা গৃহিণী কুললক্ষ্মীর জননী। সর্ব্বেশ্বর দুঃখিনীর মুখ খানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন

এবং নিজ বসনে যতনে তাহার অশ্রুবারি মোচন করিতে লাগিলেন। অভাগিনী ; না না আজি আর তাহাকে অভাগিনী বলিব না। কুলর জননী এই আশাতিরিক্ত স্বামি-সোহাগে একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া সর্ব্বেশ্বরের চরণ সমীপে পড়িয়া গেল, সর্ব্বেশ্বর অশ্রুজলে ভাসিতে২ পত্নীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক খানি রমণীর মুখ এক এক বার সেই ঘরে উঁকি মারিতে লাগিল, আর একটু পরে আলতা পরা দুখানি পা আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিল, মধুর নাদে পায়ের মল বাজিল, সর্ব্বেশ্বর দেখিলেন এক খানি পরদুঃখকাতর অশ্রুপূর্ণ মুখ ; সেই বৃদ্ধের অষ্টাদশবর্ষীয়া বিবাহিতা মাধুরী নাম্নী কন্যা ছিল, সে অন্তরাল হইতে দুঃখিনী রমণীকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছিল।

সর্ব্বেশ্বর সেই সমাগতা স্ত্রীলোকটীর হস্তে স্ত্রীর শুশ্রূষার ভার দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কবিরাজ ডাকিতে গেলেন। কালের কি চমৎকার গতি! যাহাকে মৃতাবৎ পান্থনিবাসে ফেলিয়া আসিয়া ছিলেন, আজি তাহার সুশ্রূষার্থ বৈদ্য ডাকা !! কুললক্ষ্মীর দুর্ঘটনায় তাহার হৃদয়টী একে বারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বেশ্বর শীঘ্র বৈদ্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক প্রতীকারের চেষ্টা করার পর তাহার চেতনা সঞ্চার হইল, জ্ঞানলাভ করিয়াই আবার পাগলের ন্যায় সজোরে সর্ব্বেশ্বরের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল "প্রভু দুঃখিনীর দেবতা! দয়া করিয়া বল, যদি এ অভাগিনীর প্রতি দয়া হইয়া থাকে তবে বল, আমার সরলা ও হেমবালা কোথায়? আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, দারুণ শোক ও কঠিন যন্ত্রণাতে আমার শরীরে আর কিছু মাত্র বল নাই, এ সময়ে একবার আমার বাছা দুটীকে দেখাও, আমি তাহাদিগকে বুকে লইয়া ও তোমার চরণ মাথায় লইয়া যে ধামে শোক নাই, দুঃখ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই, সেই শান্তিময় ধামে মনের সাধে চলিয়া যাই।"

সর্ব্বেশ্বর এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়া ছিলেন, এখন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মহামানী সর্ব্বেশ্বর দুঃখিনীর চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন— "অভাগিনি, আমি তোমার জীবন নাশ করিবার অভিপ্রায়ে তোমাকে মৃতাবৎ পান্থনিবাসে ফেলিয়া আসিয়া ছিলাম, ঈশ্বর তোমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন, কিন্তু তোমার প্রাণের অধিক ধনকে যে এই পাপিষ্ঠ নরাধম পাগল করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহারত ঈশ্বর কিছুই করিলেন না, নির্দ্দোষ বালিকার জীবন ত দেবতা রক্ষা করিলেন না, তাহাকে ত এ সংসারে আর পাইলাম না! হায় হায়! আর কখন কি সরলার সরল মুখ দেখিব

না ?" বলিতে বলিতে সর্ব্বেশ্বর একবারে উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, শোকবেগ শত গুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "আমি কুলকে নানা রূপ যন্ত্রণা দিয়া পরে দুষ্টা স্ত্রীর পরামর্শে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছি, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে কিছুই খোঁজ করিতে পারি নাই; হেমকে এক ব্রাহ্মণের নিকট ৬০০ টাকায় বেচিয়া খাইয়াছি। হায় হায়! আমার মত নরাধম অর্থপিশাচ আর এ জগতে কে আছে? অথবা বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন মাত্রই আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ! ছি ছি! এই অসার কুলাভিমানে শত ধিক্। আজ আমি আর কুলের দাস নই, আমি কন্যার পিতা, পত্নীর স্বামী, আমি আর সেই ঘোর নারকী কুলের কীট সর্ব্বেশ্বর নই; আমি আজ মুক্তকণ্ঠে সকলের সমীপে বলিব এই দুঃখিনী অপরিচিতা রমণী আমার ধর্ম্মপত্নী, কুল ও হেম আমার কন্যাদ্বয় ইহারই গর্ভজা। সাধ্বি! শীঘ্র চল, আমি তোমার হেমকে তোমার কোলে আনিয়া দিব। এখনি বাড়ী ঘর বেচিয়া ৬০০ টাকা গদাধর চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়া আমি হেমকে আনিয়া তোমার তাপিত বক্ষে দিব। পরে কুলর জন্য দুজনে হেমকে বক্ষে করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। যদি কুলকে পাই তবে দেশে ফিরিয়া আসিব, না হয় সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে এ জীবন শেষ করিব, আর কুলের বোঝা মাথায় করিয়া অসার সংসারে ঘুরিয়া মরিব না। চল চল, শীঘ্র চল" বলিতে বলিতে সর্ব্বেশ্বর পাগলের ন্যায় আট পাড়া অভিমুখে ছুটিল। দুঃখিনী এতক্ষণ সর্ব্বেশ্বরের মুখ পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ছিল, এখন সরোদনে বলিয়া উঠিল "নাথ! আমি সঙ্গে যাইতেছি, একবার হেমকে দেখাও, আমার শরীরে জোর হইয়াছে, আমি আর এখন মরিব না। যাহাকে দেখিবার জন্য পদ্মার ন্যায় ভীষণ নদীও সাঁতারিয়া পার হইয়াছি, তাহার জন্য কি মরিতে ভয় করিব?" বলিতে বলিতে উন্মাদ উন্মাদিনী হেমের উদ্দেশে চলিল। বৎসহারা গাভী যেরূপ উর্দ্ধমুখে ছুটিয়া যায়, দুঃখিনী সেরূপ চলিল।

আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বৃদ্ধ লোকটী ও গ্রামস্থ অনেক লোক তাহাদের সঙ্গে চলিল; কত গ্রাম্য বৃদ্ধা রমণী লাঠি হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উচট্ খাইতে খাইতে স্বাভাবিক পরদুঃখকাতরতা বশতঃ তাহাদের পিছু পিছু চলিল; কত যুবতী রমণী নিজ নিজ ঘরের দরজার আড়ালে থাকিয়া এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কুলীন কুরীতির শত শত নিন্দা করিতে লাগিল; কত কৌলীন্য-শাসনে পীড়িত দুঃখিনী কুলীনকুমারী বল্লাল সেনের পরকালের জন্য ছাইয়ের পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। অনেক লোক তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল সত্য,

কিন্তু সকলেই তাহাদের উভয়ের পশ্চাতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিল।

স্বামী সর্ব্বেশ্বর যাইয়া একবারে গদাধর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং 'হেম হেম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে দুই তিন বার ডাকিলেন, দুঃখিনীও অস্থির-কণ্ঠে 'হেম হেম' বলিয়া বার দুই তিন অস্ফুট ধ্বনি করিল। হেম আহারান্তে শুইয়া কুলর জন্য কাঁদিতেছিল, এমন সময় সহসা সর্ব্বেশ্বরের ডাক শুনিয়া এবং ঠিক কুলর মত বামা স্বর শুনিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া বাহির হইয়া আসিল। সে ভাবিল যে কুলকে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বেশ্বর আসিয়াছেন, কিন্তু দেখিল কে আর একটী অপরিচিতা দুঃখিনী রমণী। আগন্তুক রমণী পাগলিনীর ন্যায় ব্যস্ত হইয়া হেমকে বুকে তুলিয়া লইল। হেম কিছুই বুঝিল না, অতি শান্তস্বভাবা—কিছু বলিলও না। সর্ব্বেশ্বর বলিল "দেখ দেখ তোমার প্রাণের পুতলি হেমকে দেখ—প্রাণ শীতল কর।" অভাগিনী হেমকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী আর কে? আমি আজ স্বামী পাইলাম, প্রাণের অধিক ধন কন্যারত্ন পাইলাম, হে ইষ্ট দেব, তুমি দয়া করিয়া এখন একবার আমার সরলাকে দেখাও, আমি পরম সুখে এই কষ্টময় জীবন পরিত্যাগ করি।" সর্ব্বেশ্বর হেমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "বাছা; তুমি জান না এই পাপিষ্ঠ তোমার পিতা এবং এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটী যে তোমাকে বুকে করিয়া আছে, এ তোমার মাতা, আর কুললক্ষ্মী তোমার সহোদরা ভগিনী। আজ আমি সমস্ত জগৎ সমীপে বলিব—কে নিবারণ করিবে—এই রমণী আমার ধর্ম্মপত্নী, কুল ও হেম আমায় তনয়াদ্বয়। কুলকে ভাগ্যদোষে হারাইয়াছি, হেমকে আর অযতনে হারাইব না। আয় বাছা, একবার এই পাপিষ্ঠ নির্দ্দয় পিতার তাপিত প্রাণ শীতল কর।" সর্ব্বেশ্বর হেমকে কোলে করিয়া বারংবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অভাগিনী বালিকা জ্ঞান অবধি স্নেহ কাহাকে বলে কখন জানে না, একমাত্র কুললক্ষ্মী তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, অল্প দিন হইল সেও গিয়াছে। আজ এই অনির্ব্বচনীয় পিতৃমাতৃস্নেহ এক সময়ে লাভ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় একবারে অধীর হইয়া উঠিল! সে 'মা! মা!' এই একটী শব্দ করিয়া মায়ের গলা ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্নেহময়ী জননী অনেক যত্নে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পাঠিকা জানিত সর্ব্বেশ্বর হেমকে ৬০০ শত টাকা লইয়া গদাধর চক্রবর্ত্তীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি আপন দোষ মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়া গদাধরকে ৬০০ শত টাকা ফিরাইয়া দিয়া হেমকে

ফিরাইয়া লইলেন। গদাধরও বিশেষ আপত্তি, করিলেন না, কেননা তিনি তাঁহার ছোট ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য হেমকে আনিয়া ছিলেন, তাঁহার ভাই দূর দেশে বিষয় কর্ম্ম করিতেন, সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, সুতরাং হেম অবিবাহিতা ছিল।

সর্ব্বেশ্বর স্ত্রী ও কন্যা সঙ্গে করিয়া আপন বাটীতে (সাহবাজ নগর) গমন করিলেন। তাঁহার আটপাড়ার গৃহিণী এ সমস্ত ঘটনা দৃষ্টে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনিও এ সকল বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং কুলর জন্য তাঁহার মনে আত্মগ্লানির উদয় হইয়াছিল। তিনি এখন স্ত্রীজাতি-সুলভ দয়াশীলতারই পরিচয় প্রদান করিলেন। সপত্নীর নিকট কুলর বিনাশ জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া অনেক কাঁদাকাঁটি করিলেন। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর তাহাতে বড় ভুলিলেন না, তাহাকে পিত্রালয়েই রাখিয়া গেলেন, ভাই গদার বাসনা পূর্ণ হইল। গিন্নি বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সর্ব্বেশ্বর বাড়ী যাইয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নিকট স্ত্রী কন্যা রাখিয়া কুলর অন্বেষণে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ট্রেণ বা ষ্টিমারে পা দিলেন না, পদব্রজে চলিলেন, কেননা তনয়ার টাকা পয়সা ছিল না, সে যাইয়া থাকিলে হাঁটিয়াই গিয়াছে, হাঁটিয়া গেলেই তাহার উপযুক্তরূপ অন্বেষণ হইবে। তিনি পথে ২ গ্রামে ২ যারে তারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অতি অল্প-বয়স্কা একটী উন্মাদিনীকে কি কেহ দেখিয়াছ? যদি দেখে থাক তবে দয়া করিয়া বল, সেটী এই অভাগার কন্যা। সর্ব্বেশ্বর কত গ্রাম এই ভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। ওদিকে বিনোদ ও ললিতও তাহার জন্য বাহির হইয়াছেন। অভাগিনী কুললক্ষ্মী! এতদিনে তোমার তল্লাস পড়িল। হারাইলেই সংসারে আদর হয়, থাকিতে কখনই কোন বস্তুর আদর হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু তোমার সুকুমার জীবনটী আজিও কি দেহ-গৃহে আছে? কি করিয়া বলিব? পাঠিকা-গণ! কিরূপে এখন তোমাদের কৌতূহল নিবারণ করিব? সর্ব্বেশ্বর বা বিনোদ যদি অন্বেষণ করিয়া তাহাকে পান, তবে কুলকে সঙ্গে লইয়া আবার তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দুর্ভাগিনী কুলীনপত্নী ও কুলীন কুমারীগণ! বঙ্গ-সংসারে তোমাদের ন্যায়, মন্দভাগ্য কাহার?

সাহারা মরু।

লক্ষ লক্ষ ক্রোশ ব্যাপ্ত শরীর তাহার;
জলনিধি আছে শিরে পদ নীল নদীনীরে,
দক্ষিণ হস্তেতে আছে তটিনী নীজার,
বামহাতে আট্‌লাস, পরণে বালুকাবাস,
ওসিস্* হরিত হারে অঙ্গের বাহার।

২

পশুরাজ সিংহ যার নিনাদ ভীষণ,
পরাক্রম অনুপম; নিষ্ঠুর যাহার সম
নাহি জীব, সেই চিত্র ব্যাঘ্র অগণন,
বিষধর অজগর, অতিশয় ভয়ঙ্কর,
নিশ্বাস পাবকে পৃথ্বী করয়ে দাহন;

৩

অতীব হিংসক জেব্রা পব-নগমন;
এইরূপ কতমত, আছে তার শতশত,
অতুলন হিংসাবলে সঙ্গী অগণন।
যদিও এ জীবচয়, সাহারার প্রিয় হয়,
তাহারাও ভয়ে তবু বিচলিত মন;

৪

নিতান্ত নিকটে প্রায় না করে গমন;
তাহারা সাহারা ত্রাসে, সততই আশেপাশে
পথিকের কালরূপে করে বিচরণ,
কখন বা ভীতভাবে, সাহারা শরীর হাবে,
ওসিসে আপন দেহ করয়ে গোপন।

৫

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে মেদিনী যখন
নিতান্ত তাপিত হয়, প্রবল বাতাস বয়,
উড়িয়া বালুকাচয় আবরে গগন,
কৃতান্ত রসনা প্রায়, মরীচিকা দেখা যায়;
বোধ হয়, দেখে মনে এসব তখন;—

৬

সাহারা পিশিতাসনা ভোজন কারণ,
বসে আছে কোঁচ পেতে, পান্থ জলপান লতে,
প্রসর করিয়া নিজ বালুকা বসন;
ক্ষুধাতে কাঁপিছে যেন, লোল জিহ্বা অনুক্ষণ
বাড়াইছে, মরীচিকা সাক্ষাৎ মরণ।

৭

মূর্ত্তিমতী হিংসারূপা সাহারা রাক্ষসী,
নাই তার দয়া লেশ, নৃশংসের একশেষ,
জীবের নিধনে মন সদা অভিলাষী;
যাহারা তাহার হাতে, প্রাণ রাখে কোনমতে
তাদের সংহারে তার সঙ্গি-গণ আসি।

৮

কর্ম্মদোষে গতিহীন এই মহীতলে,
বোধ করি সে কারণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে
অভিলাষ সিদ্ধি হেতু পরিবার দলে;
বার্কা-গোবি নিউবিয়া, সেলিমা ও সাইরিয়া
লিবিয়া প্রভৃতি মরু কেবা কত বলে।

৯

সাহারা সাগরে মগ্ন পথিক নিচয়,
মৃত্যু হাত এড়াইয়া ওসিস্‌দ্বীপেতে গিয়া,
যদি কোনরূপে তারা উপনীত হয়,
শ্বাপদ তস্করগণ, আছে সেথা অগণন,
ভীষণ প্রকৃতি মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে রয়।

১০

ধন্য! ধন্য, ধরাধামে নিধননিদান
তুমি হে, তোমার তরে হাজার হাজার নরে,
নিদয়া সাহারা করে সঁপিতেছে প্রাণ।

---

* মরুদ্বীপ অর্থাৎ মরুভূমির মধ্যে যে বৃক্ষ-জলাশয়-শোভিত উর্ব্বর স্থান থাকে।

স্বদেশ, দেশীয়জন আর প্রিয় পরিজন
তেয়াগিয়া, কোথা হতে করিয়া প্রয়াণ।

১১

জানিনা জননি, তব এ কেমন রীতি,
বসুমতি, পাল জীবে অতুলিত প্রেমভাবে
নব নব ধন রত্ন সহ নিতি নিতি,
তবে কেন হে পালিনি, তব কলঙ্করূপিণী
সাহারা পাপিনী করে অঙ্কে অবস্থিতি?

১২

শুনেছি সাহারা না কি সাগরের তলে,
জানিনা কি মনে করে কাহার বা বেশ ধরে
করিত নিবাস অতি পুরাতনকালে;
কে আনিল এই পাপ কেবা দিল হেন শাপ,
পৃথিবীরে পোড়াইতে দুঃখের অনলে?

কুমারী তরু দত্ত।

(২৩২ সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠার পর)

তরুর শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের প্রধান সহায় যে তাঁহার ধার্ম্মিক ও গুণবান্ পিতা তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি প্রথম হইতে গৃহে সন্তান-দিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন এবং তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া বিবিধ উপায়ে উন্নতির পথে অগ্রসর করেন। আমরা তরুর পুস্তকালয় দেখিয়াছি, ৩।৪ আলমারী পরিপূর্ণ পুস্তক, তাহার অধিকাংশই ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় রচিত। তিনি প্রায় সে সকলই অধ্যয়ন করিয়াছেন। একজন বঙ্গবালার পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়। আমরা তাঁহার পিতার মুখে শুনিয়াছি, তিনি ইদানী আর ইংরাজী পুস্তকপাঠে অনুরাগিণী ছিলেন না, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল লইয়া দিবারাত্রি থাকিতেন ও তৎপাঠে একান্ত মগ্ন হইয়া যাইতেন।

তরুর স্মরণশক্তি আশ্চর্য্য ছিল। তিনি রাশি রাশি কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যদি আবৃত্তির সময় একটু বাধিত, তাঁহার নিজের অনুবাদের এক সারি পড়িলেই কাব্যটী আদ্যন্ত অবিকল তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। তিনি অনেক পড়িয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়ি পুস্তক সকল পড়িতেন, কিন্তু একটী শক্ত কথা তাঁহার নিকট এড়াইবার যো ছিল না। ছোট বড় সকল অভিধান হইতে সেই কথার ঠিক্ অর্থ না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাঁহার পিতা বলিয়াছেন—"যখন ফরাসী, জর্ম্মণ, কি সংস্কৃত কোন পুস্তকের দুর্ব্বোধ্য একটী

বাক্য বা পদের অর্থ লইয়া তর্ক হইত, তখন দশের মধ্যে ৭। ৮ বার তাঁহার উক্তিই ঠিক্ হইত। কখন কখন এক একটী ভুলের জন্য একটী করিয়া টাকা বাজী রাখা হইত, কিন্তু তরুই প্রায় জিতিত। তরু হারিলে প্রথমে মুখে একটু হাসি দেখা যাইত, পরে পিতার মুখে ছোট ছোট আঙ্গুল গুলি বুলাইয়া আদর করিত, তার পর তাঁহার প্রিয় ফরাসী স্ত্রীকবি বারেট ব্রাউনিঙের পুস্তক হইতে এইরূপ ভাবে কৌতুকজনক দুই এক পঁক্তি আবৃত্তি করিতঃ—"তুমি বৃদ্ধ, সুতরাং অধিক অভিজ্ঞ।"

তরুর চরিতাখ্যায়ক ফরাসী সম্পাদক লিখিয়াছেন, তিনি এত শীঘ্র ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, যে তাঁহার খ্যাতি তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার কয়েকটী মাত্র কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার পিতা "A sheaf, gleaned in the French Fields." অর্থাৎ ফরাসী ক্ষেত্রে সংগৃহীত শস্যের আটি নামক পুস্তক প্রচার করেন। ইহাতে ইংরাজী পদ্যচ্ছন্দে ফরাসী অনেক গুলি সুন্দর কবিতা অনুবাদিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজের পক্ষেও তাহা নূতন। কলিকাতা রিবিউয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রশংসাসহ কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইলে, তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং অল্পকাল মধ্যে মুদ্রিত পুস্তক সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৮ সালে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়, ও ৬।৭ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহাও অল্প দিনের মধ্যে কাটিয়া যায়। ১৮৭৯ সালে তাঁহার ফরাসী বন্ধু সুবিখ্যাতা এম সি বেডার তাঁহার জীবনী সহিত তাঁহার লিখিত ফরাসী উপন্যাস ফ্রান্সদেশে মুদ্রিত করেন। বঙ্গবালারচিত ফরাসী উপন্যাসগ্রন্থ দর্শনে ইউরোপীয় সাহিত্য-সমাজ যার পর নাই চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। এই উপন্যাসের গল্পটী যদিও সামান্য এবং অনেক স্থানে লেখায় অপক্কতা লক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাদ্বারা লেখিকার হৃদয়বত্তা ও প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবিত থাকিলে এবং ফরাসীভাষা আরও অনুশীলন করিলে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

১৮৮২ সালে তাঁহার রচিত "Indian Ballads" অর্থাৎ ভারতগীতিমালা প্রকাশিত হয়। এইখানি তাঁহার শেষ-কীর্ত্তি এবং ইহা দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত ও তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশের ক্ষেত্র না হইলে কবিত্বশক্তি মুক্তভাবে খেলিতে পারে না। স্বদেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং স্বদেশের গুণবান্ পুরুষ ও গুণবতী রমণীগণের চরিত্রাঙ্কণে তিনি বিশেষ পারদর্শিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী অপেক্ষা যদি স্বদেশীয় ভাষায় ইহা বর্ণনা করিতে পারিতেন, তাহাহইলে

ইউরোপীয় সমাজে তত প্রসিদ্ধি লাভ না করুন, দেশীয় সাহিত্য সংসারে তিনি সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা ও পূজার্হা হইয়া থাকিতেন সন্দেহ নাই। তিনি শেষাবস্থায় সংস্কৃত-পাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে স্বদেশীয় ভাষায় তিনি আপনার প্রতিভার পরিচয় দানে উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু আমাদিগের সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যাহাহউক এই শেষোক্ত পুস্তকখানি ভারতের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, ইউরোপীয় ভাষা ও জ্ঞানে শিক্ষিত হইয়াও একটী রমণী স্বদেশের প্রতি অনুরাগিণী, স্বদেশের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের পক্ষপাতিনী এবং স্বদেশীয় মহৎ চরিত্রের গুণগ্রাহিণী হইতে পারেন, ইহা অল্প আনন্দের বিষয় নহে। বস্তুত: তাঁহার এই পুস্তকখানি প্রকাশিত না হইলে তাঁহার চরিত্রের একটী উজ্জ্বল অংশ জগতের নিকট অবিদিত থাকিত এবং স্বদেশীয়দিগের তাঁহার প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইত না। এখন তাঁহাকে আমরা আমাদিগের সুখ-দুঃখ-ভাগিনী ভারতকন্যা বলিয়া চিনিয়াছি। তরুর লিখিত পুস্তকের সমালোচনায় ইউরোপীয় সমালোচকেরা তাঁহার কত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা ইংরাজী উদ্ধৃত স্তম্ভে দৃষ্ট হইবে। তাঁহার যে একটী গুণ ইউরোপীয়দিগকে মোহিত করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সেটী তাঁহার সত্যানুসন্ধান ও সত্য বর্ণনা। ইউরোপীয়দিগের সংস্কার এই ভারতীয়েরা ঐতিহাসিক যথার্থ জ্ঞান-লাভে শিথিল-প্রযত্ন এবং অতিবর্ণনাপ্রিয়। কিন্তু কুমারী তরু সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন "তিনি যাহা জানিয়াছেন, তন্ন তন্ন করিয়া ঠিক্ করিয়া জানিয়াছেন এবং তাহা ঠিক্ ঠিক্ ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত ইউরোপীয় ধাতুতে গঠিত ছিল। কিন্তু এ দেশীয় চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ সকলেরও তিনি অধিকারিণী ছিলেন।" দেশীয় প্রকৃতিকে ভিত্তিভূমি করিয়া যিনি ইউরোপীয় মহদ্‌গুণসকল উপার্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই ভারতের আদর্শ রমণী। তরু বাঁচিয়া থাকিলে এই আদর্শ রমণীর পূর্ণ বিকাশ আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাইতাম।

কুমারী তরুর জীবনচরিত সম্বন্ধে এই স্থানেই আমাদিগকে নীরব হইতে হইল। সুযোগমতে সময়ান্তরে এ বিষয়ে আরও কিছু প্রসঙ্গ করিবার মানস রহিল।

মহারাণীর গ্রন্থ।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রণীত আর একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বপ্রচারিত গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও তাঁহার নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও মনের ভাব বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত এই ২০ বৎসরের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহারাণীর (ইংরাজী) লেখা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি সরল ও সহৃদয়তা-পূর্ণ, সুতরাং যার পর নাই হৃদয়গ্রাহী। রাজকীয় আড়ম্বরময় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বেশে অজ্ঞাতভাবে জীবন যাপন করিতে তাঁহার কত আনন্দ, স্বভাবের শোভানুরঞ্জিত পার্ব্বত্য প্রদেশ, হ্রদ ও অরণ্যাদি দর্শনে তাঁহার কত কৌতূহল, দরিদ্র লোকদিগের পরিবারের একজন হইয়া তাহাদিগের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে তাঁহার হৃদয় কত ব্যগ্র; পুরাতন আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুদিগের প্রতি তাঁহার কত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, গুণী লোকদিগের গুণগ্রহণে তাঁহার চিত্ত কেমন অনুরাগী, পুরাতন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদিগের প্রতি তাঁহার কত বিশ্বাস ও গভীর সহানুভূতি—এই সকলের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার লেখনী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে, অনুচর কুক্কুর প্রভৃতিরও গুণ ব্যাখ্যা করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। এ সকল দ্বারা র হৃদয় যে কত কোমল, কত উদার, ও কত প্রশস্ত তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি কখনও কন্যা পুত্রগণ সহ পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিচিহ্নের নিকট গিয়া হৃদয়ের দুঃখ-ভার বহনে আপনাকে অশক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং একটী দুঃখিনী নারী পতিবিয়োগ শোক কি বলিয়া সম্বরণ করিতেছেন, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তাহার প্রশংসা করিতেছেন; কখনও তাঁহার আত্মীয় ডিউকপত্নীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আপনাকে তাঁহার আশ্রিতার ন্যায় দেখাইয়া দুঃখের জীবনে কত সুখ পাইলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। কখনও পার্ব্বতীয় ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্তানগণ সহ গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া ঈশ্বরের কৃপাতে ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে কেমন রক্ষা পাইলেন তাহা লিখিতেছেন। কখনও হাইলাণ্ডার-দিগের সন্তানের নামকরণে উপস্থিত হইয়া কত আনন্দ [সুতরাং] ছেন। কখনও তাঁহার ভৃত্য [illegible] নের বৃদ্ধ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়া সেই দুঃখী পরিবারের অশ্রুর সহিত আপনার অশ্রু মিশাইতেছেন এবং কোমলভাবে তাহাদিগের সান্ত্বনা বিধান করিতেছেন। কখনও একটী ছোট বালকের প্রীতি উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার আনন্দ

বৰ্দ্ধন করিতেছেন। এইরূপ সুন্দর চিত্রে গ্রন্থখানি পূর্ণ। তিনটী মৃত্যুর সংবাদ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শোকাকুল করিয়াছিল এবং তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—একটী তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা নর্ম্মাণ মাকৃলিয়াডের, ২য় তৃতীয় নেপোলিয়ানের বংশধর প্রিন্স ইম্পিরিয়েলের এবং ৩য় তাঁহার প্রাচীন ভৃত্য ব্রাউনের। কন্যা পিতার, ভগিনী ভ্রাতার এবং মাতা পুত্রের বিয়োগে যেরূপ অধীর ও শোকার্ত্ত হন, সহৃদয়া মহারাণী অপরের জন্য সেইরূপ আন্তরিক গভীর শোক অনুভব করিয়াছেন ও বিলাপ পরিতাপে হৃদয়ের ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি হাইলাণ্ডার প্রজাবর্গ এবং বিশেষতঃ তাঁহার ভৃত্য ব্রাউনের নামে উৎসর্গ করিয়া মহারাণী রাজভক্তি-পরায়ণ প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন।

জগদীশ্বর মহারাণীকে যেমন পৃথিবীর মহোচ্চ সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ নারীকুলের আদর্শ হইয়া আপনার অসাধারণ গুণ ও উজ্জ্বল চরিত্র দ্বারা আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন। লক্ষ্মী সরস্বতী ও রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তির একত্র সম্মিলন তাঁহাতে দেখা যায়। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর আমাদিগের মহারাণীর জীবনে তাঁহার স্বর্গীয় মহিমা আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিতে থাকুন।

আশাবতীর উপাখ্যান

(২২৩ সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। (যোগীবরকে প্রণাম করিয়া) প্রভো! আপনার অনুমতি হইলে অদ্য গয়াতীর্থ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দর্শন করি।

যোগী। মা আশাবতী! ইহা উত্তম সঙ্কল্প বটে, কিন্তু তুমি একাকী ভ্রমণ করিতে পার না। গয়াতে অনেক দুষ্টলোক আছে, তাহারা স্ত্রীদিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া থাকে।

আশাবতী। আমি দুঃখিনী, আমার অর্থ সম্পত্তি কিছুই নাই, দুষ্টলোকে আমার কি করিবে?

যোগী। তোমার অর্থ সম্পত্তি নাই যথার্থ, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, যুবতী, সতীত্বই তোমার পরম সম্পত্তি। যে নারীর সতীত্বরত্ন আছে, লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা হইতেও তাঁহার সম্পত্তির অধিক মূল্য। এই অমূল্য রত্ন রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। তুমি যে যোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সতীত্বই তাহার প্রধান উপকরণ। ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করিলে যোগে অধিকার হয় না। চরিত্র ভাল রাখিতে হইলে

কুসঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য এই দুর্জ্জনপূর্ণ স্থানে তোমাকে একা যাইতে নিষেধ করিতেছি।

আশাবতী। তবে কি আমি তীর্থস্থান দর্শনে সক্ষম হইব না ?

যোগী। আশাবতি! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। চল এখনই তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

যোগিবর আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন।

যোগী। এই স্থানের নাম গোবাছুরা, ঐ যে প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী ও বৎস দেখিতেছ, উহারই নামে এস্থানের নাম গোবাছুরা। ঐ নূতন বাটীটী জেলখানা। চল আমরা এই পাহাড়ের উপর দিয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে যাই। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বড়ই কষ্ট হয়। এই পাহাড়ের নাম ব্রহ্মযোনি। কথিত আছে এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আশাবতী। এখানে আসিয়া বড় আনন্দ হইতেছে। এমন সুন্দর স্থান আমি কখনও দেখি নাই।

যোগী। চল, আমরা নীচে যাই। আরও অনেক স্থান দেখিতে হইবে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যে ক্ষুদ্র পথটী গিয়াছে ঐ পথ দিয়া নীচে যাই ; আশাবতী সাবধানে নামিবে, দেখ যেন পায়ে লাগে না।

("রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম,রাধাশ্যাম"।)

আশাবতী। ও কি ? এখানে লোক কোথায় ?

যোগী। ঐ যে নীচে জামের গাছটী দেখিতেছ ; উহারই তলে একটী বৈষ্ণব বাস করেন। রাধাশ্যামই তাঁহার পরম সাধন।

আশাবতী। প্রভো! আমার মনে একটী প্রশ্ন আসিতেছে, ভগবান্ সাকার কি নিরাকার ?

যোগী। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরূপ শরীর থাকা কখনই সম্ভব নয়।

আশাবতী। তবে লোকে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে কেন ?

যোগী। অজ্ঞান লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। দেখ কুম্ভকারের গৃহে যখন প্রতিমা থাকে, লোকে তাহার পূজা করে না। সেই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তবে তাহার পূজা করে। সুতরাং ঐ প্রতিমা দেবতা নহে। সেই প্রতিমায় যে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই প্রাণই দেবতা। প্রাণ নিরাকার বই সাকার হইতে পারে না।

আশাবতী। অনেক জ্ঞানী বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাঁরা তো অজ্ঞান নহেন ?

যোগী। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি নহে। ঈশ্বর

পুরুষ এবং প্রকৃতি। এই পুরুষ প্রকৃতি পূজাই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। তুমি যখন যোগ শিক্ষা করিবে, তখন এ তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

"রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম, রাধ্যশ্যাম"

জাম বৃক্ষতলে এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটী বৈষ্ণব উপবেশন পূর্ব্বক হরিনাম জপ করিতেছেন।

বৈষ্ণব—যোগিবর ও আশাবতীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অন্য প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন।

যোগী। (প্রস্তরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক), অদ্য আমার সুপ্রভাত, ভাগ্যবশতঃ আপনার দর্শন পাইলাম।

বৈষ্ণব। আমি আপনার দাস। যেখানে ভক্ত সমাগম, সেখানেই ভগবানের প্রকাশ। ভগবান বলিয়াছেন "ভক্তই আমার পিতা মাতা। হে নারদ! আমি সামান্য জীবের ন্যায় নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি না। ভক্ত হৃদয়ে আমার জন্ম। ভক্তের শুদ্ধ অন্তঃকরণ বসুদেব, ভক্তি দেবকী। শুদ্ধ অন্তঃকরণে যখন ভক্তির যোগ হয়, তখন আমি সেই ভক্ত হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করি। ভক্ত আমাকে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আমার নামকরণ করেন। এ জন্য ভক্তই আমার পিতামাতা। আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীর হৃদয়েও থাকি না, যেখানে ভক্তগণ আমার নাম কীর্ত্তন করেন, আমি সেইখানেই বসতি করি।" আপনার ন্যায় পরমভক্ত দর্শনে আজি আমি কৃতার্থ হইলাম।

যোগী। আমাকে ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিবেন না। ভগবদ্‌ভক্তি সহজ বস্তু নহে। অনেক সৌভাগ্যে ভক্তিধনে অধিকার হয়। ভক্তি অহেতুকী। সামান্য সাধন ভজনে তাহা লাভ করা যায় না। ভক্তি বিষয়ে কিছু আলাপ করুন।

বৈষ্ণব। এ দাস ভক্তির কি জানে, দাসের প্রতি কৃপা করিয়া কিছু ভক্তির উপদেশ প্রদান করুন।

যোগী। আপনি যে এক জন পরম ভক্ত এই অসাধারণ বিনয়ই তাহার পরিচয়। আপনি দয়া করিয়া একটু ভক্তি তত্ত্ব আলোচনা করুন।

বৈষ্ণব। আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দাসের অপরাধ হয়, এজন্য যাহা জানি তাহা বলিতেছি। ভক্তিশাস্ত্রে আছে যে, প্রথমে নিষ্ঠা, পরে সাধুসঙ্গ, তাহার পর ভজন। যাহা উপদেশ পাইবে তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, নিষ্ঠাবান হইয়া সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুর জীবন দেখিয়া সদাচার শিক্ষা করিবে। সদাচারী হইয়া ভজন করিবে। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহার দাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করা, তাঁহাকে সখা বলিয়া চিন্তা করা, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা ইহাকেই ভজন কহে। এইরূপ নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ ও ভজন করিতে করিতে অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত হয়। যাঁহার অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত

হয়, তিনি ক্ষমাশীল হন, বৃথা সময় নষ্ট করেন না, সর্ব্বদা ভগবানের নাম কীর্ত্তন শ্রবণ মননে সময় যাপন করেন, তিনি বৈরাগী অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য হন, অত্যন্ত আশার সহিত প্রার্থনা করেন। ভগবানের নাম গানে রুচি হয়; তিনি সর্ব্বব্যাপী, এজন্য সকল পদার্থ ও সকল প্রাণীতে প্রীতি জন্মে।

ভক্তির অঙ্কুর হইবামাত্র যখন ঐ সকল গুণ জন্মায়, তখন আমার ন্যায় রিপু-পরায়ণ লোক কি ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে?

যোগী। আপনি যদি আপনাকে রিপু-পরায়ণ বলেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় লোকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না।

বৈষ্ণব। আজ্ঞা আমি বৃথা বিনয় প্রকাশ করিয়া মিথ্যা বলিতেছি না। আজিও আমি রিপুজয় করিতে পারি নাই। আমার মনে অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আমি রিপুজয় করিয়াছি, দর্পহারী ভগবান আমার দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। সেদিন বাজারে দধি কিনিতে গিয়া হঠাৎ গোয়ালার প্রতি ক্রোধ হইল, তাহাকে প্রহার করিলাম। এমন সময় সেই বৃদ্ধ গোপের পুত্র আসিয়া আমাকে বিলক্ষণরূপে প্রহার করিল। সেই হইতে আমি শিক্ষা পাইয়াছি যে, বৃথা আপনাকে সাধু বলিয়া অহঙ্কার করিলে নিশ্চয়ই ভগবান অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিবেন।

আশাবতী। যদি অনুমতি করেন, আমি একটী প্রশ্ন করি।

বৈষ্ণব। মা! সন্তানকে কি আজ্ঞা করিবেন করুন।

আশাবতী। আজ্ঞা, আপনারা সংসার ছাড়িয়া উদাসীন হইয়াছেন, তবে আপনাদের আবার রিপুর ভয় কেন?

বৈষ্ণব! মা! আমি ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরের কামক্রোধ রিপুগুলিকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। বিশেষতঃ ঘর বাড়ী বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিলেই যে, সংসার ত্যাগ করা হইল তাহা নহে। সংসার কোন পদার্থ নহে। ভগবানকে প্রেম না করিয়া তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসকলকে ভালবাসা, তাহাতে আসক্ত হওয়ার নামই সংসার। যতদিন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ প্রেম না হয়, ততদিন সংসার ত্যাগ করা যায় না। গৃহে ভজন সাধনে বাধা হয়, এজন্য নির্জ্জনে একাকী রহিয়াছি। তিলকমালা প্রভৃতি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যিনি অনন্যভাবে ভগবান বিষ্ণুকে প্রেম করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

আশাবতী। বাবা! আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার অনেক উপকার হইল।

বৈষ্ণব। মা! এ দাস কিছুই জানে না, আমার প্রাণপ্রিয় রাধাশ্যামকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

আশাবতী। রাধাশ্যাম একজন না দুজন?

বৈষ্ণব। রাধাশ্যাম, সীতারাম, রাধা কৃষ্ণ এ সকলই এক। যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আপনি এবং আপনার শক্তি দুই পৃথক্ নাম হইলেও যেমন একই বস্তু, সেইরূপ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি দুই একই বস্তু।

যোগী। বাবাজী! অনুমতি হয় তো আজি আমরা বিদায় হই, আরও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে।

বৈষ্ণব। দাসের কি ক্ষমতা যে আপনাকে অনুমতি দিতে পারে। আপনারা বিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছাবিহারী। যৎকিঞ্চিৎ কিছু সেবা করিয়া কৃতার্থ করুন। দাসের কুটীরে কিঞ্চিৎ প্রসাদী আছে।

ইহা বলিয়া রাধাশ্যাম বাবাজী প্রসাদী পেঁড়া ও তুলসীযুক্ত সুবাসিত সুশীতল জলদ্বারা অতিথিসৎকার করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। যোগী ও আশাবতী বিদায় লইয়া পুনঃ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার ঢুলি পাড়ায় একটী স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্বামী বাবু উমাশঙ্কর রায় কয়েক মাস পীড়িত ছিলেন, স্ত্রীলোকটী তাঁহার যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করেন। যে দিন স্বামীর মৃত্যু হইবে, বাটীর আর সকলেই বিষণ্ণ, কিন্তু তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখা যাইতেছিল। স্বামীর মৃত্যুর ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর লোকে আসিয়া দেখে তিনি দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন। স্বামীর চিতায় তাঁহাকে দাহ করা হইল। যথার্থ সতীর সহমরণ বটে।

২। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ ফণ্ডে প্রায় ১১ হাজার টাকা উঠিয়াছে, কুচবিহারের মহারাজা ইহার প্রায় অর্দ্ধেক দিয়াছেন। রাজার ইচ্ছানুসারে এই টাকায় কেশব বাবুর একটী ধাতব প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে।

৩। রমাবাই সম্প্রতি 'স্ত্রীধর্ম্মনীতি' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহা একটী সুসংবাদ বটে।

৪। আসামের জনসংখ্যা তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তথায় ২২১০ জন বিধবার বয়স ১৫ বৎসরের কম, ১১৫২২৯ জনের ১৫ হইতে ৪০ এর মধ্যে এবং ২৫০৮৪৩ জনের ৪০ এর অধিক। বঙ্গদেশের ন্যায় আসামে বালবিধবার

সংখ্যা অধিক না হইলেও তথাকার লোকপরিমাণে বিধবার সংখ্যা কম নহে।

৫। মান্দ্রাজে রমণীদিগের কার্য্য-ক্ষেত্র ক্রমে বাড়িতেছে। তত্রত্য মিউনিসিপালিটী হিন্দুরমণীদিগকে টীকা দিবার জন্য কতকগুলি হিন্দুরমণীকে টীকাদারী কাজ শিখাইতেছেন।

৬। দক্ষিণ আফ্রিকার উইটেনহেন নামক স্থানে এক রেলওয়ের সিগ্নালারের কার্য্য একটী বানর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে। আদত সিগ্নালারের পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বানরটী তাহাকে গাড়ী করিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহার ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করে। কালে আরও বা কি হয়?

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নারীশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ-মূল্য ||০ ও ৵০ আনা। স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী এই দুইখনি পুস্তক বহুদিবস দুষ্প্রাপ্য ছিল, এক্ষণে পুনর্মুদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই পুস্তক হেয়ার প্রাইজফণ্ডের ব্যয়ে ও বামাবোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রথমে মুদ্রিত হয়। তৎকালীন প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকল অতি সমাদর ও প্রশংসার সহিত ইহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয় ভাগই যত্নপূর্ব্বক সংশোধন এবং অন্তঃপুরিকা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উপযোগী করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকগণ আপনাপনি পাঠ করিয়া ইহাদ্বারা জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন।

২। আর্য্যদর্শন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—অনেকদিনের পর এই উচ্চদরের মাসিক পত্রিকাখানির নষ্টোদ্ধার হইল, এক্ষণে ইহা নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে, তাহার সম্পূর্ণ আশা হইতেছে। ইহার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রস্তাবগুলিও অতি সারগর্ভ ও উপাদেয় হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের পর আর্য্যদর্শনই সাহিত্য সমাজের আশার স্থল হইয়াছিল। আমরা আশা করি গ্রাহকগণের উৎসাহে এই পত্রিকাখানি স্থায়ী হইয়া বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

৩। বাল্য সখা ২য় ভাগ—চিরঞ্জীব শর্ম্মপ্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। গদ্য ও পদ্য উভয় বিধ প্রস্তাবদ্বারা পুস্তকখানি সুসজ্জিত হইয়াছে। গদ্যে মনোরঞ্জন ও নীতিগর্ভ অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে, পদ্যগুলিও নীতি শিক্ষার উপযোগী এবং তাহার অনেকস্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে গৃহীত হইবার যোগ্য। পুস্তকের আকার

ও গুণ বিবেচনায় ইহার মূল্য বেশ সুলভ হইয়াছে।

৪। প্রদীপ (গীতি কবিতাবলী) শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনেকগুলি কবিতা আছে, সকল গুলিই সরস ও সুললিত হইয়াছে।

৫। কাব্য তরঙ্গিণী, প্রথম ভাগ—শ্রী বিষ্ণুপদ দাস প্রণীত মূল্য ।০ আনা। ইহাতে সদ্ভাবপূর্ণ অনেকগুলি কবিতা আছে।

৬। প্রকৃতির প্রতিশোধ—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। প্রকৃতির বিপরীত পথে চলিতে গেলে তাহাতে কি কুফল হয়, কাব্যকার তাহা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। এ পুস্তক খানিতে রবীন্দ্র বাবুর সরল রচনা ও প্রতিভার চিহ্নের অভাব নাই, কিন্তু ইহাতে প্রকৃতির বিকৃত ভাব ও লঘু বর্ণনার আতিশয্য হইয়াছে। আমাদিগের মতে এরূপ বর্ণনা পরিত্যাগ করিলে সুরুচির কার্য্য হইত।

৭। রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের ৬ষ্ঠ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ—এই পুস্তকালয় দ্বারা অন্তঃপুরিকা, দরিদ্র বালক বালিকা ও শ্রমজীবীদিগের জ্ঞানোন্নতির সহায়তা হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

৮। অদ্ভুত ইন্দ্রজাল—এই নামে এক খানি মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তৎ পাঠে আমোদিত হইয়াছি। যাঁহাদিগের অবকাশ আছে, ইহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। লেখা হৃদয়গ্রাহিণী বটে।

৯। Kashmir Flowers কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—কাশীর বাবু হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক হিন্দি ভাষায় প্রণীত।

১০। মাণিকদহ হিতসাধনী সভার ৩য় বার্ষিক বিবরণ—এই সভা দ্বারা দেশ হিতকর অনেকগুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। আমরা ঈশ্বরের নিকট ইহার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

১১। বালিকা বোধিকা—শ্রীমতী প্রতুল কুমারী দাসী প্রণীত মূল্য ৵০ মাত্র; বইখানিতে গুণপণা আছে এবং ইহা বালিকাদিগের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

পরনিন্দা।*

ভগিনি, প্রতিবেশিনীগণের দোষ গুণের সমালোচনায় আপনার প্রবৃত্তি হয় কি? দশ জনের নিকট যে ব্যক্তি আদরণীয়, দশ জন যাহাকে আদর্শ

* বিগত ২০এ মে বঙ্গমহিলাসমাজে পঠিত।

স্থানীয় মনে করেন, তাঁহার চরিত্রের নিভৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলি সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া, স্বীয় সূক্ষ্মদর্শিতার অভিমানে আপনার হৃদয় স্ফীত হয় না কি? সংক্ষেপতঃ আপনি পরনিন্দা-জনিত বিকৃত আমোদের স্বাদ কথনও আস্বাদন করিয়াছেন কি?—যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি আমার পূজার পাত্রী।

পরদোষানুসন্ধানস্পৃহা আমাদিগের একটি রোগ বিশেষ। ইহা আমা-দিগকে জীবনের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম করিয়া তুলে। যতদিন আমাদিগের এ বিষম রোগ দূর না হয়, ততদিন জানিতে হইবে যে, আমরা এ সংসার বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে পড়িয়া আছি; আমরা উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

যিনি পরনিন্দা ভালবাসেন, নিন্দার সুস্বাদ তাঁহার অবিদিত নাই। নিন্দায় রসনা অশ্রান্ত, হৃদয় বিকৃত আনন্দ ও অভিমানে স্ফুটনোন্মুখ। যখন একবার কাহারও নিন্দা করিতে আরম্ভ করি, তাঁহার দোষের সীমা পরিসীমা আর দেখিতে পাই না। নিন্দার এমনি প্রভাব যে ইহার নিকট সংসারের উন্নত পুরু-ষেরা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি লাভ করেন, যশস্বীর অমল শুভ্র যশোরাশি কালিমা-মিশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়। নিন্দা সুস্বাদু, নিন্দা রসনামুগ্ধকর। মধুর সহিত ইহার তুলনা হয় না। আমার মতে স্বাদবত্তা বিষয়ে নিন্দা অতুলনা। তবে যদি কাহারও সহিত ইহার তুলনা হয় সে ঝাল। ঝালের প্রতি যাহাদের অত্যন্ত ভালবাসা, তাঁহাদিগকে রাশি রাশি মসলা দিয়া অতি যত্নে ব্যঞ্জন পাক করিয়া দাও, অধিক মাত্রায় লঙ্কা না দিলে, তাহাদের নিকট সকলই স্বাদ-গন্ধ হীন। নিন্দুকের নিকট সহস্র সদা-লাপের অবতারণ কর, মাঝে মাঝে নিন্দারূপ একটু কটু রস যদি তাহাতে মিশ্রিত না থাকে, তাহা হইলে সে আলাপ তাহার নিকট নিতান্ত নীরস বোধ হইবে। অপকারিতা সম্বন্ধেও ঝালের সহিত নিন্দার সম্যক্ ঐক্য আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, পরের নিন্দা করি কেন?—পরের নিন্দা করিয়া সুখ পাই কেন?—পরের হীনতা অপরকে জানা-ইয়া আমার কি লাভ? প্রধানতঃ দুর্ব্ব-লতা ও আত্মাভিমান আমাদিগকে পরের দোষাদোষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। যে যত দুর্ব্বলচেতা সে পরের গুণ গ্রহণে তত অসমর্থ। যাহার হৃদয় যত বিকৃত, সে অপরকে তত বিকৃত মনে করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি মহানু-ভাবকতার মধ্যে আপনার চরিত্র-সুলভ ক্ষুদ্রতাই প্রত্যক্ষ করে; তাহার আত্ম-হৃদয় দ্বারা মহজ্জনের মহত্ত্বের পরিমাণ হয় না, সুতরাং তাহার নিকট মহতের মহত্ব দুর্ব্বোধ্য, অতএব অবিশ্বাস্য। যিনি সদ্গুণের জন্য প্রশংসিত, সে তাহাকে

প্রশংসার অযোগ্য মনে করে এবং সযত্নে তাহার চরিত্রের ত্রুটিগুলির অনুসন্ধান লইয়া সকলের নিকট সেগুলি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে স্বয়ং নির্গুণ, সেই পরের গুণগ্রহণে অক্ষম। যিনি গুণগ্রাহী, তিনি স্বয়ং গুণবান্।

আত্মাভিমান চক্ষু থাকিতেও আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে। আমা-হইতে কেহ উন্নত হয়, ইহা তাহার অসহ্য। যাই শুনিলাম দশজন লোক একবাক্যে ব্যক্তিবিশেষকে উন্নত বলিতেছে, অমনি কোথা হইতে কে চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল, আমি মুদ্রিত নেত্রে সকলকে বুঝাইতে লাগিলাম যে তাঁহারা ভ্রান্ত; তাঁহারা যে উন্নত আকৃতি দর্শন করিতেছেন উহা সেই ব্যক্তির জীবদ্ আকৃতি নহে, তাঁহার ছায়া মাত্র; দাঁড়াইবার ভঙ্গি ক্রমে ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে; সংসারে এমন উন্নতাকার পুরুষ অতি অল্পই হইয়া থাকে।—ক্রমে আমি তাঁহার খর্ব্বতার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম—আমি একদিন কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার খুব নিকটস্থ হইয়াছিলাম, দেখিয়াছি এই ব্যক্তি বড় খর্ব্বাকার, আর একদিন আমোদগৃহে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিনও তাহাই দেখিলাম।

পরের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইয়া মানুষ আপনার ক্ষুদ্রত্ব ঢাকিতে চাহে। দশজন বিদ্বান যে স্থানে একত্রিত, ঘটনা ক্রমে সেখানে যদি একজন মূর্খ থাকে, সে আপনার মূর্খতা সর্ব্বদাই সম্যক্ অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু যেখানে দশজন মূর্খ একত্রিত, সেখানে কেহই আপনার হীনতা অনুভব করে না। কারণ তুলনায় তাহারা সকলেই সমান।

বিদ্যা, রূপ, গুণ, যশ সকল বিষয়েই অল্পাধিক্য তুলনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আত্মাভিমান আপনার হীনতা স্বীকার করিতে চাহে না; সুতরাং যিনি মহৎ, নিন্দার প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষুদ্রবৎ প্রতিপন্ন করিয়া, আপনার শ্রেণীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করে; অথবা যে বাস্তবিক ক্ষুদ্রাশয়, মহতের ক্ষুদ্রত্ব অপরকে জানাইয়া আপনাকে মহৎ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

এপর্য্যন্ত যে শ্রেণীর পরদোষানুসন্ধিৎসু নিন্দুকের কথা বলা হইল, সকলেই একবাক্যে বলিবেন, যে, তাহাদিগের প্রকৃতি অতি নীচ। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ঈদৃশ নীচতা অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকলের চরিত্রেই নিহিত আছে।

(ক্রমশঃ)

SUPPLEMENT

TO

BAMABODHINI PATRIKA.

The following Review of Miss Toru Dutt's life and works, is from the Finel of M. James Darmesteter (the celebrated Translator of the Zendavesta in the New series of Religious Works of the East edited by Max Muller). It was written for Le Parlement. The portrait by our artist does not do full justice to Miss Dutt, but a vivid photograph given in the new Edition of the Sheaf Gleaned in French Fields makes our regret in this point the less.—*Editor.*

MISS TORU DUTT.

(From Le Parlement. Paris 11 & 13 April 1883.)

The name of Miss Toru Dutt is already known to the readers of Le Parlement, by a touching notice which was consecrated to her by M. Andre Theureet* abont

* M. Andre Theureet is the well-known author of 'Le Chemin des Bois' a volume

two years ago.† I would not have returned to a subject already touched by a hand so delicate, if new documents, published since, had not permitted to the far-off friends to the poor and young Hindu lady to represent to themselves, in a closer view, this sweet and melancholy face which by so many of its features belongs to France. This child of Bengal, so admirably, and so strangely gifted; poet in English, prose-writer in French; Hindu by race and tradition, English by education, French in heart; who at eighteen years made known to India the poets of France, in the rhythm of England; who mingled in her single personality, three souls, and three traditions; removed from the earth at twenty years in the full expansion of her talent, and in the very dawn of her genius—presents, in literary history, a phenomenon without a parallel, and her name ought especially remain dear to France—the France which she loved so much and towards which she was drawn by a mysterious instinct.

Toru Dutt was the daughter of a Hindu Magistrate of high caste, Govin Chunder Dutt of Calcutta. Mr. Dutt was converted to christianity, and, what is more in India, to the European spirit itself, although remaining substantially Hindu. This conciliation of two spirits, all apparent and upon the surface, in most cases, had already been made in the father before it was made in the child. Toru Dutt was the youngest of three children all of whom were predestined to an early death, she survived the last and only for a brief space of time. Mr. Dutt in a memoir of a simplicity of resignation almost sublime, published at the beginning of the poems of his daughter, has taken a sort of heart-rending relief in presenting the statistics of the griefs, which rendered his heart desolate, when he was on the verge of old age.

"Toru Dutt was the youngest of my three children. All the three were of great promise, and all the three were taken away from me early, in the very bloom of youth. I note the dates on which they were born and the dates on which it pleased the Lord to remove them hence.

Names.	Born.	Died.
Abja ...	18th Oct. 1851	9th July 1865.
Aru ...	13th Sept. 1854	23rd July 1874.
Toru ...	4th Mar. 1856	30th Aug. 1877.

In 1869 Mr. Dutt brought the two children who were still left to him, to Europe, to have them instructed in the languages of the West. They passed some months in France in a 'pensionnat,' or girl's school. They remained a much longer time in England, and returned to India in 1873. We should have loved to have more details about their short sojourn in France. which had an astonishing influence in the direction of the ideas of Toru. The language of France became her favourite language, the people of France her people of election. Some of the secondary characters in her French romance, for instance, Sister Veromca must have been met with in real life, although, the majority of the others had not been met with except in books, and the English school-friend who at the convent lends Musset to the heroine, is, certainly, a real souvener. of the school. Toru was fifteen at the time of the war; she was then in London; our disasters

of Poems of very rare merit. He has written also a Drama in verse, Jean-Marie which was acted at the Odeon in 1871 and of several novels such as "Narvelles Intime" "Mademoiselle Genguon," "Une Ondine" &c-&c of considerable power. He contributes largely to the Revue des deux Modes, both in prose and verse.

† Le Parlement of the 24th January 1881.

struck the child to the heart. Her journal* bears on the date of the capitulation of Paris, the following lines. "During the few days that we were in Paris —how beautiful it seemed! What houses! What streets! What a magnificent army! But now how is it fallen! It was the first among the cities, but now how much of misery does it contain? from the very commencement of the war, all my heart was with the French, although I was sure of their defeat. One evening when the war continued and when the French had suffered many losses, I heard papa say something to mamma about the Emperor. I descended the stairs like a flash of lightning, and I learnt that the French had capitulated. The Emperor and all his army had given themselves up at Sedan. I well remember how I remounted the staircase and related this to Aru—half choking,—half weeping. Toru remained, however "enebranlable Francaise" (unshaken French woman) notwithstanding the defeat of her friends and notwithstanding her Christian education, which made her fear, she saw in the fall a punishment for France's want of religion† "Is it because many were profoundly plunged in sin and believed no more in God? But still there were, and there are, amongst them thousands who fear God. O France, France, how art thou fallen? Mayest thou after this humiliation serve and adore God more than thou hast done in the time past! * * * * Poor, poor France, how my heart bleeds for thee!" She had hoped a long time, and even to the very end. Here is a posthumous poem recently published, and which is, without doubt, one of her first poetic efforts. It bears date 1870, and brings us probably to the time of Coulmeers or of Chanipegny and of those unexpected flashes of hope which came momentarily to illuminate our horizon.

* Quoted in the Notice of Mlle Claresse Bader.

† Let us add that Indian opinion at the time of war was all in favor of Germany. "The opinion of the high castes" M. Barth tells us, "was worked upon by the Protestant Missions in which Germans abound in great number, and by the professors which the German Universities furnished to the Universities of India. Our Catholic Missionaries do not act save on the inferior classes."

FRANCE.

1870.

Not dead,—oh no,—she cannot die!
 Only a swoon, from loss of blood!
Levite England passes her by,
Help, Samaritan! None is nigh;
 Who shall stanch me this sanguine flood?

Range the brown hair, it blends her eyne,
 Dash cold water over her face!
Drowned in her blood, she makes no sign,
Give her a draught of generous wine.
 None heed, none hear, to do this grace.

Head of the human column thus
 Even in swoon wilt thou remain?
Thought, Freedom, Truth, quenched ominous,
Whence then shall Hope arise for us,
 Plunged in the darkness all again!

No, she stirs! There's a fire in her glance,
 Ware, oh ware of that broken sword!
What, dare ye for an hour's mischance,
Gather around her, jeering France,
 Attila's own excellent horde?

Lo, she stands up,—stands up e'er now,
 strong and more for the battle fray,
Gleams bright the star, that from her brow
Lightens the world. Bow, nations, bow,
 Let her again lead on the way!

The two sisters plunged into our poetry with passion, especially our contemporary poetry; they translated from all our poets great and small; they had at that time some years of happiness; in a fever of

study, of poetry, of dreams, and of projects, and were rocked the while in music. They were both beautiful players on the piano, and the poor father says had a 'soft and clear contralto voice which I fancy I still hear at times.' Their great ambition was to publish a French novel of which Toru would write the text and Aru would design the illustrations. Toru alone could fulfil her task: Aru, death already in her heart translated the Young Captive of Chemer

" I wish not to perish too soon,"

and passed away on her twentieth year in July 1874. Toru was left alone with her remembrances, her dreams, her devouring aspirations,—and then the resigned and calm anguish of death—which came to take her—her also. On her return to India she had turned to Sanskrit and after the study of Hugo and Lamartine had plunged into the Puranas and the Ramayana. She published in the Bengal Magazine two essays on Leconte de Lisle and Soulary and two legends in verse from the Vishnu Purana. In 1876 she published a collection of translations from the French poets (A Sheaf gleaned in French Fields) which passed without notice. In 1877 the Calcutta Review published some translations from the Count de Grammaut and from Sainte-Bawe; the number following, gave the remainder of these poems and announced the death of the author; she had faded away in her turn, in the arms of her father on the 30th August in her one and twentieth year.

Life has passed so quickly with her, that Fame had not time to visit her when living. Fame came at last—after death,—in France at first, then in England. In the last years of her life she had opened a correspondence with Mlle Claresse Bader, and had expressed a desire to translate M. C. Bader's work on the women of India. It was M. C. Bader who received from Mr. Dutt the manuscript of the "Journal Mademorselle d' Arvers." and who published it in Paris in 1879 with a touching essay on the life and work of her friend. A second edition of Toru Dutt's Sheaf Gleaned in French Fields published in 1878 with a preface by her father was very soon exhausted, and last year there appeared a volume of Indian Ballads*—last *Reliquoe*, and which forms the poetic crest of this crown so soon broken.

I shall not say more than a few words about Mademorselle d'Arver, which has especially an interest of curiosity. As the work of a Hindu of eighteen who had tuition in French only for a few years, and who had lived in France only for six months, it is a literary " tour de force" without an example. The Vathek of Beckford can alone be compared to it, but only at a distance, for to an English gentleman at the end of the Eighteenth Century, French was almost a second mother-tongue. As regards the book itself it is a romance written by a young girl who has read Octave Feuillet, who knows life in the world from books, its tragedies from the column of " divers facts" on the third page of newspapers, but who has already the presentiment of a great number of things. The subject, if I am not mistaken is inspired by a domestic tragedy which occurred some years ago in Brittany,—a fratricide from jealousy. The heroine loved by a young officer named Louis Tefivre only loves him as a brother, and gives all her most tender affection to a Count Dunois de Plonarven to whom she is affianced, and by whom she believes her beloved; but the Count loves another and in an access of madness kills his brother Gaston who crosses his love and plans.

* This volume has also been quite exhausted.—*Editor*.

No. 234. July 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৪ সংখ্যা। আষাঢ় ১২৯১—জুলাই ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৪ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯১—জুলাই ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুশীয়েরা মার্ব্ব নগর অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহারা বিজিত দেশের প্রধান লোকদিগকে উচ্চপদ, উপাধি ও পুরস্কার প্রভৃতি দিয়া বশীভূত করিতেছেন। এ মন্দ কৌশল নয়। ভারতবর্ষের প্রতি রুশিয়ার দৃষ্টি চিরপ্রসিদ্ধ, এই জন্য তাঁহার নিকট আগমন আশঙ্কার কারণ। হিরাট হইতে মার্ব্ব ২৫০ মাইল মাত্র। রুশিয়া শীঘ্র ১০০ মাইলের মধ্যে আসিবার চেষ্টায় আছেন।

—

এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ত্রিশত বার্ষিক জন্মদিনে ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের যেরূপ একত্র সম্মিলন হইয়াছিল, এতৎকালে আর কুত্রাপি এরূপ হয় নাই। এই উপলক্ষে ১৪টী ডি, ডি; ও ২০টী ডি এল উপাধি বিতরিত হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমিতি সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক রমণী সম্মানের সহিত উপাধি লাভ করিয়াছেন।

—

বেরিলি কলেজ পুনঃ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই কার্য্যে ১০০০টাকা দান করিয়াছেন।

—

"ভারতী"র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে,

দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। ইহার ভূমিকা বেশ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অথচ স্ত্রীজনোচিত হইয়াছে। প্রস্তাব সকলও পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ আশা করি সম্পাদকীয় হস্ত পরি-বর্ত্তনে ভারতী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। আজি কালি কৃতবিদ্যা বঙ্গাঙ্গনাদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাঁহারা সাহসপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া আপনা-দিগের যোগ্যতার পরিচয় দেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

ট্রাবাঙ্কোরের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৬০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহাতে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের হিন্দু ছাত্রী-দিগকে ৪ বৎসরের জন্য মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশে এরূপ বৃত্তি স্থাপনের অধিক প্রয়োজন।

পুনা নগরে দেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, লেডী রিপণ তদর্থে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং পুনার জজ ওয়োডরবরণ ১০০০০ টাকা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী নামক স্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু শ্রোতার সমক্ষে পণ্ডিত বুচিয়া পাণ্টালু বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা এরূপ হৃদয়স্পর্শী হইয়া-ছিল যে সভাস্থলেই একজন ধনাঢ্য হিন্দু জ্ঞাপন করিলেন তৎপ্রদেশের যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তিনি তাহাকে ১০০০ টাকা যৌতুক ও মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দান করিবেন।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ মধ্যে বিধবা-বিবাহের পুনরারম্ভ দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। সম্প্রতি নল ডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবের উৎসাহে দুইটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ লোক বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

আজি কালি অনেক হিন্দু বালবিধবা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতেছেন। হিন্দু সমাজে বিধবাদিগের দুর্গতি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা আর নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ভদ্র বিধবাদিগের জন্য একটী কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইলে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হয় এবং তাঁহারা নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করিয়া জনসমাজের অনেক উপকারে আসিতে পারেন।

স্থানান্তরে বঙ্গমহিলা সমাজের একটী গৃহ নির্ম্মাণের প্রার্থনা পত্র প্রকাশি হইল। আমরা আশা করি স্ত্রীসমাজের এই হিতকর কার্য্যে সাধারণে যথাসাধ্য সাহায্যদানে বিমুখ হইবেন না।

দেবমন্দিরে স্ত্রী পুরুষের একত্র মিশামিশি হইয়া দুর্নীতির বৃদ্ধি না হয় এই উদ্দেশে চিনদেশের রাজকীয় গেজেটে এক অদ্ভুত রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে ঃ—

"সেন্‌সর ওয়েন হাইর বিবরণে প্রকাশ যে স্ত্রীলোকদিগের দেবমন্দির দর্শন হেতু সাধারণ নীতির অপভ্রংশ হইতেছে,এই জন্য তিনি এ প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের মন্দিরে গমন করিয়া ধুনা ধুপ পোড়ান ইতিপুর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেন্‌সরের লিপিপ্রমাণ স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ রাজধানীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দিরে গমনাগমন যদি পুনরারম্ভ করিয়া থাকে, তাহা অবৈধ এবং রাজধানীর কর্ত্তৃপক্ষ তন্নিবারণার্থ ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

স্ত্রীলোকদিগের দেবমন্দির গমন এককালে নিষেধ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত করা অন্যায়। তবে দুর্নীতি নিবারণার্থ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান বিচার করিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এদেশের তীর্থস্থান ও দেব মন্দির শাসনের আবশ্যকতা আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি।

জর্ম্মণির যে "ওলাউঠা কমিসন" ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার (মার্ক) টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ মুদ্রা সভাপতি ডাক্তার কচকে প্রদত্ত হইবে। ইউরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যেরূপ অসাধারণ যত্ন, তৎপ্রতি রাজ সম্মানও সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

মাদাগাস্কারের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞীর ন্যায় বর্ত্তমান রাজ্ঞীও সুনীতির পক্ষপাতিনী। রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য প্রস্তুত, আমদানী বা বিক্রীত না হয়, এজন্য তিনি পুলিস নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট মাদকতার দমনার্থ একসাইজ কমিসন নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দমনের কি কোন উপায় করিবেন ?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট্ সাহেব ৪০ টাকার একটী বার্ষিক পারিতোষিক রচনার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বিষয় "ইতিহাস পাঠের ফল কি?" কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের অন্যতম জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত রায় বাহাদুর বর্ষে বর্ষে এইরূপ পারিতোষিকদানের উপযুক্ত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে নিয়ম এই ঃ—

(১) বাঙ্গালী যে কোন রমণী ইহার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন, বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে রচিত প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(৩) বিজ্ঞাপনের ৬ মাসের মধ্যে প্রবন্ধটী সেণ্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটীতে পাঠাইতে হইবে। তাঁহারা পারিতোষিক পাইবার যোগ্য কে, তাহা নির্ব্বাচন করিবেন।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে ২ লেখিকার স্বামী, পিতা বা অভিভাবক লিখিয়া দিবেন, যে তিনি যতদূর জানেন তাহাতে লেখিকা রচনা বিষয়ে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কাহারও কোন সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

প্রত্যেক রায় বাহাদুর ও রাজা মহারাজ এইরূপে আপনার আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিলে দেশের কত মঙ্গল হয়!

সম্প্রতি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি দ্বারা সকলকে দেশহিতকর কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং জাতীয় ধনভাণ্ডারে ২৫ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত করাইয়াছেন। ফণ্ডে মোট ৪০ হাজার টাকা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যক্ষেত্র।

বহুদিন হইতে সাধারণের এই সংস্কার ছিল, যে স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা ও অধিকার কেবল গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে। আজি কালি ইউরোপ ও আমেরিকা এ সংস্কার খণ্ডন করিতেছে। শ্রমজনক ও অর্থাগমোপযোগী কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার যত স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত হইতেছে, ততই সপ্রমাণ হইতেছে যে তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সমক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। তাঁহাদিগের কার্য্য অধিক পরিষ্কার এবং অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হয়। ডাক, টেলিগ্রাফ, ও টেলিফোন বিভাগে ইহার যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আমাদিগের পাঠিকাগণের গোচর করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

৩০ বৎসর হইল প্রিন্স আলবার্টের অশ্বরক্ষক জেনারল উইল্‌ডি যখন জাতিমধ্য তাড়িতবার্ত্তাবহ কোম্পানির (Electric International Telegraph Co.) একজন অধ্যক্ষ ছিলেন, তার বিভাগে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট করেন এবং মহারাণী তাহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ সালে পরীক্ষাস্বরূপ সর্ব্বপ্রথম কয়েকটী বালিকাকে উক্ত বিভাগে লওয়া হয়, ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক্ষণে লণ্ডনের সদর আফিসে ৬৫৯ এবং রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে

স্ত্রী-কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন। ১৮৭০ সাল হইতেই এই সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়ে, ফসেটের হস্তে ইংলণ্ডীয় ডাকবিভাগের ভার অর্পিত হইয়া অবধি আরও অধিক বাড়িয়াছে। যে সহস্রাধিক কর্ম্মচারীর উল্লেখ হইল, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত, তদ্ভিন্ন ৯০০ স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন দোকান * প্রভৃতিতে ডাক ও টেলিগ্রাফের কাজ করিতেছেন। মফস্বলে লিবারপুল, গ্লাসগো ও মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের পোষ্ট আফিসেও কার্য্য করিয়া অনেক রমণী জীবিকা লাভ করিতেছেন।

কর্ম্মপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা বৎসরে দুইবার হয়, পরীক্ষক ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের কননরোর সিবিল সার্ব্বিস কমিসনরগণ। পরীক্ষার্থিনীদিগের বয়স ১৪ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত, পরীক্ষার ফি ১ শিলিং মাত্র। শ্রুতিলিখন, হস্তলিপি এবং অঙ্কের সামান্য ভাগ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিয়া যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা বিনা বেতনে পোষ্টাফিস টেলিগ্রাফ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন। ৩ মাস পাঠের পর নিম্নতম কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্য, তাহাতে বেতন সপ্তাহে ১০ সিলিং অর্থাৎ মাসে প্রায় ২৫৲ টাকা। কর্ম্মচারীরা প্রথম কয়েকমাস পরীক্ষাধীন থাকেন, কাজের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইলে সপ্তাহে ২৭ শিলিং অর্থাৎ মাসে প্রায় ৭০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বাড়িতে পারে। অনেকে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহিত হইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া দেন, এজন্য তত টাকা বেতনের অপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু অনেকে আবার বহু দিন থাকিয়া ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। মধ্য টেলিগ্রাফ আফিসে ২য় শ্রেণীর কর্ম্মচারী ৪২৪ জন, ইহাঁরা সপ্তাহে কেহ ১০, কেহ ১২ শিলিঙে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে সপ্তাহে ১৭ শিলিং হিসাবে পান। তৎপরে সপ্তাহে ১ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া বৎসরান্তে পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ প্রায় ৭০ টাকা মাসিক বেতন পান। ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী ১৯৬ জন, তাঁহারা সপ্তাহে প্রায় ১৮ হইতে ২৫ টাকা বেতন পান। ১৫ জন সহকারী পরিদর্শিকা (Asst. Supervisor) বর্ষে ১০০০। ১২০০ টাকা করিয়া পান। পরিদর্শিকারা ২০০০। ২৫০ টাকা করিয়া বেতন পান। সর্ব্বোপরি আফিসের কর্ত্রী বা লেডি সুপারিটেণ্ডেণ্ট বর্ষে প্রায় ৩০০০ টাকা বেতন পান। প্রতিবর্ষে শতাধিক মুদ্রা করিয়া তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্ত্রী কর্ম্মচারীদিগকে প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিতে হয় এবং প্রতিদিন ৮ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কাহারও অন্যত্র যাইবার

* ইংলণ্ডে দোকানদারেরা কিছু কিছু কমিসন লইয়া ডাক ও টেলিগ্রাফের কাজ চালাইয়া থাকে।

নিয়ম নাই। পুরুষদিগের জন্য যেমন স্ত্রীলোকদিগের জন্যও সেইরূপ দুইটী বৃহৎ ভোজ গৃহ আছে, তথায় তাঁহারা মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করেন। যাঁহারা সকাল সকাল আসেন, চা ও প্রাত-র্ভোজন বিনা মুল্যে পান। পরিবেশন করিবার জন্য ২৪ জন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। সময় সময় রবিবার কাজ করিতে হয়, কিন্তু রাত্রি ৮টার পর কাজ করিতে কেহ বাধ্য নন। এই স্ত্রীলোকেরা ভদ্রকুলোদ্ভবা, এজন্য অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদিগের বাটীর বাহিরে থাকায় তাঁহাদিগের মাতারা কখন সম্মত হন না।

স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত একগৃহে বসিয়াই কাজ করেন—কোথাও সকলেই স্ত্রীলোক, ২।১ জন পুরুষ, কোথাও ঠিক্ তাহার বিপরীত। প্রত্যেকে আপনার ২ কার্য্যেই ব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রী কর্ম্মচারীদিগের দৃশ্য বড় সুন্দর, তাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরি-চ্ছদ ধারণ করিয়া সম্মুখে পুষ্পপাত্রাদি সজ্জিত রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। পুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অনুপ-স্থিতির পরিমাণ কিছু অধিক হয়, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা তাঁহাদিগের গৃহের বন্দোবস্তের দোষে। যাহা হউক টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের যে বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, ৫০টী কর্ম্ম খালি হইলে ৫০০ দরখাস্ত পড়িয়া থাকে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহারা পেন্সন পান, ১০ বৎসরের ন্যূন কার্য্য করিলে অবসর দিবার সময় পুরস্কার দেওয়া হয়, এটীও আকর্ষণের অন্যতর কারণ।

৩ বৎসর হইল ইউনাইটেড টেলি-ফোন কোম্পানি স্ত্রী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ব্যয়সংক্ষেপই এইরূপ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাদ্বারা তাঁহারা আর এক বিষয়ে লাভ-বান হইয়াছেন। বালকের কণ্ঠস্বর অল্প-দিনে মোটা ও কর্কশ হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত হইত, বালিকার কণ্ঠস্বর বরাবর মিষ্ট ও পরিষ্কার থাকে, ইহাতে কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। যাঁহারা টেলিফোন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের অধি-কাংশের বয়স ১৬ ও ২২ র মধ্যে। ইহার জন্য পূর্ব্বে কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। কর্ম্মচারীরা সপ্তাহে ১০।১২ কখনও ১৫।২০ টাকা করিয়াও বেতন পান। কার্য্যের সময় প্রাতে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৬টা বা প্রাতে ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৭টা। দুইজন বালিকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়, এখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা শতাধিক হইয়াছে। সমুদায় আফিসের কর্ত্রী বা লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিবি মার্লিনের মতে বালিকারা এ কাজে বেশ সন্তুষ্ট ও অনুরাগী। তাহাদিগের পীড়ার সংবাদ প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদিগকে সমস্ত দিন বকিতে হয়। ইহাতে একটা উপকার হইয়াছে,

বাজে গালগল্প লইয়া যে সময় যাপন করিত, আর তাহা করিতে পারে না। আফিসের দৃশ্য বড় কৌতুকজনক। বালিকা ও যুবতীরা এক এক ছোট আলমারীর সম্মুখে গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়া কেবল কিচির মিচির করিতেছে এবং মস্তকের উপর এক একটী কাষ্ঠময় উপকর্ণ ধরিয়া আছে। ইহা দেখিয়া কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। কিন্তু হাস্য করিলে কি হইবে? টেলিফোন সভ্যতার অপরিহার্য্য সহায় এবং ইহা স্ত্রীলোকদিগের উপজীবিকার একটী উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাতার প্রভাব।

বাটীর সকলে আজ মহা ব্যস্ত। ভৃত্যেরা ক্রমাগত আসা যাওয়া করিতেছে। গৃহিণীকে এটা ওটা আনিয়া দিতেছে। বাক্স সিন্ধুক নানা দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া মাতা নিকটবর্ত্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সে সকল সাবধানে রাখিতে আদেশ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। প্রভাত হইবা মাত্র তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র বিদেশ গমন করিবেন, আবার কতদিন পরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন—অপরিচিত স্থানে কখন কি হয়, এই ভাবিয়া জননী আজ অস্থির! মধ্যে মধ্যে চক্ষের জল মুছিতেছেন আর সতৃষ্ণভাবে এক একবার উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ধার্ম্মিকা মাতার যত্নে সতীশ অতি শৈশব হইতেই নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু হায়! মাতার এত যত্ন ও পরিশ্রমের সার্থকতা কোথায়? অবাধ্য সন্তান মাতার সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া কুসঙ্গীদিগের পরামর্শে যথেচ্ছাচারী। সময় সময় মাতার সেই পবিত্র স্নেহময়ী মূর্ত্তি তাহার অসাধু ইচ্ছার সম্মুখে ছায়াবৎ উপনীত হইয়া তাহাকে অসাধু প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করে বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সঙ্গীদিগের প্ররোচনায় সে ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। মাতার এমনি স্নেহ যে কিছুতেই তাহা বিনষ্ট হইবার নহে। উদ্ধত অত্যাচারী সন্তান এত কষ্ট দিতেছে, কিন্তু সে কি কিছুতেই মাতার যত্ন চেষ্টাকে পরাজিত করিতে পারিতেছে? গভীর বিষাদের তীব্রতা মাতার হৃদয়কে ম্লান করে বটে, কিন্তু যে অটল ঈশ্বরভক্তি মানবের প্রাণকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে সেই ভক্তি ও বিশ্বাসে ভর করিয়া জননী আপন শোকভারাক্রান্ত মস্তক উত্তোলন করেন। মাতার প্রার্থনা অবিচলিতভাবে কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত।

জননীর ইচ্ছা পুত্র নিকটে থাকিয়া

কাজ কর্ম্ম করে, কিন্তু সন্তানের ইচ্ছা তাহার বিপরীত। সে বিলক্ষণ বুঝিত মাতার নিকট সে কত অপরাধী। কখন কখন ইচ্ছা হইত "জননীর" চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, কুসঙ্গী-দিগকে বিদায় দিয়া জননীর ও ভগিনীর পবিত্র সহবাসে দিন অতিবাহিত করি," কিন্তু হায়! প্রলোভনের এমনি মোহিনী শক্তি, যে সৎ প্রতিজ্ঞা উদয় হইতে না হইতে নীচ কামনা সকল প্রবল হইয়া হৃদয়কে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, জগৎ নিস্তব্ধ, এমন সময়ে আলোক হস্তে জননী পুত্রের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রের সুকুমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমে ক্রমে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়ন জলভারে স্তম্ভিত হইল, হৃদয় উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া গেল। নিশাবসানে তাঁহার হৃদয়ের ধনকে আর দেখিতে পাইবেন না—এ চিন্তা প্রাণকে ব্যাকুল করিল। কিন্তু অবাধ্য সন্তান বিদেশে কুসঙ্গে পড়িয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইবে ইহা ভাবিয়া মাতার অন্তরের অন্তরে যে বিষমভাব উপস্থিত হইল তাহা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। জননী আর থাকিতে না পারিয়া নিমীলিত নয়নে ঊর্দ্ধকরে বলিলেন "জগদীশ! তোমার ইচ্ছা ধন্য হউক, আজ সন্তান আমার নিকট হইতে দূরে যাইবে বটে, কিন্তু জানি প্রভো তুমি সন্তানকে কখনও পরিত্যাগ কর না। তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার চেষ্টা সফল হয় নাই সত্য, কিন্তু হে দেব! তোমার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।" আর বাক্য সরিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

সতীশ হঠাৎ জাগরিত হইয়া দেখে সেই পবিত্র মূর্ত্তি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট—সে আর থাকিতে পারিল না, মাতার হৃদয়ে মস্তক লুকাইল। ক্ষণ কালের মধ্যে নিজের সমুদয় পাপ এবং অপর দিকে পুণ্য পবিত্রতার আদর্শ সেই স্নেহময়ী জননীর চিন্তায়, তাহার চিত্ত একেবারে গলিয়া গেল, মাতার অশ্রুতে সন্তানের অশ্রু মিশ্রিত হইল, পুণ্যের নিকট অনেকদিনের পাপাসক্ত হৃদয় আজ পরাজিত হইল। কাতর ভাবে সন্তান মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। জননীর চক্ষের জল তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া আজ তাহাকে যেন জাগরিত করিয়া দিল, সুষুপ্ত জগৎ আবার জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে উষার আরক্তিম ছটা দেখা দিল। অন্ধকারের পর আবার যেন জগৎ হাসিল, কিন্তু হায়! মাতার হৃদয়ের যে বিষম উৎকণ্ঠা তাহা কিছুতেই অপনীত হইল না।

ক্ষণকাল পরে পুত্র মাতার চরণে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিবেন, এমন সময় ছোট খুকী দৌড়িয়া আসিয়া

দাদার হাত ধরিয়া বলিল "দাদ্দা যাবে না।" হাতে একটী সুন্দর গোলাপ ছিল, দাদাকে দিয়া বলিল "দাদ্দা ফু।" একদিকে ছোট ভগিনীর সুন্দর মুখ ও স্নেহমাখা কথা, অপরদিকে সেই শিশির-ধৌত সুকুমার গোলাপ পুষ্প। সতীশের মনের ভাবান্তর হইল, তিনি আদরে ভগিনীকে চুম্বন করিয়া অন্যমনস্কে সেই গোলাপটী হস্তে করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে যান দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল।

প্রায় দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল। মাতা সতীশের জন্য যে সকল বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল। বিদেশে স্বাধীনতা পাইয়া তাহার দুর্দ্দমনীয় ভাব সকল আরও বিকৃত হইতে লাগিল, জীবন ক্রমে পাপকলঙ্কে বিষম কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে সেই বাল্যজীবন ও ধার্ম্মিকা জননীর কথা মনে পড়ে না তাহা নহে, কিন্তু সে পবিত্র স্মৃতি দীর্ঘ নিশ্বাসেই পর্য্যবসিত হয়। সে স্মৃতি এত পবিত্র, এত সুন্দর, যে ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মাতার নিকট স্বদেশ বিদেশ কিছু পার্থক্য আনিয়া দিতে পারে না। সে স্বর্গীয় স্নেহের নিকট কালের প্রভাবও স্থান পায় না। ক্ষুদ্র শিশু পৃথিবীর নিকট বিদায় লয়, জগতের আর কেহ কি তাহাকে স্মরণ করে? কিন্তু কোন্ জননী সেই অপরিস্ফুট কুসুমটীর জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলেন? যত কেন সন্তান জন্মুক না, তাহার স্থানটী শূন্য থাকিবে, অলক্ষিতে মাতার প্রাণকে সেই অমর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিবে। নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুর জন্য যদি মাতার স্নেহ এত প্রবল, তবে যে তাঁহার স্তনদুগ্ধপানে বর্দ্ধিত, যে তাঁহার অপরিমেয় স্নেহযত্নে পালিত সে সন্তানের জন্য মাতার প্রাণে কি হয়, তাহা লেখনীর সাধ্য নাই প্রকাশ করে।

কালে সতীশের অনেক বন্ধু জুটিল, ক্রমে অনেক অর্থ হস্তগত হইল, কিন্তু ক্রমেই সে দেখিতে পাইল যে মনের শান্তি অভাবে সে কৃত্রিম আমোদে সুখ অন্বেষণে অধিক ব্যগ্র। এভাবে আর কতদিন যাইবে? এক একটু করিয়া তাহার সঙ্গীদিগের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতে লাগিল, অন্তঃসারশূন্য আমোদ তাহার বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু অভ্যাসের এমনি শক্তি যে তাহা কোন মতে ছাড়িতে পারিল না। যখন তাহার মনের এইরূপ আন্দোলনের অবস্থা, হঠাৎ এক খানি পত্র তাহার হস্তগত হইল। যে সতীশ বাটীর পত্র আসিলে বড় গ্রাহ্য করে না, আজ কেমন মন হইল সব ছাড়িয়া সেই পত্র খানি অগ্রে খুলিল। "দাদা আমরা মাতৃহীন হইলাম। 'হে ঈশ্বর সতীশকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার কর' এই মার শেষ কথা।"

পত্রে কেবল মাত্র ঐ কয়টী কথা। অনেক দিন যে চক্ষে জল আসে নাই, অনেক দিন যে হৃদয় পবিত্র কিছু

ভাবিতে সমর্থ হয় নাই, আজ সেই শুষ্ক চক্ষের জলধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল, সেই কঠোর হৃদয় মাতৃশোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। মাতার ছবি সন্তানের চক্ষের সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতীশের কষ্ট দেখে কে? সেই পবিত্র মূর্ত্তি শয়নে স্বপনে সজনে নির্জ্জনে যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। যত মাতার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই পুত্রের অনুতাপাগ্নি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এক দিন শয়ন করিয়া আছে, হঠাৎ স্বপ্নে দেখিল সেই পবিত্র স্নেহময়ী মূর্ত্তি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন "সতীশ! অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু বৎস তুমিই আমার প্রার্থনার প্রধান সামগ্রী। অনেক প্রার্থনার সন্তান কখনও বিনষ্ট হয় না। পরম পিতা পরমেশ্বর আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। মাতা স্বর্গে গেলেও সন্তানের সঙ্গে যে মধুময় যোগ, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না"। দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া মিলাইয়া গেল। সতীশের আর সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। যেদিন মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, সে রাত্রিতে শয্যাপার্শ্বে আসীন জননী মূর্ত্তি এবং এই রাত্রির দৃশ্য দুইটী যুগপৎ তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি পরদিবস স্বদেশ যাত্রা করিলেন। মনের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য একবার এ পুস্তক একবার ও পুস্তক খুলিতেছেন। একি! বহুকাল পূর্ব্বে নির্দ্দোষ শিশু যে পবিত্র কুসুমটী দিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ পুস্তক মধ্যে সেইটীতে দৃষ্টি পড়িল। কুসুমটী আজ বিশুষ্ক। স্মৃতি বড় মধুময় হইয়া যেমন প্রাণকে অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, সেইরূপ ইহা আবার হৃদয়কে দাহন করে। এই শুষ্ক ফুলটী মনে অনেক দিনের কথা জাগাইয়া দিল, সতীশের হৃদয় আরও ব্যথিত হইল।

পুত্র আর কোন্ প্রাণে মাতার মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবে? গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আর সতীশ সে পূর্ব্বের সতীশ নাই। 'অনুপযুক্ত সন্তান হইয়া ধার্ম্মিকা মাতার মনে কষ্ট দিয়াছি, কিসে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে' সেই ভাবিয়া পুত্র এখন একান্ত অধীর।

একে একে মাতার সদ্‌গুণ—মাতার প্রার্থনা সন্তানের প্রাণকে সেইদিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। যে দেবদেবের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস জননীকে সকল বিঘ্ন বাধার মধ্যে অটল রাখিয়াছিল, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দুরাচারী সন্তান এখন মুক্তির উপায় অন্বেষণে জীবন সমর্পণ করিল। এত দিনের অবিশ্রান্ত যত্ন ও প্রার্থনার সুফল এখন ফলিল। পুণ্যবতীর পুণ্যপ্রভাবে সন্তানের পাপ অন্ধকার বিদূরিত হইল।

পাঠিকা ভগিনি! আপনাদের মধ্যে অনেকেরই প্রতি মাতার গুরুভার অর্পিত। মাতা সন্তানকে স্নেহ করেন,

ইহা সকলেই জানে। সন্তানের শুভ কামনা মাতার প্রাণের বাসনা, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সেই স্নেহই যথার্থ স্নেহ, যাহা সন্তানের আত্মার মঙ্গল কামনায় নিরত। সেই অবিনাশী স্বর্গীয় কুসুমের সৌন্দর্য্য সাধনে যে জননী ব্যস্ত হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরমেশ্বরের সহায়তা দ্বারা সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হন, তিনি শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক সফলতা লাভ করিবেনই করিবেন ইহা নিশ্চয়। মাতা সন্তানের যে সুমিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। পরলোকগতা জননীর পবিত্র প্রভা অলক্ষিতে সন্তানের জীবনে পুণ্যের জ্যোতি বিস্তার করে, স্বর্গীয় সন্তানেরও নির্ম্মল শোভা গোপনে মাতাকে সেই অমর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

হৈমকীর্ত্তি।

আজ একটি হৈমকীর্ত্তি বর্ণনা করিব। কীর্ত্তি ত অনেক প্রকার আছে,কিন্তু হৈম-কীর্ত্তি কাহাকে বলে?—কষ্টসহিষ্ণুতার নামই কি হৈমকীর্ত্তি? কিম্বা বিজয়ি-জনোচিত যশোলালসায় উন্মত্ত হইয়া দেশ, গ্রাম,নগর, জনপদ নররক্তে প্লাবিত করিয়া যশের তরি ভাসাইলাম, তাহাই কি হৈমকীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত? অথবা সৈন্যগণ সেনাপতির অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞানুসারে সম্মুখ সমরে প্রবেশ করিয়া একে একে নিধন প্রাপ্ত হইল,তাহাই কি হৈমকীর্ত্তি হইল?—না; —তবে তাহা কি?—আত্মোৎসর্গ—যে আত্মোৎসর্গে বাধ্যবাধকতা কিছুমাত্র নাই—যে আত্মোৎসর্গে আভাস মাত্রও স্বার্থপরতার সংস্পর্শ নাই। আসন্ন বিপদে মৃত্যু যেন মুখের দিকে ভ্রূকুটি করিতেছে, তথাপি মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়া, পরের উদ্ধারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে হাতে ধরিয়া স্বীয় জীবনকে বিসর্জ্জন করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তই যথার্থ হৈমকীর্ত্তি। আজ একটি রমণীর হৈমকীর্ত্তি বর্ণনা করিব—দেখাইব কোমলা ক্ষীণাঙ্গী ললনাও কিরূপে অন্যের জন্য স্বীয় জীবন অকুণ্ঠিতভাবে উৎসর্গ করিয়া নারী জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন!

গভীর অন্ধকার না ঘেরিলে দীপ শোভা পায় না, তামসী নিশা উপনীত না হইলে শারদ চন্দ্রমার স্ফটিক জ্যোৎস্না হাসে না,ঘর্ষণ না হইলে প্রস্তরখণ্ড হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন না হইলে চপলার জ্যোতি খেলে না; জীবনাকাশ বিপদ রাশিতে আবৃত না হইলে মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না;

তাই আসুন একবার অষ্ট দশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের আতঙ্কজনক দৃশ্যের মধ্যে কোন "শোভন চিত্র" আছে কি না, একবার অন্বেষণ করিয়া দেখি।

—আজ সেই দিন, যে দিনের কথা স্মরণ করিতে শতাব্দী পরেও পারিসের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রাণ আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠে — যে দিনে রক্তপিপাসু য্যাকোবিনেরা (Jaoobins)ও রবিস্পিয়ারের অনুচরবর্গ পারিসের কারাগার সমূহ রক্তে রঞ্জিত করিয়া আপনাদের নয়নের সাধ মিটাইল, —আজ সেই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর। ঐ দেখুন লা ফোর্স কারাগারে একটি বিধবা রমণী জীবনের বিষম ও শেষ পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান—আজ তিনি প্রিয়সখীর জন্য স্বীয় জীবন অবাধে উৎসর্গ করিলেন। ইনি কে?—ল্যামবেল রাজকুমারী লুইসা। ইনি ১৭৪৯খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; অল্প বয়সেই বিধবা হন ; ১৭৭৪খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী এণ্টইনের বাটীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হন, ক্রমে রাজ্ঞীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রথম উদ্গিরণেই তিনি তাঁহার শ্বশ্রূ সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন, কিন্তু প্রিয়সখীর বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, পারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজপরিবারের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত টেম্পল কারাগারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি ১০ই আগষ্ট নিষ্ঠুর ভাবে স্বীয় বন্ধুর পার্শ্ব হইতে ছিন্ন হইয়া লা ফোর্স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কারাগারের কষ্টকে তিনি কষ্ট মনে করিলেন না, কিন্তু বন্ধু বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাঁহার প্রাণে বাজিল। —আজ ২ রা সেপ্টেম্বর —সন্ধ্যার প্রাক্কাল—লুইসা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান—তাঁহার শেষ পরীক্ষার সময় উপস্থিত। তিনি ঘাতকদিগের নিকট নীত হইলেন, তাঁহাকে বলা হইল "স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজা ও রাজ্ঞীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা স্বীকার কর।" লুইসার প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল, —একদিকে তাঁহার নিজের জীবন, অপর দিকে রাজা ও রাজ্ঞীর কল্যাণ। তিনি ভাবিলেন হতভাগ্য ষোড়শ লুই ও প্রিয়তম এণ্টইনে—যাঁহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, যাহার জন্য তিনি কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ কোন্ প্রাণে তাঁহাদের অমঙ্গল কামনা করিবেন? না—তাহা সম্ভব নহে—তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন "অকুণ্ঠিত ভাবে প্রথম দুইটি স্বীকার করিব, কিন্তু শেষটি পারি না, ইহা আমার হৃদয় অস্বীকার করে।" অমনি ঘাতকগণ গর্জ্জিয়া উঠিল "যদি জীবন চাও, তবে স্বীকার কর।" তাঁহার মন কি জীবন ভয়ে ভীত হইয়া টলিল? না —লুইসা স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করিলেন এবং দুই হাত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এক পদ অগ্রসর হইলেন,

অমনি মুহূর্ত্তেকে ঘাতকদিগের শাণিত অস্ত্রে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইল — মুহূর্ত্ত পরে আর কিছু নাই — প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইল, হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইল — দেহবিচ্যুত মস্তকের কেশকুন্তল লুটাইয়া পড়িল — লুইসা মরিলেন, কিন্তু মরিয়া ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন — তাঁহার হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য এতদিন লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৩৩ সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

যোগী। আশাবতী! ঐ দেখ ব্রহ্ম-যোনিতে উঠিবার সিঁড়ি।

আশাবতী। উ উ উঃ!!! অত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠা তো সহজ নহে। সিঁড়ির পথে আসিলে বোধ হয় উঠিতে নামিতে পারিতাম না।

যোগী। ঐ যে ডোবাটী দেখিতেছ, উহারই নাম গোড়ধোওয়া অথবা পাদোদক তীর্থ। কথিত আছে দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া পা ধুইয়া-ছিলেন। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর প্রথম ভাবাবেশের সঞ্চার হয়। শ্রীচৈতন্য পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য প্রথমে এই স্থানে উপস্থিত হন, এস্থানের শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আহ্লাদে প্রফুল্ল হয়। যখন শুনিলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধৌত করিয়া ছিলেন, তখন ঐ কুণ্ডে প্রণাম করিয়া তাহার জল মস্তকে দিলেন, একটু পান করিলেন। পরে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলেন। তৎপরে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া যখন বাহির হন, তখন পরমভক্ত ঈশ্বর-পুরীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ-হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে দীক্ষিত হইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মহাভাবের সঞ্চার হইল। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় অনেক মহাত্মা এই গয়াধামে ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধ স্থান। ইহার সেই সিদ্ধ পুরুষগণের শ্বাস প্রশ্বাস এখনও গয়ার বিশুদ্ধ পার্ব্বতীয় সমীরণে প্রবাহিত হইতেছে।

আশাবতী। সেকি প্রভো! শ্বাস প্রশ্বাস কি এক স্থানে বসিয়া থাকে? ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

যোগী। মৃগনাভি কোন গৃহে বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া কিছু দিন পরে তাহা স্থানান্তরিত করিলেও বিশ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে তখনই গন্ধ পাইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

বিশ্বপতি জগদীশ্বরের কি যে মহিমা—কি যে কৌশল তা কে বলিতে পারে? দেখ এক জমিতে খুব কাছাকাছী করিয়া সিম, তেঁতুল, আক, লঙ্কা, আম, কাঁঠাল, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষ রোপণ কর। একস্থানে এক রসে বর্দ্ধিত হইয়া সিম তিক্ত, তেঁতুল টক, আক মিষ্ট, লঙ্কা ঝাল, আম ও কাঁঠাল স্ব স্ব আস্বাদযুক্ত। ইহা কিরূপে হয় তা কি কেউ বলিতে পারে? মা আশাবতী! ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট। ক্ষুদ্র পুঁটি মাছ কি মহাসমুদ্র সন্তরণ দিয়া সীমা করিতে পারে? না। কখনই না। মহাসমুদ্র অপেক্ষাও জগদীশ্বর অনন্ত। কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্ত্তেই সিদ্ধ পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।

আশাবতী। কুণ্ডলিনী শক্তি কাহাকে বলে?

যোগী। যোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারিবে। তথাপি এই মাত্র বলি ধর্ম্মসাধনের আরম্ভেই গুরুর কৃপা-দৃষ্টিতে আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বীয় গৃহ দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করেন, তাহাতে শরীরে এক অ তাড়িত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ড তাহার পথ, মস্তিষ্ক গম্যস্থান, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই স্নায়ুত্রয় এই তাড়িত শক্তি চালনের রজ্জু। এই তাড়িত শক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়। এজন্য এই ক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধি কহে। যোগসাধন করিতে হইলে আসন শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম এই তিনটী বিশেষ প্রয়োজন। এখন অসময়ে ইহার আলোচনা ভাল নহে। চল আমরা ভ্রমণ করি ঐ যে ঘেরা বাড়ীর মধ্যে ঐ বট বৃক্ষটী দেখিতেছ, উহাকে অক্ষয় বট কহে। পিতৃলোক অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিবে এই আশায় লোকে এখানে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

আশাবতী। ওটী কিসের মন্দির?

যোগী। মা আশাবতী। ঐ দিব্য সুন্দর মন্দিরটীই বিষ্ণুমন্দির। ঐ মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে।

আশাবতী। অতিসুন্দর মন্দির। বোধ হয় যেন একখানি পাতর কাটিয়া মন্দিরটী গড়িয়াছে। এ মন্দির কি বরাবরই রহিয়াছে?

যোগী। না মা! পূর্ব্বে এখানে ঘরবাড়ী এমন কিছুই ছিল না, এ মন্দিরটী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অহল্যাবাই হোলকার

রাজ্যের রাজরাণী ছিলেন। তাঁহার অনেক সৎ কীর্ত্তি আছে। কাশী হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত রাস্তা বান্ধাইয়া দিয়াছেন, রাস্তার প্রত্যেক তিন ক্রোশ পরেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য চটী ও জলাশয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীতে অতিসুন্দর সুপ্রশস্ত ঘাট বান্ধাইয়া দিয়াছেন। ঐ যে ঠাকুর ঘর দেখিতেছ, উহার মধ্যে অহল্যাবাইয়ের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা তাহার ভোগ দিয়া থাকেন।

আশাবতী। আহা! এমন পুণ্যবতী নারীকে পূজা করিলেও জীবন সার্থক হয়। চলুন, আমাকে বিষ্ণুপদ দর্শন করান।

যোগী। অত্যন্ত ভিড়, আমার হাত ধরিয়া এস। আজি অপরাহ্লেও এত ভিড়। এই দেখ ঐ যে রূপা দিয়া কুণ্ড বান্ধান,উহার মধ্যে বিষ্ণু পদ আছে। ফুল তুলসী পিণ্ডে ঢাকিয়া গিয়াছে।

আশাবতী। (মনে মনে) আমার কত পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া পিতৃ পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি আজ সেই স্থানে উপস্থিত। ওগো! স্বর্গ-বাসী পিতামাতাগণ! আপনারা দেখুন আপনাদের দুঃখিনী কন্যা আজি এখানে শূন্য হস্তে। আপনাদের নামে আমার এই চক্ষের জল বিষ্ণুপদে ফেলিতেছি, ইহাতেই আপনারা তৃপ্তিলাভ করুন। হে বিষ্ণু! আমার পিতৃলোকের জন্য এই চক্ষের জল গ্রহণ করুন। আমি যাতে শীঘ্র যোগিনী জননীর দেখা পাই, আমাকে এমন দয়া করুন। প্রণাম। বিষ্ণুপদে হস্ত প্রসারণ ও স্পর্শ করণ। প্রণাম।

যোগী। এই স্থানকে মাতৃষোড়শী কহে। মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা হইতে তাহার পালন পর্য্যন্ত যত কষ্ট সহ্য করেন,সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া এখানে মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আশাবতী। (চক্ষু মুদিয়া মনে মনে) মা গো! দুঃখিনী কন্যার পানে এক বার চাও মা। তুমি এখন স্বর্গে আছ। সেখান থেকে আমাকে ডাক, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। মা! আমার দ্বারা যেন তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত না হয়। মা! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আমি তোমার কন্যা, এ আমার পরম গৌরব।

যোগী। আশাবতী! বিষ্ণুপদের বিবরণ কিছু কি জান?

আশাবতী! আজ্ঞা, আমি অবলা সরলা নারী, এ সকল বিষয় কিরূপে জানিব।

যোগী। সংক্ষেপে বলি শুন। বায়ু-পুরাণে লেখা আছে যে, গয়াসুর নামে এক অসুর ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া এই বর লইলেন যে, তিনি পবিত্র, তাঁহার শরীর পবিত্র, তিনি যাহা দেখিবেন তাহাও পবিত্র হইবে। তিনি সমস্ত নরনারীর প্রতি দয়া করিয়া নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া সকলকে পবিত্র করিলেন।

যখন পৃথিবী সম্পূর্ণ পবিত্র ও পাপশূন্য হইল, তখন যমালয়ে গিয়া সমস্ত নরক-বাসীদিগকে পবিত্র করিলেন। যম দেখিলেন তাঁহার অধিকার নষ্ট হইল। তখন তিনি সমস্ত দেবতার সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সকলকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গেলেন। বিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিলেন যে চল আমরা সকলে অসুরের নিকট যাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ গয়াসুরের নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপদেশা-নুসারে বলিলেন, "হে গয়াসুর! তুমি অতি দয়ালু, আমাদিগকে একটী পদার্থ দান করিতে হইবে।" গয়াসুর বলিলেন "আজ্ঞা, যাহা আমার সাধ্য আমি তাহা অকাতরে দান করিব।" দেবতারা বলি-লেন, "আমরা একটী যজ্ঞ করিব তাহার জন্য পবিত্র স্থানের প্রয়োজন, পৃথিবীর একটু স্থানও পবিত্র নাই। পৃথিবীতে এক অঙ্গুলী পরিমাণ স্থানও নাই যাহা মনুষ্যের মৃতদেহের দূষিত পর-মাণুতে কলুষিত হয় নাই। এই ত্রি-ভুবনে যজ্ঞ সাধনের একটুও স্থান পাইলাম না। তোমার শরীর অতি পবিত্র, আমাদের যজ্ঞ কাল পর্য্যন্ত তুমি যদি শয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পবিত্র শরীরের উপর আমরা যজ্ঞ সাধন করিতে পারি।" গয়া-সুর দেবতাদিগের এই প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন "আমার নশ্বর দেহ ধন্য হইল।" ইহা বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন। বিষ্ণু গয়াসুরের মস্তকে পদস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "যতকাল আমার এই পদটী পূজিত হইবে, ততদিন তুমি শয়ন করিয়া থাকিবে। যে দিন পূজা হইবে না, সে দিন তুমি উঠিয়া চলিয়া যাইবে।" সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত বিষ্ণুপদ পূজিত হইতেছে। যে দিন একটীও যাত্রী আসে না, সেদিন পাণ্ডারা নিজেই বিষ্ণুপদ পূজা করে।

ঐ যে ফল্গুর ওপারে ক্ষুদ্র পাহাড়টী দেখিতেছ উহার নাম রামগয়া। ঐ রামগয়া, রামশিলা, প্রেতগয়া, উত্তর শাসন, দক্ষিণ শাসন, পিতা মহেশ্বর, সতীস্থান, বুধগয়া প্রভৃতি আরও অনেকগুলি স্থান দেখিতে হইবে। অদ্য বেলা গেল, এখন চল আকাশ গঙ্গার আশ্রমে গমন করি। একদিন তাড়াতাড়ি করিয়া দেখাও ভাল নহে। আজ তোমার বড় পরিশ্রম হইয়াছে, চল মা! এখন আশ্রমে গমন করি। দয়াময় প্রভু তোমার এই সকল পরিশ্রম দেখিয়া তোমাকে তাঁহার যোগিনী কন্যার সহিত মিলাইয়া দিন।

লীলাময়ী।

দ্বিতীয় স্তবক।

শোভে পিনিয়াস তীরে প্রীতিশীলপুরী
অভ্রভেদী সৌধ চূড়া হেমকিরীটিনী ;
সম্মুখে প্রমোদবন অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিধৃত চরণতলে পূত কল্লোলিনী। ১

কাঁদে সতী বনে বনে কভু বসি তীরে,
গণিছে নদীর ঢেউ ; কভু কেলী রত
দেখিছে মরালমালা তটিনীর শিরে,
বেণী-শোভা মৃণালের ছিঁড়িছে নিয়ত। ২

একটী কুসুম কভু তুলিয়া যতনে,
ভাসাইলা দূতীবেশে প্রবাহিণী-জলে ;
"বলি ও নাথের ধরি দুখানি চরণে,
আসিলেন কেন তিনি এ দাসীরে ছ'লে" ৩

বলিও নাথেরে তুমি মঞ্জু কুঞ্জ শোভা,
ফুটন্ত বাসন্তি ফুলে সুন্দর সুবাস,
মন্দাকিনী কূলে সুরজন মনোলোভা,
ক্ষুদ্রা তটিনীর এই তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।৪

শেষ কথা বলো নাথে "সরস কুসুমে
রচিয়া স্তবক দাসী রেখেছে হিয়ায়,
দিতে প্রেম উপহার সেই অরিন্দমে ;
দেখিও সে ফুল যেন শুকায়ে না যায়।" ৫

কভু বা প্রবেশি পুরে নির্ম্মল মুকুরে,
হেরে আপনার রূপ কি ভাবি কে জানে ?
কভু উঠি প্রাসাদের অভ্রভেদী চূড়ে,
চেয়ে থাকে ইলিয়ার বীর-ভূমি পানে।৬

যায় দিন এই ভাবে ; আইল যামিনী—
উতরিল কালরাত্রি হৃদয়-আকাশে ;
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে, যেন পাগলিনী ;
উষা-প্রিয়া কমলিনী আঁখিনীরে ভাসে।৭

একটী প্রদীপ শিখা করিয়া সঙ্গিনী,
তটিনীর তীর-বনে একাকী বেড়ায়,
শোনে নাবিকের গান ; মধুর রাগিণী
অনুচ্চ পঞ্চমে উঠি তরঙ্গে মিশায়।৮

একে একে তীরাগত তরণী সকলে,
জিজ্ঞাসে আরোহিগণে নাথের বারতা ;
বিদেশী বণিক তারা নিরাপদ স্থলে
যাপিছে যামিনী ; কেউ কহিল না কথা।৯

কহিলা কাণ্ডারী এক, এসেছে ত্যজিয়া—
পোড়া উদরের দায়ে—নবীনা যুবতী,
কাঁদিল তাহার মন বিবশা দেখিয়া
জাগিছে হৃদয়ে যাঁর প্রেমের মূরতি।১০

কাঁদে যথা দূর বনে পিঁজিরার পাখী
প্রাণপ্রণয়িনী হারা, "কেনলো সুন্দরী
ভ্রমিতেছ বনে বনে ? অশ্রুভরা আঁখি
মুছাও যতনে ধনী, শোক পরিহরি।১১

আসিবে অচিরে নাথ ; কি সাধ্য ছিঁড়িতে
সে হেন বন্ধন, যাহা বিধাতা আপনি,
বাঁধিলা যতনে ভরে ; এহেন নিশিতে,
নির্জ্জনে ভ্রমে কি কভু সতী একাকিনী ?"১২

ভাঙ্গিল চমক ; মনে বাথানিয়া তায়
চলিলা ফিরিয়া সতী, পথে ফুলগণ,
নত শিরে বিধাতার আশীষ জানায় ;
বিরহিণী সূর্য্যমুখী দিলা আলিঙ্গন ।১৩

সহসা স্বর্গীয় জ্যোতি ধাঁধিল নয়ন,
যেন চন্দ্রলোক হ'তে চন্দ্রকান্তিময়
দুইটী অপূর্ব্ব জ্যোতি হইল পতন ;
উজ্জ্বল কানন, স্থির দীপ্তির আলয় ।১৪

দুইটী স্বর্গীয় ছবি যেনরে দম্পতী,
বিষাদে মলিন কিন্তু পবিত্র উজ্জ্বল ;
বনদেব দেবীরূপে ; সে হেন মূরতি
বিধাতার তুলিকার অতীত কৌশল ।১৫

কহে দেব, "বীর-ভূমি বীরশূন্য আজ !
বীরশূন্য থেসেলিয়া; কালান্তক কাল,
লীলাময়ি ! তব ভালে হেনেছে কি বাজ ;
জান না স্বপনে সতী ভেঙ্গেছে কপাল !১৬

"হায়রে সুন্দর পুরী কুসুমিত বন,
সব স্বপনের খেলা আজি অন্ধকার ;
ধন্য বীর, লভিয়াছ অমর জীবন ;
রচিলা অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় ভাণ্ডার ।"১৭

"কি শুনালে দেব ?" কহে দেবী মৃদুভাষে
"শুনি নিদারুণ কথা হৃদয় বিদরে,
বিরহিণী পাগলিনী ফিরে যার আশে
বনে বনে,আর তায় পাবে না কি ফিরে?১৮

"মাতৃহীনা লীলাময়ী জনম দুঃখিনী,
বড় যতনের মম স্নেহের পুতলী ;
কহ দেব বীরের সে বীরত্ব কাহিনী ;
ভূকম্পনে ছিন্নমূলা হায় বনস্থলী" ।১৯

কহে দেব "বীর মম যতনের ধন ;
সন্তান সমান আমি ভাল বাসি তারে ;
লীলাময়ী দিব্য চক্ষে পাবে দরশন,
অমর স্বর্গীয় জ্যোতি শূন্যে নিরাকারে ।২০

নিদারুণ দৈববাণী ট্রোজান সমরে
'প্রথমে গ্রীসের যেই হবে আগুয়ান ;
নিশ্চয় মরণ তার হেক্টরের করে ;'
তাই মৃত বীরচূড়া, নিয়তিসন্ধান ।" ২১

দূরাগত বজ্রনাদে বিচেত যেমন
সুপ্ত শিশু ; শুনি সতী নিদারুণ নাদ,
"হা বীর, হা পতি" বলি পড়ে অচেতন ;
বিধাতা সতীর ভাগ্যে সাধিলা কি বাদ?২২

অমনি যতনে দেবী কোলেতে করিলা
স্নেহের তনয়া সতী চুমিলা বদনে ;
করিলা কুসুম বৃষ্টি ; চেতনা আইলা ;
লুকাইলা স্বর্গজ্যোতি মিশি শূন্যসনে ।২৩

শান্তির পরশে চির শান্তি মনে,
ভুলিয়াছে ধনী পতির নিধন ;
প্রলয়ের পরে সাগর জীবনে,
একটীও বীচি ছুটে না যেমন । ২৪

নাই সে বিষাদ বদন কালিমা,
নাই সে নয়নে অজস্র ঝরণা ;
একি মহামায়া ?—কে বুঝে মহিমা,
পরশ পরশে শৈবলিনী সোণা ।২৫

নিশীথ গগনে গভীরা যামিনী,
ক্রমে ক্ষীণপ্রভা আকাশের তারা ;
বহে না কোথাও কল নিনাদিনী,
ক্ষিপ্রা পিনিয়াসে একটীও ধারা ২৬

সুধু দূরবনে অস্ফুট চিৎকারে,
দেখিছে পেচক জাগ্রত স্বপন;
আর লীলাময়ী? কল্পনা সাগরে,
ভাসাইয়ে তরী গাইছে কেমন? ২৭

"ব'স বীর-পতি কুসুম আসনে,
বড় সাধ করে করেছি রচন;
কুসুমের হার গেঁথেছি যতনে,
ছিঁড় দেখি আজ বীরত্ব কেমন? ২৮

"পারিলে না?—ছি ছি! সমরবিজয়ী!!
এই কি বীরত্ব? ট্রোজান সমরে,
যুঝিলে কেমনে? দেখ লীলাময়ী
অবলা রমণী ছিঁড়ে অকাতরে"—২৯

এত বলি তুলি কুসুমের রাশি,
ফুকারি ফুকারি শূন্যে উড়াইলা;
একি বিধি লীলা? পাগলের হাসি;
প্রকৃতি কি আজ উন্মাদ সাজিলা? ৩০

"কোথা যাও নাথ! হাসি ফিরে চাও,
দাসীরে ত্যজিয়া যে'ওনা আবার;
জীবন-সর্ব্বস্ব দাঁড়াও দাঁড়াও,
পতিনিন্দা পাপ বুঝিয়াছি সার!!৩১

"তুমি বীর পতি, বীরভার্য্যা আমি
এক বৃন্তে দুটী কুসুম ফুটিয়া;
পেয়েছি যে দুখ জানে অন্তর্যামী,
কেমনে নির্ম্মম যাইবে ত্যজিয়া? ৩২

"যেওনা যেওনা;—স্বচ্ছ সরোবরে,
একি শতমুখী জীবন উচ্ছ্বাস;
জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তি কমল উপরে,
কুসুমের হার—প্রসূনের বাস। ৩৩

"একি লো বারুণী* বীর পতি মম
কোলে করি কেন প্রবিশ পাতাল?
শোণিতের স্রোত—বাড়ব দহন,
একি সব?—বুঝি ভাঙ্গিল কপাল!! ৩৪

"অই যে আবার চিতার অনল,
ইলিয়স তীরে জ্বলন্ত শ্মশান!
অশনি নিনাদে ধরণী চঞ্চল,
হাহাকার রবে ফাটিছে বিমান।" ৩৫

উঠিল শিহরি—ভাঙ্গিল স্বপন,
বিকল অমনি উন্মাদ-বাসনা;
জাগিল মরমে পূর্ব্ব বিবরণ;
হায়রে সকলি আশার ছলনা!! ৩৬

বিরল তারকা সুনীল আকাশে,
বিরল আঁধার উচ্চ তরু পরে;
বিরলে বিপিনে সুমধুর ভাষে,
গাহিছে বিহঙ্গ ললিত লহরে। ৩৭

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(গত প্রকাশিতের পর)

ললিত ও বিনোদ কুললক্ষ্মীর জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া হরদেব বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। লোক দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের বাটীতে গোপনে কুলর অনুসন্ধান করাইলেন। যে সংবাদ

* জলদেবী

পাইলেন, তাহাতে বিনোদের অনেক দিনের আশা চূর্ণ হইল ; বিদেশী যদি বহুকালের পর স্বদেশে আসে, তাহার মনে কত আশা, কত সুখ, কত আনন্দ উপস্থিত হয়—বহুদিনের আত্মীয় জন দেখিবার আশায় হৃদয় কেমন অধীর হয়! তখন যদি সেই হতভাগ্য বাড়ীর নিকট যাইয়া দেখে তাহার সাধের বাড়ী ভস্মস্তূপ, মাতা পত্নী পিতা ভগিনী গৃহ-দাহে মৃত, তবে যেমন এক বারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, বিনোদেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। কুললক্ষ্মীর উন্মা-দাবস্থার পরে নিরুদ্দেশ, তাহার মাতার সহিত সর্ব্বেশ্বরের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি কাহিনী বিক্রমপুরস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিয়াছিল। দেশে এ সকল কথা এত রাষ্ট্র হইয়াছিল যে বিনোদের আর কিছুই শুনিতে বাকী রহিল না।

বিনোদ কুললক্ষ্মীকে অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি আর কেহ দেখিত না। বিনোদ ললিত ভিন্ন অন্যের নিকট সে নাম মুখেও আনিতেন না। তাঁহার সেই প্রাণ-প্রতিমার আজি এ দশা! বিনোদের ইহা অসহ্য হইল। ললিত বন্ধুর দুঃখে একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিনোদের যদিও অত্যন্ত গভীর দুঃখ হইয়াছিল—হৃদয় একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি স্ত্রীজনো-চিত রোদন আশ্রয় করিলেন না। শৈশব হইতে ক্লেশ পাইয়া তাঁহার কষ্ট সহিবার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যদি পৃথিবীতে সরলা থাকে, তবে অবশ্যই সমস্ত দেশ খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিব, আর যদি তাহাকে না পাই তবে কি করিব? তবে কি করিব? এবড় বিষম সমস্যা। বিনোদ ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তবে কি করিবেন। অধিকাংশ প্রেমোন্মত্ত চিত্ত যেরূপ হৃদয়ের ধন বিহনে জীবন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, বিনোদও তাই স্থির করিলেন—যদি সমস্ত সংসার খুঁজিয়া কুলকে না পাই, তবে এ প্রাণহীন দেহ পতন করিব। এ সঙ্কল্পটী বড় শান্তি-

প্রদ পাপপূর্ণ, আত্মহত্যা মহা-পাপ। কার্য্য না করিয়া মনন করিলেও পাপ, কিন্তু ইহা প্রাণ-প্রিয় জনবিহীন দুর্ভাগ্য হৃদয়ের বড় শান্তিপ্রদ। যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস, তাহাকে হারা-ইয়া থাকা বড় কষ্ট। কিন্তু মৃত্যু কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। তুমি ইচ্ছা করিলেই মরিবে না, যাহার জীবনের জন্য কত ইচ্ছা করিতেছ তাহাকেও রাখিতে পারিবে না, সুতরাং মানুষ নিরুপায় হইয়া সঙ্কল্প করে জীবন পরিত্যাগ করিব ; কাজে এ কার্য্য অনেকেই করে না ; অবশ্য ইহা সৌভা-গ্যের বিষয় বটে, তাহা না হইলে সংসার জনশূন্য হইত। বিনোদ ললিতকে বলিলেন "ভাই, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছ, আর তোমাকে কষ্ট দিতে আমার বাসনা হয় না, তুমি তোমার

পিতা মাতার নিকট যাও। আমি যদি সরলাকে পাই, তবে কলিকাতায় যাইব। না পাইলেও এক বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, এখন আমাকে বিদায় দেও।"

ললিত বড় সুবুদ্ধি। তিনি বিবেচনা করিলেন বিনোদ এখন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তাহার মন অন্য দিকে না ফিরাইলে রক্ষা নাই। ললিত বলিলেন "বিনোদ! তুমি কি এতই নিরাশ হইলে, এক বার কি তোমার সরলার অন্বেষণও করিবে না, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, তোমার সহিত আমিও তাহাকে খুঁজিব। একবার এস তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। আর শুনিলাম হেমবালা নামে নাকি তাহার এক ভগ্নী আছে, তাহাকেও দেখিয়া আসি।" বিনোদের মন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিলেন "বড় উত্তম কথা, চল তাহাদিগকে দেখিয়া আসি।" ললিত কৃতকার্য্য হইয়া বিনোদকে লইয়া সাহবাজনগরে চলিলেন। কুলর মাতা বিনোদের কথা সকলি জানিতেন (বিনোদের জন্যই যে কুলকে ঔষধ দ্বারা পাগল করা হইয়াছে এবং কুল 'বিনোদ বিনোদ' করিয়াই কোথা চলিয়া গিয়াছে সকলি সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন)। সাধারণত ভাবিতে গেলে বিনোদকে দেখিয়া কুলর জননীর মন সুখী না হইয়া অসুখী হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। মাতৃস্নেহের এমনই অলৌকিক স্বভাব যে অন্য লোকে যাহা ভাবে তাহার বিপরীত দেখা যায়। বিনোদকে দেখিয়া তাঁহার মনে কন্যা-শোক শত গুণে বৃদ্ধি হইল, আবার বিনোদও কুলর জন্য তাঁহারি মত ব্যাকুল দেখিয়া অনেক শান্তিও হইল। যাহার জন্য কুল উন্মাদিনী ও গৃহত্যাগিনী, তাহাকে ভাল না বাসিয়া মাতার হৃদয় থাকিতে পারে না।

বিনোদের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। ললিত তাহার সহিত কুলর সম্বন্ধে নানা রূপ আলাপ করিলেন। তাঁহারা যে কুলর অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিবেন তাহা বলিয়া কুলর মাতার মন অনেক শান্ত করিলেন, কিন্তু বিনোদ শব্দটীও করিতে পারিলেন না।

হেমবালা যুবতী-জনোচিত লজ্জাবশতঃ আড়ালে থাকিয়া বিনোদ ও ললিতকে দেখিতেছিল। তাহার মা যখন ডাকিল, তখন মুখে লজ্জা মাখা একটু হাসি ও চোখে দুই ফোঁটা জল লইয়া পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাসিটুকু সুখের নয়, যুবতী রমণীর স্বভাবসিদ্ধ, এখন তাহা কোথায় মিশাইয়া গেল। দুটী চোক ছল ছল করিতে লাগিল, পরে বড় বড় ফোঁটায় চক্ষের জল পড়িয়া তাহার গোলাপবৎ গণ্ড দুটী সিক্ত হইতে লাগিল এই বালিকার সরল মুখে শোকের অশ্রু দেখিয়া একটী হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল, ললিতের হৃদয় যেন একবারে গলিয়া গেল।

তাঁহার বাসনা হইল ঐ চক্ষের অশ্রুজল যতনে মোচন করেন। কিন্তু লজ্জা যেন তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। হেম যুবতী কি সরলা বালিকা, সহসা চিনা যাইত না—সে এই উভয় কালের মধ্যবর্ত্তিনী ছিল। বিনোদের হৃদয় এতক্ষণ শোকে দগ্ধ হইতেছিল, চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পড়ে নাই, এখন এই সরলা বালিকার চক্ষের জলে তাহারও হৃদয় যেন গলিয়া গেল। বিনোদ অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, "সরলা! তুমি সেই সুখের বাল্য কালে আমার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে যখন আমাদের বাড়ী যাইতে, তখন যদি আমি মাকে ডাকিতাম, তবে অমনি অভিমান করিয়া বলিতে—বিনোদ দাদা! তোমার মা আছে আমার যে মা নাই, আমার মায়ের কাছে আমাকে যেতে দেও। আমি কত কথা বলিয়া তোমাকে ভুলাইতাম। আজি তোমার মা তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। তোমার নির্দ্দয় পিতা তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতেছেন, তোমার প্রাণের বোন হেম তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল, তুমি কেন সকল ছাড়িয়া চলিয়া গেলে? হায়, আমিই তোমার সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। আমার জন্যই তোমার সকল কষ্ট। মাতঃ আমিই আপনার কন্যার জীবনহন্তা, আমাকে এই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমি সমস্ত সংসার খুঁজিব, যদি আপনার প্রাণের ধনকে পাই, তবে আপনার নিকট লইয়া আসিব। এই চলিলাম, বিদায় দিন, আমি আর এক মুহূর্ত্ত বসিয়া সময় কাটাইতে পারি না, সরলা জানিনা কোথায় পড়িয়া কত কষ্ট পাইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে, আমি শীঘ্র যাইতেছি।" বিনোদ উন্মাদপ্রায় ছুটিল, ললিতও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাতা কন্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হেম এতদিন কুলর জন্য অভিভাবকদের ভয়ে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারেন নাই। এখন আর সে ভয় নাই, বালিকা মাতার আদর পাইয়া একবারে ভয়শূন্য হইয়াছে, কুলর মাতা কত কাঁদিলেন, কতবার হেমকে বুকে করিলেন, তাহার হৃদয় তবু স্থির হইল না। একটি সন্তানের অভাব অন্য দ্বারা দূর হয় না, একের স্থান অন্য দ্বারা পূর্ণ হয় না। তবে লোক ভুলিয়া থাকে মাত্র। সর্ব্বেশ্বর কন্যার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন, বিনোদের মন এ কথায় প্রবোধ মানিল না, কেননা যে পিতা কুলাভিমানের দাস হইয়া আপন কন্যাকে পাগল করিতে পারে সে যে এখন এতদূর সদয়-হৃদয় হইয়াছে, সহসা কি বিনোদের অতদূর বিশ্বাস হয়?

বিনোদ দেশে আসিয়াও আপন বাড়ীতে না যাওয়াতে তাঁহার পিতা বড় রুষ্ট হইয়াছিলেন। পুত্রের কষ্টের বিষয় পিতা কিছু অনুমান করিতে পারেন নাই এমন নয়, তবে কিনা বুড়ারা অনেক সময় বুঝিতে পারিয়াও রাগ করেন, এটি যুবকদের ভাগ্যের

দোষ। ওদিকে ৩। ৪টী কন্যা বিনোদের গন্ধ পুষ্পের জন্য অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, তাহারা কুলীন-কন্যা—২০। ৩০। ৪০। ৫০ বর্ষীয়া। বিনোদের পিতা শ্রোত্রীয়বংশীয় কোন ধনী লোকের কন্যার সহিত বিনোদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, এই বিবাহটীর পরে বিনোদকে অতগুলি কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে হইত। জানি না অতগুলি বালিকা যুবতী বৃদ্ধা ইত্যাদির পাণিগ্রহণের ভয়ে কি কুললক্ষ্মীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া বিনোদ বিবাহে বিরত ছিলেন। যে কারণেই হউক, পাঠিকা জানেন বিনোদ এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। কুলীনের ছেলে বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হওয়া আর চাকুরে ছেলে মরা সমান কথা, কেননা বিবাহই তাহাদের চাকুরী, জমীদারী, মহাজনী সকলি, সুতরাং বিনোদের প্রতি আর পিতার স্নেহ অবিচলিত থাকা বড় সম্ভব নয়। বিনোদের পরিবারের মেয়েরা বিনোদের জন্য সর্ব্বদা কান্নাকাটি করিত, বিনোদের মাতা স্বামীর ভয়ে পুত্রের নাম মুখে আনিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পুত্রের জন্য আকুল হইত, তিনি দেবতার নিকট বিনোদ ও কুন্দর জন্য কত মঙ্গল কামনা করিতেন (ক্রমশঃ)

পাকবিদ্যা।

সাধারণ সঙ্কেত।

রন্ধনে গুজরাটী এলাইচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমান পরিমাণে এলাচ ও দারুচিনি মিশাইলে গন্ধদ্রব্য বা গন্ধ মসলা হইয়া থাকে।

আস্ত ধন্যা ছয় ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে তপ্ত বালিতে ভাজিয়া হাত দিয়া মাড়িয়া পরিষ্কার করিলে রন্ধনের ধন্যা প্রস্তুত হয়।

গোলমরিচ জলে সিদ্ধ করিয়া হাতে মাড়িয়া পরিষ্কার করিলে রন্ধনের মরিচ প্রস্তুত হয়।

সিকিভাগ লঙ্কা উক্ত মরিচের সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাকেও মরিচ কহা যায়।

হিঙ্গু ১ তোলা, আদা ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জীরে ৮ তোলা, হরিদ্রা ১৬ তোলা, ধন্যা ৩২ তোলা একত্র করিলে বেসবার প্রস্তুত হয়। বেসবার পিষিয়া, জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে জল পাওয়া যায় তাহাকে কাশমর্দ্দ কহে।

তৈল কিম্বা ঘৃতে বেসবার ভাজিয়া প্রক্ষেপের পর যে তৈল বা ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে করাল কহে।

এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রত্যেকে

২ .।ষা, কর্পূর আধরতি; কস্তুরী ১ রোয়া, মরিচ ৪।।মাষা চূর্ণ করিয়া একত্র করিলে যে মিশ্রপদার্থ হয়, তাহাকে উদ্ধূলন কহে।

ঘুটের পোরে দুধ জ্বাল দিয়া সেই দুধে দই পাতিবে। ৬ ঘণ্টার পর মাখন বাহির করিয়া অগ্নির তাপে ঘৃত প্রস্তুত করিলে ঐ ঘৃত সুগন্ধি ও সুখাদ্য হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জন সকল বিচিত্র বর্ণ ও সুদৃশ্য করিবার জন্য, ঘৃতের নানা প্রকার রঙ করা হইয়া থাকে। এক সের ঘৃত, ৪ মাষা কুঙ্কুম চূর্ণ সহিত মৃদু তাপে বসাইলে ঐ ঘৃতের রঙ সুবর্ণের মত হয়। ৪ মাষা হিঙ্গুল চূর্ণ মিশাইয়া ঐরূপ তাপ দিলে রক্তবর্ণ, ৪ মাষা আলতা জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ঐরূপ করিলে অরুণ বর্ণ ও ৪ মাষা কুঙ্কুম ১ তোলা নারিকেল শাঁস ও একটী পাতিলেবুর রস দিয়া ঐ প্রকার তাপ দিলে বাদামি রঙ হয়।

চিনি ও লেবুর রস অথবা কোন সুখাদ্য অম্ল রস একত্র পাক করিলে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে পানক কহে।

বাসী মশলায় তরকারি রান্ধিলে তরকারি মিষ্ট হয় না। যেরূপ গোলাপ, জুঁই প্রভৃতি ফুলে এবং চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্যে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে, এই তৈল সহজে উদ্বায়ী। এই তৈলকে আমরা আতর কহি। সেইরূপ তেজপাত, দারুচিনি, এলাইচ, লবঙ্গ, ধন্যা, মউরি, জিরে, মরিচ, সর্ষপ প্রভৃতি মশলাতেও ঠিক সেইরূপ আতর আছে, এই আতর আঢাকা রাখিলে বা গরম করিলে ঠিক্ কর্পূরের মত উভিয়া যায়। তরকারি রশুই হইলে আকা বা চুলা হইতে নামাইয়া, গরম মশলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যে বাসি বাটা মশলার আতর উড়িয়া গিয়াছে, তাহা তরকারিতে দিলে তরকারির আস্বাদ ভাল হয় না।

খেচড়ান্ন (খিচুড়ী।)

চাউল এক সের, ভাজা মুগের দাল এক সের, ঘৃত এক পোয়া, জীরে এক তোলা, মরিচ এক তোলা, তেজপত্র এক মাষা, আদা দুই তোলা, ধন্যা দুই তোলা, লবণ চারি তোলা, পেস্তা এক তোলা, বাদাম এক তোলা, কিশমিশ এক তোলা, লবঙ্গ দারুচিনি, এলাইচ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক দুই মাষা। হাঁড়িতে চাউল ও দাউল দিলে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া না পড়ে, এরূপ পরিমাণে জল দিয়া তপ্ত কর। জল উষ্ণ হইলে উহাতে চাউল ও দালী একত্র ঢালিয়া দেও। জীরে হইতে লবণ পর্য্যন্ত সমুদায় মসলা বাটিয়া দেও। সিদ্ধ হইলে আধ পোয়া ঘৃতে পেস্তা হইতে লবঙ্গ পর্য্যন্ত সমুদায় খণ্ড মসলা ও গন্ধ দ্রব্য খণ্ড ভাজিয়া উহাতে ঐ সিদ্ধ অন্নগুলি সন্তলন কর। পাঁচ মিনিট তাপের পর অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া পাঁচ মিনিট তপ্তাঙ্গারে রাখ। কুঙ্কুম বাটা দিয়া পাঁচ মিনিটের পর নামাও। অন্যান্য দালীর সহিত খেচড়ান্ন প্রস্তুত করার প্রণালীও এইরূপ। (ক্রমশঃ)

সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি।

মনুষ্যের হৃদয় শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং কোন এক স্বর্গীয় ভাবের অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যকেই শৈশবে পুত্তলিকার প্রতি, বাল্যে সখার প্রতি, যৌবনে প্রণয়ীর প্রতি, প্রৌঢ়ে বৈভবের প্রতি এবং বার্দ্ধক্যে ইষ্টদেবের প্রতি অনুরক্ত হইতে দেখা যায় এবং সকল মানুষই শিশুকালে মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকাদি লইয়া, বাল্যে বালসখাতে অনুরক্ত হইয়া, যৌবনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, প্রৌঢ়ে বিষয় বিভবের অধীনে মৃতকল্প হইয়া, অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ কালের জন্য দেবভক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া সর্ব্বশেষে মৃত্যুর কোমল আলিঙ্গনে অবসন্ন হয়। মনুষ্য এই রূপেই জীবনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ও প্রত্যেক অঙ্কে আপনার ভাবাধীনতা দেখাইয়া, অবশেষে কোন এক অজ্ঞাতদেশে বা অমৃতময় লোকে গমন করে।

শৈশব ও বাল্যকালের কথা ছাড়িয়া দাও। প্রৌঢ়াবস্থার বিষয়লালসার কথাও ত্যাগ কর। যৌবনের প্রণয় ও বার্দ্ধক্যের দেবভক্তি, এই দুয়ের মধ্যে কাহার যশোগান করা উচিত, একবার তাহাই ভাবিয়া দেখ। বোধ হয় কেহই প্রেমকে এককালে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিতে বলিতে পারিবেন না। যে প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত হিমাচলশিরে তপোমগ্ন হইয়াছিলেন—যে প্রেমের অমোঘ প্রভাবে স্বয়ং মহামায়াও কোমলাঙ্গে বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন—যে প্রেমের সর্ব্ববিজয়ী প্রতাপে কঠোরহৃদয় যমও পরাভূত হইয়া সাবিত্রীর স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মৃত সত্যবান্‌কে পুনরর্পণ করিয়াছিলেন,—সে প্রেমকে যে হঠাৎ কেহ দুর্ব্বল হৃদয়ের আমোদলালসা মাত্র বলিয়া বর্ণন করিবেন, তাহা পারিবেন না।

কোন এক কবি বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রেমের একটীমাত্র অশ্রুবিন্দুতে মহাসাগর তরঙ্গায়িত হইতে পারে, একটী মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে পারে, একটীমাত্র কটাক্ষে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে পারে,—স্পর্শ মাত্রে বিদ্যুতাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেও পারে।

অন্য একজন কবি বলিয়াছিলেন যে, প্রেমময় ও করুণাময় ঈশ্বর যদি আপনার সারাংশ স্বরূপ প্রেমাগ্নি মানব হৃদয়ে অর্পণ না করিতেন, তাহা হইলে, এই সমস্ত মানব নিস্তেজ জড়পিণ্ড সমান হইয়া কাল যাপন করিত। সেই পরম পিতা পরাৎপর পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে

ভাল বাসিতে ও ভালবাসার প্রতিদান পাইতে লালায়িত করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে এই জড় জগৎ জড়ই থাকিত, চেতন অচেতন সমান হইয়া যাইত।

আমরা সকলেই উল্লিখিত কবিগণের লিখিত বাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি এবং ইহাও স্বীকার করিতে সম্মত আছি যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির এক প্রকার মহলা বা পরীক্ষা মাত্র। যৌবনে যাহার হৃদয় প্রণয়ের উত্তপ্ততরঙ্গে আলোড়িত হইল না, যৌবনে যিনি প্রেম সামগ্রীর সহবাসে থাকিতে পারিলেন না, পৃথিবীতে থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বর্গসুখ আত্মসুখে মিশ্রিত করিতে সমর্থ হইলেন না, বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখিলেন না,—নিশ্চয়ই তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই দেবভক্তির চূড়ান্ত মহিমা অনুভব করিতে পারিবেন না।

সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি, এ সমস্তই এক উৎস হইতে উৎসারিত হয়, চিনিতে না পারায় লোকে নানা কথা বলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সহযোগে বাস করিবার বাসনা, সেই যে কি এক গুপ্ত পদার্থে সংযুক্ত হইয়া থাকিবার বাসনা, সেই যে কি এক অজ্ঞাত বস্তুতে লীন হইয়া থাকিবার বলবতী ইচ্ছা, সেই যে দুর্লভ্য ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থের আদরে ও অনাদরে আপনাকে চরিতার্থ ও অভিসন্তপ্ত জ্ঞান করা,—জগৎ সংসারে শত সহস্র দ্রব্য ও শত সহস্র সামগ্রী আছে, কিন্তু সেই যে কি এক অনির্বাচ্য পদার্থ আছে, যাহার জন্য সকল মনুষ্যই ব্যাকুল, যাহার জন্য প্রত্যেক হৃদয় সর্ব্বক্ষণই লালায়িত। এইরূপে প্রত্যেক জীবের সেই একমাত্র উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য স্থানটীই সখিত্ব, প্রণয় ও দেবভক্তির উৎস বা উৎপত্তি স্থান ; এবং ঐ সমুদায় হৃদ্যভাব উহাদের অর্থাৎ সখিত্বের, প্রণয়ের ও দেবভক্তির উপাদান। যাহাকে তোমরা আজ কথায় "ভালবাসা" বল, তাহাকেই তোমরা সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে ও কার্য্যবিশেষে সখিত্ব, প্রেম ও ভক্তিরূপে দেখ ও উদ্দেশ্য কর।

শৈশবের ভালবাসা পুত্তলিকায় গিয়া অঙ্কুরিত হয়, বাল্যের ভালবাসা বয়স্যে গিয়া পল্লবিত হয়, যৌবনে তাহা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীতে গিয়া পুষ্পিত হয়, প্রৌঢ়ে তাহার কেশর (পাবড়ি) বিষয়বিভবে পড়িয়া শুষ্ক প্রায় হয়, অবশেষে বার্দ্ধক্যে তাহার সমস্তভাব তিরোহিত হইয়া এক আশ্চর্য্যতম ফল গঠিত হয়। অতএব, যাহা ভালবাসার চরম ফল, শিশুত্ব ও ক্রীড়াসক্তি তাহার বীজ, বাল্য ও সখিত্ব তাহার অঙ্কুর, যৌবন ও পার্থিব প্রেম তাহার পুষ্প, স্বর্গীয় দেবভক্তি তাহার উৎকৃষ্ট ফল।

মনুষ্যের হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা

প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্যের ভাল-বাসা অগ্রে সুন্দর, পরে সুন্দরতর, ক্রমে সুন্দরতম পদার্থের প্রতি প্রধাবিত হয়, ক্রমেই উন্নতির সোপানে অগ্রসর হয়। যাঁহাদের ভালবাসা সোপান ক্রমে ক্রমিক উন্নতির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তাঁহারাই সর্ব্বশেষে সেই অনির্ব্বাচ্যতম মহান্ পদার্থের অনির্ব্বচনীয় ভাবে রোমাঞ্চকায় হইতে পারেন।

শৈশবকালে আমরা গোলাপ ফুল দেখিয়া প্রমোদিত হইতাম, ভাবে গদগদ হইতাম। কিন্তু অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণীর মহান্ ভাব কোন ক্রমেই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম না। বাল্যকালে আমরা কুমুদকহ্লারময় একটী সরোবর দেখিয়া যতদূর বিমোহিত হইতাম, একটী তরঙ্গাকুল সমুদ্র দেখিয়া কখনই সেরূপ মুগ্ধ হইতে পারিতাম না। ইহা সত্য বটে; কিন্তু এস্থলে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, যে হৃদয় সেই কোমলতর বাল্যকালে সেই কমনীয়তম সরোবরের শোভা উপলব্ধি বা অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই, সে হৃদয় কোনকালেই সুবিশাল জলধিবক্ষের তর্জ্জনগর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত হইতে সক্ষম হয় না। যে হৃদয় যৌবনে ভালবাসাতে মুগ্ধ হইল না, সে হৃদয় বার্দ্ধক্যেও দেবভক্তিতে পরিপূরিত হইবে না। ইহা সিদ্ধান্ত জানিবে।

অন্য এক উদাহরণ দেখ। মনুষ্য মাত্রেই প্রথমে প্রত্যক্ষ পদার্থের উপর হৃদয় সন্নিবেশ করিতে শিক্ষা করে। তৎপরে প্রত্যক্ষবৎ পদার্থে, অনন্তর অপ্রত্যক্ষতম আকাশের অভ্যন্তরে ও আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রতি আত্মার্পণ করিতে শিখে। সর্ব্বশেষে উচ্চতম আধ্যাত্মিক পদার্থে হৃদয় দান করিয়া পরিতুষ্ট হয়। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে মনুষ্য প্রথমে পার্থিবপ্রেমে মুগ্ধ হইতে শিখে না, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারে না, সে কখনই দেবভক্তিতে হৃদয়োচ্ছ্বাস হওয়া অনুভব করিতে পারিবে না। এই সকল কারণেই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির মহলা বা পরীক্ষামাত্র। এই উচ্চতম পদবীতে যিনি একবার মাত্র পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেন, তিনিও দেবভক্তির অসীম ও পূর্ণতম আমোদ বোধগম্য করিতে পারিবেন। দেবভক্তির অসীম আমোদ একবার অনুভূত হইলে তখন আর পার্থিবপ্রেম ভালবলিয়া প্রতিপন্ন থাকিবে না। পার্থিব প্রেম তখন নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। দেবভক্তির উচ্ছ্বাস অত্যন্ত স্নিগ্ধকর, প্রগাঢ় ও আনন্দ পরিপূর্ণ। দেবভক্তির আনন্দ ভাবের সহিত পার্থিব প্রেমের উত্তপ্ত ও উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা হয়না। অনন্ত শান্তিরসের আধার দেবভক্তির সহিত যখন উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে,

তখন তুমি মনে মনে পুরাণের লিখিত বৃদ্ধ রাজা যযাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে। যযাতি রাজাও অবশেষে আপনাকে নিতান্ত মূর্খ ও ঘৃণার্হ মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কাম-ভোগের সহিত শান্তিভোগের তুলনা করিয়া কএকটী গান রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলি আজও "যযাতিগাথা" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

যযাতি রাজার পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে উত্তমরূপ বুঝা যায় যে, পার্থিব প্রেম সম্যক্‌রূপে পরি-তৃপ্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহা ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আইসে এবং অবশেষে তাহাহইতে এক অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ আশ্চর্য্য দেবভক্তির আবির্ভাব হয়)। পার্থিব প্রেমের পূর্ণতার পর যে অচলা দেবভক্তি জন্মে, তাহা আর কিছুতেই ক্ষয় হয় না। তাহার কারণ এই যে, অনন্তকাল উপ-ভোগ করিলেও আশ্চর্য্যতম দেবভক্তির সম্যক্ পরিতৃপ্ততা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। চিরকালই তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কোন কালেই তাহার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটুকু ভাবা উচিত। পার্থিব প্রেমের বস্তু সকল আমার যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী বটে; কিন্তু তাহারা আমাকে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় রক্ষা করিতে অক্ষম। আমিও তাহাদের উপর সকল সময়ে আত্ম নির্ভর করিয়া ভয়-শূন্য হইতে পারি না। কিন্তু আমার ইষ্ট দেবতার কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া আমি চিরকালই নির্ভয়ে কাটাইতে পারিব, কোন কারণে আমাকে কখনও ভীত থাকিতে হইবে না। কখন কখন আমাদিগকে পার্থিব প্রেমের পদার্থ হইতে অসময়ে বিচ্যুত হইয়া আমরণ ভগ্নহৃদয়ে থাকিতে হয়, কাঁদিতেও হয়, কিন্তু দেবভক্তির প্রধান বস্তু ইষ্ট দেবতার সঙ্গে আমাদের একবার সহযোগ হইলে তাহা আর বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং ক্রমশঃই তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই মহান ভাবটী যিনি অন্ততঃ একবারও মনোমধ্যে আনিতে করিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্দণ্ডে কুমারিকা ক্র দীক্ষিত ইলাইসার ন্যায় অন্ততঃ এক বারও মনে করিতে পারেন যে, আমি কি যৎসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর ধূলি সমষ্টির উপর অমূল্য ভালবাসা স্থাপন করিয়া তাহাকে বৃথা বিনষ্ট করিলাম!

যাহাই হউক, ভাল বাসার চরম অবস্থা দেবভক্তি ও ঈশ্বর প্রেম এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব, যাহাতে আমরা শৈশব, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যক্রমে, ভালবাসা বৃত্তিকে উত্তমরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংশো-ধিত করিয়া অবশেষে তাহার দেবভক্তি নামক শেষ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, তৎপক্ষে আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা উচিত। মনুষ্য যখন দেবভক্তি

প্রসাদে এই পার্থিব দেহ ভুলিয়া যায়, অস্থি চর্ম্মাদির সমষ্টিজাত এই ভৌতিক কায়া বিস্মৃত হয়, এবং আপনাকে সেই অপূর্ব্বতম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার উপচ্ছায়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখনই সে ধন্য হয়, তখনই সে পাপ সংসারের সকল কামনা ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। পণ্ডিতা রমাবাই বিলাতের চেলটেনহামের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এত দিনের পর তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে।

২। আনন্দবাই যোশী আমেরিকাতে গিয়া পেনসিলবিনিয়ার স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ে ভরতি হন। তিনি তত্রত্য প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। গত ১০ই জুন জেলা ২৪ পরগণার জয়পুর নামক গ্রামে কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়াছে।

৪। দিল্লীতে এবার ক্রমাগত কয়েক বার এরূপ ভূমিকম্প হয় যে তাহাতে অট্টালিকাদি কিছুক্ষণ দুলিয়াছিল।

৫। কলিকাতায় গো-রক্ষিণী নামে একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

৫। ফ্রান্সের কাম্বে ও আর্মেনটেয়ার নামক স্থানে বালিকাদিগের জন্য দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বোর্দ্দোতেও একটী বিদ্যালয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৬। লেডী রিপণ, লেডী হোবার্ট, কুমারী রাই ও কুমারী মাকফর্লেন ১০ সহস্রের অধিক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ইংলণ্ড হইতে তদীয় উপনিবেশে বাসস্থাপনের সাহায্য করিয়াছেন।

৭। হন নামক এক বিবী কন্যার মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া দয়ার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করেন। কুটীতে যে সকল বালিকা কর্ম্ম করে, তিনি লণ্ডনের সাউথ ওয়ার্কে তাহাদিগের জন্য এক আশ্রম করিয়াছেন। তাহারা অল্পব্যয়ে পরম সুখে তথায় থাকিতে পারিবে।

৮। ইউনাইটেড ষ্টেটসে বিবি মিলার নাম্নী এক স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রথমে জাহাজের কাপ্তেনীতে অধিকার পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সঙ্গীত সংগ্রহ—বাউলের গাথা, ২য় খণ্ড, মূল্য ।৶০ আনা। এ পুস্তক খানিতে অনেকগুলি ভক্তি ও সুভাবপূর্ণ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারের আশা করা যায়।

২। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তিখণ্ডন—মূল্য ⁄০ আনা। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যাঁহাদিগের কু-সংস্কার আছে,ইহা দ্বারা তাঁহাদের মনের অনেক ধন্ধ ঘুচিতে পারে।

৩। রাজপুত কুসুম—গীতিকাব্য, মূল্য ৷৹ মাত্র। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশটী রাজপুতবীরের কীর্ত্তি বর্ণনা আছে। লেখক যদিও ইহাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখা সরল ও প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের যোগ্য।

বামাগণের রচনা।

পরনিন্দা।

(গত প্রকাশিতের পর)

আরও এক শ্রেণীর পরনিন্দা আছে। আমরা যখন কোন পরিচিত ব্যক্তির নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন যে কেবল আপনাকে বড় বলিয়াই জানাইতে চাই, তাহা নহে। অনেক সময়েই প্রতারণার প্রতি ঘৃণা বশতঃ প্রতারকের নিন্দা করি; কপটতার প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ কপটাচারীর নিন্দা করি; কৃপণতার প্রতি বিরাগ বশতঃ কৃপণের নিন্দা করি। আবার সদ্‌গুণ রাশির মধ্যে অতি অল্প দোষও গুরুতর বলিয়া প্রতীত হয়, এই জন্য গুণশালীর ক্ষুদ্র দোষকে বহু মনে করিয়া নিন্দা করি। কিন্তু গুণীরই হউক, নির্গুণেরই হউক নিন্দায় লাভ নাই, ক্ষতি অনেক। নিন্দা করিতে করিতে আমাদের অন্যের দোষানুসন্ধানের একটি অভ্যাস হইয়া যায়। যেখানেই যাই কেবল অপরের চরিত্রের ত্রুটিগুলি নিরীক্ষণ করি, তাহার গুণরাশির দিকে দৃক্‌পাত করি না। ক্ষুদ্রতা দর্শন করিতে করিতে হৃদয় ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সাধুর সহবাসে আর দশ জন সাধুতা লাভ করে; হৃদয়ে একটী সাধু চিন্তা পোষণ করিলে, আর দশটি সাধু চিন্তা সে হৃদয়ে স্থান পাইবে; যিনি পরিচিত কোন ব্যক্তির একটি নিভৃত গুণ আবিষ্কার করিতে পারেন, তিনি আর দশ জনের দশটী সদ্‌গুণ অনুভব করিতে সমর্থ। অপরের গুণরাশি যে অনুভব করিতে না পারে—তাহার অবস্থা শোচনীয়। যেখানে আমরা গুণ উপলব্ধি করি, সেই খানেই গুণীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই, এবং তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে সমুৎসুক হই। ক্রমে ক্রমে আমাদের অনুরাগের আকর্ষক সেই গুণগুলি অজ্ঞাতসারে আমাদিগের চিত্তমধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। গুণীর প্রতি অনুরাগ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, ইহা অদৃশ্যভাবে মানুষকে গুণবান করে। যাঁহারা পরনিন্দা জীবনের একটি কার্য্যের মধ্যে গণ্য করেন, গুণগ্রাহিতার পরিবর্ত্তে পর

ছিদ্রানুসন্ধানকে যত্নে হৃদয়ে স্থান দেন তাঁহাদের উন্নতির পথেগুরুতর অন্তরায়। আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহস্র দোষ থাকিলেও সর্ব্ব সমক্ষে তাহার নিন্দা বাদ করিতে কষ্টবোধ হয়। সুতরাং যখন আমি কাহারও নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হই তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির উপর আমার ভালবাসার অভাব আছে। যে যে পরিমাণে পরনিন্দাপ্রিয়, পরের প্রতি তাহার সেই পরিমাণে ভালবাসার অভাব। অন্যান্য কু-অভ্যাসের ন্যায় নিন্দা-প্রিয়তা দোষও প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অল্পে অল্পে হৃদয়কে প্রীতিহীন ও শুষ্ক করিয়া তুলে। একটি সমাজের মধ্যে অনেকের জীবনেই অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে; এ সংসার সকলেরই শিক্ষাস্থল; কিন্তু যত্ন-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে প্রত্যেকের জীবন হইতেই কোন না কোন সদ্‌গুণের শিক্ষা লাভ করা যায়। পরদোষানুসন্ধানে ও পরনিন্দায় আমরা যতটা সময় নষ্ট করি, ততটা সময় যদি পরের গুণ পর্য্যবেক্ষণে এবং আত্মদোষানুসন্ধানে নিয়োগ করি তাহা হইলে জীবনের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এতদ্দ্বারা দোষীর দোষের প্রশ্রয় দিতে বলা হইতেছে না। যদি কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তির স্বভাবে কোন দোষ দর্শন করেন, অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে সেই দোষের কথা অবগত করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। বন্ধুভাবে এক জনকে তাহার নিভৃত দোষ প্রদর্শন করা এক কথা, আর নিন্দা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার হীনতার পরিচয় দেওয়া অন্য কথা।

অমিয় মূরতি।

জান কি ভগিনি! কাহার জীবন
　ভাবিয়ে কাঁদিয়ে হতাশ হয়?
প্রত্যেক নিশ্বাসে, কোন্ অভাগিনী,
　দেয়গো দুখের সু-পরিচয়?১

কনক নলিনী বিষাদেতে ভরা,
　যাতনা জীবন্ত কালিমা মাখা,
সরলা রমণী অসুখী নিয়ত,
　যেন শশধর, নীরদে ঢাকা।২

অমিয় মূরতি সরলতা মাখা,
　বিষাদে ঢাকিয়ে রেখেছে মরি,
চিরদিন তরে, এবে অভাগিনী,
　দিতেছে যেনরে প্রকাশ করি।৩

যেন সরোবরে সরো-সোহাগিনী,
　সরোজী সুন্দরী ফুটিতেছিল,
সহসা মুদিল, তেমনি বালার,
　বিষাদে বদন ঢাকিয়া গেল।৪

যেন আধফুট গোলাপ প্রসূনে,
　পশি কীট, দাম ছিড়িয়া দিল,
হায়রে সুখের মুখ দেখা দিতে
　একে একে দুখ সাজিয়া এল।৫

সুখ স্বাদ আর কেবা অনুভবে,
　পড়িল রে চাপা জনম মত,
সুখ বহুরূপী নব সাজে সেজে,
　অভিনয় আহা দেখালে কত।৬

যে সব জিনিষে কত দেছে সুখ,
তারাই আবার নূতন হয়ে,
অমৃতে গরল, শীতলে উত্তাপ,
করে কত লীলা কে দেখে চেয়ে ?৭

বালিকা বয়সে সুখের সহিত,
সুবাদ ঘুচিল জনম তরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যাইবে,
কে দেখে তাহারে চাহিয়া ফিরে ?৮

খেলা ধূলা ছাড়ি পশিতে সংসারে,
ছিঁড়ি সুখ-তার আর কে রাখে ?
হাসি খুসী মরি সকল পলা'ল,
চিরদিন তরে বদন থেকে।৯

জীবনে যাতনা, প্রণয়ে নিরাশ,
সুখেতে বিমুখী, কাতরা বালা,
মিটেছে তাহার সুখের বাসনা,
ঘুচেছে এবেরে সকল জ্বালা !!১০

সুখশশী তার গরাসিল রাহু,
সংসার আকাশ আঁধারময়,
প্রথম জীবন সাঁজের বেলায়,
ঘোর অন্ধকার—রাতে কি হয় ?১১

সোণার প্রতিমা মুরতি দয়ার,
তবুরে সংসারে সবার চোখে,
অমিয় হলেও গরল বলিয়া,
হায়রে তাহারে সকলে দেখে।১২

কেমন ললিত মধুর বচন,
প্রাণের সহিত বাসনা কত,
কত ভালবাসা, বাসেরে সকলে
তবুরে ক'জন তাহার মত ?১৩

সে জন সবার, তার কেহ নাই,
এমন মজার ব্যাভার কোথা,
প্রাণ যাবে তার ইহাও স্বীকার,
অপরে পাবেনা তিলেক ব্যথা।১৪

বসন ভূষণ, বিলাস বাসনা,
গিয়াছে সম্বন্ধ সবার সাথে,
দুঃখের মুরতি, সুধুরে কেবল,
ছেঁড়া ফুল যেন পড়িয়া পথে।১৫

কে আদরে আর ? কে আছে এমন
যেনরে জগতে আদর নাই,
সুধুই বিষাদ, যাতনা কেবল,
যাবত্ত আদর পুড়িয়া ছাই !!১৬

এমন রমণী জগতে ক জন,
এত সহিষ্ণুতা হৃদয়ে কাহার ?
কে দেখেছে হেন ক্ষমার প্রতিমা,
একরূপে কাটে জীবন যার।১৭

কিবা সুখ আছে, নিরানন্দ সব,
বাঁচন মরণ কিঘোর দায়।
যা বল তোমরা কথাটিও নাই,
নীরবে সকলি সহিয়া যায়।১৮

কে দেখে চাহিয়া এমন রতনে,
তাতে মাথা ব্যথা আছে বা কার ?
বুঝেছ ভগিনি ! কেবা এই জন !
সাধের জীবন না যায় যার !!১৯

যাহা কিছু ভাল জগতে আছেরে,
এতে অধিকার কি আছে আর,
এযে অভাগিনী বঙ্গীয়া বিধবা,
যাবত জীবন যাতনা সার। ।২০

শ্রী——

কালনা।

SUPPLEMENT

TO THE

BAMABODHINI PATRIKA.

Toru Dutt—*(Continued.)*

Broken by this misfortune she finds a refuge on the love of Lefivre and dies just as she becomes a mother. We must not search in the Romance for an analysis of character very profound or powerful. It is a tragic and overwhelming subject, which required a Balzae or a George Eliot. But there are flashes and divinations which betray the poet. Thus when Lefivre comes back to offer his love and his heart to the poor despairing Marguerite, we find the following:—

"My God!" He murmured, "how I love you!" And he drew me to his heart.

A vague sentiment of happiness seized me as I leant my heavy head on the loving heart. It was the same feeling of happiness, which had seized me one day of old, when I was nearly drowning and my father jumped into the water and taking me up in his arms, clasped me to his breast.

The mother of the Count has become insane from grief. One of her boys is dead, the other is in prison. Spectres visit her dreams. "I am become very timid" she said, "ever since Dunois left me. Gaston comes sometimes to see me. I have such bad dreams at night, that I am afraid, and then I call and he comes."

But the quality which strikes above all in this work of a child, is, that which one would least expect in a young girl and especially a Hindu young girl—it is sobriety—that quality which extravagant India has never known. There are no developements at all. She does not give us but indications, that dominant quality by which minds really strong are recognised and become known.

The Sheaf Gleaned in French Fields, as a work of art, is perhaps the most interesting of Miss. Dutt's works. "It is," says an English critic, Mr. Gosse, the Editor of the Indian Ballads, "a wonderful mixture of strength and weakness, of genius over-riding great obstacles and of talent succumbing to ignorance and inexperience. The English verse is sometimes exquisite ; at other times the rules of our prosody are absolutely ignored and it is obvious that the Hindu poetess was chanting to herself a music that is discord in an English ear." For the French reader the book has a peculiar charm, and is more living and more keenly musical (vibrant) than it can possibly be to an English reader. It is not without cause that it contains nothing, or almost nothing, of the poetry of the seventeenth or eighteenth century what could easily, however, have furnished many things superior to some of the pieces chosen by Miss. Dutt ; it is, because she was really and above all, a French woman of our century, a French woman of our days, whose heart and imagination beat with all that agitates us at this hour. We are moved with a strange emotion when we find under these Anglo-Indian verses all these familiar names, and all these words of which the most ancient has scarcely entered into the past, but still form part of ourselves and of the present,—from Victor Hugo to Coppee, from Lamartine to Sully Prudhome, from Leconte de Lisle to Theuriet, from Musset to Baudelaire, and so many, many others. It is a strange echo—the echo of the forts of Paris reverberated and coming back to us from Calcutta :

How grand they are,
These great watch-dogs that on the darkness bay !
(Comme c'est beau ces forts qui dans cette ombre aboient !)

Another charm of this work is that India pierces through it. A very beautiful thing it is when a critic has respired the flowers of many different countries,—when he can make many souls vibrate at once,—and when at each sound in his horizon, he hears awaken a thousand echoes from other worlds.

La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles
La mason sans enfants
The cage without birds,—the hive without bees
The house without children

awakens in the ear of the daughter of the Brahmans the cry of the Indian Rachel

तिष्ठेल्लोको विना सूर्य्यं
सस्यं वा सलिलं विना ।
नतु रामं विना देहे
तिष्ठेत्तु मम जीवितम् ॥

The world may live without the sun,
The corn without the rain,
But as for me, my life is done,
Till Rama comes again.

In her profound knowledge of our contemporary poets, Miss Dutt could advise and teach more than one of our French critics, and I do not know in England any one, who exhibits at once the same exactness of information in details, and a critical sense as delicate and as sure. This precision of knowledge—this honor of a near approximation, is again, another feature very rare in India and which astonished her father himself. In a page of charming simplicity Mr. Dutt relates how many times it happened to him to be taken in fault by the scientific rigour of his child.

"She read much and rapidly, but she never slurred over a difficulty when she was reading. Dictionaries, lexicons, and encyclopædias, of all kinds, were consulted until it was solved, and a note taken afterwads, the consequence was that the sense became so imprinted in her brain, that whenever we had a dispute about the signification of any expression or sentence in Sanscrit or French or German, in seven or eight cases out of ten she would prove to be right. Sometimes I was so sure of my ground, that I would say—Well, let us lay a wager. The wager was ordinarily a Rupee. But when the authorities were consulted, she was almost always the winner. It was curious and very pleasant for me to watch her when she lost. First, a bright smile, then slim fingers patting my grizzled cheek, then perhaps some quotation from Mr. Barrett-Browning her favorite poetess like this :—

"Ah, my gossip, you are older, and more learned, and a man;" or some similar pleasantry.

II.

In the last volume of Miss Dutt, Ancient Ballads and Legends of Hindustan, India has decidedly got the upper hand. She entered, no doubt, into her period of originality. Genius can never be original except on its native soil.

To become the poet of India, she had the first gift—feeling and a love for the old things of the fatherland. Christian, fervent in spirit and by education, she had yet in one sense remained Hindu in her soul, doubtless she believed no more in Brahma, in Siva and in Vishnu, but she believed with all the faith and sanctity of her imagination in Sita, in Rama, and in all the heroes and all the heroines of twenty centuries of national legends. She wrote to Mlle Bader, "When I hear my mother sing an evening the old songs of our country, I weep almost always." Tears of a poet and which a poet alone can shed,—tears of Sidney hearing the blind beggar singing the song of Percy and Douglas popularly called Chevy Chase!—tears of Musset hearing wandering minstrels murmuring some old "Romance!" The genius of man plunges deep down into the dreams of childhood. The stories for children are the base of all poetry which comes from the heart. The last of the Indian Ballads, a small poem entitled Sita, gives us unconsciously the confession of this poetry which was rocked in the shadows of the great sheltering trees of Baugmaree, when the brother and the sister still lived.

SITA.

Three happy children in a darkened room!

What do they gaze upon with wide-open eyes?
A dense, dense forest, where no sun-beam pries,
And in its centre a cleared spot.—There bloom
Gigantic flowers on creepers that embrace
Tall trees; there, in a quiet lucid lake
The white swans glide; there, "whir-ring from the brake,"
The peacock springs; there, herds of wild deer race;
There, patches gleam with yellow waving grain;
There blue smoke from strange altars rises light,
There, dwells in peace, the poet-anchorite.*
But who is this fair lady? Not in vain
She weeps,—for lo! at every tear she sheds
Tears from three pairs of young eyes fall amain,
And bowed in sorrow are the three young heads,
It is an old, old story, and the lay
Which has evoked sad Sita from the past
Is by a mother sung ...... 'Tis hushed at last
And melts the picture from their sight away,
Yet shall they dream of it until the day!
When shall those children by their mother's side
Gather, ah me! as erst at eventide?
Ah! comme les vieux airs qu'on chartart à douze ans
Frappent droit dans les cieur aux heures de souffranc! ...
Comme els savent rouvrir les fleurs des temps passés
Et nous ensavelir, eux qui nous ont bercés! †

The ballads are in number nine. They are of unequal value. Two of them, the Royal Ascetic and the Hind, and Dhruva, published in the life-time of Toru Dutt are among her first efforts, and can hardly be distinguished except by the novelty of the subject, from all the feminine poetry,—colourless enough,—with which English magazines abound. The same may be said of the Legend of Prahlada. The others,—though none presents an absolute perfection of form—offer all, a veritable interest, and at every moment reveals the poet. The dominant feature here, as in all her work is simplicity, sometimes powerful, often charming. Her history of Savitri, the Alcestes of India, more happy than her sister of Greece, opens with a grace which the original text does not possess, clumsily ornamented as that so often is by the pedantry and dullness with which the classical literature of India disfigures the most beautiful plots and out-lines of popular literature.

Savitri was the only child
Of Madra's wise and mighty King;
Stern warriors, when they saw her, smiled,
As mountains smile to see the spring.
Fair as a lotus when the moon
Kisses its opening petals red,
After sweet showers in sultry June!
With happier heart, and lighter tread,
Chance strangers. having met her, past,
And often would they turn the head
A lingering second look to cast
And bless the vision ere it fled.

---

* Valmiki.

† Ah! How the old airs we sung at twelve years
Strike strength to our hearts, and melt us to tears
In suffering's hour,—how those airs know to ope
The flowers of the past, when life's sun-beams slope.
And how they shroud us and bury us deep,—
Songs that erewhile had rocked us to sleep.

No. 235. August 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৫ সংখ্যা | শ্রাবণ ১২৯১—আগষ্ট ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক যেছুচাঁদ ধর্ম্মের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৫ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৯১—আগষ্ট ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের উন্নতিসাধনার্থ পুনরুদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং একটী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম।

গুজরাটী ভাষায় "স্ত্রীবোধ" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, কয়েকজন শিক্ষিতা পারসী রমণী দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতেছে।

গত মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অতিরিক্ত পরীক্ষা হয়, তাহাতে কুমারী প্রিয়তমা দত্ত নাম্নী একটী খৃষ্টীয় বঙ্গবালা এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী জায়নাবাদ নামক স্থানে ব্লটিং কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, এ দেশে ইহার এই নূতন দৃষ্টান্ত। বালি মিল হইতেও ক্রমে উৎকৃষ্ট মোটা শাদা কাগজ তৈয়ার হইতেছে। এ দেশে শিল্পোন্নতি হইলে আর বিলাতের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না।

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকাল কলেজে ৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন জন্য মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি যে এক বৎসর পড়িয়াছেন, তাহারও জলপানী পাইবেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেবের বিশেষ যত্নে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কূর্গ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে সাঁওতাল জাতির ন্যায় এক জাতি বাস করে। পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ ও অন্যান্য অসভ্যাচার প্রচলিত ছিল। ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়া অবধি এই প্রদেশ-বাসিগণ বিদ্যা ও সভ্যতায় উন্নতি লাভ করিতেছে। তথায় ২০৩৮৫ জন বালকের মধ্যে ৪২৬৮ এবং ১৭৯১৪ জন বালিকার মধ্যে ৪৩৩ জন শিক্ষা লাভ করিতেছে। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বালক বালিকার বিবাহের নিয়ম নাই। বহুপতি বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে যে ১০টী রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ এই ঃ—

শ্রীমতী বান ইঙ্গেন উচ্চতর বিভাগের ৩য় বর্ষীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, শীঘ্র L. M. S. পরীক্ষা দিবেন। কুমারী ডেক্র ও কুমারী অবলা দাস ঐ বিভাগে ২য় বর্ষীয় শ্রেণীস্থ, আগামী বর্ষে ডেক্র প্রথম M. B. E. ও C. M. পরীক্ষা এবং অবলা প্রথম L. M. S. পরীক্ষা দিবেন। কুমারী বাম্বোথাম দ্বিতীয় বিভাগের শেষ পরীক্ষা দিয়া ডাক্তারী করিবার যোগ্য বলিয়া প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। বিবী যরবুরী, স্মিথ ও ষ্টিওয়ার্ট প্রাইমারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী গোবিন্দ রাজলু জেকব ও গর্দ্দিলাল সিং প্রথম বর্ষীয় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য সার উইলিয়ম ওয়েডার বরণ যে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া পুনার ব্রাহ্মণ-গণ আর ১০ হাজার টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডনে "University Association of Woman Teachers" নামে এক সভা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিতা রমণীগণ বিদ্যালয়ে ও পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। বেডফোর্ড কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা বিবী আলিস গার্ডনার এই সভার সম্পাদিকা। সভ্যগণের মধ্যে যে বিষয়ে যাঁহার ব্যুৎপত্তি অধিক, তিনি সেই বিষয় উপদেশ দিতেছেন।

ফিলাডেলফিয়াতে স্ত্রীলোকদিগের রেসমী কার্য্যের উন্নতির জন্য এক সভা আছে, বিবী জন লুকাস তাহার সভা-পতি। গত ২১ এ এপ্রেলে এতৎ সংক্রান্ত এক মহাপ্রদর্শনী খুলিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের ভারত সভার সম্পা-দিকা ফিলাডেলফিয়া-নিবাসিনী বিবি কুইন্টন একটী বক্তৃতা করিয়া ভারত-বর্ষের ইংরাজ শাসন প্রণালীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা দ্বারা সভ্যতা ও শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীলোকদিগের ডিবেটিং ক্লাবের সম্পাদিকা কুমারী আনা

স্বানউইক। এই সভায় সর্ব্ব প্রকার বিষয়ে মৌখিক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে।

রোমে সেণ্ট পল্‌স হাউস নামে এক ভবন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে শিক্ষিত ধাত্রী সকল প্রস্তুত হইতেছেন। ইটালীর যে কোন স্থানে ইহাঁরা পীড়িতদিগের শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত হইতে পারেন।

জার্সী নগরের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা কুমারী এলেম ই মাল্‌ইস এক খানি সঙ্গীতপুস্তক প্রচার করিয়াছেন, অল্প দিনের মধ্যেই কেবল স্কটলণ্ডে তাহা ৬০ বার মুদ্রিত হইয়াছে।

কুমারী এলেন ফ্রাইস সুইডেনের সহিত নিদারলণ্ডের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিষয়ে অতি সারগর্ভ প্রস্তাব লিখিয়া দর্শনাধ্যাপিকা (Doctor of Philosophy) উপাধি পাইয়াছেন।

মাডাম হীন নাম্নী এক বদান্যা রমণী অন্ধ শ্রমজীবীদিগের জন্য এক কার্য্যশিক্ষালয় খুলিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ লোকেরা ঝুড়ী বোনা, মাদুর ও কার্পেট তৈয়ার প্রভৃতি কার্য্য শিখিবে। শিক্ষালয় খুলিবার দিনে তিনি অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান ও কিছু কিছু টাকার সহিত এক একটী স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন।

আমেরিকার ওয়াসিংটন মহানগরে "The Woman's National Relief Association" "স্ত্রীলোকের জাতীয় সাহায্য দান সমাজ" নামে এক সভা আছে, ওয়াসিংটনের প্রধান বিচারপতির পত্নী বিবী ওয়েট তাহার সভাপতি। ইহার বার্ষিক কার্য্য বিবরণে অনেক গুলি সাধু কার্য্যের উল্লেখ আছে। জাহাজ বুড়ী হইয়া বা অন্য কারণে জাহাজী ও আরোহী যাহারা দুরবস্থায় পতিত হয়, এই সভা শয্যা, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া তাহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকে। ৭০টী আড্ডাতে এইরূপ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। নাবিকদিগের হাঁসপাতালে পুস্তকালয় ও বস্ত্রালয় স্থাপন করিয়াও সাহায্য করা হইয়াছে। মিসিসিপি বন্যাতে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে,এই সভা তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, মারী ভয় বা অন্য কারণে বিপন্ন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা এই সভার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। মফস্বলের নানা স্থানে এই সভার শাখা সকল স্থাপিত হইয়াছে। সাধুকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা দেশের অভাব মোচন এই সভার উদ্দেশ্য।

পারিসে ৩০ হাজার স্ত্রীলোক নেকড়ার ফুল তৈয়ার করিয়া জীবিকা লাভ করে।

খরিদদার দোকানদারেরা গোলাপফুল অধিক মনোনীত করে। গোলাপফুল যিনি তৈয়ার করিতে পারেন, তিনি সকল ফুল নির্ম্মাণেই সমর্থ।

চিকাগোতে 'লেডিস ফর্টনাইটলী ক্লব' অর্থাৎ মহিলাগণের পাক্ষিক সভা ১০ বৎসর চলিতেছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১৫০ জন। পর বৎসর ইহার যে কার্য্য হইবে, একবৎসর পূর্ব্বে এক কমিটী দ্বারা তাহা স্থির হইয়া থাকে।

সালেম শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে সূত্রধরের কার্য্য শিখিবার একটী শ্রেণী আছে, অনেক বালিকা তাহাতে ভরতি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাগার সাহেব স্বয়ং এই শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কুমারী জেনেট টম্‌স তাঁহার পিতার জাহাজের নাবিকতা কার্য্য অনেকবার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিউ ইয়র্কের নাবিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নাবিকদিগের শাস্ত্র স্বরূপ 'টম্‌স নাবিগেটর' নামক পুস্তকের কিয়দংশ ইহাঁরই প্রণীত।

সেণ্ট লুইস নামক একটী ধাত্রী-বিদ্যালয় কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ইহার প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট বড় সন্তোষকর।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ডাকবিভাগে যত লোক কাজ করিতেছেন, তন্মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমারী এবেলিন বেলিস। ইনি অয়েষ্টার বের পোষ্ট মিষ্ট্রেস।

নারী জীবন।

১ম। রমণী সমাজের নেত্রী।

রমণী সমাজের নেত্রী। রমণীগণই সমাজকে শাসিত ও পরিচালিত করেন। পুরুষ আইন কানুন রচনা করেন সত্য। পুরুষ এই সমুদায় বিধি ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করেন সত্য। রাজসিংহাসনে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপক সমাজে অথবা ধর্ম্ম সভায় পুরুষেরই প্রাধান্য, রমণীগণ প্রকাশ্যভাবে সচরাচর কার্য্য করেন না সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহারাই সমাজকে শাসন করেন।

বাষ্পীয় পোত চলে কিসে? বাষ্পের বলে। কিন্তু যে চাকা জলের উপর আঘাত করিয়া জাহাজকে তীরবেগে দেশ দেশান্তরে লইয়া যায়, তাহার গায়ে ত বাষ্প দেখা যায় না। জাহাজের কল কিরূপে কাজ করে, ইহা যাঁহারা

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের চক্ষুতে এই চক্রসংলগ্ন দাঁড়গুলিতেই জাহাজ চলে। সমাজের পক্ষেও সেইরূপ। যাঁহারা কেবল বাহির দেখেন, তাঁহাদের চক্ষে এই সমাজ চক্রও পুরুষের বলেই পরিচালিত হইতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা এই ব্যাপারের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাঁহারা জানেন পুরুষ অবলম্বন মাত্র, জাহাজের দাঁড় মাত্র; কিন্তু যে শক্তিতে সমাজ চলে, তাহা বহুলপরিমাণে রমণী হৃদয় ও রমণী চরিত্রজাত।

শৈশবের শিক্ষা প্রধান শিক্ষা। চারা গাছ যে ভাবে রোপণ কর, সেইভাবেই চিরকাল থাকে। ক্ষুদ্র চারা সুবিস্তৃত বৃক্ষে পরিণত হইবে, সহস্রাধিক শাখা প্রশাখায় পরিবৃত হইবে, লক্ষ লক্ষ ফুল ফলে সুশোভিত হইবে। কিন্তু রোপণ করিবার সময় তাহাকে যে ভাবে রোপণ করিয়াছ, তাহা কখনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। মানব চরিত্রের দশাও তাহাই। শৈশবে তাহাতে যে ভাব ঢালিয়া দেওয়া হয়, শৈশবে তাহাকে যে দিকে অবনত করা যায়, শৈশবে যে আদর্শ তাহার সমক্ষে ধারণ করা যায়, সেই ভাবে, সেই দিকে, সেই আদর্শে চিরদিনই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সংগঠিত ও পরিচালিত হইবে। যৌবনের শিক্ষা, বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা কিছুতেই এই ভাবকে একেবারে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হয় না।

রমণী মাতৃরূপে সমাজের মূলে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্তন্য দুগ্ধে যেমন শরীর পোষিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের ভাবে সেইরূপ চরিত্র গঠিত হয়। শৈশব জীবনে তিনিই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক। তাঁহার ভাব, তাঁহার চরিত্রের আদর্শ, আমাদিগের চরিত্রের অস্থি মজ্জাগত হইয়া আজীবন আমাদিগের উপর প্রচুর আধিপত্য বিস্তার করে।

মানুষ বলের বশ নহে, ভাবের বশ। সমাজ বলের শাসন মানে না, ভাবের শাসন মানে। এই ভাব কোথা হইতে আসে?—এই ভাব রমণী হৃদয়ের, মাতৃচরিত্রের। মাতৃচরিত্রের ছায়া আজীবন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগের মত ও কার্য্যকে পরিমিত ও পরিচালিত করে।

জাতীয় চরিত্রে জাতীয় সমাজ পরিগঠিত ও পরিচালিত হয়। জাতীয় চরিত্র জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন নবনারীর চরিত্রের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র বহুল পরিমাণে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মাতৃচরিত্রের ছাঁচে গঠিত। জাতীয় চরিত্র সমাজের রমণীগণের চরিত্রের ছায়া মাত্র।

পাঠিকা ভগিনি! তোমার ক্ষমতা কত, একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি ইচ্ছা, চেষ্টা, ও যত্ন করিলে সমাজকে স্বর্গের শোভায় বিভূষিত করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাতে নরকের দুর্গন্ধও ঢালিয়া দিতে পার। তোমার

চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে হীন, দুর্ব্বল, অসৎ, কলঙ্কিত, জনসমাজ মহৎ, সবল, সৎ, ও পবিত্র হইতে পারে। এই হতভাগ্য সমাজকে কি একবার তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে না? ভগবান তোমাকে প্রভূত ক্ষমতাশালিনী করিয়াছেন, এস, বোন, সেই ক্ষমতার একবার সদ্ব্যবহার কর, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

ব্রহ্মদেশ বিবরণ।

ধর্ম্ম।

ব্রহ্মদেশে প্রায় সর্ব্বত্র প্রত্যূষে উঠিবামাত্র সাধু লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অন্যান্য বিবরণ দিবার পূর্ব্বে এ দেশের ধর্ম্ম-বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগের অবগতি জন্য লেখা গেল।

বর্ম্মারা সাধারণতঃ বৌদ্ধ, এখন খৃষ্টান সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে * বিশ্বাস করে না। ইহাদের মতে জীব সকল কর্ম্মদোষগুণে অনেক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শেষে নির্ব্বাণ বা মুক্তির অবস্থা লাভ করে। সর্ব্বসমেত এই রূপ ৩১ টী অবস্থা আছে, নিম্ন ৪ টী দণ্ডের অবস্থা, তাহা নরক, রাক্ষস বা জন্তুর অবস্থায় তাহা ভোগ করিতে হয়; ৫ম অবস্থায় মনুষ্য, এই অবস্থায় কর্ম্ম দোষ গুণের উপর তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করে। পরবর্ত্তী ৬ টী অবস্থায় নাট হইয়া কিঞ্চিৎ সুখের অবস্থায় থাকে, তাহার পর আর ২৩ টী অবস্থায় ক্রমে উন্নত হইয়া শেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করে।

গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। তিনি মগধ দেশের রাজপুত্র। কথিত আছে অনেক অবস্থান্তরের পর তিনি, শেষে মনুষ্যের মুক্তির জন্য মানব জন্ম ধারণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয় এবং বৃক্ষ সকল আহ্লাদে তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য মুকুলিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁহার মাতা ও অপরাপর লোকদিগকে বলেন যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং পৃথিবীতে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবেন। ভবিষ্যদ্বক্তারা তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন তিনি ধর্ম্মে বা বলে জগৎ শাসন করিবেন। পাছে তিনি বৈরাগী হন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে সংসারাসক্ত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি

* বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসী সম্প্রদায় ও আছে। স।

করেন নাই। বিবাহের পর ১৩ বৎসর তিনি সংসারাশ্রমে অতিবাহিত করেন, কিন্তু শেষে আর এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি একটী দন্তবিহীন বৃদ্ধকে দেখিয়া জীব সকল যে মৃত্যুমুখে রহিয়াছে তাহা বুঝিলেন, একটী কুষ্ঠরোগীকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া বুঝিলেন যে মানুষ অসুখী এবং নাশের জন্য অগ্রসর হইতেছে। পরে মৃতদেহ সংকার জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পূর্ব্বভাব আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল। অতঃপর একটী প্রফুল্লহৃদয় ধার্ম্মিক লোককে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন মানুষ এমন মন্দ অবস্থায় থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। তিনি তখন আর সংসারবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। ধন মান পরিবার সকলই এক কালে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে বাটীর বাহির হইলেন। প্রায় ২৫০০ বৎসর হইল এই ঘটনা হয়। গয়াতে (যে স্থানকে এখন বুধগয়া বলে) তিনি কিছু দিন গভীর ধর্ম্ম চিন্তায় কাটাইলেন, শেষে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেক লোককে দলবদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, রাজা প্রজা সকলে একত্রিত হইতে লাগিল, জাতিভেদ একেবারে রহিত হইল, রাজা ও ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে কেবল ধর্ম্মের জন্য দুঃখী শূদ্রেরা তাঁহাদের অগ্রগামী হইতেছে। স্ত্রীলোক দিগকে তিনি ভুলেন নাই, তাহাদিগের জন্য তিনি একটী স্বতন্ত্র দল করিলেন। পরে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি দুইটী শাল বৃক্ষে হেলান দিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ সৎকার হইলে ভস্ম লইয়া অনেক স্থানে দেবালয় প্রস্তুত হয়, সে সকল স্থান এখন তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে ৫ টী কার্য্য নিষিদ্ধ আছে, জীবের প্রাণ নাশ, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন ও মাদক সেবন। মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বুদ্ধ দেবের যত চেষ্টা ছিল, তাহার উন্নতি সাধনের জন্য তত চেষ্টা ছিল না। তাঁহার মতে উক্ত পাঁচটী আপদ হইতে মানুষ রক্ষা পাইলে যথেষ্ট হইল, পরজন্মে আরও উন্নত হইবে এবং অবশেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করিবে।

বর্ম্মারা দেবপূজা করে না, কেবল ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার উপায় স্মরণার্থ গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া থাকে এবং তাহাকে জীবিত গৌতমের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে—প্রণাম করে, ফল ফুল পত্র ও প্রজ্বলিত বাতি উপহার দেয় এবং দুঃখিলোক ও জন্তুদিগের জন্য মূর্ত্তির নিকট অন্ন ও পিষ্টকাদি ভোগ দিয়া থাকে।

বর্ম্মা দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলুন না কেন, সাধুদিগের শান্তমূর্ত্তি দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। লেখক এদেশে আসিয়া অবধি অনেক সাধুর সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের নির্ব্বিরোধিতা সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তবে কেবল ঈশ্বরে

তাহাদের বিশ্বাস না থাকায় দুগ্ধে গোমূত্রবৎ হইয়াছে।

সাধুদিগের ৫টী অবস্থা আছে যথা, ১ম কোহিন। পুরুষ এই অবস্থায় অন্ততঃ ৭ দিন অতিবাহিত না করিলে বর্ম্মারা তাহাকে জন্তু অপেক্ষা উন্নত মনে করে না। হিন্দুদিগের উপনয়নের ন্যায় সকল বৌদ্ধ বালকের জন্য এ অনুষ্ঠান হয়। যজ্ঞের পূর্ব্বে বালকের কি কি কর্ত্তব্য, সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বালককে উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া ঘোড়ায় বা গাড়িতে চড়াইয়া রাজছত্র মস্তকোপরি দিয়া গ্রামের চারিদিকে লইয়া বেড়ান হয়, পরে যজ্ঞ বাটীতে তাহার অনুযাত্রী হইয়া সকলে ফিরিয়া আইসে। এখানে ফুসি বা সাধুরা আসিয়া উপস্থিত হন, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে মন্ত্রপাঠ করেন, তখন তাহার রাজবেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া মস্তকের লম্বা চুল কাটিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করা হয়। পরে বালক যোড়হস্তে জানু পাতিয়া ফুসিদিগের দলভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশক মন্ত্র উচ্চারণ করে,তখন সরদার ফুসি ভিখারির হরিদ্রা বস্ত্র এবং ভিক্ষা পাত্র তাহার হস্তে দেন এবং তাহাকে দলভুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া গ্রামের প্রান্তরে আপনাদের বাসস্থানে লইয়া যান। ফুসিদিগের সহিত বালক (এখন কোহিন) দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিবে, পায়ের নিকট হইতে ৪ হাতের অপেক্ষা অধিক স্থান দেখিবে না এবং কাহারো নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে না। গৃহস্থের দ্বারে আসিবা মাত্র গৃহস্থ বাটী বা চামচ করিয়া একপাত্র গরম অন্ন লইয়া আসিবে, ফুসিরা নিঃশব্দে আপনাপন পাত্রে তাহা গ্রহণ করিবে। ব্যঞ্জনাদিও এইরূপে লওয়া হয়। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা ফুসিরা নিজে না আসিয়া তাহাদিগের ছাত্রদিগকে বাটী ইত্যাদি একটী বাঁকে সাজাইয়া পাঠাইয়া দেয়। একটী ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে বালকেরা বসতি ফিরিয়া বেড়াইলে বসতিওয়ালারা আপনাপন অন্ন ব্যঞ্জন যথাস্থানে দেয়। এমনও দেখা গিয়াছে, ফুসি যে ভিক্ষা করিয়া আনেন, তাহা অধীনস্থ ছাত্রদিগকে দেন এবং গ্রামের কোন ধনবান ব্যক্তিপ্রেরিত অন্নব্যঞ্জন স্বয়ং ভক্ষণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ৫টী নিষিদ্ধ ভিন্ন কোহিনদিগের আরো ৫টী নিষিদ্ধ আছে, যথা দুই প্রহরের পর ভোজন, নৃত্যগীত বাদ্য, মুখে রং করা, উচ্চ স্থানে উপবেশন এবং স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রাদির সংস্পর্শ।

২য় পেটসিং ফুসি। কিছুদিন কোহিন অবস্থায় থাকিলে বালক পেটসিং অবস্থায় উন্নত হয়। এই রূপ হইবার সময় একটী যজ্ঞ করা হয়,তাহাতে অনেক ফুসি আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। কুষ্ঠ, কাশি বা রক্তমান্দ্য রোগী, জারজ পুত্র,ঋণী, ক্রীতদাস ও ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক মাতাপিতার অসম্মতিতে পেটসিং হইতে পারে না।

৩য় সেয়া ফুসি। প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে অনেকগুলি ফুসি থাকে, তাহাদিগের মধ্যে মন্দিরাধ্যক্ষকে সেয়া ফুসি বলে।

৪র্থ। অনেকগুলি ধর্ম্মমন্দিরাধ্যক্ষকে গাউং ফুসি বলে।

৫ম। ফুসিরাজকে তাতাসাজেইস বলে, দেশের রাজার শিক্ষকই এই পদ প্রাপ্ত হন সুতরাং নূতন রাজা হইলে নূতন ফুসিরাজও হইয়া থাকেন।

ফুসিদিগের মন্দির প্রায় গ্রামের বাহিরে হইয়া থাকে। দস্যুভয়ে প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে মজবুত বেড়া দেওয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের ঘরে চোর প্রবেশ করিতে বিশেষ ভয় পায়, সেই জন্য ফুসিদিগের মন্দিরে কোন ভয় নাই। স্বাধীন বর্ম্মাদেশে দোষী এমন কি খুনি গিয়া ফুসিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, তাহাকে সেই ঘর হইতে কেহ ধরিয়া আনিবে না। এই ঘর সকল বর্ম্মাদিগের সাধারণ গৃহের ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত, কেবল চালের উপর আবার ২। ৩ থাক চাল দেওয়া হয়। এইরূপ গৃহ দেখিলে ইহা ফুসিমন্দির বলিয়া সাধারণে জানিতে পারে। গৃহের মধ্যে একটী উচ্চস্থানে গৌতমের মূর্ত্তি থাকে, সম্মুখে ফুসি বসে ও সাধারণ লোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহে, পার্শ্বের একটী ঘর ভাণ্ডার ঘরের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, আর একটী ঘরে ফুসি শয়ন করে, অপর স্থান সকল বালকদিগের পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সতী মণ্ডপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাধামণি দাসী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পার্শ্বে মানকর নামক গণ্ডগ্রামে প্রায় নবতি বর্ষ পূর্ব্বে কর্ম্মকার জাতীয় এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে একটি আদর্শ সতী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি দুলালচাঁদ কর্ম্মকারের বনিতা, তাঁহার নাম রাধামণি দাসী। মানকরের প্রসিদ্ধ জমিদার মৃত বাবু হিতলাল মিশ্র মহাশয়ের প্রযত্নে রাধামণির স্মরণমণ্ডপ সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা কখন মানকরে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় হিতলাল বাবুর কৃষ্ণগঙ্গা নামক সুদীর্ঘ সরোবরের সন্নিহিত বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী ডেপুটী ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের বাসা বাটীর পার্শ্বে এই

সতী মহিলার মণ্ডপ দেখিয়া থাকিবেন। সন ১২১৪ অব্দে রাধামণি দাসী ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মণ্ডপোপরিস্থ প্রস্তরফলক দৃষ্টে আমরা তাঁহার মৃত্যুর বৎসর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

রাধামণির বাল্যাবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে, সুতরাং আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তৎ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। রাধামণি লেখা পড়া শিখেন নাই, কিন্তু বাল্যকালে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহার মনোমধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেঞ্জট নামক গ্রামে রাধামণির জন্ম হয়, তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন কর্ম্মকার। তদানীন্তন প্রথানুসারে ভুবনমোহন আপন কন্যার ৮ বৎসর বয়ঃক্রমে মানকরের দুলালচাঁদ কর্ম্মকারের সহিত বিবাহ দেন। দুলালও মূর্খ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় সাধারণ মূর্খের ন্যায় পাষাণবৎ কঠিন ছিল না। তখনকার কামারেরা কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গল, গজাল, প্রেক, কুঠার, কড়া, খন্তা, ছুরী, কাটারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করিত, দুলালও সে সকল কর্ম্মে অপরিপক্ক ছিল না, সুতরাং শালিয়ানা তাহার আয় মন্দ ছিল না। শুনা যায়, চতুর্দ্দশ বিঘা জমার জমি, ৩ বিঘা নিষ্কর ভূমি, একটি পুকুর, ৭টি আমগাছ, দুইখানি ঘর, এক মরাই ধান্য এবং লোহার একটি দোকান এই তাহাদের সম্পত্তি ছিল। রাধামণির সহিত বিবাহ হইবার ৫ বর্ষ পর পর্যান্ত দুলালের বাটীতে লোক জনের অভাব ছিল না, কিন্তু তৎপর বৎসরকার ভয়ানক মহামারীতে সকলে মরিয়া যায়। এক্ষণে গৃহে কেবল দুলাল ও তাহার পত্নী রহিলেন। পাঠিকারা বোধ হয় জানেন, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সখী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নবপরিণীতা বালিকা দূরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে আসিলেই কাঁদিতে থাকে। এখনও এই কান্না কাটা আছে, কিন্তু তখন কিছু বেশি পরিমাণে ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই রাধামণি মানকরস্থ শ্বশুরালয়ে আসিয়া একদিনের জন্যও কাঁদেন নাই এবং মরণ কাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে আর কখনও গমন করেন নাই। দুলালচাঁদ বাহিরের সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন; রাধামণি পাক, জলোত্তোলন, গৃহ পরিষ্কার, বস্ত্রধৌতকরণ ইত্যাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম একাকিনী নিষ্পাদন করিতেন। নিত্য নিত্য একপ্রকার পরিশ্রমজনিত কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু তথাচ কখনও তজ্জন্য তাঁহাকে বিরক্তা হইতে দেখা যায় নাই। দুলালচাঁদ যুবা বয়সে একটি-চক্ষুহীন হইয়া পড়েন। একদিন কার্য্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকের চক্ষুতে সতেজে এক লৌহকণা ছুটিয়া লাগে, ক্রমে তাহাতেই তাঁহার চক্ষু দর্শনশক্তিহীন হয়। দুলালচাঁদ এই ব্যাধিতে কেবল একটী চক্ষু হারাইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাতে

ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া যায়। বোধ হয় চিন্তাই ইহার প্রধান কারণ। যাহাহউক, রাধামণির পতিভক্তি হিমালয়ের ন্যায় অটল, সুতরাং কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি সমভাবে পূর্ব্বের ন্যায় বরং তদপেক্ষা অধিক ভক্তির সহিত স্বামিসেবায় নিযুক্তা হইলেন এবং পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে ব্যস্তা রহিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইরূপে তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয়ের চরিত্র অতিশয় নিষ্কলঙ্ক এবং উভয়ের বুদ্ধি বেশ মার্জ্জিত ছিল। তাঁহারা কখন কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না, অথবা কাহারও মনে কোন সময়ে অকারণ কষ্ট দিতেন না। উভয়েই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং উভয়ে যেন একমন, একপ্রাণ ও একদেহ হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের স্বর্গীয় প্রণয়ের কথাসকল বর্ণনা করিলে হৃদয় অপূর্ব্ব প্রীতি রসে বিস্ফারিত হইয়া উঠে এবং মনোমধ্যে এক অলৌকিক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়। রাধামণির দেবোপম সৌন্দর্য্য, ধীর স্বভাব, অনন্যসাধারণ পতিভক্তি, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, স্বভাবের উদারতা, মৃদু মধুর বচন, সন্তোষ এবং নয়নের উৎফুল্লতা ভাবিলে বোধ হয় যেন আমার চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গীয় পবিত্র হৈম সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া আদর্শসতী রাধামণি ভারতললনাদিগের উপরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বোধ হয় যেন স্বর্গের সতী সখীগণ সহ মিশিয়া রাধামণি ভারতের সতীকুলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য করুণাময় ঈশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাঁহার চরিত্রের সৌগন্ধে দশদিক্ আমোদিত দেখিয়া যেন দেবতাকুল আনন্দে করতালি দিতেছেন। পাঠিকা! একটি পল্লীবাসিনী কামার জাতীয়া রমণীর সতীত্বের কথা শুনিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দরসে স্ফীত হয়? যাহা হউক, ১২১৪ সালে ৪৫বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুলালচাঁদ কর্ম্মকার ধনুষ্টঙ্কার রোগে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। রাধামণির বয়ঃক্রম তখন ৩৪ বৎসর ৭মাস হইয়াছিল। বৈশাখ মাসের ২৪এ তারিখে বেলা সার্দ্ধ দুই প্রহরের সময় মানকর গ্রামের সমগ্র ভদ্রলোক মিলিয়া দুলালের চিতাশয্যা প্রস্তুত করিলেন, ভারে ভারে সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ আসিতে লাগিল, উত্তম ঘৃত, কুসুম, মসলা দ্রব্য, পুষ্পমালা, খই এবং ধাতু মুদ্রা বিবিধ প্রকার পাত্রে সজ্জিত হইল, অবশেষে পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই পশ্চাতে এলোকেশী বেশে ভূষণশূন্যা সতী রাধামণি! অঙ্গে অলঙ্কার নাই, মস্তকে তৈল নাই, কণ্ঠে কেবল পুষ্পের মালা এবং হস্তে আম্রশাখা। ঋত্বিকের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর রাধামণি চিতা শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; যুবক এবং যুবতীরা আনন্দে করতালি ধ্বনি ও

হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই রূপে স্বামিসহমরণে রাধামণির আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল। আমরা সহমরণের পক্ষপাতী কিনা বলিতে চাহি না; কিন্তু চিরকাল কুলকলঙ্কিনী হইয়া জীবিতা থাকা অপেক্ষা স্বামিশয্যায় সহমরণে জীবনোৎসর্গ করা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিদাঘ মধ্যাহ্ন।

গগন মাঝারে বসি কিরণ অনল,
তমোবিনাশন
ঢালিয়া ধরণী পরে—দহিতেছে সকলেরে,
স্থলচর জলচর নভশ্চরগণ;
তরু লতা আদি করি উদ্ভিদনিচয়
এ হেন বিমর্ষ তারা মৃত বোধ হয়।

২

আকাশে তাকাতে,পথে নিঃক্ষেপিতে পদ
শকতি কাহার?
পথের বালুকাচয়—ধান দিলে খই হয়,
জল দিলে বাষ্প উড়ে উপরে তাহার।
শিরোপরি দৃষ্টিপাতে ঝলসে নয়ন
তাহাতে দর্শনশক্তি হয় বিনাশন।

৩

হালিক বলদ সহ কৃষিবলগণ
অংসদেশে হল,
রৌদ্রে রৌদ্র বেশ ধরে,দেখে তায় ভয় করে
আসিছে বলদগণ অতি হীনবল,
স্খলিত চরণ, মুখে উঠিতেছে ফেণ,
অতি শ্রমে অতি ক্লান্ত মৃতপ্রায় যেন।

ঘন দলে আবরিত তরুশাখা ঘরে
বিহঙ্গিনীগণ
তাপভয়ে লুকায়েছে,নানারবে ডাকিতেছে
তলেতে শয়ান তাপে ব্যথিত জীবন
পথিকে কহিছে যেন,—"ওহে পান্থবর,
শুনিয়া জুড়াও প্রাণ আমাদের স্বর।"

৫

করিপাল করিপৃষ্ঠে সাজাইয়া পালা
ঘন বন প্রায়,
অধীর হইয়ে তাতে,ডাঙ্গস মারিছে মাথে,
করিবর হয়ে অতি কাতর, তাহায়
তুষিতেছে শুণ্ডজল করিয়া সিঞ্চন,
প্রহারের ভয়ে কর করি সঞ্চালন।

৬

অথবা যাতনা পেয়ে সেই করিগণ
সুকঠোর স্বরে
ত্রাসিত করিছে দেশ—ধরেছে ভীষণ বেশ
কাদা মাটী মাখি,বেগে আস্ফালিয়া করে
করস্থিত জলে দেহ করিছে সিঞ্চন;—
হাউয়ের শব্দ যথা শ্রবণভীষণ।

সূচীমুখ স্থূলোদর অসম নয়ন,
বিকট আকার,
বরাহ তাপিত হয়ে,—জলমধ্যে প্রবেশিয়ে
কেবল নাসিকারন্ধ্র বাহিরে তাহার,
এমন কাতর ভাবে সুকঠোর স্বরে
ডাকিছে, শ্রবণে দুঃখ হয়, ভয় করে।

৮

জ্বলন্ত প্রান্তরে দেখ মরীচিকা খেলা,
তরঙ্গ যেমন;
শুনেছি বিজন স্থানে—মরীচিকা যেইখানে
উত্তাপিত পিপাসিত বনমৃগগণ
জলভ্রমে তার প্রতি ধাবমান হয়ে,
পিপাসার শান্তি করে প্রাণ বিনিময়ে।

৯

সরোবর! এবে তুমি কত অংশ তাপে
তাপিয়াছ বল?
আর কতক্ষণ পরে,ফুটিবে হে শব্দ কোরে
জলচরবাসভূমি তব এই জল?
অথবা ভানুরে দিয়ে বাস্পরূপ কর
করেছ সুস্থির বুঝি নিজ কলেবর।

১০

সলিল সুশান্ত এবে, সরঃ,কোথা গেল
তোমার আশ্রিত
জীবকুল? সব করে,প্রাণ পরিত্যাগ কোরে
তোমায় কেরেছে নাকি শব্দবিরহিত?
অসামান্য তব গুণে(১) কিম্বা জীবগণ
তলার শীতল জলে কোরেছে শয়ন?

১১

হায় রে কি বিড়ম্বনা বসুধার আজি
দেখে হয় দুখ!
অন্ন জল দান কোরে,জীবে যে পালন করে,
তার আজি পিপাসায় ফেটে গেছে বুক,
স্নানের বসন কিম্বা পক্ষিপক্ষ হতে
চ্যুত জল পিয়ে প্রাণ রাখে কোন মতে।

১২

ব্যাকুল চাতককুল ডাকিছে বারিদে
কাতর রবেতে;—
কিম্বা ডেকে বলিতেছে,চারিদিক পুড়িতেছে,
গৃহবাসী জনগণ, তপন তাপেতে,
কোন মতে এ সময় ছাড়িয়া নিলয়
বাহিরে এসোনা,পুড়ে মরিবে নিশ্চয়।

হিন্দুনারীর ব্রতবিধান।

ইংরাজী সভ্যতার উত্তমতা নিশ্চয়ের পূর্ব্বে এদেশে ধর্ম্মঘটিত যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং নারী জাতির মনে যে প্রকার ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল —তত্তাবতের তালিকা স্বরূপ এই ক্ষুদ্র হিন্দু নারীর "ব্রতবিধান" প্রস্তাব লিখিত

(১) জলের তাপপরিচালকতা গুণ নাই; এজন্য উপরিভাগ উষ্ণ হইলেও নীচের জল শীতল থাকে। নিম্নদেশ হইতে তাপ পাইলে পরিবাহন গুণ বশতঃ সমস্ত জল উষ্ণ হয়। এইটীই জলের অসামান্য ভাব।

হইল। পাঠক পাঠিকাগণ ইহা অপক্ষপাত হৃদয়ে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুরমণীর আচরিত ব্রতগুলি নিতান্ত কুসংস্কারপ্রসূত নহে, এবং অসারও নহে। ঐসকল ব্রত বিধির মধ্যে অনেক উচ্চধর্ম্মের আদর্শ নিহিত আছে এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মনীতির সারাংশ লইয়াই প্রস্তাবিত ব্রত বিধান গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। গুপ্ত ধন ব্রত।

গুপ্ত ধন ব্রত কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, অগ্রে তাহাই বুঝান যাইতেছে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একটী মোদকের মধ্যে একটী টাকা, কি একটী আধুলি, অথবা একটী শিকী গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া, কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া তদীয় হস্তে প্রদান পূর্ব্বক নমস্কার করা হয়। ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া মোদক ভক্ষণের সময় তন্মধ্যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্গুণ আনন্দ অনুভব করিবে, এবং গোপন ভাবে দান করিলে দানের যথার্থ ফল ও গর্ব্বশূন্যতা হইবে, ইহাই উক্তবিধ দান ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রতটী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের পূর্ণিমায় ঐরূপ দান করিয়া অবশেষে পুনর্বৈশাখী পূর্ণিমায় গিয়া উদ্যাপিত করা হয়।

"দক্ষিণ হস্তে দান করিবে, বাম হস্ত যেন না জানে।" খৃষ্টের এই অমূল্য উপদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশীয় নারীজাতির প্রতিষ্ঠিত গুপ্তধন ব্রত কোন অংশেই ন্যূন নহে। কি আশ্চর্য্য উদারভাব! বাম হস্তের জানা দূরে থাকুক, যে হস্তে দান করা হইতেছে, মোদকের মধ্যে দানীয় বস্তু স্থাপিত থাকায় সে হস্তও জানিতে পারে না। দানসম্বন্ধে এরূপ উদার ও উচ্চভাব বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই।

২। জলছত্র।

জলছত্র ব্রতটী প্রতিবর্ষে বৈশাখ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রারম্ভের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানের ইতিকর্ত্তব্যতা কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে।

সুশীতল জল, নারিকেল প্রভৃতি ফল, আসন, তাল বৃন্ত, ও শয্যা প্রভৃতি শ্রান্তিহর দ্রব্য লইয়া পথিকগণের গতায়াত প্রদেশে ও প্রান্তরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট থাকিতে হয়। পথিকগণ রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, নিকটে আসিবামাত্র উক্ত দ্রব্যাদিদ্বারা তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রথমাবধি জ্যৈষ্ঠের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত প্রতি দিনই এতদ্রূপ জলছত্র ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কুলনারীরা স্বয়ং পথপ্রান্তে যান না, তজ্জন্য তাঁহারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাধু সচ্চরিত্র লোক-

দিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে পথিকগণের পথশ্রান্তি অধিক হইবে, তাহারা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইবে, সেই সময় আমরা তাহাদের সাহায্য করিব, সুশীতল জল দিয়া তাহাদের তৃষ্ণা দূর করিব, উত্তম ফল মূল দিয়া তাহাদের ক্ষুধা শান্তি করিব, তালবৃন্ত বীজন করিয়া তাহাদের ঘর্ম্মশ্রান্তি নিবারিত করিব, তৎপরে তাহারা তথাহইতে যথা সুখে অভিলষিত স্থানে যাইবে,—এরূপ উচ্চমন, এরূপ উদার ধর্ম্মভাব, এরূপ দয়াশীলতা বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশেই নাই। এই উদার ব্রত এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ভোগ বিলাসের প্রাদুর্ভাবে এখন আর উহার আদর নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

৩। প্রপাদান ব্রত।

প্রপা-শব্দের অর্থ জলপানের স্থান। পিপাসার্ত্ত পথিকগণ যে স্থানে বসিয়া জলপান দ্বারা পিপাসা শান্তি করে, তাদৃশ স্থান বিশেষের নাম প্রপা। পূর্ব্বকালে রেলগাড়ী ছিল না, সুতরাং লোকসকল পদব্রজেই গতায়াত করিত। দূরদেশে যাইতে হইলে পথিমধ্যে এমন সকল স্থান ছিল যে, ৩।৪ ক্রোশের মধ্যেও হয় ত জলবিন্দু লাভেরও সম্ভাবনা ছিল না। সেই সকল সঙ্কট প্রদেশে-ভারতবর্ষীয় ধার্ম্মিক নরনারীগণ, পথপ্রান্তে ১বা ১৷৷৹ ক্রোশ অন্তর এক একটী প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা স্থাপন করিতেন। একটী বৃহৎ কূপ, তাহা হইতে জল উঠাইবার যন্ত্র ও পাত্র এবং বসিবার একটী সুন্দর স্থান প্রস্তুত করা হইত। ইহারই নাম প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা এবং অদ্যাপি ইহা পশ্চিম প্রদেশে দৃষ্ট হয়।

এই প্রপাদান কার্য্যটী ব্রত বলিয়া গণ্য; কেননা, প্রতি নিয়তই ইহার প্রতি মনোযোগ রাখিতে হয়। এই রূপ লোক-হিতকর ব্রত অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ।

৪। স্বামিসোহাগ ব্রত।

প্রথম রজস্বলা হইবার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের পর, কোন এক সময়ে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠান প্রকার বড় সহজ নহে। নারী যাবৎ না পুত্রবতী হইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রতগ্রহণাবধি পতি ছাড়া হইতে পারিবেন না, পতির মঙ্গলার্থে প্রতিদিন প্রাতে গো, ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাতিদিগকে পূজা করিবেন, পতির আজ্ঞা সাধ্য কি অসাধ্য তাহা বিচার না করিয়া বহন করিবেন, পতির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, পতি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহাগত হইলে পদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা সেবা শুশ্রূষাদি

করিবেন। যাবৎ না পুত্রোৎপত্তি হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এবম্বিধ কঠোর ব্রত বহন করিতে হয়। অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া এ ব্রত এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোপ প্রাপ্ত না হইলে এ ব্রতের দ্বারা পতিগণের বিলক্ষণ উপকার সাধিত হইত এবং পত্নীগণেরও সতীত্ব বৃদ্ধি হইত, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালের ভারতরমণীরা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ তাঁহারা প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই এরূপ কঠোরতর ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান রমণীরা এ ব্রত প্রতিপালনে নিতান্ত অসমর্থা। কেননা ইহাঁরা এক্ষণে দেশোচিত ও কালোচিত সভ্যতার বশীভূতা হইয়া বিলাস-বতী ও ক্লেশবহনে অসহিষ্ণু হইয়া-ছেন।

৫। বীর পঞ্চমী।

ভাদ্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া ৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিভাদ্রের পঞ্চমী তিথিতে ত হইয়া থাকে। ইহাতে বীর-শ্রেষ্ঠ মহাদেবের ও বীরপত্নী পার্ব্বতী-দেবীর পূজা করিতে হয়। পূজাশেষ হইলে বীর পুত্র কামনায় পতিপূজা করিতে হয়। যাবৎ না এই ব্রত সমাপ্ত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ব্রতধারিণীকে শুচি, ও উৎসাহযুক্তা থাকিতে হয়। পতিকেও তাবৎ পর্য্যন্ত শুচি ও সমাহিত হইয়া কালযাপন করিতে হয় এবং পাছে চিত্ত অশুচি হয় বলিয়া পরপত্নীর রূপ-লাবণ্য দর্শন পর্য্যন্ত বর্জন করিতে হয়। পত্নীকেও ঐরূপ ব্যবহারের অধীন থাকিতে হয়। নির্দ্দিষ্টকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পতির সংসর্গ নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিলে ইহার ফলস্বরূপ বীর-পুত্র লাভ হয়। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী স্ত্রী-লোকেরা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিত। বাঙ্গালী রমণীর এ ব্রত প্রতিপালন সাধ্যায়ত্ত নহে।

হিন্দুস্থানী রমণীরা বীরপুত্র লাভকে নারীজীবনের সুফল বা সার্থক্য বিবেচনা করে। বীরপুত্র লাভের নিমিত্ত তাহারা একটী কৌতুকজনক অনুষ্ঠান করে। বালকের ষষ্ঠী পূজার সময়, সূতিকা গৃহে, হিন্দুস্থানী রমণীরা একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি স্থাপন করে। তাহাদের মনোভাব ও প্রার্থনা এই যে, "ইও লেড়কে একঠো সিপাই হোগী।" এই বালক যেন একটী সিপাই হয়। এমন কি তাহার পুত্র ক্ষুদ্রকায় হইবে ভাবিয়া কোমরে বস্ত্র বন্ধন করে না অর্থাৎ কাপড় কসিয়া বা আঁটিয়া পরে না। তজ্জন্য তাহাদের উদর কিছু বড়। আমাদের দেশের কৃশোদরীরা তৎকারণে তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করেন। ফলতঃ হিন্দুস্থানী রমণীগণের উদ্দেশ্য আমাদের বিবেচনায় মন্দ নহে।

৬। আলোকদান ব্রত।

আশ্বিন মাসে বর্ষার শেষ হইলে, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, গৃহে, চত্বরে, চতুষ্পথে, বৃক্ষতলে, প্রাচীরে ও আকাশে আলোক বা প্রদীপ দান করার নাম আলোকদান ব্রত। এই ব্রতটী বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেরই করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে। এই ব্রতের দ্বারা আপাততঃ সাংসারিক লোকের কোন উপকার দেখা যায় না বটে; পরন্তু মনোযোগ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। বর্ষার শেষে ও হিমপাতের প্রারম্ভে নানা প্রকার কীটের উৎপাত হয় ও বায়ু কিছু দূষ্যভাবে বা অহিতকর হইয়া প্রবাহিত হয়। বিবেচনা হয় যে, আলোক প্রজ্বলন দ্বারা উক্ত উভয়বিধ উৎপাতেরই উপশম হইতে পারে। সমস্ত রাত্রি অথবা মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত দীপ প্রজ্বলিত রাখিলে তাহাতে অনেক কীট নষ্ট হয় এবং নিরন্তর ভূরি অগ্নিসংযোগবশতঃ দূষিত বায়ুরও দোষ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই এককালে বিফল নহে।

৭। ধনগচ্ছানি ব্রত।

বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ দিবসে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহের পর, পুত্রোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পুত্র হইলে আর এ ব্রত গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ব্রতের প্রণালী এইরূপ:—

কোন ব্রাহ্মণ কি পতি কি অন্য কোন সদ্ব্যক্তির হস্তে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি দিবস হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন কড়ি, ধান্য, মূল, মোদক, দক্ষিণাসহ প্রদান করিবেক। আগামী বৎসরেও এই রূপ অনুষ্ঠান করিবেক। ক্রমে চারি বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া উদ্যাপন দিবসে প্রথম গ্রহীতাকে বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেক। এ ব্রতটী দানঘটিত, সুতরাং ইহাও নিষ্ফল বা মন্দ নহে।

ভাবিয়া দেখুন, উল্লিখিত ব্রতের অভ্যন্তরে কেমন একটী সুন্দর ধর্ম্মভাব আছে। বালিকা কাল হইতেই যে দানাভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এবং ত্যাগ সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা আবশ্যক, এই ব্রতের দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

উপন্যাস—কুলল

(গত প্রকাশিতের পর।)

ললিত ও বিনোদ দুইজনে কুললক্ষ্মীর অন্বেষণ করিয়া বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিলেন, কোথাও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসিলেন, প্রত্যেক জঙ্গল পর্য্যন্ত লোকদ্বারা তল্লাস করাইলেন, কুল কোথাও নাই। ললিত ও বিনোদ একদিন একটী বড় দীঘির ধারে নিরাশ হইয়া করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মস্তকোপরি সন্ধ্যাকালীন রক্তাভ আকাশ, নিকটে সুবিস্তৃত স্বচ্ছ রুচির দর্পণবৎ দীর্ঘিকা। বিনোদ এক একবার ললিতের মুখের পানে চাহিতেছেন আর যার চক্ষের জল মোচন করিতেছেন। অদূরে রমণীদের মঙ্গলধ্বনি শ্রুত হইল। গ্রামস্থ ভদ্র রমণী ও কুলীনকন্যাগণ এই দীঘিতে সর্ব্বদা জল লইতে আসিতেন। ললিত বলিল "ভাই! এস আমরা এই রমণীদের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনি, যদি সরলার কথা কিছু শুনিতে পাই। দেখ আমাদের দেখিলে উহারা কিছুই বলিবে না, জিজ্ঞাসিলে লজ্জা বশতঃ শব্দমাত্র করিবে না।" বিনোদ অনিচ্ছায় সেখান হইতে সরিয়া দুটী বড় বড় আমগাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন, ললিতও লুক্কায়িত হইলেন। রমণীগণ নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘাট আলো হইল। কেহ জলের সহিত অঙ্গ মিশাইয়া রাঁধিবার ক্লেশ দূর করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা রমণীগণ সন্ধ্যা দেবীর আরাধনা করিতে বসিলেন। একটী যুবতী বলিল "বিনোদা! সে দিন এ ঘাটে যে একটী মেয়ে দেখেছিলাম তা শোন নাই। আহা ভাই, তেমন সুন্দর মেয়ে আর কখন দেখি নাই। আমি ঠিক্ এমন সময় ঘাটে জল নিতে এসেছিলাম, দূর হইতে দেখি কতকগুলি এলো চুল মাথায় একটী মেয়ে বুকজলে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া দুটী হাত বুকের নিকট যোড় করিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম, সে শব্দও করিল না, দেখিলাম তাহার দুটী চক্ষের জলে মুখখানি ভাসিতেছে। মেয়েটীর পরা ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু ভাই তাকে ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হইল না, অবশ্যই কোন ভদ্র লোকের মেয়ে হইবে। আমি বলিলাম তুমি কেগো, আমাদের পাড়ায় ত তোমাকে আর দেখি নাই? আমার কথা শুনিয়া আমার পানে একটু চাহিয়া জলে সাঁতার দিল, আমার সাহস তো জান

আমি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নই। আমিও কলসী রাখিয়া জলে নামিলাম, সাঁতার দিলাম, সাঁতারিয়া তাহার কাছে গেলাম। মেয়েটী আমার গলা জড়াইয়া ধরিল—তখনও আমার সাহস ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু সে আমাকে জলে ফেলিয়া পলাইবার যোগাড় করিল। আমি তবু সাহসকে ছাড়িলাম না, আমি বলিলাম ভাল লোক তো তুমি, অপরিচিতার গলা কেন ধরিলে, উভয়েই যে ডুবিয়া মরিব। মেয়েটী বলিল তুই হেম না হয় বিনোদ, পর কেন? পর হলে কি আমায় ধরিতে জলে নাম্‌তে, কেহ ত আমাকে ধরে না। আমিও অনেক দিন জলে জঙ্গলে মাঠে ফিরিতেছি; আমি দেখিলাম এ খাঁটি পাগল। তখন আমি তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তীরে উঠিলাম। পাগলী আবার বলিল কথা কওনা কেন? তুমি হেম নও, তবে কি আমার মা? আমি বলিলাম আমি তোমার কেহ নই, তুমি কে? পাগলী আবার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আমি তাহাকে কত বলিলাম কিছুই শুনিল না, জলে পড়িয়া ধীরে ধীরে সাঁতার দিতে দিতে গাইল—তেমন স্বর আর শুনি নাই,—'সবে মিলে গাওরে এখন, গাও তাঁরে গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।' গাইতে গাইতে পাগলী চলিল, আমি তীরে তীরে চলিলাম। আবার তাহার গীত থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ওগো তুমি যাবে কোথা? পাগলী এবার হাসিল—গাইল 'যাব কলিকাতা সই, কলিকাতা পাব কই।' সাঁতারিয়া দীঘি পার হইয়া পাগলী ঐ ঝোপের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। আমি বাড়ী গিয়া দাদাকে সকল কথা বলিলাম; তিনি অমনি লোকজন লইয়া তল্লাস করিতে গেলেন।" বিনোদা,—"কেন তোমার দাদার যে এত মাথাবেথা পড়িল?" কুমুদা,—"ঐ যে কুলীন পাড়ার মেয়েকে কি অসুধ দিয়ে পাগল করে দিয়েছে, তার জন্য এ দেশের কেনা খোঁজে? কুললক্ষ্মী বলিয়াই আমার দাদা এত খুঁজিলেন, পাইলেন না, কোথা যে পাগলী চলিয়া গেল তাই দেবতা জানে।" বিনোদা—"ঠিক বোন ঐ কুললক্ষ্মী, তার কথা আমরা সব শুনিয়াছি। ও নাকি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহ ধরিতে পারে না। বিনোদ বাবু বলে নাকি তার কে আছে, তার কাছে যাবে বলিয়া নাকি পাগলী ছুটিয়াছে। আর শুনা যায় পাগলী অনেক দিন হইল একটী কৈবর্ত্তের ছেলেকে জলডুবি হইতে বাঁচাইয়াছিল। ছেলেটী পদ্মায় পড়িয়া যায়, পাগলী নাকি আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ছেলেটীকে বাঁচায়। কিন্তু যেই সকল লোক জমিল, অমনি নদীতে সাঁতারিয়া কোথায় গেল, কেহ দেখিতে পাইল না।" রমণীগণ এইরূপ নানা আলাপ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধাদের সন্ধ্যা সমাপন হইল, তাঁহারা যুবতীগণের প্রতি একবার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। তাহাতেই যুবতীগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহাদের আর ঘাটে দাঁড়াইয়া আলাপ করা হইতেছে না। সকলে আপন আপন কলসী লইয়া চলিল। একটি যুবতী বলিল "বোন! তোদের সঙ্গে আমি চলতে পারি না, কাল সারাদিন কিছুই খাইতে পাই নাই, পিতা মাতা ও তিন বোন উপোস করিয়া দিন কাটাইয়াছি।" বিনোদা—"কেন গো তোদের না সে দিন স্বামী এসেছিল, এমন অবস্থার কথা তাঁরে বলিতে পারিলি না?" "বোন, সেইত অন্নকষ্ট ঘটাইয়া গিয়াছে, তিন বোনের এক স্বামী, ভাত কাপড় দিবে কি? পিতার যাহা কিছু ছিল, সকলি আমাদের বিবাহে গিয়াছে, এখন উপোস করিয়া প্রাণ যায়।" বিনোদা, "রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যে উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে যদি সকল কুলীন চলিত, তবে আর এ দেশ উচ্ছন্ন যাইত না, তোদের দুঃখ করিয়া মরিতে হইত না।" "বোন সে কথা আর বল না, এই আঁটাআঁটিতে কত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। তবু কি এ প্রথার সংশোধনে কেহ মন দেয়? রাসবিহারীর ন্যায় অভাগিনী কুলীনকন্যাদের বান্ধব যদি আর ২।৫ জন হইত, তবে কি আজ কুলীন-সমাজের এত দুর্দ্দশা! তাহারা বৃথা কুলাভিমানের দাস হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছে। সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার কথা কি শোন নাই, সে কথাত সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র।" কুলদা—"ভাই তোমরা যদি সেই মেয়েটিকে দেখিতে পেতে, তবে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতে না, আহা কি নির্দ্দয় সমাজ, কি নির্দ্দয় পিতা!"

বিনোদা,—"ও পাড়ায় সেদিন কি কাণ্ড হয়েছে জান না? মুখুয্যে মহাশয়ের পাঁচ স্ত্রী, মধ্যম স্ত্রী স্বামী বশ করিবার জন্য পানে ভরিয়া এমনই এক অষুদ খাওয়াছিল যে তিন দিন ভেদ বমি হইয়া পূর্ব্ব পুরুষের ভাগ্যের জোরে মুখুয্যে মশায় প্রাণে বাঁচিয়াছেন।"

বিনোদ ও ললিত যেন সহস্র কর্ণে রমণীদের কথা শুনিতেছিলেন। রমণীগণের কথা আর শোনা যায় না, তাঁহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। ঘাটটী নীরব হইল, আলো নিবিয়া গেল। বাস্তবিক তখন অন্ধকারই হইয়াছিল। বিনোদ ললিতের হাত ধরিয়া ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলেন। ললিত বলিলেন "আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, চল এখন কলিকাতা যাত্রা করি, অবশ্যই সরলাকে পাইব।" বিনোদ—"ঠিক কি, নদীতে ডুবিয়া মরিয়া থাকিলে কোথা পাবে? আমাকে কেন আর ত্যক্ত কর ভাই, তুমি কলিকাতা যাও, আমি যতদূর পারি খুঁজিয়া মরিব।" ললিত—"এখন আর এখানে বসিয়া লাভ কি? চল, বাড়ী যাই।" বিনোদ—"ভাই এই পুকুরে সাঁতারিয়া সরলা যে গানটী গাইয়াছিল, এস আমরাও তাহা গাইয়া

হৃদয় শীতল করি। উন্মাদ হৃদয়ও যে মহান পরমেশ্বরের নাম গাইয়া শীতল হইয়াছিল, আমার পাপ হৃদয় কি সেই মধুমাখা নামে জুড়াইবে না?” ললিত ভাবিল যথার্থ ঔষধ বটে, ব্যাকুল হৃদয়ে মহৌষধ ধর্ম্ম, বিপদে শোকে দুঃখে যে এই মহৌষধ সেবন করিতে পারে, সেই শীতল হয়। বিনোদের মনে সেই শান্তি বারি সেচনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। ললিত গাইল ঃ—

“সবে মিলে গাওরে এখন, গাও তাঁরে গায় যারে নিখিল ভুবন।

বিহঙ্গ কাকলী করে,যাঁর নাম সুধা ক্ষরে, মোহিত গগনগিরি সুধাংশু তপন।

ছাড়ি মোহ কোলাহল,সে আনন্দ ধামে চল,শোন সে আনন্দধ্বনি, মুঁদিয়া নয়ন।

সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে, প্রেম নয়ন মেলি কর দর্শন।”

বিনোদের চিত্ত অনেক সুস্থ হইল,তিনি বলিলেন “ললিত! এস সায়াহ্ন রাগিণীতে একটী গান করি। ললিত জয় জয়ন্তী রাগিণীর গীত আরম্ভ করিলেন :—

“গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতিরে। ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।

কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরিরে।”

বিনোদ ও ললিত পরমেশ চিন্তায় হৃদয়ের অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া বাড়ী চলিলেন।

পাঠিকাগণ, আজি এখানেই বিদায় লই। তোমরা আশা করিয়াছিলে, এ বারে কুলর সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ করাইব, তাহা হইল না। আমার কি দোষ? যতদুর সাধ্য খুঁজিলাম, না পাইলে আমার সাধ্য কি? কিন্তু কুলর সহিত না হউক, আরও কত কুলীন কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আর নিরুদ্দেশা রমণীর কিছু খবরত পাওয় গিয়াছে। বিধাতা যদি অনুকূল হন আরও খবর পাওয়া যাইতে পারে এব আশা হয় কুললক্ষ্মীর সহিত সাক্ষা হওয়া এককালে অসম্ভব না হইতে পারে

পাক-বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাকের ঘট

শাক /১ সের, আলু, বেগুণ, কলাই, প্রভৃতি আধপোয়া, বড়ী /।০, একপোয়া, হরিদ্রা ১ মাষা, জীরে ১ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, ধন্যা ১ তোলা, পিটলি ১ তোলা, নারিকেল কোরা ১তোলা, দুধ ৵০ ছটাক, চিনি /০ ছটাক, তেজপাতা ২ মাষা. লবঙ্গ ১ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা,

ঘৃত /০ ছটাক, আদা ১ তোলা, লবণ ২ তোলা।

বড়ীগুলি ভাজিয়া একখানি পাত্রে রাখ। শাক ও সমুদায় তরকারিগুলি হরিদ্রাযুক্ত জলে একত্র সিদ্ধ কর। জল ফেলিয়া দিয়া শাক ও তরকারিগুলি পাত্রান্তরে রাখ। তেজপত্র, লবঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য ব্যতিরেকে আর সমুদায় মসলা ঐ শাক ও তরকারির সহিত একত্র মাথ। বড়ীগুলিও উহার সহিত মিশ্রিত কর। পাকপাত্রে ঘৃত ঢালিয়া তেজপত্র ফোঁড়ন দিয়া ঐ মিশ্রিত শাক সন্তলন কর। সুপক হইলে লবঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য চূর্ণ দিয়া নামাও

মোচার ঘণ্ট

মোচার ফুল /১ সের, বড়ী /i০ এক পোয়া, হরিদ্রা ১ মাষা, জীরে ১ তোলা, মরীচ ৫ মাষা, ধন্যা ১ তোলা, ময়দা ১ তোলা, দুধ ৵০ ছটাক, চিনি /০ ছটাক, তেজপত্র ২ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা, লবঙ্গ ৪ মাষা, আদা ১ তোলা, লবণ ২ তোলা, ঘৃত ৵০ ছটাক।

ফুলের কুচিগুলি সিদ্ধ করিয়া লইয়া শাকের ঘণ্ট রান্ধিবার প্রণালীতে পাক কর।

ইচঁড়ের ডাল্না

ইঁচড় /১ সের, ঘৃত /i০ এক পোয়া, দধি i৵০ ছটাক, আদা ৪ তোলা, ধন্যা ২॥০ তোলা, লবণ ২॥০ তোলা, পিটলি ১ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা, কুঙ্কুম ১ মাষা।

ইঁচড়খণ্ডগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া ইঁচড়গুলিতে আদার রস, দধি ও লবণ মাখ। হাঁড়িতে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ফোঁড়ন দাও। দধি ও মশলা সমেত ইঁচড়গুলি হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেও। রস শুষ্কপ্রায় হইলে ধন্যা ও মরিচ দিয়া সুপক্ক কর। গলিয়া গেলে পিটলি দেও। কিঞ্চিৎ রস থাকিতে গন্ধদ্রব্য ও কুঙ্কুম দিয়া নামাও।

ছোলা ভিজনর সহিত ইঁচড় পাক করিতে ইচ্ছা হইলে অগ্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া ছোলাগুলি ভাজিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে। পরে সন্তলনের সময় হাঁড়িতে দিবে।

আলুর দম।

ছাড়ান আস্ত আলু /১ সের, ঘৃত /i০ এক পোয়া, দধি /i০ এক পোয়া, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, অথবা একটী পাতি লেবুর রস, বাদাম বাটা ৫ তোলা, ধন্যা বাটা ২ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৪॥০ মাষা, গন্ধদ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গচূর্ণ ২ মাষা।

সমুদয় দ্রব্য একত্র মাখিয়া পাকপাত্রে ঢাল। আচ্ছাদন দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া উহার চারি পার্শ্ব ময়দার আঠা দ্বারা বন্ধ কর। একখানি কাঠের আগুনে মৃদু মৃদু তাপ দেও। দধি শুষ্ক হইয়া ঘৃতের ভুড়্ ভুড়্ শব্দ উঠিলে নামাও।

মৎস্য প্রলেহ।

ধৌত মৎস্যখণ্ড /১ এক সের, আলু বা কাঁচকলা /১ এক সের,ঘৃত /.০পোয়া, গন্ধদ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, কুঙ্কুম ১ মাষা, কিশ্‌মিশ্‌ ৵০ ছটাক, বাদাম ৵০ ছটাক, ধন্যা ৪ তোলা, আদা ২ তোলা, চিনি /.০ পোয়া ও লেবুর রস /৷৵০ পোয়ার পানক।

মৎস্য খণ্ড গুলিতে কিঞ্চিৎ লবণ ও কিঞ্চৎ গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ মাখিয়া দেড় ছটাক ঘৃতে লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া সাঁতলাও। কদলী খণ্ড বা আলুর খণ্ড গুলি আধ ছটাক ঘৃতে সাঁতলাইয়া পরে উহাতে পানক ও কিশ্‌মিশ্‌ দিয়া মৎস্যের সহিত একত্র এক বার তাপ দাও। ধন্যা, বাদাম, দধি ও পিটলি দেও, সুপাক হইলে গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ও অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া নামাও।

রোহিত মৎস্যের বিশেষ প্রলেহ।

রোহিত মৎস্য /১ এক সের, ঘৃত /।০ এক পোয়া, ছোলার বেসন /।০ পোয়া, গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা,লবঙ্গ ২ মাষা,মরিচ ৪৷০ মাষা, ধন্যা ৪ তোলা, কুঙ্কুম ২ মাষা, দধি ৵০ ছটাক, লবণ ২ তোলা। মৎস্যের আঁইস ছাড়াইয়া এবং ডানা পুচ্ছ কাটিয়া অখণ্ড মৎস্য বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে পাক কর। পাকান্তে নামাইয়া মৃত্তিকার প্রলেপ খসাইয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বারা ধৌত কর। সাবধানে মাচের মাংস ভাগ হইতে কাঁটা বাছিয়া ফেল। বেসন ও কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ঐ মৎস্যের উপর প্রক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা উত্তম রূপ মিশ্রিত করিয়া থাসা প্রস্তুত কর। ঐ থাসা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য নির্ম্মাণ কর, পরে হাঁড়িতে ঘাস বিছাইয়া জল দিয়া ঐ মৎস্যগুলি পাক করিয়া দৃঢ় কর। কড়াতে ঘৃত ঢালিয়া লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া ঐ মাছ গুলি সাঁতলাও। সাঁতলান হইলে জলে ধন্যা মরিচ ও লবণ গুলিয়া উহাতে দেও। সুসিদ্ধ হইলে বাদাম, পিটলি, গন্ধ দ্রব্য ও কুঙ্কুম বাটা এবং দধি দিয়া নামাও।

ওলকপি ও মোচা চিংড়ীর প্রলেহ।

ওলকপি /১ সের, মোচা চিংড়ী /১ সের, ঘৃত /।০ পোয়া, আদা ২ তোলা, ধন্যা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, মরিচ ৬ মাষা, জীরে ৪ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৫ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, কুঙ্কুম ২ মাষা, তেজপত্র ৪ খান।

কপি ও মৎস্য প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ছটাক ঘৃতে পৃথক্ সন্তলন কর। আদা, জীরে, মরিচ, তেজপত্র ও লবণ অল্পজলে গুলিয়া তদ্দারা কপি ও মৎস্যগুলি সিদ্ধ কর। সুপক হইলে অবশিষ্ট ঘৃতে লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া সমুদায় ব্যঞ্জন সন্তলন কর। ধন্যা, কুঙ্কুম ও গন্ধদ্রব্য চূর্ণ দিয়া ৫ মিনিট পরে নামাও।

মাচের দম।

ধৌত মৎস্য খণ্ড /১ সের, ঘৃত /৷৷০

অর্দ্ধসের, দধি /॥০ আধসের, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, বাদাম ৫ তোলা, ধন্যা ২ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, গন্ধ চূর্ণ ৪ মাষা। মৎস্য খণ্ড গুলিতে তেঁতুল মাখিয়া আধ ঘন্টা রাখ। পরে উপরি উক্ত সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া পাকপাত্রের মধ্যে রাখিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন কর। আচ্ছাদন পাত্রের চারি দিকের ছিদ্র স্থান ময়দার আটা দ্বারা রুদ্ধ কর। একখানি কাষ্ঠে মৃদু মৃদু জ্বাল দাও। প্রথমে পট্ পট করিয়া শব্দ হইবে। অনুমান ২ ঘণ্টা পরে ভুড় ভুড় শব্দ হইলে নামাও।

মাচের বড়া ভাজা।

মাচ সিদ্ধ করিয়া বেসন বা ডাইল বাটার সহিত মিশ্রিত কর। বড়া করিয়া তৈলে ভাজিয়া লও।

ডিম্ব প্রলেহ।

ডিম্ব এক সের, জীরে এক তোলা, মরিচ এক তোলা, আদা এক তোলা, ধন্যা এক তোলা, গন্ধ দ্রব্য চারি মাষা, লবঙ্গ এক মাষা, লবণ তিন তোলা, দধি এক পোয়া, ঘৃত দুই ছটাক, কুঙ্কুম দুই মাষা।

ডিম্বগুলি সিদ্ধ করিয়া খোলা ছাড়াও। প্রত্যেক ডিম্ব দুই খণ্ড করিয়া কর্ত্তন কর। ঐ ডিম্ব খণ্ড গুলি ঘৃত লবঙ্গে সন্তলন করিয়া উহাতে জীরে মরিচ, আদা, ধন্যা, লবণ, দধি ও কিঞ্চিৎ জল দিয়া সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে কুঙ্কুমবাটা দিয়া ও দুই মিনিট পরে গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ দিয়া নামাও।

তাপ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

পরমাণুসকলের গতি বা চঞ্চলতা হইতে তাপের উৎপত্তি হয়। তাপের বিপরীত শৈত্য। পরমাণুসকল যত স্থির ভাব ধারণ করে, ততই শৈত্যের আধিক্য হয়। তাপ ও শৈত্য আপেক্ষিক অর্থাৎ অল্লাধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই আছে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকাতে বস্তুর ঘন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থা উৎপন্ন হয়। ঘন বস্তুতে তাপের অল্পতা ও শৈত্যের আধিক্য, তরলে উভয়ের সমতা এবং বায়বীয় পদার্থে তাপের আধিক্য। তাপদ্বারা পরমাণুসকলের প্রসারণ ও শৈত্য দ্বারা সঙ্কোচন হইয়া থাকে। প্রসারিত হইলে বস্তুর ভার কমিয়া যায় ও সঙ্কুচিত হইলে ভার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তাপের নূতন সৃষ্টিও হয় না, নাশও হয় না। পরমাণুসকলের গতি দ্বারা তাপের স্থানান্তর হয় মাত্র। যখন অগ্নি উদ্দীপিত হয় বা কোন বস্তু তপ্ত হয়, তখন বাষ্প চলে বা বস্তুসকলের অন্তর্গত ছিদ্রসকলের মধ্যে বিচরণ করে।

শীতে যখন শীত হয়, তখন তাহার

কারণ এই যে তাপ যে পরিমাণে জমে, তদপেক্ষা তাহার ব্যয় অধিক হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার বিপরীত। পৃথিবীর অর্দ্ধভাগে যখন শীত, অপরার্দ্ধে তখন গ্রীষ্ম।

অগ্নি প্রথমে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অসভ্য লোকদিগের কার্য্য দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যায়। তাহারা দুই খণ্ড কাষ্ঠ বা প্রস্তর সজোরে ঘষিয়া আগুন বাহির করে। কামারেরাও আগুন না পাইলে কখন কখন একটী প্রেকে ৫।৬ বার হাতুড়ীর ঘা দিয়া আগুন নির্গত করে। জগতে এমত পদার্থ নাই, যাহাতে তাপ নাই। বরফ যে এমত শীতল,তাহারও দুই খণ্ড পরস্পরের সহিত ঘষিলে তপ্ত হইয়া গলিয়া যায়। কাউণ্ট রমফোর্ড জলে কামান থাসিয়া তাহা এরূপ উত্তপ্ত করেন, যে তাহাতে মাংস পাক হয়। প্রথম ঘণ্টায় জলের তাপ ৬০ হইতে ১৭০ ডিগ্রীতে উঠে, আর দেড় ঘণ্টায় জল ফুটিতে থাকে। ৯টা মোমবাতী একত্র জ্বালিলে যে ফল হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়াছিল। আঘাত ও ঘর্ষণই সামান্যতঃ তাপ প্রকাশের কারণ। একটী লৌহপাত্রের উপর হাতুড়ীর ঘা দিয়া জল দিলে তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে।

তাপ সকল বস্তুতে সমান পরিচালিত হয় না—স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার নীচে অন্যান্য ধাতুতে, তৎপরে প্রস্তরে, তৎপরে ইট, কাচ, কয়লা ইত্যাদিতে; পালক, রেশম,পশম,চুল ও জলে সর্ব্বাপেক্ষা কম, এই জন্য শেষোক্ত পদার্থদিগকে অপরিচালক বলে।

তাপ ও আলোক একই পদার্থ, আলোকে গতির প্রকাশ অধিক। বিদ্যুদালোক ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জল তাপের ২১২ ডিগ্রী বা মাত্রা পর্য্যন্ত তাপ বহন করিতে পারে, তাহার অধিক হইলে বাষ্পাকৃতি ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, বাতাস আর তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না।

এক মিনিটে মানুষ ২০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, ইহাই শরীরের তাপোৎপত্তির কারণ। এক মিনিটে মানুষ ৩৩ ঘন বুরুল বায়ু আত্মসাৎ করে, তন্মধ্যে ২৮ বুরুল অম্লজন অঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়।

জ্বলন—তিনটী বস্তুর সহযোগে হইয়া থাকে। জলজন ও অম্লজন যোগে কোন বস্তুর অঙ্গারক উপাদান যখন নষ্ট হয়, তখন তাহা ধূম ও অগ্নিশিখা রূপে বহির্গত হয়। একটী বাতীর জলজন বাষ্পকে উস্কাইয়া অন্য আলোদ্বারা তাহাকে জ্বালা যায়। বায়ুমণ্ডলের অম্লজন তাপের সহিত যোগ দিয়া আরও জলজন উস্কাইয়া দেয়, যতক্ষণ জলজন ও অম্লজনে মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ জ্বলন ক্রিয়া চলিতে থাকে পাউণ্ড জলজন ও ৬ পাউণ্ড অম্লজন ৩৫০ পাউণ্ড বরফ গলাইয়া থাকে। জলীয় বাষ্প

২১২ ডিগ্রী হইতে বরফে পরিণত হইলে তাহা হইতে ৯৫০ ডিগ্রি তাপ বাহির হইয়া ইহার সমান পরিমাণ জলকে উত্তপ্ত করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে আগুনের আঁচ কত ভিন্ন ভিন্ন, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে জানা যায়ঃ—

আধসের কোল বা পাথুরিয়া কয়লা ৪৫ সের বরফ গলায়।

"	কোক	৪৭	"
"	কাঠ	২৬	"
"	কাঠের কয়লা	৪৭৷৷০	"
"	পিটকয়লা	৯৷৷০	"

ঢোঁড়ারাম।

এ সংসারে ফুল বৃথায় ফোটে না। রম্য কাননেই ফুটুক, আর নির্জন বন-প্রদেশেই ফুটুক, কিম্বা বালুকারণ্যের মরুদ্বীপের কোন সীমান্ত দেশেই ফুটুক, আপনার সুগন্ধ আপনার সৌন্দর্য্য যথাসাধ্য বিস্তার করিবেই করিবে। ঐ যে দুঃখিনী অন্নাভাবে শীর্ণকায়া, যদি উহার হৃদয়ে দয়া থাকে, তবে উহার দ্বারা জগতের তেমনি উপকার হইবে, রাজশ্রী-সম্পন্না মহারাণী দ্বারা যেরূপ হইতেছে! কাহারও কথা গেজেটে উঠিল, কাহারও কথা অন্ধকারে ঢাকা থাকিল এই মাত্র প্রভেদ! জগতের উপকারিতা অপকারিতার কিছু ইতর বিশেষ নাই। ওই যে একটী নাম প্রস্তাবের শিরোভাগে রহিয়াছে, ভদ্রসমাজে অজ্ঞাত, পড়িতে কট মট, জাতিতে বিহারী চাষা, নিরক্ষর ভিক্ষোপজীবী—উহার সাধুতা এবং দয়ায় এ সংসারের কি উপকার হইয়াছে শুনিবে?

বহুদিন অতিবাহিত হয় নাই, ঢোঁড়ারাম কলিকাতার অনতিদূরস্থ এঁড়দেহ নামক গ্রামে, কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যখন অতিরিক্ত কায়িক শ্রম ঢোঁড়ারামের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, যখন যে দুই চারি মুঠা অন্ন নিতান্ত না হইলে নয় তাহারও সংস্থান করিতে হইলে তাহাকে সারাদিন খাটিয়া মরিতে হইত, সেই সময়ে একদিন হঠাৎ সে রাস্তার ধারে একজন রোগজীর্ণ খোঁড়া ভিক্ষুককে দেখিল! ভিক্ষুক অনাহারী অকর্ম্মণ্য, কে তাহাকে দয়া করিবে? ইংরেজি সভ্যতা এদেশ হইতে যত ধন রত্ন অপহরণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য একটী প্রধান। আজ অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা দ্বারের ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দি। ধনী ভদ্রলোকে গ্রামপূর্ণ; কিন্তু ঐ দুঃখী ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া কে কাতর? কাহার উদ্বৃত্ত হাঁড়ি হাঁড়ি অন্নের নগণ্য এক মুষ্টি উহার উদরপূর্ত্তির জন্যে ব্যয়িত

হয়? কাহার স্বার্থদর্শনমুগ্ধ চক্ষু উহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকায়? কেহ তাকায় নাই, কেহ ব্যথিত হয় নাই; তাই এই ভিক্ষুক নিরাশ্রয়, নিরন্ন! ঢোঁড়ারাম কাজ কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে দেখিল সেই খোঁড়া ফকির, ক্ষুধায় কাতর, জ্বরে থর থর কম্পিত, রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে! ঢোঁড়ারাম, জিজ্ঞাসা করিল "কে গো তুমি এখানে?" ফকির অতিকষ্টে হাঁই তুলিয়া বলিল "বাপূ, মাথা রাখিবার স্থান নাই, ক্ষুধায় জ্বলিতেছি, রোগে মরিতেছি, চলৎ-শক্তিহীন, আর কি বল?" অশিক্ষিত দরিদ্র ঢোঁড়ারামের পবিত্র উন্নত হৃদয়ে দয়া বল, সহানুভূতি বল, বা ভালবাসা বল, যাহাই বল, তাহারই উদ্রেক হইল; ঢোঁড়ারাম ভাবিল আমি ক্ষীণপ্রাণ, আমি দরিদ্র, আমি ইহার জন্যে কি করিতে পারি? কিন্তু হৃদয়ের বেগতো সামলাইতে পারিতেছি না? ইচ্ছা হয় উহাকে বুকের এক পার্শ্বে আনিয়া বসাই। উহার জন্যে কি কিছু করিতে পারিব না? এই বলিয়া সে একবার বুঝি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, একবার বুঝি সেই অনন্ত আকাশে ও হৃদয়াকাশে মিলাইয়া মিলাইয়া কি দেখিয়াছিল; সে এবার ভাবিল, আর কিছু করিতে না পারি, জীবন দিব। মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া খোঁড়া ফকির কুড়াইয়া কোলে করিয়া আপন সংকীর্ণ কুঁড়্যায় লইয়া গেল রাজপ্রাসাদ, তোমার উন্নত চূড়ায় বজ্রপাত হয় না কেন? ঢোঁড়ারামের পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থের মধ্যে পাঁচটী টাকা মাত্র পুঁজি ছিল; সে ঐ কয়েকটী টাকা শিক্ষিত পণ্ডিতের মত পরিণামদর্শিতা বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল না বলিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যের জন্য নিঃশেষ করিল। ফকিরের জ্বর গেল। তাহার পর কে তাহার আহার যোগায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঢোঁড়ারামের এখন শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আপন উদরান্ন কোন মতে সংস্থান হয়। তাহার পরে আর একটী উদরের দায়! সে কি করিয়া চালাইবে? কিন্তু সে তাহা ভাবিল না। ভগবানের নামে বুক বাঁধিয়া চলৎশক্তিহীনের জন্য এবং নিরুপায় হইলে পরে আপনার জন্য বড় লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় তাহাদিগের আহারের সংস্থান কিছু দিন হইল; কিন্তু ঢোঁড়ারাম আর কুলাইতে পারে না—ভিক্ষা বড় বেশী মেলে না, বহুস্থান পরিভ্রমণ করাও ঢোঁড়ারামের পক্ষে অসম্ভব। অথচ দুঃখীর জন্য আহার সংকুলান করিতেই হইবে। ঢোঁড়ারাম তখন রাস্তার ইট ভাঙ্গিবার কার্য্যে আপনার অতি দুর্ব্বল হস্ত নিযুক্ত করিল, তাহাতে লাভ বেশী, এবং একস্থানে বসিয়া দৈনিক আহারের সংস্থান হয়। তাহার শরীরের যত ফোঁটা রক্ত ছিল, তাহা এই রাস্তার

ইট ভাঙিতে ব্যয়িত হইল, চোঁড়ারামের রক্ত-গ্রথিত সেই রাস্তা দলাইয়া ধনী মানীয় পাদুকা আচ্ছাদিত চরণ নির্ব্বিঘ্নে এবং মহাসুখে গমনাগমন করিতেছে। কিন্তু চোঁড়ারাম যত দিন পারিল এইরূপ বলক্ষয় ও রক্তপাত করিয়া ভিক্ষুকের অন্ন যোগাইয়া অবশেষে, হিতবাদ দর্শন এবং স্বার্থরক্ষিণী নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য ধামে চলিয়া গেল। তাহার পর সেই ভিক্ষুকের কি হইয়াছিল কে জানে! চোঁড়ারামের খবরটা রাখি, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

নূতন সংবাদ।

১। নিউইয়র্কের ভাস্বর কলেজ হইতে ৩০টী রমণী সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। উপাধি বিতরণ দিনে তাঁহাদের অনেকে নানাবিধ বিষয়ে রচনা পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহারা নানাবিধ বাদ্য ও রন্ধন যন্ত্র প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে আমোদিত করেন।

২। পণ্ডিতা রমাবাই ইংলণ্ডে উৎসাহের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি চেলটেনহাম মহিলাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পূর্ব্বদেশীয় ভাষার শ্রেণী সকল খুলিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ (১) বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে ভাষা শিক্ষা দান (২) ভারতগামী সাহেব বিবীদিগের এদেশের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীদিগের সহিত কথোপকথন শিখান, (৩) বিবী মিসনারীদিগকে ভারতের অবস্থাদি বিষয়ে শিক্ষা দান।

৩। মান্দ্রাজে কুমারী পামার নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা আসিয়াছেন, তিনি ডাক্তার ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারিকা।

৪। বারিষ্টার বাবু তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত সিবিলিয়ান হইয়াছেন। ৮।৯ বৎসর বাঙ্গালীর পক্ষে এ দ্বার রুদ্ধ ছিল।

৫। হিন্দুপেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আজি কালি ইংরাজ মহলে তাঁহার ন্যায় আর কোন বাঙ্গালীর আদর ও গৌরব ছিল না।

৬। মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর পরীক্ষণীয় পুস্তকের তালিকা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

৭। পুনার মহিলাগণ একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য পুরুষমণ্ডলী ও গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিয়াছেন। মারহাট্টা রমণী না হইলে এরূপ সৎসাহস প্রদর্শন করে কে?

৮। ডাক্তার আনা এম এল পট্স নাম্নী এক মার্কিনরমণী অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁহার বাগ্মিতা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন।

৯। 'খ্রীষ্টান' পত্র বলেন বাবিলনে বিবাহের নিলাম হয়। বৎসরে একবার

সুন্দরীদিগকে উচ্চতম মূল্যে বিবাহার্থীদিগের হস্তে সমর্পণ করা হয়, তাহাদিগের পিতামাতা আর কোন সময়ে তাহাদিগকে বিবাহ দিতে পারেন না। এইরূপে যে আয় হয়, তাহা কুৎসিত রমণীদিগের বিবাহের যৌতুকরূপে ব্যবহৃত হয়।

পুস্তকাদির সমালোচনা।

১। কএকটী প্রবন্ধ—কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য ||০ আনা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ প্রবন্ধ আছে, উভয়বিধ প্রবন্ধই নীতিগর্ভ ও সদ্ভাবপূর্ণ। গদ্যের মধ্যে অধিকাংশই বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলা বাহুল্য। "দুই পক্ষেরই ভুল," "কেন এমন হইল?" "প্রলোভনের পরিণাম," "সৎ মা" ও "সরোজের" সহিত পাঠিকাগণ সুপরিচিত আছেন। তদ্ভিন্ন "বাড়ীর নির্ব্বোধ ছেলে" এই নীতিগর্ভ উপন্যাস ও সেণ্টপলের একটী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জীবনী আছে। পদ্য প্রবন্ধগুলি অতি সরল ভাষায় ও হৃদয়ের উত্তেজিত ভাবে লিখিত, তাহাতে লেখিকার কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের পাঠিকাগণ পুস্তক খানি পাঠে বিশেষ প্রীত হইতে পারিবেন।

২। আবর্জনা—ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৵ আনা। লেখকের নাম নাই, গ্রন্থের নামটী অরুচিকর, কিন্তু ধুবড়ীর ভিতর খাসা চাল, জঞ্জালের মধ্যে আমরা অনেক রত্নকুচি পাইলাম। বস্তুতঃ ইহার লেখকের উদাত্ত হৃদয় ভাব, মনোহর কবিত্বশক্তি এবং গভীর ধর্ম্মচিন্তার প্রশংসা না করিয়া আমরা নিরস্ত হইতে পারি না। ভাইফোঁটা, শিশুর সরল হাসি, নির্ম্মল রমণী প্রেম, গোপার সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ, শূন্যবিহার, উষাচিন্তা, বিবিধ প্রসঙ্গ এগুলি বিশেষ প্রশংসার্হ।

৩। আদর্শনারী—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় ১৮টী বিখ্যাত রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে, ইহাদের অনেকগুলি ইতিমধ্যে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। রূপমঞ্জরী নাম্নী একটী আদর্শ বৈষ্ণবকন্যার জীবনচরিত সম্পূর্ণ নূতন সংগৃহীত ও বড় আশ্চর্য্য। এই পুস্তকখানি এদেশীয় নারীগণের সুপাঠ্য, সুতরাং যে আদরের সামগ্রী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। রমণীরত্ন—গোয়েণ্ডোলাইন নাম্নী ধার্ম্মিকা ইংরাজ মহিলার জীবনচরিতের অনুবাদ। এতৎ পাঠে পাঠিকাগণ উপকৃত হইতে পারিবেন। মূল্য ।৴০ আনা।

৫। সাধনবিন্দু—শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। আধ্যাত্মিক কয়েকটী গভীরতত্ত্ব, ও ধর্ম্ম সাধনের

কয়েকটী কার্য্যকর প্রকৃষ্ট উপায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্মার্থী নরনারী সাধনের সহায়তা লাভে সমর্থ হইবেন।

৬। বস্তুবিদ্যা—মাসিক সমালোচনী শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠে আমরা আহ্লাদিত হইলাম। ইহাতে নানাবিধ দ্রব্যের গুণ ও সুলভ চিকিৎসার্থ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি লিখিত হইতেছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারজনক হইবে।

৭। প্রচার—এই নামে একখানি নূতন মাসিকপত্রের ১ম সংখ্যা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার একজন প্রধান লেখক। সুতরাং ইহা যে সুপাঠ্য হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্কিম বাবু একটী প্রস্তাবে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তা ও সত্যানুসন্ধানের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধ অধিক থাকিলে পত্রখানির নাম সার্থক হইবে।

৮। নবজীবন—শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। বঙ্কিম বাবু এবং আরও অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার লেখক। ইহা একখানি উচ্চদরের মাসিক পত্রিকা হইবে, অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

৯। নারীনীতি—আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ।

বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর আপন সৃষ্টি মধ্যে যে নর ও নারীকে একইরূপ মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন ও উভয়েই সমান চেষ্টা করিলে মানসিক সম উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না, কিন্তু উহা ভ্রান্তিমূলক বলিতে পারা যায়। যদি একটি বালক ও বালিকাকে একত্রে সমানরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং উভয়েরই শারীরিক বৈষম্য না থাকে অর্থাৎ কেহ স্বাস্থ্যহীন না হয়, তবে উভয়েই সমফল লাভের যোগ্য হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য সকলেই এক প্রকার হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না; পুরুষগণের মধ্যে সকলেই জৈমিনী, কনাদ, কালিদাস, পাণিনী, নিউটন, সেক্ষপিয়র, কিম্বা জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইয়াছেন তাহা নহে, সকলের মধ্যে তারতম্য আছে। অতি প্রাচীন কালে যে স্ত্রী-গণের সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্রের উৎকর্ষতার হেতু কি? কিরূপে তাঁহাদের অন্তঃকরণ গুণরাশির আধার

হইয়াছিল ? উপযুক্ত শিক্ষাই তাহার মূল কারণ,ইহা কে অস্বীকার করিবে ? বিশ্বদেবী,লক্ষ্মীদেবী,খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণ যে পণ্ডিতমণ্ডলীর রত্নস্বরূপা ইহা সকলেই বিদিত আছেন। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালাধিপতি লক্ষ্মণসেনের কন্যার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র রমণী তারাবাই, অহল্যাবাই, সাবিত্রীবাই, তুলসীবাই প্রভৃতি নারীগণ রণনিপুণা ও রাজনীতিজ্ঞা ছিলেন। এ সকল উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত সম্ভবে না, কিন্তু কালক্রমে চর্চ্চাবিহীন হইয়া একবাক্যে স্ত্রীশিক্ষা লোপ পাইয়াছে। যে কোন কার্য্য হউক না কেন আলোচনা রহিত হইলে শিথিল হইয়া আইসে, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র সৈনিকেরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল, কিন্তু ইহা সহজে প্রতীত হয় না কারণ উহারা অতি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। অধুনা পুনরায় দেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সমুচিত ফল প্রদান করে নাই। এখনকার শিক্ষার ফল কেবল নানাবিধ উপন্যাস পাঠ মাত্র। বিদ্যা শিক্ষা করিলে যে সকল সদ্‌গুণ লাভ করা যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। প্রাচীনগণের ন্যায় মানসিক উন্নতি, চিন্তাশীলতা, আয় ব্যয়, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোচিতরূপে পালন করিতে নিপুণা কয়জন? কিম্বা সীতা সাবিত্রীর মত, স্নেহবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কার্য্যক্ষমতা অস্মদাদির মধ্যে কয়জনের আছে ? মিথিলাধিপতিতনয়া জানকী বিজন বনে রাক্ষসীগণের তাড়নায় ও লঙ্কাপতি রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলোভিত হয়েন নাই, তাঁহার ধর্ম্মবৃত্তির প্রবলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। দময়ন্তীকে নলরাজা ভয়াবহ অরণ্যমধ্যে একাকিনী নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যান, পরে তিনি স্বামীকে না দেখিয়া নিজ অবস্থার প্রতি চিন্তা না করিয়া পতির বিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইহা পতিপরায়ণতার স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ। এবংবিধ উৎকট পরীক্ষাতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন,কেবল বুদ্ধিমত্তার গুণে। এরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সদসৎ জ্ঞান তাঁহাদের শিক্ষার ফল। অধুনা প্রায় অধিকাংশেরই শিক্ষা অল্পশিক্ষা অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় হইয়া কোনমতে পত্র লিখিতে পারিলে অথবা ইংরাজী প্রথমভাগ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল মনে করা হয়। যদিও কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী বঙ্গরমণীর শার্ষস্থানীয় হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যনারীগণের সমকক্ষ নহেন। আমাদিগের শিক্ষার সহিত পুরাকালীন স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রভেদ এই যে আমরা তাহাদের ন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ, সদসৎ জ্ঞান, নানা প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ, কার্য্যক্ষমতা, গৃহধর্ম্ম পরিপালনে

পটুতা প্রভৃতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যখন উল্লিখিত অভাব নিচয় মোচন হইবে, তখন আমাদিগের প্রাচীনা দেবীবৎ ভগ্নীগণের সহিত আমাদিগের শিক্ষার বিভিন্নতা দূর হইবে।

শ্রী নিস্তারিণী দেবী
কানপুর।

বর্ত্তমান ভারত নারীর দুর্দ্দশা।

কি দশা তোমার আজ ভারতললনা!
কি ছিলে তোমরা সবে কি ছিলে বলনা!
কই সেই ধর্ম্মভাব সে শিক্ষা তোমার?
বিলাস বাসনা আজ্ আড়ম্বর সার।
স্বামী সহ শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্রের বিচার,
স্বামিপ্রেম, স্বামিভক্তি কিছু নাহি আর,
নাই সেই ধর্ম্মব্রত যাগ যজ্ঞ দান,
সে পূর্ব্ব গৌরব আর নাহিক সম্মান।
তোমরা সুবক্তা ছিলে জ্ঞানবিশারদ,
লিখিতে তোমরা কাব্য ছন্দবদ্ধ পদ,
বীরত্ব আছিল আর ধীরত্ব তেমন,
চাহিতে তোমরা যেতে সমর প্রাঙ্গণ।
সুবীর মামুদ যবে পশিল ভারতে,
নারীর শোণিত উষ্ণ হয়েছিল তাতে,
ছাড়িলে তোমরা সবে গাত্র অলঙ্কার
অকাতরে—সাধিবারে দেশের উদ্ধার।
দেখ না আজিও সেই সুগুণ তোমার
পশ্চিম ভারতে কিছু আছয় প্রচার,
আজো করে মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ললনা
ষড় দরশন, সাঙ্খ্য, বেদ আলোচনা।
কেন এ বিকৃতি আজ্ বলনা তোমার,
কিছুই দেখি না আর কিছুই তাহার?
ইংরাজ পরশে হায়! ইংরাজি আচার
হয়েছে এখন বুঝি তব শিক্ষা সার,
আর নাই স্বামী সহ শাস্ত্র আলোচনা,
আর নাই তোমাদের বীরত্ব বাসনা,
যবন বাতাস স্পর্শে প্রকৃতি তোমার
দেখি সব ভিন্নভাব আচার, বিচার।
আর কি জনমে সেই খ·া, লীলাবতী
আর কি জনমে সীতা, সাবিত্রী সুমতি,
আর কি সে বীরাঙ্গনা যুদ্ধক্ষেত্র প্রতি
চাহে কি ধাইতে আর? দেখ কি দুর্গতি!
ছাড় সবে ছাড় আজ্ বিলাস বাসনা
সে পূর্ব্ব গৌরব রাখ ভারত অঙ্গনা।
উঠ আর্য্যনারী উঠ দেখ নেত্রপাতি,
দেখ চেয়ে দেখ আজ্ দেখ কি দুর্গতি;
আর ঘুমাইও না দেখ নিশা অবসান,
আর ঘুমাইও না ধর প্রাচীন কৃপাণ,
বিনাশি সমূলে আজ কদাচার রীতি,
সুযশ সুনাম রাখ শিখিয়া সুনীতি।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার,
ধাত্রীগ্রাম—কাল্‌না।

No. 236. September 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৬ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৶০ আনা।

গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী।

নারীশিক্ষা—১ম ভাগ—মূল্য ৷৷০ ও ২য় ভাগ—মূল্য ৷৶০।

এদেশে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকাতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহা স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী উপরি-উক্ত দুই খানি পুস্তক বামাবোধিনী সম্পা মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যে ছাপা না থাকাতে ঐ পুস্তক দুই খানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে বামাবোধিনী কার্য্যাল হইতে উহা সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি স্ত্রীলোক মাত্রেই ঐ পুস্তক এক এক বার পাঠ করিবেন।

এই পুস্তকদ্বয় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্ত্রীপাঠ্য আর কয়েক খানি পুস্তক এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামা রচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	মূল্য	৷৶০
ঐ (কাগজের মলাট)	ঐ	৷৷০
কারা কুসুমিকা—	ঐ	৷৵০
বেদিয়া বালিকা—	ঐ	৵০
কৃষকবালা—	ঐ	৷৷
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	ঐ	১০

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷০ মাত্র। স্বল্প মূল্য ৷৶০

নিম্নলিখিত পরীক্ষিত মহৌষধ সকল কলিকাতা ২৮নং ঝামাপুকুর লেনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দের ডিস্‌পেনশরিতে প্রাপ্য।

১। অম্ল পীড়ার মহৌষধ। অম্লউদ্গার অম্লভেদ ও বমন, বুক ও পেট জ্বাল পেট বেদনা ও ফাঁপা, অম্লশূল ইত্যাদি এক সপ্তাহ ব্যবহারে উপশম লাভ হয় মূল্য এক শিশি ৷৶০ আনা প্যাকিং ৴০

২। বৃহৎ হিমসাগর তৈল (দেশীয় শাস্ত্রসম্মত প্রস্তুত) শিরঃপীড়া, মাথাঘোর ও বেদনা, গাত্র ও হস্তপদাদির জ্বালা ইত্যাদির বায়ু ও পিত্ত রোগ সকলের বিশে উপকারী। মূল্য অর্দ্ধপোয়া শিশি ১৲ প্যাকিং ৵০

৩। বাতরাজ তৈল। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের শান্তিকারক। মূল্য অর্দ্ধ পোয় শিশি ৷৶০ আনা প্যাকিং ৵০

৪। ফেরি অয়েল। ভদ্রলোক ও মহিলাদিগের স্নান করিবার ও কে উপযোগী বিনাশের সুগন্ধি তৈল। মূল্য এক পোয়া শিশি ৷৶০ প্যাকিং—৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৬ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীলোকদিগের শিল্পাদি শিক্ষার্থ লণ্ডনের কেনসিংটনের নিকট ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বোর্ডিংস্কুল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই টাকা এক রমণী দান করেন। যুবরাজ সমারোহে বিদ্যালয়টী খুলিয়াছেন।

পাঠিকাগণ শুনিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইবেন, আমাদের ভারতেশ্বরীর পুত্র লিওপোল্‌ডের মৃত্যুর সময় তাঁহার স্ত্রী সসত্বা ছিলেন, সম্প্রতি রাজবধূ একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।

লণ্ডন 'অনাথাশ্রয়' ১৮১৩ সালে স্থাপিত হইয়া এ পর্য্যন্ত ৪৭০০ শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষার সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে ৫৫০ জন পিতৃ-মাতৃহীন বালক বালিকাকে আশ্রয় দান করা হয়। ৭ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখিবার নিয়ম। এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের গত পারিতোষিক বিতরণে ব্যারনেস বর্ডেট কট্‌স স্বামীর সহিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিলাতের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মণ্ডেলা সাহেব দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এক চিত্রশালিকা

খুলিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের লোকেরা ইহার নির্ম্মাণার্থ ৭০ হাজার টাকা দেন। ভারত, চিন, প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ধাতু ও হাড়ের উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লইয়া এখানে রাখা হইবে। সকল উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা দেখিয়া শ্রমজীবীরা সেইরূপ কার্য্য করিতে শিখিবে ইহাই উদ্দেশ্য।. লণ্ডনেও বহু অর্থব্যয়ে এইরূপ একটী শিক্ষালয় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নানাস্থান হইতে অনেক বালক শিক্ষার্থ আসিয়াছে। যুবরাজ এ বিদ্যালয়টীও খুলিয়াছেন।

আমরা পাঠিকাগণকে ইতিপূর্ব্বে অবগত করাইয়াছি যে বিলাতে একটী "রেলওয়ে কমিটী" বসিয়াছে। এই কামিটী স্থির করিয়াছেন আগামী ৫ বৎসরে রেলওয়ের উন্নতির জন্য প্রায় ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। ইহাঁরা যে সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার হয় গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইবেন, নয় উপযুক্ত বণিকদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন।

মথুরা সেতু খুলিয়াছে, ইহা দীর্ঘে ২১০০হস্ত। ইহা দ্বারা উত্তর-পশ্চিম হইতে মালোয়া ও রাজপুতানায় যাইবার বড় সুবিধা হইয়াছে। কাশীর গঙ্গার উপরেও সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

পুনা নগরে সংস্কৃত ও উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি জন্য যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তত্রত্য আর্য্যমহিলা সমাজের এক বৃহৎ সভা হয়, মহিলাগণও অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার অধিকার লইয়া আন্দোলন অনেক দিন হইতে চলিয়াছে, এবার তাহা কিছু পাকিয়া উঠিয়াছে। পার্লেমেণ্ট সম্প্রতি গ্রাম্য মূর্খ ও চাষা লোকদিগকে পার্লেমেণ্টে সভ্য মনোনয়নের অধিকার দিয়াছেন। বিদ্যাবতী ও গুণবতী রমণীরা ইহা স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অবজ্ঞার চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদের বাড়ী বা সম্পত্তির টাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া আইনের অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই—'ভোট দিবার অধিকার না পাইলে টাক্স দিব না।' কুমারী মুলার এই দলের অগ্রণী হইয়া সংবাদ-পত্রে উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় বিধির প্রতিবাদ ও আপনাদিগের কার্য্যের ঔচিত্য প্রদর্শন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য সম্প্রতি সেণ্ট জেম্‌স হলে মহিলাদিগের এক সভা আহূত হয়, তাহাতে এত রমণীর সমাগম হইয়াছিল, যে তাদৃশ আর একটী বৃহৎ গৃহে সেই সময়েই আর একটী

বৃহৎ সভা করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ এবার সহজে ছাড়িতেছেন না।

ইংলণ্ডের মধ্য ও দক্ষিণ অংশের খাল গুলিতে যত নৌকা যাতায়াত করে, তাহাতে ৩০ হাজার স্ত্রীলোক মাজীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চীনের মেয়েরা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে আশ্চর্য্য সাহসিকার সহিত নৌকা চালায়। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা জাহাজের কাপ্তেনীতেও দক্ষতা দেখাইতেছেন। আমাদের মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকেরাও নৌ-চালন বিদ্যায় বড় ন্যূন নহেন।

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরের বামদিকে না থাকিয়া দক্ষিণদিকে থাকিতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়ার একটী লোকের এইরূপ ঘটিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও ৯টী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা হয়, তাহাতে মৃত সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীমান আর্থর গুডিব সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সামরিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও ইনি সর্ব্বপ্রথম হন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়।

এদেশের ছাত্রেরা ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষোন্নতি করিতে পারেন, এই উদ্দেশে ৬টী রাজকীয় বৃত্তি প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও এই বৃত্তিলাভে অধিকারী হইবেন, কারণ এখন বিলাতী উচ্চতম শিক্ষার প্রার্থিনী হওয়া বঙ্গবালাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রায় ৩॥০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে ১০ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভাতে দিবার জন্য তিনি উইল করিয়া গিয়াছেন। এটী একটী সৎ দৃষ্টান্ত।

পারিসে ওলাউঠার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রত্যেক ট্রেণ যোগে হাজার হাজার লোক স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে, ইহাতে নগর শূন্যপ্রায় হইয়াছে। জর্ম্মণ ডাক্তার কচ বলেন পাকনালীর মধ্যে 'মাইক্রোব' নামে একপ্রকার পোকা জন্মে, তাহাই ওলাউঠার কারণ। ভারত ও মিসরে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি এই পোকা প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতে ওলাউঠার সময় খাদ্য ভক্ষরূপ পাক ও জল সিদ্ধ করিয়া পান করা বিধেয়। ময়লা কাপড় দ্বারা পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

কুমারী মেরী ক্লারা ডয়েস নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

'এম এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বিলাতে এরূপ দৃষ্টান্তের এই প্রথম। ইনি এম, এ-দিগের মধ্যে চতুর্থস্থানীয় হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫০ জন স্ত্রীলোক বি এ; ৩ জন এম বি, ও ৮ জন বিজ্ঞানের বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিবী ব্রাএণ্ট মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। এ পরীক্ষা অত্যন্ত দুরূহ, ইতিপূর্ব্বে দেশী বিলাতির মধ্যে কেবল ডাক্তার পি, কে, রায় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইউরোপে ১৯টী মাত্র নগর 'সিটী' নামের যোগ্য, তাহাতে ১ লক্ষের অধিক লোকের বাস। ১০ লক্ষের অধিক লোক কেবল ৪টী নগরে বাস করে—লণ্ডন, পারিস, বার্লিন ও ভিয়েনায়।

গত ২রা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের পঞ্চম জন্মোৎসব সিটি কলেজ গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহিলা ও ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত, প্রার্থনা, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হইয়া অবশেষে মাজিক লণ্ঠনের কৌতুক প্রদর্শন ও প্রীতিভোজনের সহিত কার্য্য শেষ হয়।

বামাবোধিনীর একবিংশ জন্মোৎসব।

এই ভাদ্রমাসে বামাবোধিনী ২১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২২ বর্ষে পদার্পণ করিল। যে করুণাময় পরমেশ্বর ইহার জীবনের সহায় হইয়া ইহার ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা তাঁহার শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তাঁহার মহিমা মহীয়ান হউক, আমরা অদ্যকার শুভদিনে তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি। বামাবোধিনীর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ আজি ইহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহা ঈশ্বরকৃপায় সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার অবলম্বিত ব্রতপালনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হয় এবং নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দর্শনে জীবনের মহাসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসবের দিন আমরা একবার বর্ত্তমান কালে নারীজাতির অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব। আমাদের বর্ত্তমানের সান্ত্বনা ও ভবিষ্যতের আশা ইহারই উপরে নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা মানেন দিন দিন পৃথিবীর কেবল অধোগতি হইতেছে, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই। উন্নতিই জগতের মূলমন্ত্র, এবং সেই উন্নতির চিহ্ন জগতের সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। এক রোম, এক গ্রীস, এক পারস্য, মিসর বা ভারতবর্ষ ধ্বংস হইল,

তাহাতে জগতের ধ্বংস হয় না ; তাহাদিগের স্থানে শত শত নব নব মহারাজ্য উৎপন্ন হইয়া মানবজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া দিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস। স্ত্রীজাতির উত্তরোত্তর অবস্থোন্নতিতে আবার এই সত্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় এরূপ আর কিছুতেই নহে। শারীরিক বলে স্ত্রীজাতি হীন বলিয়া পৃথিবীর আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাহারা পুরুষজাতির অধীনস্থ ও নিম্নপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় ছিল, যখন স্ত্রীজাতিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ প্রাণীর মধ্যে গণনা করা হইত এবং পশুর অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার তাহাদিগকে প্রদান করা হইত না। তাহাদিগের যে মন ও আত্মা আছে, তাহারা যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, কথা কহিতে ও কার্য্য করিতে পারে, ইহা আদৌ স্বীকার করা হইত না। সবল পুরুষজাতির অতিপ্রাধান্যে ও অত্যাচারে দুর্ব্বল নারীজাতি যার পর নাই হীনাবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আজি সভ্যতম দেশ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নারীজীবনের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আজি কালি সভ্যতার আলোকে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকা অধিকতর উজ্জ্বল, প্রাচীন কুসংস্কার ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পতর, এই জন্য স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান উন্নতির পরিচয় লইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহারই প্রতি চক্ষু মেলিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া কি দেখি, সেখানে রমণীরা পুরুষগণের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমেরিকার সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) পদের জন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকও প্রতিদ্বন্দ্বী। জজ, বারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক, বণিক, শিল্পী, জাহাজের কাপ্তেন ও আফিসের কেরাণী সকল ব্যবসায় ও পদে স্ত্রীলোকের অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। যেখানে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৭৫ জন স্ত্রী-উকীল, ১৬৫ জন ধর্ম্মপ্রচারিকা, ২৪৩২ জন স্ত্রী ডাক্তার, ৩২০ জন গ্রন্থকর্ত্রী, ২২৮ জন সংবাদপত্র সম্পাদিকা এবং ১ লক্ষ, ৫৫ হাজার ৩৭৫ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে উন্নতি কিরূপ খরবেগে চলিতেছে, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যায়। তথায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য শিক্ষাসমিতি, ব্যবসায়সমিতি এবং জাতীয় উন্নতি সমিতি সকল বিদ্যমান,তাহাতে শত সহস্র স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া স্বজাতির এবং সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত। স্ত্রীলোকের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের পথের প্রতিবন্ধক সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে, তাঁহারা সমাজের সবল অঙ্গ হইয়া স্বাধীনভাবে ইহার জীবন পোষণ করিতেছেন। কেবল স্বদেশে নয়, ইহাঁরা

বিদেশে পর্য্যটন করিয়াও বিজাতীয়দিগের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত! ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্যুইজর্লণ্ড, ইটালী, জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপের সভ্যতম দেশেও স্ত্রী জাতির ক্রমোন্নতির আমরা পরিচয় পাইতেছি। ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকল স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার জন্য ক্রমে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। উচ্চ গণিত,দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে রমণীগণ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন। ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যাবসায়িক বিদ্যাতেও ক্রমে তাহাদিগের অধিক কৃতকার্য্যতা দেখা যাইতেছে। দেশহিতকর কার্য্যে নারীগণের কত উৎসাহ! তাঁহারা সমবেত হইয়া অনেকগুলি নারীসভা করিয়াছেন। আবার শুনিতে পাই, কোথায়ও একটী রমণী ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথাও এক রমণী প্রভূত ব্যয়ে অন্ধ-নিবাস ও শ্রমজীবিবিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন, কোথাও পিতা দুহিতা, স্বামী ভার্য্যা দেশহিতকর কার্য্যে পরস্পরে পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছেন। পার্লেমেণ্টে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন মত দিবার অধিকার নাই, এই অন্যায় প্রথা পরিবর্ত্তনার্থ ইংরেজ রমণীগণ কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন! এ সকলই নারীর জীবন্ত ভাবের পরিচায়ক।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের যে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইউরোপের অন্যান্য অংশেও তাহা অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। পারিস, জুরিচ ও আরও কয়েকটী স্থানে স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর উন্নতি দেখা যায়। রুসিয়া সভ্যতা অংশে যে এত হীন, সেখানেও স্ত্রীশিক্ষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বিদেশ হইতে এখন এক বার স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ভারতবর্ষ এখনও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানকার কোটী কোটী রমণী কারার বন্দিনী হইয়া কত প্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণায় যে জীবনপাত করিতেছেন, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? কৌলীন্য, চিরবৈধব্য, বাল্য-বিবাহ, দাসীত্ব প্রভৃতি কুপ্রথা আজিও কত নারী জীবনকে পেষণ করিতেছে, তাহার গণনা কে করিবে? চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ পরাধীন অর্থাৎ মনুষ্যত্ব-বিহীন যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এখানে। কিন্তু দশদিকব্যাপী এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার রশ্মি কি আমরা দেখিতে পাই না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে বঙ্গবালাগণ—এম এ' ও 'বিএ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কি আছে? লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজ মহিলা সবে এবৎসর 'এম এ' হইয়াছেন,

বঙ্গবালা সে গৌরব তৎপূর্ব্বেই লাভ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ১০। ১২ টী স্ত্রীলোক ডাক্তারীর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—কলিকাতা ও বোম্বাই মেডিকেল কলেজের দ্বারও তাঁহাদিগের প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগে বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে দেশীয় রমণী ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। একটী মহারাষ্ট্রীয় নারী ইংলণ্ডে ও আর একটী আমেরিকায় গিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দানে সকলকে আশ্চর্য্য করিয়াছেন এবং উচ্চতর শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ে দেশীয় স্ত্রীলোক-দ্বারা সাময়িক পত্র সম্পাদিত হইতেছে। স্ত্রীলোক গ্রন্থকার ও লেখিকার দৃষ্টান্ত ক্রমে অধিক পাওয়া যাইতেছে। রমণীগণ সম্মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করিয়াছেন ও সমবেতভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। দেশীয় রমণী শিক্ষয়িত্রী, সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াও আপনাদিগের উচ্চ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বর্দ্ধনার্থ ক্রমে দেশমধ্যে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় ও সভা প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। পূর্ব্বে শতবর্ষে যাহা হয় নাই, এখন ৫ বর্ষে তাহা সম্পন্ন হইতেছে। এইরূপ উন্নতির গতি ও লক্ষণ দেখিয়া ভারতের ভাবী ভাগ্য আর নিরাশাকর বোধ হয় না, প্রত্যুত ভারতনারীর ভবিষ্য জীবন চিন্তা করিয়া আমাদিগের মনে অপার সুখ ও আনন্দের উদয় হয়। ঈশ্বর করুন "নারী জাতির উন্নতিতে ভারতের মহোন্নতি" এই সত্য দেশবাসী সকলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করুন, এবং এই উন্নতির সহায়তা সাধনে সকলে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হউন্।

নারী জীবন।

২৮। রমণী পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী।

রমণী পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী। পরিবার তাঁহার রাজ্য। অন্যত্র পুরুষের অধিকার সর্ব্বোচ্চ; এখানে রমণীর অধিকার সর্ব্বোচ্চ। অন্যত্র রমণী পুরুষের অধীন, এখানে পুরুষ রমণীর অধীন। পুরুষ বাহিরের রাজ্যে একচ্ছত্র; রমণীর সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। রমণী গৃহরাজ্যে একচ্ছত্র, এখানে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। যে পুরুষ এই সামান্য সত্য শিক্ষা করেন নাই, যিনি বাহিরের রাজ্যে রাজত্ব করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া গৃহরাজ্যেও রাজা হইতে চাহেন, তিনি অতি ভ্রান্ত। তাঁহার গৃহ নিশ্চয় অশান্তিপূর্ণ হইবে।

গৃহ রমণীর রাজ্য, এখানে পুরুষ মন্ত্রী হইবেন; রাজা হইতে চাহিবেন না। রমণীও বাহিরের রাজ্যে পুরুষের মন্ত্রী হইবেন, তাঁহার সহায় হইবেন; কিন্তু রাণী হইতে চাহিবেন না।

বাহিরের রাজ্য শাসন করা সহজ, সেখানে বলের আধিপত্য। গৃহরাজ্য শাসন করা কঠিন, এখানে প্রীতির আধিপত্য। সেখানে সিপাহীশাস্ত্রীর শাসন, এখানে চরিত্রের শাসন।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট হয়। গৃহ-কর্ত্রীর দোষে পরিবার উচ্ছৃঙ্খল হয়। যে গৃহে গৃহিণীর চরিত্রের গুণে পরিবার-বর্গ সকলে তাঁহার বশীভূত; যে গৃহে গৃহিণীর সদ্ভাব প্রভাবে চিরপ্রেম, চির-পবিত্রতা বিরাজিত; যে গৃহে গৃহিণীর প্রাণ ধর্ম্মতৃষ্ণায় আকুল; সেই গৃহ এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি।

গৃহিণীর চরিত্রের ছায়া সমস্ত পরি-বারের উপর পড়ে। গৃহিণী সূর্য্য; পরি-বার চন্দ্র। গৃহিণীর চরিত্রের আলোকে সমুদায় পরিবার আলোকিত। তাঁহার দৃষ্টান্তে, অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার চরিত্রের ছাঁচে পরিবারের চরিত্রের গঠনাদি নিয়মিত হয়।

দৃষ্টান্তের শিক্ষা দৃঢ়তম শিক্ষা; বিশেষতঃ শৈশব জীবনে। গৃহিণীর চরিত্র হইতে পরিবারের শিশুগণ আপনাদিগের চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করে। গৃহিণীর জীবন সদ্ভাবে পূর্ণ থাকিলে সমুদায় পরিবারে তাহা ব্যাপ্ত হয়। গৃহকর্ত্রীর জীবন অসদ্ভাব-প্রবণ হইলে সমগ্র পরিবারের উপর মলিনতা মাখাইয়া দেয়।

প্রভু ভৃত্যের আদর্শ। পরিবারের দাসদাসীগণ গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাঁহার ভাব স্বভাব দেখিয়া আপনা-দিগের ভাব স্বভাব নিয়মিত করে। যে গৃহের গৃহিণী শান্তশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা, এবং পরসুখান্বেষিণী; সেই গৃহের দাস দাসীগণও অল্পাধিক পরিমাণে, শান্ত, সুশীল, ধর্ম্মরত এবং পরোপকারী হয়।

যে গৃহের গৃহকর্ত্রী বিলাসপ্রিয়া, আত্মসুখান্বেষিণী, এবং রিপুসকলের বশীভূত, সে গৃহে কখনও পরমেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

যে গৃহের গৃহিণী অকর্ম্মণ্য, অলস, অবিবেচিকা, এবং অপরিণামদর্শিনী, সে গৃহের শ্রী কখনও বর্দ্ধিত হয় না।

যে গৃহের গৃহিণী উদ্ধতস্বভাবা, কর্কশ-ভাষিণী, এবং সর্ব্বদা অপ্রসন্না, সে গৃহে কখনও শান্তি স্থাপিত হয় না।

গৃহের শান্তি, পবিত্রতা, এবং শ্রীবৃদ্ধি সকলই গৃহকর্ত্রীর চরিত্রের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে।

পাঠিকা ভগিনি! একবার ভাব দেখি তোমার ক্ষুদ্র মস্তকে ভগবান কেমন গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন! তোমার চরিত্রের ছায়ায় একটী সমগ্র পরিবারের চরিত্র গঠিত হয়; তোমার হস্তে একটী পরিবারের বৈষয়িক এবং পারমার্থিক মঙ্গলামঙ্গলের ভার ন্যস্ত; তোমার

শাসনাধীনে একটী সমগ্র পরিবার,—এত গুলি সুকুমার বালকবালিকা, এতগুলি গরিব দাস দাসী স্থাপিত হইয়াছে;—ইহাদের সকলে দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের জন্য তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে; তোমার দায়িত্ব কত; তোমার জীবনের কর্ত্তব্য ভার কত গুরু, কত মহৎ! তুমি যদি ইচ্ছা, চেষ্টা, এবং যত্ন কর, এই পৃথিবীর পরিবারগুলিকে স্বর্গের বিমল শোভায় বিভূষিত করিতে পার। তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবতী হও, ভগবানের নিকট ধর্ম্মবল এবং সদ্ভাব ভিক্ষা করিয়া যদি তোমার গৃহরাজ্যের সুশাসনের প্রতি মনোযোগিনী হও, পরমেশ্বরের কৃপায়, আর তোমার চরিত্রের গুণে, অশান্তিপীড়িত সংসার, দুঃখে জর্জ্জরিত মানুষ এই পৃথিবীতে একটুকু শান্তির স্থান পাইতে পারে! তুমি কি তাহার সাহায্য করিবে না?

সতী-মণ্ডপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরাজকুমারী।

১৭৫৫ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের যে দুঃসময় গিয়াছে, তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে; এই সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় এবং এই সময় হইতেই হিন্দুজাতি স্বাধীনতার সুমধুর আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতার কঠোর লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হন। এই মহাপতনের অশুভ ফল আমাদিগকে এখন ভোগ করিতে হইতেছে, এই অশিব সময়ের হিন্দু রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদজনিত কুটিলতা রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে এতদ্দিনে করিতে হইতেছে। না জানি ভগবান আমাদের কপালে আরও কত দুঃখ লিখিয়াছেন! কিন্তু যখন দেখি এই মহাদুর্দ্দৈব সময়েও হিন্দু রমণীগণ নারীজন্মের সার বস্তু সতীত্বরত্নকে বিকৃত বা বিক্রীত করেন নাই, যখন দেখি এই অশুভ সমরব্যাপারের মধ্যেও হিন্দুমহিলাগণ নশ্বর পার্থিব বিভবের লোভে আপনাদের স্বভাবজ সদ্গুণসমূহ অপাত্রে বিসর্জ্জন করেন নাই, যখন দেখি এই অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারময় গগনেও হিন্দু সতী শশীর জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হয় নাই, তখন মনে হয় ভূতলে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব লোপ হইতে এখনও অনেক বাকি আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে যখন আমাদের দেশীয় রমণীর এতাদৃশ সতীত্বের কথা

জানিতে পারি, তখন বাস্তবিকই হিন্দু মহিলাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা বলিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়। বিরাজকুমারীর ইতিবৃত্ত এইরূপ মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আলমগীর বাহাদুর বাদসাহ হইয়া বসিলেন, তখন দিল্লীর অবস্থা জলশূন্য সরোবর এবং সম্রাটের অবস্থা ভূমিশূন্য নরপতিবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাট, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট এই সমুদয় প্রদেশ দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক এক জন স্বাধীন রাজার করায়ত্ত হইয়া এবং শিখ ও জাঠ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত সম্প্রদায় আপনাদিগকে সম্রাটশাসন হইতে বিমুক্ত ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিল। এদিকে বাঙ্গালা দেশে সেরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। আর এক দিকে গাজী-উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, সুতরাং সম্রাটপ্রবরের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। এই সময়ে আমেদ আব্দালী নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান আফগানিস্থানে বাস করিতেন; তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্জাবের স্বত্বাধিকারী। গাজি-উদ্দীন পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে শুনিয়া আব্দালী ভারতবর্ষে সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্গানিস্থানে প্রবেশ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাতে আমেদ্ আব্দালির সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের মহাসমর বাধিয়া উঠিল। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথ নামক ক্ষেত্রে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়; হিন্দুদিগের পক্ষে পেশোয়া বাজী, পেশোয়া সদাশিব, বিশ্বনাথ সিন্ধিয়া, হুলকার, রামজী সামন্ত, হীরা সিং এবং তৎসহ ১লক্ষ ৪০ হাজার সৈনিক পুরুষ, ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতি এবং ২ শত কামান ছিল। আমেদসার পক্ষে বাঙ্গালার নবাব সাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, আলী-গোহর, মোস্তফা গোল্ মহম্মদ, ফয়জাবাদের বিখ্যাত বীর আবদুল্লা এবং তৎসহ ৫০ হাজার অশ্বারোহী, ৩৮ হাজার পদাতি ও ৩০ টি কামান ছিল। এই জগদ্বিখ্যাত মহাসমরে মহারাষ্ট্রীয় বীর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়েন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতাও চিরকালের জন্য লোপ পাইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রস্তাবের ইতিবৃত্ত ঠিক্ এই সময় হইতেই আরব্ধ।

প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্রীয়দিগের পতন, নিধন ও পরাজয়ের সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আমেদ আবদালী ভারত লুণ্ঠনে রত হইলেন এবং যথেষ্ট অর্থ ও

রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া আপনার প্রিয় সেনাপতি মোস্তাফা গোল মহম্মদকে নবাধিকৃত রাজ্যের শাসন ভার দিয়া আফ্‌গানিস্থানে প্রস্থান করিলেন। গোল মহম্মদ অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বলিয়া হিন্দু জাতির উপর উপদ্রব আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, পুরুষের ধন প্রাণ, দেশীয় রাজাদের সম্মান এবং আপামর সাধারণের মর্য্যাদা রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, পাণিপথসমরে হীরা সিংহ নামে যে শীকজাতীয় মহাবীর মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই বিধবা পত্নীর নাম বিরাজকুমারী। বিরাজকুমারীর বয়ঃক্রম তখন চতুর্ব্বিংশ বৎসর মাত্র, ইহাঁর পিতা ভানুরাজ একজন বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। ভানুদুহিতা সম্মুখ সমরে আপন স্বামীর নিধনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, কিন্তু স্বামীর মৃত দেহ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। গৃহে আসিয়া এক খণ্ড কাগজে তিনি আপনার স্বামীর প্রতিকৃতির যাথ্যমত চিত্রপট প্রস্তুত করিলেন। পাণিপথ হইতে একবিংশ মাইল দূরবর্ত্তী রঘুপুরে ইহাঁর শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয় তথা হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিম। বিরাজকুমারী লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু বড় বলবতী, রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। দুষ্ট গোল মহম্মদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্বরেই হীরা-বনিতার উপর পতিত হইল। পিতা ও ভর্ত্তাহীনা অনাথা রমণীর গৃহ দুষ্ট যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। কিন্তু প্রথমে কোন প্রকার উপদ্রবের সূত্রপাত দেখা গেল না। গোল মহম্মদ বিরাজকুমারীকে পত্নীভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ প্রকার প্রলোভনে তাহাকে বশবর্ত্তিনী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিল না। দুষ্ট যবন ছাড়িবার পাত্র নহে, সুতরাং ভয় প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। তখন বুদ্ধিমতী বিরাজকুমারী বলিলেন "আপনি পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটীরে আমার সহিত গোপনে গমন করিলে আপনার কথার উত্তর দিতে আমি সক্ষম হইব, এত লোকের সম্মুখে আমার কথা ব্যক্ত হওয়া সুকঠিন।" মহম্মদ তাহাই করিল, কিন্তু হতভাগ্য জানিত না যে তাহারই কক্ষস্থিত অসি তাহারই মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য শাণিত হইয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে উভয়ে প্রবিষ্ট হইলে দ্বার রুদ্ধ হইল এবং বিরাজকুমারী হঠাৎ এক পদাঘাতেই যবনকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার কক্ষস্থিত তরবারী সজোরে কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারাই পাপীর মস্তককে স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। এ দিকে মুসলমান সৈন্যেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও সেনাপতির কোন বার্ত্তা না পাওয়াতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া

ন, এবং গৃহের অর্গল রুদ্ধ ও ভিতরের নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সৈন্যগণ দ্বার ভগ্ন করিয়া দেখিল সেনাপতির মৃতদেহ রক্তসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে এবং বিরাজকুমারী এক মনোহর চিতা সাজাইয়া এক হস্তে এক খানি পুরুষমূর্ত্তির চিত্রপট ও অপর হস্তে কতকগুলি পুষ্প ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সৈন্যেরা যেমন তাঁহাকে ধরিতে গেল, অমনি তিনি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন। এইরূপে বিরাজকুমারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইউরোপীয় লেখকেরা অতি ভক্তির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সতীত্ব রক্ষার কৌশল দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে আদর্শ সতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোস্তাফা গোলমহম্মদ রূপবান, বিলাসী এবং অত্যাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিরাজকুমারীর স্মরণমণ্ডপ আজিও ভগ্নস্তূপাকারে বর্ত্তমান আছে।

প্রাণি-তত্ত্ব।

মার্জার

পশুদিগের মধ্যে বিড়ালের মত আদরে ও সুখে আর কাহাকেও মনুষ্যের গৃহে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের আহারের উৎকৃষ্ট অংশ ইহার খাদ্য, মনুষ্যের শয্যার এক পার্শ্বে ইহার শয়নস্থান, মনুষ্যের ক্রোড়ে বসিয়া প্রিয়তম বংশধরের মত যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসা না পাইলে ইহার মন উঠে না। কিন্তু ইহার মত আর কোন পশুই মনুষ্যের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্যের জন্য খাটিতে অনিচ্ছু ও অপ্রস্তুত নহে। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বফোন ইহাকে অকৃতজ্ঞ বন্ধু বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মার্জারপ্রিয় বিলাসিনীগণ বিড়ালের এরূপ নিন্দা অজ্ঞতাসূচক মনে করেন। পোষা বিড়াল অশেষ প্রকার ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিয়া আপনার কর্ত্রীকে কত আমোদ প্রদান করিয়া থাকে, কর্ত্রীর অদর্শনে তাহার প্রাণ "হান টান" করিতে থাকে, তাঁহার পুনর্দর্শনে সে কত প্রকারে আহ্লাদের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়! শিক্ষা ও সদয় ব্যবহার দ্বারা বিড়ালকে মানুষ করা যায়, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। যাহাহউক বিড়াল মো সাহেবের কাজ বেশ করিতে পারে—খাটা খাটুনির মধ্যে আপনার তৃপ্তির জন্য সময় সময় ইন্দুর ধরিতে প্রস্তুত

তদ্ভিন্ন তাহার কাজ কর্ম্ম বড় অধিক দেখা যায় না।

বিড়াল দেখিতে ক্ষুদ্রাকার হউক, কিন্তু আত্যংশে বড় ছোট নহে। ইহা সিংহ ও ব্যাঘ্রের জ্ঞাতি। প্রাণিতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ অনেক পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন আকৃতি প্রকৃতি, চাল চলন প্রভৃতি বিষয়ে পশুরাজও তাঁহার মাতুল বিড়ালেরই অনুরূপ। এই জন্য তাঁহারা উহাদিগকে 'বিড়াল জাতীয়' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই জাতীয়েরা স্বাভাবিক অবস্থায় দিবারাত্রি সচেতন ও চটুল। ইহারা অধিক দৌড়িতে পটু নহে, কিন্তু লম্ফন ঝম্পন, পরিক্রমণ ও নিঃশব্দ পদচারণে বড় দক্ষ। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ, বিশেষতঃ গোধূলি সময়ে। শ্রবণশক্তিও প্রখর, ঘ্রাণশক্তি কুক্কুরের অপেক্ষা ন্যূন। আস্বাদনশক্তি অতি মন্দ। রসনা চর্ব্বণ ও আস্বাদন উভয় কার্য্যই সাধন করিয়া থাকে। ইহার ধারে সেঁকুল কাঁটার ন্যায় অসংখ্য কণ্টক আছে, তদ্দ্বারা শিকারের মাংস ছিন্ন হইতে পারে। ইহাদের স্পর্শ-শক্তি গোঁপের কেশমূলেই অধিক। বিড়াল ভূ-চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত। ইহার কারণ এই, চন্দ্র যেমন এক এক করিয়া পূর্ণ ষোড়শকলা প্রদর্শন করে, বিড়াল আপনার চক্ষুতে তাহার সম্যক্ অভিনয় করিয়া থাকে। উজ্জ্বল আলোকে বিড়ালের চক্ষের তারা নিষ্প্রভ ও সূক্ষ্ম রেখাকৃতি মাত্র, গাঢ় অন্ধকারে তাহাই উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রাকার প্রতীয়মান হয়।

বিড়ালেরা স্বাধীন জীব, দাসত্ব ও বন্ধনের ন্যায় আর কিছুই তাহাদিগের নিকট ক্লেশকর নহে। খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া যদি চারিদিকে খাদ্যবস্তু প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত করিয়া রাখ, তাহারা অবসাদ ও অনাহারে মরিবে, তথাপি তাহা স্পর্শ করিবে না। লেমার নামক এক সাহেব এক বিড়ালকে খাঁচায় বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে ২।৩টী ইন্দুর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বিড়াল উদাসীন ভাবে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল মাত্র,ধরিবার চেষ্টাও করিল না। ইন্দুরেরা সাহসী হইয়া তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল, বিড়াল তথাপি পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। খাঁচা মুক্ত করিয়া দিবা মাত্র তাহাকে পূর্ব্ববৎ সবল ও শিকার-প্রিয় দেখা গেল। বিড়ালকে বশীভূত করিতে হইলে অবরোধই তাহার উৎকৃষ্ট উপায়, ইহা গুরুতর আঘাতের কার্য্য করিয়া থাকে।

সুস্বরে বিড়ালদিগের চিত্ত বড় আকৃষ্ট হয়। কুকুরের ন্যায় তাহারা বংশীধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসে। বিড়ালের সঙ্গীতালাপ বড় চমৎকার। একসময় সেণ্ট জার্ম্মেণ মেলাতে ইহার মহলা দেওয়া হয়। একটী বাঁদর ব্যাণ্ডমাষ্টার হইয়া তালে তালে ছড়ির ঘা দিতে লাগিল, দুইটী বিড়াল "মেও মেও" করিয়া তালে তালে সরু মোটা নানা সুর

ঠিক্ ঠিক্ আলাপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না।

পালিত বিড়াল কোন্ জাতীয় মার্জ্জার হইতে উৎপন্ন, অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। অধ্যাপক বেল এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শৃগালাকৃতি মিসর জাতীয় মার্জ্জার হইতেই ইহাদিগের উৎপত্তি সম্ভব। প্রাচীন মিসরজাতি বিড়ালকে অতিশয় ভক্তি করিত, কেহ বিড়ালকে বধ বা প্রহার করিলে আইনানুসারে তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিত। মিসরে বিড়াল একটী জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া পূজিত হইত, ইহার জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মিত বা ভাড়া করা হইত, সেখানে বিড়ালদিগের ভোজন ও সুখ সেবনার্থ পরিচারক সকল নিযুক্ত থাকিত। চিনে বিড়ালের জন্য কোমল পালক বা রেশমের শয্যা প্রস্তুত হয়, তদুপরি বা পর্য্যঙ্কে ধনিগৃহিণীর পদতলে মূল্যবান্ বস্ত্রে আবৃত হইয়া তাঁহার পোষ্যপুত্রের ন্যায় ইহা সুখে নিদ্রা যায়, ইহার কণ্ঠে রূপার হাঁসুলী ও কর্ণে বহুমূল্য মণি মুক্তার ইয়াররিঙ শোভা পায়। আঙ্গোরা দেশীয় বিড়াল বৃহদাকৃতি ও বলবান্, ইহার গাত্রের লোম অতি কোমল এবং স্বভাব অতি শান্ত ও ধীর। এই বিড়ালদিগের কাহারও চক্ষু সুন্দর নীলবর্ণ, কাহারও ঈষৎ পীতবর্ণ।

বিড়াল নানাবর্ণের এবং প্রত্যেক দেশে বিশেষ প্রকারের দেখা যায়। টোবলস্কের বিড়াল লোহিত বর্ণ, উত্তমাশা অন্তরীপের নীলবর্ণ, চিন ও জাপানের বিড়ালদিগের কর্ণদ্বয় ঝুলিয়া পড়া। রুষিয়াতে এক জাতীয় বিড়াল আছে, তাহাদের মুখ ছোট ও সুঁচলো, তাহাদের লাঙ্গুল শরীর অপেক্ষা ছয়গুণ বড়। ব্রহ্ম, আশাম, মালাবার প্রভৃতি দেশে বিড়ালের লাঙ্গুল এত ক্ষুদ্র যে দেড় বুরুলের অধিক হইবে না। ইংরাজসৈন্যগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে গিয়া যখন এইরূপ বিড়াল দর্শন করে, তখন মনে করে এদেশীয়েরা হয় বিড়ালের প্রতি বড় নিষ্ঠুর, নয় বিড়ালের লেজ কাটিয়া কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, নয় অনেক খৃষ্টানদেশে যেমন বিড়ালকে সয়তানের প্রতিনিধি মনে করে, ইহারাও সেইরূপ মনে করিয়া লাঙ্গুল কাটিয়া ইহার দুষ্কার্য্য সাধনের শক্তি খর্ব্ব করিয়া থাকে। দুইমাস পর্য্যন্ত তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল। হঠাৎ একদিন কয়েকজন গোরা বনের মধ্যে এক গর্ত্তে শাবকদিগের সহিত এক বিড়াল মাতা দেখিতে পায়; তাহাদিগের সকলেরই খর্ব্ব লাঙ্গুল দেখিয়া ইহারা বুঝিতে পারিল "বিধাতারই এই সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি!"

বিড়ালেরা মনুষ্যের কোন উপকারে আসে না, একথা সর্ব্বত্র খাটে না। একসময়ে সাইপ্রস দ্বীপ বিষাক্ত সর্পে আকীর্ণ ছিল। তত্রত্য সন্ন্যাসীরা এই

হিংস্র জন্তু নিবারণার্থ কতকগুলি বিড়াল নিযুক্ত করেন। বিড়ালেরা অনতিকাল মধ্যে দ্বীপটী নিঃসর্প করিয়া মনুষ্যের নিরাপদ বাসভূমি করিয়া দেয়।

বঙ্গের জ্বলন্ত-চিতা।

(নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
—সুরে)

বঙ্গ শ্মশানে জ্বলিছে সদা,
কত জীয়ন্ত জলন্ত চিতাও ॥১ ধ্রু

আহা কত সুন্দর, ফুল্ল কুসুম,
হাসিয়ে সুবাসে মোহিত ও।
হায়রে আজি তারা, এ অনল তাপে,
ঢলিয়ে পড়িছে, দহিছে ও ॥২

না হতে বিকসিত, না ফুটিতে হাসি,
দুরন্ত করাল কীট ও।
কাটিয়ে বৃন্ত তার, ফেলিছে শ্মশানে,
জলন্ত চিতার অনলেও ॥৩

কোথাহে মতিমান, কিসে কি করিলে,
দেখ আসি রামমোহন ও।
নিবাইতে চিতা, জ্বালিলে দ্বিগুণ,
জ্বালিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ও ॥৪

সে যে ছিল ভাল, যাইত দহিয়ে,
রহিত না পরমাণু চিহ্নও।
একদিন শুধু, দহিত জীবন
সহিত একদিন যাতনা ও ॥৫

এ যে নিতি নিতি, দিবসে নিশিতে,
দহিছে পলকে পলকে ও।
ধীরে ধীরে ধীরে দহিছে পরমাণু,
খসিছে হৃদয় কণিকাও ॥৬

অভাগী বিধবা, সহিছে এ যাতনা,
যাবত জীবন, তাবত ও।
না পারি সহিতে, ঝাঁপিছে অকূলে,
কত বা ভকিছে গরলও ॥৭

দারুণ স্বজন, নিষ্ঠুর সমাজ,
এ সব দেখিয়ে দেখেনা ও।
থাকিতে নয়ন, অন্ধমত সবে,
বধিতে বিধবা বিহগীও ॥৮

পিঞ্জরে ভরিয়ে, বাঁধিয়ে নয়ন,
রাখিছে জলন্ত অনলেও।
বল এ যাতনা সহে কত আর,
কেমনে অবলা প্রাণে ও ॥৯

আহা কি নির্ম্মম, তুইরে সমাজ,
কি পাষাণে বুক বাঁধাও।
উড়িতে পারে না, কহিতে জানে না,
মরমের দুঃখ শোক ও ॥১০

যা কিছু প্রকাশে, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
সধারে নয়ন জলে ও।
বিষাদে কালিমা, মলিন বদন,
যা কিছু প্রকাশে যাতনা ও ॥১১

দেখি ঘরে ঘরে, এ জলন্ত চিতা,
যে দুঃখে হৃদয় দহে ও।

কহিব তা কারে, বুঝেও বুঝে না,
দারুণ নিঠুর সমাজও ॥১২
হায়রে বিধাতঃ, কেনবা ফুটালে,
শ্মশানে সুরভি কুসুমও।
হিংস্র পশু ভূমি—ভীষণ কাননে,
কে বুঝিবে ফুল মরমও ॥১৩
শোণিত-পিপাসু, শার্দ্দূল প্রায়
বঙ্গ-সমাজ-দেবতা, ও।
তাহাদেরি করে, রক্ষিত আবার,
অনাথা অবলা কুরঙ্গীও ॥১৪
এ যদি ধরম, জানি না কেমন,
জীয়ন্ত অধর্ম্ম মূরতি ও।
এই যদি পুণ্য, জানি না তবেরে,
পাপের প্রতিমা কেমন ও ॥১৫
আরেরে সমাজ, সমাজ শার্দ্দূল,
ছাড়রে শোণিত পিপাসা ও।
ধরমের ভাণে, পাপের প্রবাহে,
ডুবালে বঙ্গের পরাণী ও ॥১৬
কত কাল আর, ভীষণ শাসনে,
শাসিবে অভাগী বিধবা ও।
ছাড় অত্যাচার, দেখ একবার,
নয়ন মেলিয়ে, চাহিয়ে ও ॥১৭
চিতা ধূমরাশি, ছাইছে গগন,
মিশিছে আকাশে মেঘেতে ও।
বহুদূরে অই, মেঘ ভেদিয়া,
কতবা উঠিছে স্বরগে ও ॥১৮
অমর ভবনে, মিলিছে যাইয়ে,
দেখাইছে খুলি মরম ও।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কহিছে মরম কথা,
কাঁদায়ে দেবের পরাণী ও ॥১৯

আবার এদিকে নিভৃত নির্জ্জনে,
ঢালিছে নয়নবারি ও।
থাকিয়ে থাকিয়ে, ছাড়িছে নিশ্বাস,
জ্বলন্ত অনল শিখাও ॥২০
এত অত্যাচার, সহিতে না পারি,
হুতাশে সঁপিছে বঙ্গেও।
তাইরে বঙ্গের, এ বিষম দশা,
বিধবা নিশ্বাসে পুড়িছে ও।২১
প্রতি ঘরে ঘরে, জ্বলন্ত চিতা,
উগারে জ্বলন্ত অনল ও।
এ আগুনে বঙ্গ, হবে ভস্মশেষ.
অকালে প্রলয় ঘটিবে ও ॥২২
সমাজের নেতা, পুরুষপ্রধান,
ছাড়রে পরুষ ভাব ও।
নিবার যাতনা, নিবার বঙ্গের,
ভীষণ পাপের প্রবাহ ও ॥২৩
নিবার বঙ্গের, শ্মশান মাঝে,
জ্বলন্ত চিতার আগুন ও।
অতি দীনহীনা, অনাথা অবলা,
চাহরে তাদের পানে ও ॥ ২৫
এদেরও শরীর, তোদেরি মতন,
মাংস শোণিতে গঠিতও।
এদেরও হৃদয়ে, বাসনা পিপাসা,
জাগিছে তোদের মতন ও। ২৬
এদেরও হৃদয়, দুঃখে, শোকে, দহে,
সং[illegible] মায়ায় মোহে ও।
রিপুদল শাসনে, শাসিত সদা,
এদেরও অন্তর হতেছেও ॥ ২৭
যেদিন হইতে ভাঙ্গেরে কপাল,
মুছেরে সিঁতির সিন্দুরও।

সেদিন হইতে, যায় নিবে সব,
হৃদয় হইতে মুছিয়ে ও ॥ ২৮

তা যদি রে হত, তবে কিরে আজি,
শ্মশান হইত এ বঙ্গ ও।
প্রতি ঘরে ঘরে, জ্বলিত কি তবে,
জ্বলন্ত জীয়ন্ত চিতাও ॥ ২৯

তবে কিরে আজ, কলঙ্ক প্রবাহে
ভাসাইত বল হৃদয় ও।
ভ্রূণহত্যা পাপে, ডুবিত কি দেশ,
ঘটিত কি এত ভীষণ ও॥ ৩০

কেনরে সমাজ, বুঝেও বুঝ না
দেখেও দেখ না নয়নে ও।

চাহ একবার, করি এ মিনতি,
বঙ্গের কলঙ্ক ঘুচাও ও ॥ ৩১

দেখগো ভগিনী, তোমাদের দুঃখে,
কাননে পশু পাখী কাঁদিছে ও।
কাঁদিছে তরুলতা, গলিছে পাষাণ,
তথাপি সমাজ টলেনা ও ॥ ৩২

হায়রে বিধাতঃ, বিধবার শাঁপে,
এ বঙ্গে জানি কি ঘটিবে ও।
হয়েছে শ্মশান, হইবে সাহারা,
জ্বলিবে দ্বিগুণ আগুন ও।

শ্রীর—

বিবি বুনিয়ান।

ইংরাজি ভাষায় 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' নামে ধর্ম্মবিষয়ক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রূপক গ্রন্থ আছে, জন বুনিয়ান নামধেয় একজন ইংরাজ পুরুষ তাহার প্রণেতা। ঐ পুস্তকের আদ্যন্ত কেবল উদার ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর প্রায় ২৮টী প্রচলিত ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ইহার সমালোচনাস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন যে "এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে গুণের রত্নাকর বলিলেও বলা যায়; পৃথিবীর সমগ্র সভ্য সমাজে ইহা অচলা ভক্তির সহিত পঠিত হইতে থাকিবে এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভবৎ বুনিয়ানের নাম অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।" প্রস্তাবের শীর্ষোক্তা বিবি বুনিয়ান এই লেখকপ্রধান মহাত্মা বুনিয়ানের সহধর্ম্মিণী। বুনিয়ানের বাল্যাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহারা তাঁহার জীবনের শেষ বিবৃতি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য নারীজাতির অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। ফলতঃ রমণীকুল শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হইলে জগতের বিশেষতঃ পুরুষজাতির কত যে মহান উপকার সাধন করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমেরিকা দেশের থিয়োডর পার্কার নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন

"সতী রমণীর হৃদয় ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন স্বরূপ।" সতী বুনিয়ান আপনার পবিত্রতম জীবন উৎসর্গ করিয়া এই মহৎ বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহিলাগণের জীবন কতদূর পর্য্যন্ত দেবীত্বে পৌছিতে পারে এবং তাঁহারা মনে করিলে স্বামীর কতদূর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, বিবি বুনিয়ানের জীবনচরিত পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টতঃ জানা যায়। বিবি বুনিয়ানের অদ্ভুত ক্ষমতা বলে এবং নারীস্বভাবসুলভ করুণা গুণে তাঁহার স্বামী জন বুনিয়ানের চরিত্রে যে অভুতপূর্ব্ব, অসামান্য এবং অনন্যসাধারণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে আজিও হৃদয় বিস্ময় এবং প্রীতিতে অবশ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এরূপ ঘটনায় কাহার হৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত না হয়?

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য দেবের নাম কাহারও অবিদিত নাই। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কার করিবার জন্য এবং ভারতীয় প্রজাসমূহের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য যখন শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপের পথে পথে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন, তখন জগাই মাধাই নামে দুই জন দুষ্ট যুবক ইহাঁদের খোল ভাঙ্গিয়া দিত, হরিনামের মালা কাড়িয়া লইত এবং গোপনে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু সুরাপান করিত, গোমাংস ভক্ষণ করিত, সতী কুলবধূর স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার উপর হস্তক্ষেপ করিত, সাধুদিগের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধনী লোকের বাটীতে ডাকাইতি করিত এবং বৈষ্ণব দেখিলেই তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে কুঠার হস্তে ধাবমান হইত। জন বুনিয়ানের বাল্যাবস্থা জগাই মাধাইয়ের প্রথমাবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বুনিয়ান ঘোরতর মদ্যপায়ী, গোঁড়া নাস্তিক, পরস্বাপহারী এবং দেশপ্রসিদ্ধ মূর্খ বলিয়া বাল্যকালে খ্যাত ছিলেন। তখন তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই ছিল না। বালকদিগের পোষাক কাড়িয়া লইতেন, স্কুলের সরঞ্জাম নষ্ট করিতেন, মেষসকলকে ধরিয়া নদীর তরঙ্গবক্ষে ফেলিয়া দিতেন, গির্জ্জার ঘড়ি ভাঙ্গিতেন, সুন্দরী রমণী দেখিলে তাহাকে কটুকথা বলিতেন, লেখাপড়ার কথা উঠিলে পুস্তকের পাতায় আগুন জ্বালিতেন, গৃহের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন, এবং দোকানগৃহে প্রবেশ করিয়া উত্তমোত্তম দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করিয়া পলাইতেন। জীবনী-লেখক অফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন "এরূপ সুপ্রসিদ্ধ দুষ্ট বালক সে সময়ে আর কেহই ছিল না।" যাহা হউক, এইরূপে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইলে পর, একদিন বুনিয়ান দেখিলেন যে বোলড্‌হাম সহরের প্রকাণ্ড ময়দানে প্রায় ৩ সহস্র লোকের সমিতিতে বক্তৃতা

হইতেছে। কোন স্থানে বৃদ্ধ ও ধর্ম্মপিপাসু যুবকেরা প্রীতিভরে বক্তৃতা শুনিতেছে, কোন স্থানে বা বুনিয়ান প্রকৃতির বালকেরা আপনাদের স্বাভাবিক পরিচয় প্রদান করিতেছে। বুনিয়ানের ইচ্ছা ছিল এই দলেই গিয়া মিশেন, কিন্তু সর্ব্বত্র দুষ্ট বালকের অভাব নাই বলিয়া তখন সে স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই জন্ বুনিয়ানকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়োর দলে মিশিতে হইল। এই বৃহতী সভার দুই পার্শ্বে দুই জন দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, এক-জনের নাম পাদ্রী টেলার, ইনি পুরুষ; আর একজনের নাম বিবি বেট্রিস্, ইনি স্ত্রীলোক। বুনিয়ান বিবি বেট্রিসের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন এবং কখন কখন কৌতুক-চ্ছলে তাঁহার বক্তৃতাও শুনিতেছিলেন। বিবি মহাশয়া সেদিন এরূপ সুন্দর ভাষায় এবং সরলভাবে বক্তৃতা করিতে লাগি-লেন যে ঘোর মূর্খ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিল। সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় ছিল "পরকাল ও পাপ পুণ্যের বিচার।" পাপের দণ্ড ও পুণ্যের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া পাষাণ-পাপী বুনিয়ানের কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল এবং তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে আরম্ভ হইল। ভয়ে তাঁহার হৃদয় অব-সন্ন হইল এবং কেমনে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ঘোরতর চিন্তা উপস্থিত হইল। কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া আবার বুনিয়ান জগাই মাধাই ভ্রাতৃ-দ্বয়ের শিষ্য হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ আর তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের চিহ্ন পর্য্যন্তও রহিল না। কিছুকাল পরে বুনিয়ানের আমূল বৃত্তান্ত বিবি বেট্রিসের কর্ণগোচর হইল; তিনি জন্ বুনিয়ানকে বিবাহ করিলেন। জীবনীলেখক অফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, পরমসুন্দরী বিদুষী বেট্রিস্ কেন যে মূর্খ এবং পাপাত্মা বুনিয়ানকে বিবাহ করিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করায়, বিবি বলিয়াছিলেন যে, "আমার এই স্বেচ্ছাকৃত অস্বাভাবিক বিবাহের দ্বারা জন বুনিয়ানের চরিত্র যদি সংশোধিত হয় এবং তদ্দ্বারা যদি তাঁহাকে নাস্তিকতা হইতে চ্যুত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশিক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনকে আমি সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।" পাঠিকাগণ বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে বেট্রিসই বিবি বুনিয়ান অর্থাৎ জন বুনিয়ানের সহধর্ম্মিণী। পাঠিকাগণ! পরের মঙ্গলের জন্য স্বীয় জীবনকে কেমনে উৎসর্গ করিতে হয়, বিবি বুনি-য়ান তাহা দেখাইলেন। তিনি প্রণয়, শিক্ষা, রূপ, গুণ—এ সকলের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন না; পরোপকাররূপ মহাবেদীর সম্মুখে এ সকল অম্লানবদনে বলি দিলেন।

বিবি বেট্রিস দুষ্ট বুনিয়ানের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়াই স্বামীর চরিত্র সংশোধনে প্রবৃত্তা হইলেন। তাঁহাকে ক্রমাগত

উপদেশ দিয়া তাঁহার মনের গতি ফিরাইলেন। এই গতি ফিরাণ সহজ কথা নহে; হিমালয়কে ঠেলিয়া ফেলা কিম্বা হস্ত দ্বারা হস্তীকে শূন্যে তুলিয়া ধরা ইহা অপেক্ষা সহজ। বিবি বুনিয়ান স্বামীকে লেখা পড়া শিখাইলেন, তাঁহার সুরাপানের প্রবৃত্তি দমন করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু করিয়া তুলিলেন। আট দশ বৎসর মধ্যে জন বুনিয়ান ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইয়া উঠিলেন এবং পৃথিবীর একজন অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া খ্যাত হইলেন। জন্ বুনিয়ানের প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়, ধর্ম্ম-মন্দির, বিদ্যালয়, অগণ্য সুমধুর ধর্ম্মাত্মক গ্রন্থ এবং অনাথাশ্রম তাঁহার নামকে পৃথ্বীতলে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য জন বুনিয়ানের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ এবং পরোপকার জন্য তাঁহার উদ্যমের কথা শুনিলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মের জন্য বুনিয়ানকে দুই-বার কারাগার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পাঠিকাগণ! পত্নী শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হইলে স্বামীর যে কত উপকার হইতে পারে, বিবি বুনিয়ান তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুই ভগ্নী।

১

ইন্‌ডিয়া ব্রিটনীয়া এঁরা দুটী বোন্।
ব্রিটনীয়া কহে "দিদি! বলি তবে শোন্॥
আমি তোর ছোট বোন, তুই মোর দিদি।
যদিও ভাগ্যেতে তোরে খাঁট কৈলা বিধি॥
নিস্তেজ নিরীহ তুই গতিশক্তি নেই।
তোরে বিধি মোর হাতে সঁপে দিলা তেঁই॥
কত যে করিছি তোরে, জানোতো তা ভাই
আপনি বুনিয়া তাঁত বসন যোগাই॥
শুশ্রূষা করিছে তোর বোনিপো সকলে।
চোর দস্যু শঠ ঠগ খেদাইছে বলে॥
দুঃখী ভাবি পাছে কেহ করে অপমান।
নিশি দিন সাবধানে পেতে আছি কান॥
তবু যে কেন বা আছ মুখ কোরে ভারি।
ঝরঝর দুটী চক্ষে ঝরিতেছে বারি॥
এত করি সুখ তোর নাহি এক রতি।"
ইন্‌ডিয়া বলে "বোন্! নিয়তি নিয়তি॥"

২

"আর এক কথা দিদি, তোমারে সুধাই।
সেই বা কেমন, ভেবে অন্ত নাহি পাই॥
একই ঘরের মোরা দুইটী সন্তান।
একই মায়ের কোলে স্তন্য কৈনু পান॥
দুই দেহ পরিপুষ্ট একই রূপ লোহে।
সন্তান সন্ততি বহু প্রসবিনু দোঁহে॥
রূপ বলো গুণ বলো আর যাহা কিছু।
তুমি আমি এক-ই ভাব নহি উচু নীচু॥

তবে এ প্রভেদ কেন ? কারণ না জানি।
পথের ভিখারী তুমি আমি রাজরাণী ॥
খাইতে পরিতে আর শুতে কিম্বা যেতে।
পদে পদে মোর মুখ তোর হয় চেতে ॥
লুণ টুকু আদি করি ছুরী সুঁচ কাঁচি।
আমি যেই দেই তেঁই আজও আছ বাঁচি ॥
কেন হেন তোর বিধি করিলা দূর্গতি।"
উত্তরিলা জ্যেষ্ঠা তবে "নিয়তি নিয়তি ॥"

৩

ব্রিটনীয়া বলে "দিদি, হেন দিনও ছিলো।
রতনে ভূষণে বিধি তোরে সাজাইলো ॥
বসিতো সন্ততি তব রম্য হর্ম্ম্য তলে।
আমার ছাওয়াল--তারা গাছের খোঁদলে ॥
ধন্য মান্য গণ্য তব পুত্র গুণধর।
আমার সন্তান—তারা পশুর সোসর।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তোর কাঁপিতো মেদিনী।
আমি ছিনু জড়সড় চির পরাধীনী ॥
উড়াইতে রাজছত্র সুখে জয়কেতু।
ফিরিতাম দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা হেতু ॥
শিল্প বলো শাস্ত্র বলো বিজ্ঞান গণিত।
শিখায়েছ তাই দিদি, শিখেছি কিঞ্চিৎ ॥
সেই তুমি, সেই আমি, সেই সমুদয়।
তথাপি কেমন দেখো পূর্ব্ব বিপর্য্যয় ॥
তুমি আজি হীনপ্রাণা, আমি বীর্য্যবতী।"
উত্তরিলা হিন্দুমাতা "নিয়তি নিয়তি ॥"

৪

কহিলা কনিষ্ঠা পুনঃ জ্যেষ্ঠা পানে চেয়ে।
"বয়সে প্রবীণা মোরা সেকালের মেয়ে।
কত যে দেখিনু চক্ষে লেখা দিতে নাই।
না জানি আরো বা কত দেখাবে গোঁসাই ॥
তথাচ কনিষ্ঠা আমি, আমারও সাক্ষাৎ।
ইন্দ্র চন্দ্র রাজা গজা কত হৈল পাত।
দীর্ঘ যাহা হ্রস্ব হৈল দৃঢ় হৈল গুঁড়া।
শৃঙ্গ হৈল গুহাগত গুহা হৈল চূড়া ॥
পরম সুভগা ভগ্নী গিরিশ ইতালী।
কালেতে তাদেরও মুখে পৈল চুণকালী ॥
হ্যাদে. দেখো পুন তাঁরা উচু কৈলা মুখ।
তোমারই কপালে দিদি রবে চির দুঃখ?
অথবা কে জানে তাহা, তুমিও আবার।
হোতে পারো একচ্ছত্রা মহিষী ধরার ॥
কে জানে হবে না, মোর পুনঃ অধোগতি।"
উচ্চারিলা আর্য্যমাতা "নিয়তি নিয়তি ॥"

"এ কি ?"

পরলোকগত কোন চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি "Diary of a Late Physician" নামে ইংরাজীতে একখানি পুস্তক আছে, জনৈক সুবিচক্ষণ ভীষক এ পুস্তকের প্রণেতা। কি রাজপ্রসাদ, কি ধনীর অট্টালিকা, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর আধি ব্যাধি অল্লাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই বিরাজিত, সুতরাং ভীষকের অগম্য স্থান অতি অল্পই। এই পুস্তক-প্রণেতা সময় সময় যে সকল ব্যক্তির চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সকল পরিবারে গতি বিধি করিতেন, স্বকীয়

দৈনিক পুস্তক হইতে তদ্বিষয়ক স্থূল স্থূল অনেক বিবরণ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন এবং সেই কারণেই পুস্তকখানি এই নামে অভিহিত। ইহাতে ইংরাজ সমাজের অনেক রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ইংরেজ রীতি. নীতির বিশেষ পক্ষপাতী দৃষ্ট হয়—কি ভাল কি মন্দ তাহার বিচার না করিয়া অধিকাংশ রমণী ও পুরুষ বিলাতী প্রথার অনুবর্ত্তী হইতেছেন। অনেক দিনের নিরন্তর শিক্ষা, চেষ্টা, দৃঢ় অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় একতা গুণে ইংরেজ আজ পৃথিবীর এক প্রধান জাতি মধ্যে গণ্য—তাহাদের এই জাতীয় সদ্‌গুণ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হওয়া বড় সুকঠিন,কারণ ইংরেজ জেতা আমরা বিজিত। ভারত আজ শতাধিক বর্ষ ইংরেজপদতলে দলিত। বিজিতের উপর অত্যাচার করিতে অধিকার আছে বলিয়াই হউক বা ভারতে পদার্পণে অকস্মাৎ ধন সম্পত্তি মান মর্য্যাদা প্রভৃতি লাভে ক্ষুদ্র মানবের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয় বলিয়াই হউক, আমাদের ভাগ্যে প্রায় প্রকৃত সাধু শ্বেত নরনারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়া উঠে না। কাজে কাজেই অন্তঃসারশূন্য অসার বিলাসী ইংরেজই আমাদের আদর্শস্থল। তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর আমাদের অনুকরণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া আমরা দেশীয় প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত। এদেশে যথেষ্ট কুসংস্কার, কুনীতি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু হায় তৎসঙ্গে আবার বিদেশীয় কুৎসিত রীতি নীতি যুক্ত হইলে বঙ্গসমাজ যে কিসে পরিণত হইবে, তাহা ভাবিলেও ভীত হইতে হয়। দেশীয় কণ্টকবৃক্ষের জ্বালায় পাদবিক্ষেপ দুষ্কর হইয়াছে, তদুপরি আবার বিলাতী কাঁটার গাছ রোপিত হইতে আরম্ভ হইল, জানি না ইহার পরিণাম কোথায়!

ইংরেজ সমাজে স্ত্রী পুরুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে,এ দৃশ্য বড় রমণীয়—বড় সুন্দর। কিন্তু অপর দিকে আবার সময় সময় তাহার বিপরীত বিষময় ফল কতশত জীবনকে পশু হইতে অধম করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

আত্মদৃষ্টি না রাখিয়া রমণী সুখ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইলে, তোষামোদে মুগ্ধ হইলে কি ভয়ঙ্কর-তম শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়,তাহা দেখাইবার জন্যই আজ বামাবোধিনীতে এই ভীষণ চিত্রের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম:—

আদি মাতা ইভের ক্রূরমতি সর্পের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি সেই কপটাচারীর মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রলোভনের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হয়েন নাই।

সেই কুটিল বিষধরের তোষামোদপূর্ণ বাক্যে মন্ত্রমুগ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় আত্ম-সমর্পণ দ্বারা পবিত্র জীবন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাইবেলে এরূপ উক্ত হইয়াছে।

হায়! কত শত অসহায় রমণীর নির্দ্দোষ জীবন স্বার্থপর নীচাশয় পুরুষের আপাত মধুর প্ররোচনায় বিশ্বস্ত হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করতঃ কিরূপ কলঙ্কিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে,এইটী তাহার একটী জলন্ত শোচনীয় দৃষ্টান্ত।

তোষামোদ মানুষকে কোথায় লইয়া ফেলে, তাহা যদি মানুষ অগ্রে বুঝিতে পারিত,হায়! তাহা হইলে বুঝি জগতে এত পাপ ও মনঃপীড়া আসিত না। তাহার মোহিনী শক্তিকে বাধা দেয়, এমন দৃঢ়তা কয়জনের? সে স্রোতের সম্মুখে একবার যে পতিত হয়, তাহার আর রক্ষা নাই।

তোষামোদ! দুর্ব্বল প্রকৃতি রমণীকে নরকের পথে অগ্রসর করিবার নিমিত্তই কি তোর সৃষ্টি? ক্রমশঃ

পাক-বিদ্যা।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যগুলির পরিপাক হইতে যত সময় আবশ্যক হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

ট্যাঁপেরখই	২	দণ্ড
খইয়ের মণ্ড	২॥০	,,
ক্ষীর	১২॥০	,,
পুরাতন তণ্ডুলের মণ্ড	২॥০	,,
তণ্ডুল সুসিদ্ধ	৫	,,
আরারুট সিদ্ধ	২॥০	,,
পানিফলের পালোসিদ্ধ	৪	,,
কাঁচামুগের দাইলের যুষ	২॥০	,,
মসুর দাইল	৫	,,
ছোলা, অরহর ও মটরের দাইল	৭॥০	,,
ভাজা মুগের দাইল	৬	,,
মাসকলাইয়ের দাইল	৫	,,
খিচুড়ী	৭॥০	,,
রুটী	৬	,,
লুচী ও কচুরী	৭॥	,,
মিঠাই	৯	,,
গুড়, সন্দেশ ও চিনি	৭॥	,,
মিছরি ও বাতাসা	৫	,,
ধান্যের খই	৩	,,
মুড়ী	৫	,,
যবের ছাতু	৭॥	,,
ছোলা ও মটরাদির ছাতু	৯	,,
শাক	৯	,,
আলু,সালগাম, গাজর, সিম	৯	,,
পটোল, বেগুণ, ঝিঙ্গা, উচ্ছা,কলা, ডুমুর,লাউ ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি	৬	,,
ডাব নারিকেলের শস্য	৪	,,
ঝুনা ঐ	৭॥০	,,

পক্ক আতা ফুটী ও খরমুজা	৪	,,
লিচু, গোলাপজাম ও আনারস প্রভৃতি	৬	,,
আম্র পক্ক	৫	,,
কাঁঠাল ঐ	৭৷৷০	,,
বিল্ব ঐ	৫	,,
দাড়িম ঐ	২৷৷০	,,
আঙ্গুর ঐ	৪	,,
কিসমিস	৬	,,
বাদাম, পেস্তা ও খোবানী	১০	,,
ছাগ ও গোদুগ্ধ সিদ্ধ	৫	,,
মহিষ দুগ্ধ	৬	,,
মাখন ও ছানা	৯	,,
ঘৃত	৮	,,
তৈল	১০	,,
ক্ষুদ্র মৎস্য	৫	,,
বৃহৎ মৎস্য, গলদা চিঙ্গড়ী, বাইন মৎস্য	৬	,,
শামুক ও গুগলী	৭৷৷	,,
ইলিস মৎস্য	৭৷৷	,,
ডিম্ব কাঁচা	৬	,,
ডিম্ব অল্পসিদ্ধ	৭৷৷	,,
ডিম্ব সুসিদ্ধ	৯	,,
শিশু ছাগমাংস সামান্য সংস্কৃত	৬	,,
মেষ, হরিণ ও ছাগ মাংস ঐ	৭৷৷	
কপোত ও কুক্কুট	১০	দণ্ড
হংস ও রাজহংস	৭৷০	,,
জলচর পক্ষী ও বন্য পক্ষী	১১	,,
প্রচুর ঘৃত ও মশলা সহযোগে সংস্কৃত মাংস (কালিয়া)	২০	,,
পলান্ন (পোলাও)	১২৷৷	,,

নিম্নলিখিত কতিপয় খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারক অংশ সমস্তের পরিমাণ।

১০০০ অংশের মধ্যে	জলীয় প্রভৃতি।	পেশীনির্ম্মাপক।	তাপোৎপাদক ও মেদজনক।	অপরাংশ
দুগ্ধ	৮৬০	৫০	৮০	১০
মাখন ও ঘৃত	০	০	সমস্ত ১০০০	০
চাউল	১৩৫	৬৫	৭৯৫	৫
ছোলা ও মটর প্রভৃতি	১৪০	২৩৪	৬০০	২৬
যব	১৪০	১৫০	৬৮৮	২২
গম	১৪০	১৪৬	৬৯৪	২০
ক্ষীর	২২৫	৪৭৩	২৯০	১২
রোহিতমৎস্য	৬৯৫	১৮০	৫৫	৭০

মাংস	৪৪০	১২৫	৪০০	৩৫
ডিম্ব	৫৮০	১৪০	২৭০	১০
পক্ষিশাবকমাংস	৪৬০	১৮০	৩২০	৪০
আলু	৭৫২	১৮	২২৫	৫
পক্কফল ও আম্র	৮৪০	৫০	১০০	১০
শশা ও তরমুজ	৯৭০	১৫	১০	৫
ফুলকপি	৮৯০	৬৪	৩৬	১০
চিনি ও সুজী প্রভৃতি শ্বেতসার	০	০	সমস্ত ১০০০	০

ভয় ও মূর্খতার বংশাবলি।

অত্যল্প অনুসন্ধান করিলেই উপরি-উক্ত দম্পতীর সন্তান সন্ততি কে কোথায় আছে, তাহা জানা যায়। এ দেশ সে দেশ সকল দেশেই তাহারা বাস করে, সুতরাং তাহাদিগকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশে খুঁজিতে হয় না। উহাদের শত শত সন্তান আছে, তন্মধ্যে একটিকে চিনিতে পারিলেই সকল গুলিকে চেনা হয়। এই প্রবন্ধে আমরা উক্ত দম্পতীর "অবৈধনিষ্ঠা" নামক একটী মাত্র সন্তানের পরিচয় দিব, পাঠক পাঠিকাগণ অবয়ব দেখিয়া উহাদের অন্যান্য সন্তান গুলিকে চিনিয়া লইবেন।

অবৈধনিষ্ঠা।—ভয় ইহার পিতা, মূর্খতা ইহার মাতা। ইহার আয়ু কত—তাহা নিরূপণ করা যায় না। বোধ হয় জগৎ সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরেই উহার জন্ম হইয়াছিল, এবং উহা অদ্যাপি যুবার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। ভয় ও মূর্খতা হইতে উহার জন্ম বটে; পরন্তু উহার স্বামী দেশাচার এবং উহার পুত্র ঐতিহ্য অর্থাৎ প্রাচীন প্রবাদ। স্বামী দেশাচার ও পুত্র প্রাচীন প্রবাদ উহাকে এরূপ যত্নে প্রতিপালন করিতেছে যে, বোধ হয় উহা উত্তরোত্তর দীর্ঘায়ুই হইবেক, কস্মিন্‌কালেও উহার জীর্ণতা হইবে না। দরিদ্রের পর্ণকুটীরই বল, আর রাজার সুপ্রশস্ত অট্টালিকাই বল, সর্ব্বত্রই উহার বাস ও গতিবিধি দৃষ্ট হয়। যদি চ অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনই উহার প্রিয় অবলম্বন, তথাপি উহার অবয়ব অদৃশ্য নহে। কি ইতর কি ভদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, এমন কেহই নাই, যাহার মনে উক্ত অবৈধনিষ্ঠার আধিপত্য একবারে নাই। অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই; ফল, সভ্যতম জ্ঞানীর হৃদয়া-

কাশেও উক্ত অবৈধনিষ্ঠার, তৎস্বামী দেশাচারের ও তৎপুত্র প্রাচীন প্রবাদের আধিপত্য দেখা যায়। রূপক কথা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে এইরূপ সিদ্ধান্তকথা দাঁড়ায় যে, মানবমনের প্রকৃত তথ্য ও বিবিধ অবস্থা পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে যে, সমুদায় মনুষ্যের সর্ব্ববিধ অবৈধনিষ্ঠা অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস এক মাত্র ভয় ও অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। কোন অদ্ভুত পদার্থ দেখিলে তাহার কারণ বা মূলতথ্য জানিতে পারিলে কাহারও মনে মিথ্যা-বিশ্বাস স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু না জানিতে পারিলেই মন বিচলিত হইয়া অনেক প্রকার মিথ্যাকল্পনায় প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং তাহা হইতেই বিবিধ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাইন, আলেয়া প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। দেশাচার ও প্রাচীন প্রবাদ ইহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করে; কাযে কাযেই উক্ত সুদৃঢ় প্রতি-পালকদিগকে অবহেলা করিয়া প্রায় কোন ব্যক্তিই উহাদিগের অলীকত্ব সপ্রমাণ ও বিনাশ সাধন করিতে পারে না। দেশাচারের বিশেষ সাহায্য না থাকিলে ম্যাডাম ব্লাভাস্‌কি কোন ক্রমেই এদেশে অবৈধনিষ্ঠার বংশা-বলি বিস্তার করিতে পারিতেন না। যাহাই হউক, বিদেশীয় অবৈধনিষ্ঠার সাহায্য পক্ষে দেশাচার ও প্রাচীন প্রবাদ তত অধিক বলবান নহে: এজন্য আমরা তাহাদিগের আলোচনায় অক্লেশেই তাহাদিগের অলীকত্ব প্রমাণিত করিতে সাহসী হইব এবং মনুষ্যমনে কোন অবৈধনিষ্ঠার (অলীক বিশ্বাসের) অলীকত্ব একবার সপ্রমাণ হইলে তদনু-যায়ী অন্যান্য অবৈধনিষ্ঠায়ও অলীকত্ব ব্যবস্থাপিত হইতে পারিবে, এই আশায়, তথা অজ্ঞান ও কল্পনার সাহায্যে বিদেশীয়দিগের মনে কি কি রম্য গল্প উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তত্তাবতের আদর্শস্বরূপ এ স্থলে একটী বিদেশীয় অবৈধনিষ্ঠার বিবরণ (কোন এক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইতে) পাঠক পাঠিকাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিতেছি, বোধ হয় ইহাতে তাঁহাদিগের আনন্দ ভিন্ন বিতৃষ্ণা হইবে না, হিত ভিন্ন অহিত হইবে না।

কোন এক বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন যে, উত্তরকেন্দ্রের নিকটস্থ হিমময় প্রদেশে "আপার্কতিয়া" নামে এক জাতীয় ভূত আছে, তাহা-দিগের স্বভাব চরিত্র অতীব বিস্ময়াবহ। তাহাদিগের দেহ স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। তাহাদিগের পদতল চ্যাপটা না হইয়া ক্ষুরাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ অথবা সরু। তৎসাহায্যে তাহারা বরফের উপর অনায়াসেই সবেগে বিচরণ করিয়া থাকে। কদাপি তাহারা বরফে লিপ্ত কি ভ্রমণে অশক্ত হয় না। তাহা-দের দাড়ী সুদীর্ঘ, কিন্তু তাহা চিবুকে সংলগ্ন না হইয়া নাসাগ্রে সংলগ্ন থাকে।

তাহাদের জিহ্বা নাই, অথচ তাহাদের দন্ত এরূপ ভাবে গঠিত যে, তৎ সাহায্যে তাহারা পরস্পর অনায়াসে এরূপ শব্দ করিতে পারে,যদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের কথা কহা সুসিদ্ধ হয়। তাহাদের ঐ দন্ত অন্যান্য জীবের ন্যায় পৃথক্ খণ্ড খণ্ড না হইয়া এক এক খণ্ডে এক এক পাটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে ঐ দন্তপাটী পড়িয়া গেলে আপার্কতিয়ারা আর কথা কহিতে অথবা শব্দ করিতে পারে না। ইহারা দিবসে গৃহের বাহিরে আইসে না, এবং শ্বেত ভল্লুককে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে। (কি আশ্চর্য্য! ভূতেরাও ঈশ্বর মানে!) ইহাদিগের ঘর্ম্ম হইয়া মাটিতে পড়িলে ক্রমে তাহা জমিয়া যায়, ক্রমে সেই জমা ঘর্ম্ম হইতে তাহাদের পুত্র স্বরূপ অন্য এক আপার্কতিয়া জন্মে। অর্থাৎ ইহাদিগের অন্য কোন প্রকারে বংশবৃদ্ধি হয় না। হিমকেন্দ্রে কি প্রকারে ঘর্ম্ম হয়, অনুবাদক তাহার কোন রূপ উপায় উল্লেখ করেন নাই এবং কেহবা এই আপার্কতিয়াদিগকে দেখিয়া উল্লিখিত বিবরণ লিখিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হিমকেন্দ্রবাসী আপার্কতিয়া ভূতের অবিকল অনুরূপ রূপবিশিষ্ট অন্য একপ্রকার ভূত উষ্ণ প্রদেশেও আছে। সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে প্রবাদ আছে যে, এই জাতীয় ভূতের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি দীর্ঘ ও অসম্ভাবিতরূপ দেহবিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষোপরি বসতি করে। ইহারা যে আপার্কতিয়া হইতে কোন অংশে পৃথক্, তাহার কোন নিদর্শন বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দুই প্রাণী সাধারণ মনুষ্যের হিতকারী নহে।

ফরাশীদেশের ব্রিজানী প্রদেশে অন্য দুই প্রকার ভূত আছে। ইহারা যৎ সামান্য হইলেও মনুষ্যের অপকারী না হইয়া বরং কোন কোন অংশে উপকারী হইয়া থাকে। তাহাদের একের নাম "ডিউস্ আর্পুলে" অন্যের নাম "বুগেন্লস্"। ডিউস্ আর্পুলেরা অত্যন্ত ধীরস্বভাব। পাছে কোন মনুষ্য উহাদিগকে দেখিয়া ভয় পায়, এই আশঙ্কায় তাহারা প্রায়শঃই গৃহপালিত অশ্ব, গো, মেষ, ও কুক্কুর প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং মধ্যরাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে গৃহস্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘর ঝাঁট, বাসনমাজা ও জল উত্তোলন প্রভৃতি সামান্য সামান্য গৃহকার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল ভূত ফরাসীস্ দেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আইসে না। কোন উপায়ে যদি ইহাদিগকে বঙ্গদেশে আনা যাইত, তাহা হইলে অনেক অলস গৃহমেধিনীর বিশেষ উপকার হইত এবং তাহাদের স্বামীরাও যথাসুখে বিনা অর্থোপার্জ্জনে প্রণয়িনীর আদরভাজন হইতে পারিতেন।

বুগেন্লস নামক ভূতেরা ডিউসদিগের ন্যায় গৃহস্থের হিতকামী নহে। ইহারা

ঘাটে, মাঠে, চতুষ্পথে, আমাদিগের পেত্তনীর ন্যায় শফেদ বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। কেহ পথ-ভ্রান্ত হইয়া, তাহাদিগের কাহারও নিকট, সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সে তৎক্ষণাৎ আপন বস্ত্র তদীয় গাত্রে নিক্ষেপ করে এবং এক ভৌতিক শকটে উঠাইয়া আপনার গৃহে লইয়া যায়। এই শকটারোহণ সুখের হইত, যদ্যপি তাহা বিঘ্নশূন্য হইত। কোন কৌশলে একখানি কলিকাতায় আনিতে পারিলে পদ থাকিতে পশু, এরূপ অনেক বাবুর বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু সে শকট সুখের নহে, বিঘ্নশূন্যও নহে। তাহার কারণ এই যে, উক্ত শকট অতি কদর্য্য কঙ্কাল দ্বারা বাহিত হয়, এবং ভ্রমণ-কালে উহা মৃত মনুষ্যাদিরও অস্থির উপর দিয়া চলে। তজ্জন্য একপ্রকার বিকট শব্দ হয় এবং কখন কখন সেই কঙ্কালেরা শকট লইয়া একবারে বুগেনলস্‌দিগের স্ত্রীর নিকট আনিয়া ফেলে।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম এ, বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতন ৭৫৲ টাকা, অন্ততঃ ১০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল।

২। বর্ত্তমান সময়েও সতী নারীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাল গাঁর ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পত্নী রেলগাড়ীর তলায় পড়িয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন।

৩। ফ্রান্সে যে সকল স্ত্রীলোক সংবাদপত্রের সম্পাদিকা, তাঁহারা ইতি-মধ্যে মিলিত হইয়া এক ভোজোৎসব করিয়াছেন।

৪। পারিস হাঁসপাতালে আর ৩জন স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িকা (ডাক্তার) নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে এক জন নিগ্রো রমণী।

৫। মাঞ্চেষ্টার অণুবীক্ষণ সমাজে ঘোরতর তর্কের পর স্ত্রীলোক সভ্য লইবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

৬। এলাসট নাম্নী এক রমণী স্প্রিং-ফিল্ড হলের নিকট এক উৎকৃষ্ট কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার সম্মানার্থ তাহা তাঁহার নামে অভিহিত হইয়াছে।

৭। সে দিন একটী স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি আমেরিকার পোষ্টমাষ্টারদিগের মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ। বয়সে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমারী ফ্যানী এবারেট, ইনি মাসাচু-সেটসে কাজ করেন, বয়স ৮২ বৎসর, ২২ বৎসর পোষ্টমাষ্টরী করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

পারিবারিক সুখ।

পারিবারিক সুখ প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই অতিশয় বাঞ্ছনীয়। সুখের পরিবার দেখিলে কাহার না হৃদয়ে সুখ হয়, কাহার না চক্ষু জুড়ায়? পরিবারে সুখ থাকে, সকলেই এইটী ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু অনেকেই পরিবারকে সুখের করিবার জন্য তত চেষ্টা করেন না। বাস্তবিকই অনেকে আবার হয়ত জানেন না কি উপায়ে পরিবারটীকে সুখের স্থান ও আকর্ষণের বস্তু করা যাইতে পারে। সেই জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াও সফল-মনোরথ হইতে পারেন না। বাস্তবিকই যাহার পরিবারে কোন প্রকার আকর্ষণের বস্তু নাই, ভাল বাসা নাই, তাহার মত অভাগা ওঅসুখী আর কে আছে? পরিবারে যাহার সুখ নাই, তাহার আবার সুখ কোথায়? তাহার জীবনই দুঃখময়। যাহার পরিবার সুখী, সেই যথার্থ সুখী। সুখের পরিবারে যে বাস করে,তাহার মত সুখী এ জগতে আর কে আছে? যে পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও আদরে বর্দ্ধিত, তাহার ন্যায় সুখী আর কে আছে? যাহার প্রাণ ভালবাসা দিয়া ভালবাসা পাইয়া সুখী হইতে না পায় তাহার মত আর হতভাগ্য কে আছে? যে পরিবারে বাস্তবিক "ভালবাসা দিয়ে জুড়ায় হৃদয়, একপ্রাণ স্রোত অন্য প্রাণে বয়" এরূপ না হয়, সে পরিবার কখনই সুখের পরিবার নয়। প্রেমের সঙ্গে সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেম যেখানে, সুখও সেখানে। পরিবারকে সুখের স্থান করিতে হইলে—প্রাণ জুড়াইবার স্থান করিতে হইলে, প্রেম আবশ্যক। পরিবারকে সুখের করিতে হইলে যেমন প্রেম চাই, আর তিনটী বস্তু থাকাও আবশ্যক—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ। যেখানে এই চারিটী নাই, সে পরিবারে সুখ নাই। সে পরিবারে এমন কিছু থাকে না যাহাদ্বারা মানব সেই পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে! যে পরিবারে এই চারিটী বস্তুর অভাব, সেখানে এক মুহূর্ত্ত এক দিনের ন্যায় বোধ হয়। মানব সেখানে দিনেকের তরে বাস করিতে পারে না। সেস্থান তাহার নিকট কারাগারের ন্যায় বোধ হয়। যেখানে মানবকে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়,সেখানে যদি সুখ না থাকে, সেখানে যদি মন না বসে, সেখানে যদি থাকিতে ইচ্ছা না করে, তবে অভাগা মানব কোথায় গিয়া সুখী হইবে, কোথায় গিয়া প্রাণ জুড়াইবে? সেই যথার্থ গৃহ, যাহার জন্য মানব বলিতে পারে আমার প্রাণ

জুড়াইবার জায়গা এই,আমার এ ঘর পর্ণকুটীর হইলেও এই আমার রাজপ্রাসাদ—কোটী মুদ্রাতেও ইহার বিনিময় করিতে পারি না, আমার আর কোন প্রকার সম্পদের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিকই পারিবারিক সুখ মানবের পক্ষে প্রাণের আকর্ষণের বস্তু। যে পরিবারে প্রেম, স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে, সেই পরিবারেই প্রাণ সহজে আকৃষ্ট হয়। এই যে পরিবার, ইহার প্রধান পিতা মাতা। সুতরাং পারিবারিক সুখ সম্বন্ধে পিতা মাতা দায়ী। পারিবারিক সুখের উপায় পিতা মাতার হস্তে।

"The primal duty of every father and mother is to make home attractive to the boys and girls."

প্রত্যেক পিতা মাতার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এই যে গৃহকে বালক বালিকাদিগের নিকট আকর্ষণের বস্তু করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমন দুরবস্থা, এমনি ভ্রম, এমনি কুসংস্কার যে এমন পরিবার একটী দেখা যায় কি না সন্দেহ, যেখানে প্রেম,স্বাধীনতা,শিক্ষা,ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে।—কোন কোন পরিবারে হয়ত প্রেম আছে—স্বাধীনতা নাই,শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই। এরূপ স্থানে প্রেমও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যেখানে মানুষ স্বাধীনতা পায় না, যেখানে মানুষের মন খেলিতে পায় না, মানব কি কখন সে স্থানে আকৃষ্ট হইতে পারে? যেখানে যত ভয়, ভালবাসা সে স্থান হইতে ততদূরে। যেখানে একটী উচ্চ কথা কহিতে ভয় হয়, একটু উচ্চ করিয়া হাসিতে ভয় হয়, একটু খেলিতে ভয় হয়, সেখানে কি কখন মানবের থাকিতে ইচ্ছা হয়, না. সেখানে মানব কখনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে? যেখানে স্বাধীনতা নাই, সুশিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তাহা মানবের পক্ষে যথার্থই কারাগার। ইহা সত্য হইলে হিন্দু পরিবার কখনই সম্পূর্ণ সুখের পরিবার নয়। হিন্দু পিতা মাতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ততটুকু দেন না। তাঁহাদের পরিবারে যতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, ততটুকু শিক্ষা হয় না। নির্দ্দোষ আমোদও নাই। যখন হিন্দু পরিবারে স্বাধীনতা নাই, শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তখন কখনই হিন্দু পরিবারকে সুখের পরিবার বলিতে পারি না। আমাদের সমাজের পিতা মাতা অনেক সময় পুত্রকে এমন স্বাধীনতা দেন,যাহা কখনই পিতা মাতা হইয়া দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় এমন কি একটী সামান্য স্বাধীনতা যাহা দেওয়া উচিত, তাহা দিতে প্রস্তুত নন। পিতা পুত্রকে একটী সৎকার্য্য করিতে স্বাধীনতা দিতে পারেন না, অথচ একটু হাসিলে তাহাকে শাসন করিবেন। একটু ছুটা ছুটী করিলে, একটী গান করিলে তাহাকে অভদ্র

বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সন্তান হাসিতে পাইবে না, খেলিতে পাইবে না, গাইতে পাইবে না, এগুলি যদি সে করে তবে তার বাঁচা ভার। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, পরের জিনিস না বলিয়া লইলে ক্ষতি নাই, স্বার্থপরতার কার্য্য করিলে ক্ষতি নাই, এ সকল অসঙ্কোচে করিতে পারে। আমাদের সমাজে যে ছেলেটী চুপটী করিয়া বসিয়া থাকে কথাটী কয় না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে চুক চুক করে, মাথা নাড়ে, হাসিতে হইলে মুখ টিপে টিপে হাসে, কখনও খেলা করে না, কেবল জড় পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকে, সে বড় ভাল। সে যদি মিথ্যা কথা কয়, সেটা দোষের মধ্যেই নয়, সে যদি আর আর সব দোষ করে, সে দোষের মধ্যেই নয়, কেন না সে যে শান্ত। মিথ্যা কথার চেয়ে হাসিটাই বেশী দোষ !! আশ্চর্য্য !! আমাদের পরিবারে সুশিক্ষা আদৌ নাই। ইহা বলিতেও দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের জননীরা সন্তান-দিগকে কিরূপে সৎশিক্ষা দিতে হয়, তাহা মোটেই জানেন না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এমন সব কুশিক্ষা দেন, যাহা দ্বারা তাহাদের অশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার কত কুফল অভাগারা সারা জীবন ভোগ করে। পরিবারে সুশিক্ষা না থাকা অতি দুঃখের বিষয়! যে পরিবারে সুশিক্ষা নাই, তাহা কখনও সুখী পরিবার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পারিবারিক সুশিক্ষা অতিশয় মূল্যবান পদার্থ। যে বালক বালিকা শৈশব কালে জনক জননীর নিকটে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা যথার্থই অতিশয় সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী, তাহাদের পক্ষে সৎ হওয়া স্বাভাবিক, তজ্জন্য কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না। পারি-বারিক কুশিক্ষার জন্য আমাদের দেশে আজকাল সৎ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। "সহজে কি ভাল হওয়া যায়?" এ কথা সবারই মুখে। সত্য সত্যই আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বাস্তবিকই এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই ইহা স্পষ্ট জানা যাইবে যে পারিবারিক কুশিক্ষাই ইহার মূল। সৃষ্টিকর্ত্তা কিছু শিশুকে অসৎ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। শিশুর ন্যায় পবিত্র বোধ হয় আর কেহই নাই। কিন্তু সেই শিশু যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততই মন্দ হইতে থাকে।—সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহাদের মন্দ হওয়া ভাল হওয়া, যাঁহারা তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন তাঁহাদের হস্তে। সৎ হইলে তাহাদের শিক্ষার বাহাদুরি, অসৎ হইলে তাহাদের শিক্ষার দোষ। কিন্তু অনেক মাতা সন্তান যদি অসৎ হয়, তবে রাগিয়া কখন কখন তাহাকে বলেন "হায়রে যদি আঁতুড়ঘরে নুন খাওয়াইয়া মারিতাম, তাহা হইলে এমন কষ্ট পেতে হইত না।" কিন্তু হায়! হায়! তিনি বোঝেন না যে তাঁহার শিক্ষা দিবার দোষেই তাঁহাকে

এরূপ কষ্ট পাইতে হইতেছে। আবার অনেক মাতা বলেন "আমার কপালের দোষ।" আবার কেহ কেহ বিশ্বস্রষ্টাকে গালি দেন। বলেন, "ভগবান! দিলে যদি এমন হতভাগা করে দিলে কেন।" কিন্তু বাস্তবিক কার দোষ, কপালের দোষ, কি ভগবানের দোষ, না নিজেরই দোষ? আমরা বলি জননীর নিজেরই দোষ। আপনার কুশিক্ষার ফল আপনিই ভোগ করেন। কপালত কোন দোষ করে নাই, বিধাতার ত কোন দোষ নাই—যত দোষ সব তাঁর নিজের। অতএব পরিবারকে সুখের করিতে হইলে পিতা মাতার দৃষ্টি সর্ব্বদাই সন্তানের শিক্ষার উপর থাকা উচিত।

পরিবারে স্বাধীনতা, নির্দ্দোষ আমোদ না থাকাতে সন্তানের অতিশয় অনিষ্ট হয়। তাহারা যতক্ষণ গৃহে বাস করে, ততক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে, বাড়ীতে থাকিলে ইচ্ছা হইলে কিছু করিবার জো নাই। গৃহে আমোদ নাই। তার পক্ষে তার গৃহ তার গৃহ স্বরূপ নয়, সে তার কারাগার। সে তার মন খুলিয়া মনের কথা বলিবার উপায় পায় না। পিতাকে যমের ন্যায় বোধ করে, তাঁর কাছে মনের কথা বলা দূরে থাক কথা কহিতে ভয় করে; হাসিতে ভয় করে; খেলিতে ভয় করে। এ সব করিতে ভয় করে বটে, কিন্তু গোপনে কোন প্রকার মন্দ কার্য্য করিতে ভয় করে না। মাতাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। জননীকে তদূর শ্রদ্ধা করা উচিত, ভক্তি করা উচিত, তত দূর করে না। করিবেই বা কিরূপে? জননী এমন ব্যবহার করেন, যাহা দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। আমাদের পরিবারে ভ্রাতা ভগিনীতে দশ যোজন দূর। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে না। পরিবারে এই সব স্বাধীনতা না পাইয়া তাহারা বাহিরে মন খুলিবার লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের আকর্ষণের বস্তু বাহিরে।

পরিবারের মধ্যে সুখ নাই। হায়! হায়! এরূপ অবস্থায় পড়িলেই মানব অসৎ হইয়া যায়। পিতা মাতার পক্ষে ইহাও অত্যন্ত লজ্জার কথা যে তাঁহারা জনক জননী হইয়া সন্তানের মনের ভাব জানেন না, সন্তানকে চেনেন না। পরিবারে ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। পিতা মাতা যদি সন্তানের যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী হন, তবে তাঁহারা পরিবারকে সুখের স্থান করুন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা বাটীতে আসিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিবে। গৃহ তাহাদের জুড়াইবার স্থান হইবে। গৃহ তাহাদের নিকট আকর্ষণের বস্তু হইবে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই প্রধান কাজটী না ভুলিয়া যান। তাহারা পরিবারকে সুখের করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহারা জানিবেন সন্তানকে ভাল করিতে হইলে পরিবারকে সুখের স্থান করা উচিত এবং সন্তানকে ভাল করিতে পারিলে গৃহধর্ম্ম সার্থক।

TORU DUTT—(*Concluded.*)

Sometimes the recollections of the West come to trouble the images; the love of Savitri and Satyavan brings to Toru Dutt's mind the love of Arcadea; Jogadhya Uma the beautiful mystic goddess who appeared to the poor pedlar of Khirogram, resembles the fair goddess of the chase on the hills of Latmos; the peacocks near the hermitage of Sindhu strut about with "Argus wings;" but these hybrid images are rare; and the Occident does not furnish her in general, but delicacies of tones and of sentiments, which the real Orient perhaps never knew, but which the ideal Orient would at once acknowledge.

I do not know if even an Indian poet would dream of making strangers passing by, turn their heads to see Savitri once more. It is by these light errors of perspective, that the poet unconsciously and because he is a poet, makes us enter the moral landscape of antiquity, and revives for us the poetry of beliefs and civilisations that are dead. It is an error, now a days in fashion, amongst men of science, that a poet's duty is to represent the things and souls of the past exactly in such a way as Archeology and Science furnish them materials. The poet, rendered in such a way, would never be for the modern generation a living poetry. It is necessary, if we do not wish to fall out a parnassion affectation (chinoiseric parnassienne) and its icy coldness that a ray from the soul of to-day penetrates through all the past; it is necessary to put a little of ourselves in all these creatures so different from us, to enable us, in our turn, to enter into them, and

to make the reduction of the ancient soul into modern soul. To give us vividly the poetry of another age or of another country, we must not dry it up in training "line upon line"—we must keep it fresh and life-like, in translating.

I shall not present and analyse except one of these ballads—the most strange, and the most distant from us—the ballad of Jogadhya Uma. I do not think that it is to be found in any Ancient Sanscrit Text, but rather believe that it is based on oral and local *folklore*.

JOGADHYA UMA.

"Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!
Fair maids and matrons come and buy!"
Along the road, in morning's glow,
The pedlar raised his wonted cry.
The road ran straight, a red, red line,
To Khirogram for cream renowned,
Through pasture-meadows where the kine,
In knee-deep grass, stood magic bound
And half awake, involved in mist,
That floated in dun coils profòund,
Till by sudden sunbeams kist,
Rich rainbow hues broke all around.

"Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!"
The roadside trees still dripped with dew,
And hung their blossoms like a show.
Who heard the cry? 'Twas but a few,
A ragged herd-boy, here and there,
With his long stick and naked feet;
A ploughman wending to his care,
The field from which he hopes the wheat;
An early traveller, hurrying fast
To the next town; an urchin slow
Bound for the school; these heard and past,
Unheeding all,—"Shell-bracelets ho!"

* * * * *

All this beautiful legend, worthy of the Death of Arthur, and of the Sword Excalibar, is not alas, but a claim of commerce. Years, centuries, have passed away and the descendants of the pedlar (as we have seen) still pay an annual tribute to the temple of Shell or *Sankha* bracelets of the old pattern,—for since that day they have made their fortune.

Absurd may be the tale I tell
Ill suited to the marching times,
I loved the lips from which it fell,*
So let it stand among my rhymes.

At the end of these legends come the miscellaneous poems, of every kind and country, souveners of France, of England, and of India. I have already cited the piece on the war,—piece feeble perhaps in expression, but full of soul, echo of the thought, and at times even the words of Victor Hugo upon still childish lips. There is the same accent and same youthfulness in the verses on the Madame Thirese of Erekmann-Chatreau. "I read the story and my heart beats fast," "years have past, yet of that time men speak with moistened glance." Oh Va-nu-pieds (Men without shoes, ragamaffins)

Va-nu-pieds! When rose high your Marseillaise
Man knew his rights to earth's remotest bound,
And tyrants trembled. Yours alone the praise!
Ah, had a Washington but then been found!

England is represented only by a single piece of a sweetness and sadness which are penetrating.—traversed as it is by the remembrance of the lost sister.

Near Hastings.

Near Hastings, on the shingle-beach
We loitered at the time
When ripens on the wall the peach,
The autumn's lovely prime.
Far off,—the sea and sky seemed blent,
The day was wholly done,

* It may be interesting to state that the lips here alluded to were those of an old and faithful nurse named Suchee long in the Dutt family's service whom all the three gifted children loved very much, and plagued incessantly, by running counter to her Hindu superstitious ideas.—*Editor*.

The distant town its murmurs sent,
Strangers,—we were alone.

We wandered slow; sick, weary, faint,
Then one of us sat down,
No nature hers, to make complaint;—
The shadows deepened brown.
A lady past,—she was not young,
But oh! her gentle face
No painter-poet ever sung,
Or saw such saint-like grace.

She past us,—then she came again,
Observing at a glance
That we were strangers; one, in pain,—
Then asked,—Were we from France?
We talked awhile,—some roses red
That seemed as wet with tears,
She gave my sister, and she said,
"God bless you both my dears!"

Sweet were the roses,—sweet and full,
And large as lotus flowers
That in our own wide tanks we call
To deck our Indian bowers.
But sweeter was the love that gave
Those flowers to one unknown,
I thank that He who came to save
The gift a debt will own.

The lady's name I do not know,
Her face no more may see,
But yet, oh yet I love her so!
Blest, happy, may she be!
Her memory will not depart,
Though grief my years should shade,
Still bloom her roses in my heart!
And they shall never fade!

A few more hours of dreams and happiness in her beautiful garden of Bangmaree in the midst of these lotus flowers whose beauty puts an end to the quarrel of the lily and the rose disputing the empire of the flowers,—hemmed by these seas of folliage where her eye cannot penetrate,—before these palms which raise their slender grey pillars, singly or in clusters,—before the Seemuls which lean over the tranquil tanks—"red, red and startling as a trumpet's sound: she dreams there, drunk with the beauty, gazing and gazing on an Eden found again. In the evening, she hears the wind moaning in the branches of her dear Casuarma, up which climbs, like a monstrous python, even to its summit which touches the stars, a creeper, in whose embraces no other tree could live—

"But gallantly
The giant wears the scarf, and flowers are hung
In crimson clusters all the boughs among,
Whereon all day are gathered bird and bee;
And oft at nights the garden overflows
With one sweet song that seems to have no close,
Sung darkling from our tree while men repose."

But it is not for its magnificence that the beautiful tree is dear to her,—it is because she has played under its shades with those she loved.

"What is that dirge-like murmur that I have
Like the sea breaking on a shingle-beach?
It is the tree's lament, eerie speech,
That haply to the unknown land may reach."

The unknown land,—Alas! She was to go there soon, to find there again her lost companions of play. One night thinking her father was getting old and infirm and might perhaps leave her alone,—alone upon the wide, wide earth, she saw in a dream

A tree with spreading branches and with leaves
Of divers kinds,—dead silver and live gold,
Shimmering in radiance that no words may tell!

Beside the tree an Angel stood; he plucked
A few small sprays, and bound them round my head.
Oh, the delicious touch of those strange leaves!
No longer throbbed my brows, no more I felt
The fever in my limbs—"And oh," I cried,
"Bind too my father's forehead with these leaves.
One leaf the Angel took and therewith touched
His forehead, and then gently whispered "Nay!"
Never, oh never had I seen a face
More beautiful than that Angel's or more full
Of holy pity and of love divine.
Wondering I looked awhile,—there, all at once
Opened my tear-dimmed eyes—when lo! the light
Was gone—the light as of the stars when snow
Lies deep upon the ground. No more, no more
Was seen the Angel's face. I only found
My father watching patient by my bed,
And holding in his own, close-prest, my hand."

Alas! It was for her that the Angel of life had no more leaves nor flowers upon earth, and the poor father thrice vitally struck, had upon this last occasion nothing more left to lose, but had to live on, as best he might, and remember and weep.

"Why should these three young lives, so full of hope and work, be cut short, while I, old and almost infirm, linger on? I think I can dimly see that there is a fitness, a preparation required for the life beyond, which they had, and I have not. One day I shall see it all clearly. Blessed be the Lord. His will be done."

It is difficult to exaggerate the loss which the poetry of India has sustained in losing Toru Dutt. She has left no finished work, and she could not as yet; the language in which her poetry blossomed was a language learnt, and which she wielded at once with a marvellous felicity and with a strange ignorance. But she had an emotion profound and sincere, and simplicity penetrating,—these two gifts of the greatest poetry. There was in her nothing affected, nothing of art for art, nothing of the sentimental of the *Miss* poets; every thing has sprung from the fountain of the heart, every thing has arisen from emotions of love, of enthusiasm, of sadness for this life so fleeting. To us, Frenchmen, she ought to be doubly dear; dear for herself and dear for her love for France. She has a right to a line in the history of our literature, because she has inscribed her name there, and she has a right especially to our souvener, as a delicate and sweet image of what Hindu genius would have produced under the wing of France. Is it not strange that the only soul of a poet which has bloomed in India after the English conquest, should have turned with an instinct so invincible, towards the sun of France? None more than myself can admire what England has done in India and even for India, but the Genius of England has it the guardian's gift which the Genius of Hindustan requires? And one begins to dream before this child, flower of France, bursting forth in beauty, on the banks of the Ganges—to dream of all the colours and perfumes that might be expected from the Indian lotus married to the French lily, if our kings in the last century had not betrayed destiny, and hindered France from hearing the call of Dupleix and Johanna Begum.

(From the French of James Darmesteler.)

No. 237. October 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৭ সংখ্যা। আশ্বিন ১২৯১—অক্টোবর ১৮৮৪। ৩য়, কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৶০ আনা।

গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী।

নারীশিক্ষা—১ম ভাগ—মূল্য ॥০ ও ২য় ভাগ—মূল্য ৸০।

এদেশে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকাতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহা
স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী উপরি-উক্ত দুই খানি পুস্তক বামাবোধিনী সম্পাদ
মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। ম
ছাপা না থাকাতে ঐ পুস্তক দুই খানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে বামাবোধিনী কার্য্যাল
হইতে উহা সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আ
করি স্ত্রীলোক মাত্রেই ঐ পুস্তক এক এক বার পাঠ করিবেন।

এই পুস্তকদ্বয় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকাল
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্ত্রীপাঠ্য আর কয়েক খানি পুস্তক এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

বামা রচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	মূল্য
ঐ (কাগজের মলাট)	ঐ
কারা কুসুমিকা—	ঐ
বেদিয়া বালিকা—	ঐ
কৃষকবালা—	ঐ
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক	ঐ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্য

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যাল
কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷০ মাত্র। স্বল্প মূল্যে

নিম্নলিখিত পরীক্ষিত মহৌষধ সকল কলিকাতা ২৮নং ঝামাপু লেনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দের ডিস্‌পেনশরিতে প্রাপ্য।

১। অম্ল পীড়ার মহৌষধ। অম্লউদ্গার অম্লভেদ ও বমন, বুক ও পেট জ্ব
পেট বেদনা ও ফাঁপা, অম্লশূল ইত্যাদি এক সপ্তাহ ব্যবহারে উপশম লাভ।
মূল্য এক শিশি ৸০ আনা প্যাকিং ৴০

২। বৃহৎ হিমসাগর তৈল (দেশীয় শাস্ত্রসম্মত প্রস্তুত) শিরঃপীড়া, মাথা
ও বেদনা, গাত্র ও হস্তপদাদির জ্বালা ইত্যাদির বায়ু ও পিত্ত রোগ সকলের বি
উপকারী। মূল্য অর্দ্ধপোয়া শিশি ১৲ প্যাকিং ৵০

৩। বাতরাজ তৈল। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের শান্তিকারক। মূল্য অর্দ্ধ
শিশি ৸০ আনা প্যাকিং ৵০

৪। ফেরি অয়েল। ভদ্রলোক ও মহিলাদিগের স্নান করিবার ও কে
উপযোগী বিনামূল্যের সুগন্ধি তৈল। মূল্য এক পোয়া শিশি ৸০ প্যাকিং—৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৭ সংখ্যা।	আশ্বিন ১২৯১—অক্টোবর ১৮৮৪।	৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার রাজ-বদান্যতার উপযুক্ত আর একটী কার্য্য করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার জন্য তিনি দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কি শোচনীয় ঘটনা! বরিশালে একটী ব্যক্তির ফাঁসীর হুকুম হইলে তাহার মাতা দার্জ্জিলিঙে গিয়া অনেক ক্লেশে ছোটলাটের ক্ষমানুমতি প্রাপ্ত হন। এই অনুমতি বরিশালে পৌঁছি-বার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হতভাগ্যকে ইহ-লোক হইতে অবসৃত করা হইয়াছে। খবর তারে ঢাকায় আসিয়া পরে ডাক-যোগে ৩ দিনে বরিশালে আইসে। ইহা খুলনা দিয়া পাঠাইলে ১২ ঘণ্টায় বরিশালে পৌঁছিত—একটী হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা হইত।

পণ্ডিতা রমাবাই বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস মারহাট্টা ভাষায় অনুবাদ করিতে উদ্যোগিনী হইয়াছেন।

লর্ড রিপণ আগামী ডিসেম্বরের শেষে ভারত হইতে বিদায় লইতেছেন। লর্ড ডফরিণ তাঁহার স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপুল আয়ের প্রতি ইংরাজ সাধারণের কটাক্ষপাত হইয়াছে। জর্ম্মণি, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডে তাঁহার

অনেকগুলি জমীদারী আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে ৬০ লক্ষ টাকা ও নিলডফ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া যান। তিনি রাজকোষ হইতে যে মসহরা পান, মিতব্যয়িতা দ্বারা তাহাহইতেও অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় রাজবৃত্তি কমাইবার চেষ্টা হইবে।

১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে যে পম্পিয়াই নগর ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা খুঁড়িয়া ক্রমে আশ্চর্য্য দৃশ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। একটী প্রস্তরীভূত মনুষ্যদেহ পূর্ণাকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লেমেণ্টের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্যে তাঁহার ১৮০০০টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন। বর্দ্ধমানের মহারাজ ও ভারত সভার লাহোর শাখা ২০০০ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। দেশবাসী নর নারী সকলেরই এ বিষয়ে সাহায্য দান কর্ত্তব্য।

জর্ম্মণিতে নিরামিষভোজীদিগের ক্রমশই দলপুষ্টি হইতেছে। তথায় ১৭০ জন লোক প্রকাশ্যরূপে এই দলভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এক পুস্তকালয়ে নিরামিষ ভোজনের স্বপক্ষে ৭০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

জর্ম্মণি জ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপের সর্ব্বোন্নত দেশ বলিয়া ইহা উহার মস্তক নামে অভিহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে স্ত্রীশিক্ষা অদ্যাপি হীনাবস্থায় রহিয়াছে। ইহার একটী শোচনীয় প্রমাণ সম্প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে! হিডেলবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার হয়, তজ্জন্য একজন সহৃদয় ব্যক্তি এক লক্ষ (মার্ক) মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষদিগের হস্তে প্রদান করিতে চান, কিন্তু তাঁহারা তদ্গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন। জর্ম্মণেরা আজি কালি শর্ম্মণদিগের অনুকরণপ্রিয়, তাই কি স্ত্রীশূদ্রকে উচ্চাধিকার দানে অপ্রস্তুত ?

বোষ্টনের বিবী সা একজন অতি উদার-হৃদয়া ও বদান্যা রমণী। সংবৎসরে নানা প্রকার দাতব্য কার্য্যে তাঁহার ২ লক্ষ ডলার বা অন্যূন ৪ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। তিনি ৩০টী কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ও ২০টী শিশুপালনালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বর্ষে ৫০০০০ ডলার ব্যয় হয়। সহরের যে পল্লীতে গরিব লোকের বাস, এগুলি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। কিণ্ডার গার্টেন সুন্দর পুষ্প-শোভিত উদ্যান সকলের মধ্যে হইয়া থাকে। প্রত্যেকটীতে ২ জন শিক্ষক আছেন, তাঁহারা সপ্তাহের মধ্যে ৫দিন প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেন। বড়দিনে পারিতোষিকের গাছ নির্ম্মিত হইয়া তাহা হইতে বালক

বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিশুপালনালয়ে একমাসের শিশুদিগকেও দিনভোর রাখিয়া পিতা মাতা রাত্রিকালে ফিরাইয়া লইয়া যান। ইহারা শ্রমজীবী

আমাদের দেশের তিন অবস্থা।

"কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর।
সেইরূপ সমুদয় পৃথিবী মাঝারে
আছে এক দিব্যস্থান অতি মনোহর।"

স্ত্রীলোকদিগকে রাজনীতি শিখাইবার সময় বঙ্গদেশে এখনও আইসে নাই। যে দেশের অনেক কৃতবিদ্য যুবক পর্য্যন্ত রাজনীতি বুঝিতে অক্ষম, সে দেশের নারী জাতির রাজনীতি শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু আমাদের মহিলাগণ রাজনীতি বুঝুন আর নাই বুঝুন, দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, রিজিয়া নাম্নী একটি যবনবংশোদ্ভূতা স্ত্রীলোক প্রায় চতুর্দ্দশ মাস কাল সম্রাজ্ঞীরূপে এ দেশের মুসলমান সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন; জাহাঙ্গীরপত্নী নুরজিহান আপন স্বামীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং বিদুষী রোশেন বিবি আবুলফজলের আইন আকবরি নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এরূপ রমণীর অপ্রতুল নাই; হিন্দুরমণীও যে রাজনীতি চর্চ্চা করিতেন, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেবল প্রচীন সময়ের রমণীগণ কেন, সেদিনকার ঝান্সিরাণী, লক্ষ্মীবাই, তুলসীবাই, অনঙ্গকুমারী প্রভৃতির নাম আমরা আজিও ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু রাজার সহিত লড়াই করা আর রাজনীতি চর্চ্চা করা স্বতন্ত্র কথা। অত্যাচারী ও কপট রাজার কূট রাজনীতিচর্চ্চার শেষ ফল বিদ্রোহ ও পতন। যাহাই হউক, রাজনীতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ দেশের প্রচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সরল ভাষায় সে সম্বন্ধে কতকগুলি সার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

এ দেশের নাম ভারতবর্ষ, ইংরাজি ভাষায় ইহাকে ইণ্ডিয়া কহে। এই দেশ আমাদের জন্মভূমি সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা "স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এই ভারতের শস্যে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়, ইহার দুগ্ধে আমাদের শৈশব জীবন রক্ষিত হয়, ইহার বায়ু ও জলে আমাদের প্রাণ ধারণ হয়, ইহার ভাষায় আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয়, ইহার ক্রোড়ে আমরা পালিত হই এবং ইহারই ভূমিতে আমাদের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, ইত্যাদি যাবতীয় ভবলীলা সম্পন্ন হয়। যেমন নিজের গৃহের অভাব মোচনে আমরা সযত্ন থাকি, যেমন নিজের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের উন্নতির জন্য আমরা উৎসুক হই, তেমনি সমগ্র দেশের অভাব মোচন ও উন্নতি সাধন জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা গৃহের উপকার করিলে কেবল একটি মাতা, একটি পিতা কিম্বা একটি সহোদরের অভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের উপকারজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ২৬ কোটী স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগ্নী আমাদের দ্বারা প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। এইরূপ স্বদেশের জন্য যিনি স্বার্থত্যাগ করেন এবং স্বদেশস্থ সকলের সমভাবে মঙ্গল করিবার জন্য যিনি সতত যত্নপর থাকেন, ভূতলে তিনি অক্ষয় নাম প্রাপ্ত হন এবং শাস্ত্রমতে অনন্ত স্বর্গসুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে। চৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, প্রতাপ সিংহ, ম্যাটশিনি, হাউয়ার্ড প্রভৃতি মহাত্মারা এই জন্যই আজি পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইল জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুষ্ক গোলাপ কুসুমের ন্যায় তাঁহাদের সুযশরূপ সৌগন্ধ আজিও ফুরায় নাই। এ দেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান রমণী স্বদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া এইরূপে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের কেহ কেহ জন্মভূমির জন্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা চিরকাল কুমারী অবস্থায় থাকিয়া স্বজাতির প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। সংশিক্ষা ও সৎসংসর্গ পাইলে রমণী জাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারে, তাহা ইহাঁরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক রমণী দেখাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, স্বদেশের হিত সাধন করা কি পুরুষ কি রমণী সকলের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পূর্ব্বে এ দেশ হিন্দুদিগের শাসনাধীন ছিল; প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুরা প্রবল প্রতাপের সহিত শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন সময়ে এ দেশের অবস্থা অতি উত্তম ছিল; রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের সুশাসনের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের শাসন প্রণালী যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত, তাহা রাজা রামচন্দ্র, রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা

হরিশ্চন্দ্র, রাজা বিক্রমাদিত্য ইত্যাদির জীবন চরিত পাঠ করিলে জানা যায়। এইজন্য এখনও লোকে "রামরাজ্যে বাস করিতেছি" বলিয়া কথায় কথায় উপমা দেয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য হিন্দু শাসন সময়ে সকল প্রদেশেই খাল ও বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করা হইত, অন্নকষ্টের সময়ে প্রজাদিগকে শুল্কভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত, দরিদ্রদিগকে অর্থ ও ভোজ্যবস্তু দেওয়া হইত, প্রজার খাজনার হার অধিক ছিল না এবং বর্ত্ম-নির্ম্মাণ, শিক্ষা প্রদান, ধর্ম্ম সংস্করণ, সুনীতি প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, কৃষি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনার জন্য বিদ্যালয়াদি ও মঠ থাকিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রজাসাধারণের মত গ্রহণ করা হইত। অধিকাংশ প্রজার অসম্মতিতে কোন কার্য্য হইতে পারিত না; প্রজারা রাজার নিকট আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইত; সেই প্রতিনিধিদের নাম "প্রাড়্ বিবাক"। কর্ণের (দাতা কর্ণের) বদান্যতা, যুধিষ্ঠিরের সাধুতা, রামচন্দ্রের উদারতা, হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, বিক্রমাদিত্যের কাব্যপ্রিয়তা, ভীমের অমিত ক্ষমতা, শঙ্করাচার্য্যের কষ্টসহিষ্ণুতা, পাতঞ্জলের পাণ্ডিত্য, ধ্রুবের ব্রহ্ম-বিশ্বাস, সাবিত্রীর পতিভক্তি, সীতার পত্যনুরাগ এবং রুক্মিণদুহিতার পরদুঃখকাতরতা হিন্দু জাতির সদ্গুণ-সমূহের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ। কিন্তু হিন্দু-শাসনের একটি দোষ ছিল; ব্রাহ্মণেরা শূদ্রজাতির উপর বড় উপদ্রব করিতেন। তখন ব্রাহ্মণের হস্তে ব্রহ্ম-বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনা, ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্যরক্ষা ও সমরব্যাপার; বৈশ্যের হস্তে হলচালনা, বাণিজ্য ও ব্যবসা; এবং শূদ্রের হস্তে উপরি-উক্ত তিন জাতির সেবা, সুশ্রূষা ও দাসত্ব ন্যস্ত ছিল। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ব্রাহ্মণ জাতি হইতেই এদেশে সভ্যতা ও জ্ঞানালোচনার পথ সর্ব্বপ্রথমে পরি-ষ্কৃত হয় এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে ভারত-বর্ষ—এমন কি সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণ জাতির নিকট সৃষ্টির আদি কালে নানা বিষয়ে ঋণী ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির গোঁড়ামি ও স্বসম্প্রদায়ানুরক্তি এত অধিক তীব্র ছিল যে তাঁহারা নিজের স্বার্থের জন্য অপরের মূল্যবান স্বার্থকেও অকাতরে বলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিক কি তাঁহাদের অনেকের এখনও বিশ্বাস, কেবল ব্রাহ্মণ জাতিরই শাস্ত্রা-লোচনায় এবং বিদ্যালোচনায় অধিকার আছে, অপর জাতি তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের নরকবাস হইবে। যে সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সভ্যতা ও বিদ্যালোচনা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন এবং অপর সকলকে মূর্খতা-সাগরে নিমগ্ন রাখিয়া তাহাদের উপর

আপনাদের অদ্ধপ্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক জগতের উন্নতির গতি রোধ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা যে কতদূর দূষণীয় তাহা আর বলা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ শূদ্রজাতির উপর ব্রাহ্মণজাতির তৎকালীন ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও অত্যাচার বড় ভয়ানক ছিল। যাহা হউক, হিন্দু শাসনপ্রণালী যে অনেকাংশে সুচারু ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। রামচন্দ্রের বনগমন কালে সুমন্ত্রের রথে সীতা রামের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং অগ্নিপরীক্ষা ও অপরাপর অনেক সময়ে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের রথে গিয়াছিলেন; দ্রৌপদী সভায় যাইতেন; সাবিত্রী বনভ্রমণে বহির্গত হইতেন; প্রমীলা রণবেশে সজ্জিতা হইতেন; লীলাবতী গণিতবিদ্যার আলোচনা করিতেন; ঋত্বিক কুমারীগণ বেদাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং আর্ষিক সম্প্রদায়ভুক্তা মহিলাগণ প্রকাশ্য বাজারে মাংস বিক্রয় ও মল্লযুদ্ধ করিতেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, তৎকালে স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন, অসতীর প্রতি প্রশ্রয় দান এবং বালিকাকে বিবাহ করা হিন্দুশাস্ত্রের মূল মর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। স্ত্রীশিক্ষার তখন যথেষ্ট আদর ছিল। মূর্খা এবং ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্যা রমণীকে বিবাহ করিলে নরকগ্রস্ত হইবার কথা শাস্ত্রের শত শত স্থানে লিখিত আছে। ফলতঃ হিন্দুশাসন সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা অনেকাংশে সুখকরী ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।*

(ক্রমশঃ)

সন্তান কি রত্ন?

সন্তান কি আদরের ধন! বলিয়া প্রিয় হইতেও প্রিয়, দুঃখের বলিয়া যত্নের সামগ্রী! প্রসূতি প্রসব-বেদনায় প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেন,—প্রতি মুহূর্ত্ত মনে করেন আর বাঁচিবেন না! সে যন্ত্রণায় সে হতাশে তাঁহার রমণীয় সহিষ্ণুতাও বিচলিত হয়, অথচ সন্তানের মুখাবলোকন মাত্রই তিনি তাঁহার সকল ক্লেশ ভুলিয়া যান,—তাঁহার সকল যন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া যায়, হতাশ ঘুচিয়া সুখের আশায় বাঁচিবার সাধের উদয় হয়।

শিশুকে অঙ্কে লইয়াই প্রসূতি আপনার সম্মুখে কর্ত্তব্যের যেন একটী মহাসাগর দেখিতে পান। সন্তান পালন যে কি কঠোর ব্রত,প্রসূতি তাহা জানেন,

* পরপ্রস্তাবে আমরা মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের কথা লিখিব।

অপরে তাহা জানেন না। সন্তানের জন্য কত স্বার্থত্যাগ—কত হীনতা স্বীকার করিতে হয়,সুখ সম্ভোগে কত দূর বঞ্চিত হইতে হয়,বুদ্ধিমতীও বয়স্থা হইয়াও অবোধ শিশুর সেবায় কত দূর বিব্রত হইতে হয় প্রসূতি ব্যতীত অপরে তাহার কি জানিবে? ক্ষুদ্র অসমর্থ শিশুর সেবায় তাঁহাকে অনেক স্বার্থ ও সুখ বিসর্জন করিতে হয়। ক্ষুৎপিপাসায় অকাতর, অনিদ্রায় অকাতর, স্বাস্থ্য রক্ষায় অমনোযোগী অনেক প্রসূতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর পী হইলে প্রসূতির না ক্ষুধা, না পিপাসা,না নিদ্রা, না শান্তি,—অনবরত কিসে শিশু আরোগ্য লাভ করিবে, তাঁহার একমাত্র চিন্তা। আপনার শরীর শীর্ণ হইতেছে, হউক, সন্তান বাঁচুক, মায়ের কাতর প্রাণ হইতে অনবরত এই প্রার্থনা বিধাতার উদ্দেশে উত্থিত হইতে থাকে। তাই বলিতেছি সন্তান মহারত্ন!

রমণী প্রসূতি হইলেই সন্তান পালন করিতে সক্ষম এ কথা গ্রাহ্য নহে। যে রমণীয় কর্ত্তব্য বোধ আছে,তিনিই সক্ষম—অপরে নহেন। সকল রমণীর কি কর্ত্তব্যবোধ আছে? বঙ্গবাসিনী, একবার ভাবিয়া দেখ! তুমি না আর্দ্র বস্ত্রে শিশুকে কোলে লইয়া থাক, তুমি না সাভরণা হইয়া অনাবৃত তনু অথবা সামান্য আবৃত তনু শিশুকে কোলে লইয়া পাদচারণ কর, তুমি নবপ্রসূতি হইয়া স্বেচ্ছামত নানা কুপথ্য না গ্রহণ কর, তুমি না তীব্র শীতের সময় অনায়াসে বাত্যাভিমুখে সন্তানকে স্নান করাইয়া দাও, আবার আহ্লাদ করিয়া তাহাকে তুই তুকার করিয়া কথা কহিতে শিখাও,—শিশু আবদার লইলে—সে আবদার অনিবার্য্য—তাহাকে হয় অন্যায় প্রশ্রয় দেও, নয় উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিয়া অথবা ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত করিতে না চেষ্টা পাইয়া থাক? ঐ প্রকার কত দোষ হেতু শিশু রুগ্ন, শীর্ণ অসুস্থ, মেধাহীন ও দুর্বিনীত হয়, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখ? কর্ত্তব্যবোধের অভাবই এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মূল।

প্রসূতি! সন্তানকে হাসিতে খেলিতে দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া কি তোমার আনন্দ হয় না? আনন্দ হইবার কথা,মত্ততা হইবার কথা নহে। কখনও মনে কর কি তোমার সন্তানের ন্যায় অপরের সন্তান সুন্দর নহে, আপনার সন্তানকে কোলে লইয়া অপরের সন্তানকে কি কখন ঘৃণা কর, হতাদর কর অথবা দেখিতে পার না? না, তুমি সোৎসুকে সানন্দে অপরের শিশুকে কোলে লইয়া অকাতরে আপনার স্তন পান করাইতে পার? তোমার পক্ষে কি ইহা বড় কঠিন কার্য্য? ইহা অস্বাভাবিক না অসঙ্গত? আপনার সন্তানের প্রতি মোহ জন্মিবে অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু যে মোহ হেতু পরের সন্তানকে ঘৃণা করিতে হয়, সে মোহ পরিত্যাজ্য।

একটী কথা বলিব—সন্তান মহারত্ন

হইয়াও তোমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তোমার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও অধিকৃত নহে,—তোমার হইয়াও তোমারই নহে! নশ্বর জগতে সকলি কালের অধীন,কাল-প্রতিনিধি মৃত্যু জীব জগতে একাধিপত্য করে। সেই নির্ম্মম কালান্তক অনায়াসে অলক্ষিতে প্রসূতির অঙ্ক হইতে শিশুকে কেমন কাড়িয়া লয়! তাহার বিপক্ষে অভিযোগ নাই, তাহার অত্যাচারে নিষ্কৃতি নাই, শান্তি নাই, শান্তি মাত্র হৃদয় খুলিয়া রোদন—আক্ষেপ—হতাশ উচ্ছ্বাস? তাহাও নিষ্ফল এবং অশ্রুত। সন্তান নিধনে শোক যেন চতুর্দ্দিক থাক করিয়া হৃদয়ে চিরজ্বলন্ত চিতা প্রজ্বলিত করে, সেই চিতায় মৃত সন্তানের স্মৃতি, আশা, সাধ, ভোগ, স্বাস্থ্য সমুদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে। সুতরাং শোকাতুরের হৃদয় পঞ্জর ভাঙ্গিয়া না যাইবে কেন?

আহা! এ শোকে শান্তি নাই কি? "তার দুঃখ কি? বাঁচিয়া থাক, আবার হইবে" এ প্রকার প্রবোধ প্রচলিত আছে, কিন্তু এ প্রবোধ প্রকৃত শান্তি দিতে সক্ষম নহে। কাল যেমন শোকানল প্রজ্বলিত করে, কাল তেমনই সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারে, কিন্তু চিতাবশিষ্ট খাককে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে না। দিন বহিয়া যায়,মাস বৎসর যায়,কালের প্রবাহে শোকের তীব্রতা ক্ষয় পাইতে থাকে, কিন্তু সেই অনলস্পর্শে হৃদয়ে যে ক্ষত উপস্থিত হয়, তাহার দাগ একবারে মুছিতে পারে না।

সন্তান শোকে যে দুঃখিনী একান্ত কাতর হইয়াছেন,তাঁহাকে একটী গল্প বলিতেছি। গল্পের সার সংগ্রহ করিতে পারিলে দেখিবেন, তাঁহার হৃদয়ের শোকের উপস্থিত প্রদাহ কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে।

কোন দেশে এক রাজা পুত্রশোকে অধীর হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট সর্ব্ব-প্রকার সান্ত্বনা বাক্য নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষকে কিয়ৎকালের জন্য রাজভাণ্ডার হইতে সমস্ত ধন রত্ন আর যাহা কিছু ছিল স্থানান্তরিত করিতে শিখাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে তাহার কৃত সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার কলঙ্ক ও দণ্ড তিনি নিজে আপনার মস্তকে গ্রহণ করিবেন। কোষা-ধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পালন করিলে পর রাজ-শাসনে যাহাতে শাসিত না হয়েন, তাহার উপায়ও করিয়া দিলেন। গোপনে পরামর্শ করিয়া কোষাধ্যক্ষ কি কি কার্য্য করিবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। রাজ-ভাণ্ডারের ধনরত্ন স্থানান্তরিত হইল, পাওনাদারেরা ফিরিয়া যাইতে লাগিল—নগরে রব উঠিল রাজভাণ্ডার লুঠ হইয়াছে—ভাণ্ডারী সরিয়া পড়িয়াছে। তখন মন্ত্রী স্বীয় অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া রাজার নিকট করপুটে নিবেদন করিলেন "মহারাজ আপনি রাজকার্য্যে অমনো-যোগী—ওদিকে আপনার কোষাধ্যক্ষ ধন লইয়া পলায়ন করিয়াছে—আপনার দুর্নাম ঘোষণা হইতেছে।"

রাজা কোষাধ্যক্ষকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। বন্দী কোষাধ্যক্ষ একখানি আরজী হস্তে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীকে কহিল "মন্ত্রী মহাশয়, রাজার ভৃত্যেরা গিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে—আমার এই অভিযোগপত্র রাজাকে শ্রবণ করান্" এই বলিয়া অভিযোগ পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

মন্ত্রী তাহা পাঠ করিলেন—"আমি বহুকাল হইতে ঐ ধন সমস্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছি—আমা কর্ত্তৃক উহা হইতে ব্যয় এবং উহার ক্ষতিপূরণ কার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে—অতএব আমিই উহার পূর্ণ অধিকারী। বিশেষতঃ উহাতে আমার মায়া জন্মিয়াছে, উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর বাঁচিব না—অনুগ্রহ করিয়া ঐ ধন আমাকে প্রত্যর্পণ করুন।"

রাজা অভিযোগ শুনিয়া হাসিলেন—কহিলেন "তোমার কি স্পর্দ্ধা—আমার ধনে তুমি অধিকারী—আমার গচ্ছিত ধনে তোমার মায়া জন্মিয়াছে বলিয়া আমি তোমাকে সেই ধন প্রত্যর্পণ করিব? তুমি কতক পরিমাণে উপস্বত্ব ভোগ করিতে, কিছু বলি নাই—আজ তুমি তাহা অপহরণ করিতে বসিয়াছ—তুমি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

কোষাধ্যক্ষ কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতে লাগিল—মন্ত্রী ছল করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "মহারাজ ওব্যক্তি বলিতেছে উহার শাসন আপনি করিতে চাহেন সত্য—আপনার শাসন কে করিবে?"

রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে দুর্ম্মুখ—আমার শাসন কে করিবে? দোষী হইলে বিধাতাই তাহার শাসন করেন—তুমি বিশ্বাসঘাতক না হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা করিতাম না—"

কোষাধ্যক্ষ কহিল—"ক্ষমা করুন, আপনি আমা অপেক্ষাও বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতেছেন—বিধাতা প্রদত্ত ধনে অধিকারী হইয়া এখন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইয়াছেন কি না বলুন দেখি"—রাজা কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে তুমি কি বলিতেছ—স্পষ্ট করিয়া বল"—

কোষাধ্যক্ষ কহিল "মন্ত্রী মহাশয়! রাজা হইয়া বিশ্বাসঘাতক—পুত্র ধন বিধাতা প্রদত্ত—গচ্ছিত মাত্র—তাহাতে রাজার অধিকার কি? সেই অধিকার-চ্যুত হইয়াছেন বলিয়া যদি উনি দণ্ডার্হ না হন, তবে আমি উহাঁ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইব কেন?"

রাজা ঝাঁপিয়া গিয়া কোষাধ্যক্ষের গলা জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভাই, তুমি আমার সুহৃৎ,—আমাকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়াছ"।

মন্ত্রী গিয়া তখনি কোষাধ্যক্ষের

বন্ধন মোচন করিয়া দিতে দিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন "সন্তান রত্নে আমাদের অধিকার কি? যাঁহার ধন তিনি পুনর্গ্রহণ করিলে রোদন করাও অবিধেয়; তবে রক্ত মাংসের শরীরধারী বলিয়া রোদন অনিবার্য্য—কিন্তু পরিত্যাজ্য, আপনাকে এই টুকু বুঝাইবার জন্য এই সৎস্বভাব ধর্ম্মভীরু কোষাধ্যক্ষকে এই হীন দশায় আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইয়াছে।" রাজা কোষাধ্যক্ষের হাত ধরিয়া সজলনয়নে সকলকে কহিলেন "আমি পুত্রশোকে অন্যায় কাতর ছিলাম বলিয়া আমার সুহৃদ্বর কৌশল করিয়াছিলেন, আমি বুঝি নাই, অন্যায় আজ্ঞা দিয়া কোষাধ্যক্ষের অপমান করিয়াছি। কোষাধ্যক্ষ ও তোমরা সকলে আমায় ক্ষমা করিবে।"

সভাসদগণও সন্তান সম্বন্ধে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(২৩৫ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর)

ফুসিরা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যে নিয়মে চলিবে, তাহা তাহাদের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে।

ইহাদিগের মতে পাপ ২২৭ প্রকার, কতকগুলি মার্জ্জনীয়, কতকগুলি অমার্জ্জনীয় অর্থাৎ তাহা করিলে ফুসি দল হইতে চ্যুত হইতে হয়। ইহাদের মধ্যে পাপ স্বীকারের (Confession) নিয়ম আছে, উহা করিলে পাপানুসারে গুরু ফুসি তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন, বা রৌদ্রে ভ্রমণ বা মৃত্তিকা বহন ইত্যাদি দণ্ড দিয়া থাকেন। এখন নামে মাত্র এই নিয়মটী রক্ষা করা হয়। দোষী ব্যক্তি আসিয়া কেবল এই কথা বলে "শ্রদ্ধাস্পদ প্রভু! আমি যে সকল দোষ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেছি এবং তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" সে দোষের সবিশেষ কিছু বলে না, গুরু ফুসি সাধারণ ভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র।

ফুসিদিগের পবিত্রতা, নম্রতা, দরিদ্রতা ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন এই কয়টী লক্ষণ থাকা আবশ্যক। বর্ম্মারা স্ত্রী-পুরুষে লম্বা চুল রাখিতে ভাল বাসে, সেই জন্য ফুসীরা ইহার বিপরীত রীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব শরীরে ক্ষৌরকার্য্য করে। ইহাদিগকে খালি পায়ে বেড়াইতে হয়। ইহাদের বস্ত্র যতদূর সামান্য মত হওয়া সম্ভব হইবে, ছোট বস্ত্র বা গোরস্থানের ছিন্ন বস্ত্র সেলাই ও হরিদ্রা বর্ণ রং করিয়া পরিধান করিবে, যদি কেহ নূতন

হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র দেয়, তাহা পরিধান করিতে পারে। ফুসির নিজের বলিতে কিছুই নাই, অপরে তাহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং অন্ন বস্ত্র ও যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি দিয়া থাকে সুতরাং কেহ কোন দ্রব্য ফুসিঘর হইতে লইয়া গেলে তাহার আর কিছু বলিবার অধিকার নাই। তবে সাধারণতঃ তিনি না বলুন তাঁহার ছাত্রেরা প্রহরী হইয়া চৌর্য্য নিবারণ করে এবং আবশ্যক হইলে চোরকে পুলিষে পর্য্যন্ত দেয়। উঁহাদের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদি স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই, তবে এমন দেখা গিয়াছে যে হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া বা অপর লোক দ্বারা টাকা পয়সা লইয়াছে। ফুসিদিগের আহারের নিষেধ ও বিধি আছে। প্রত্যেক গ্রাস নাতিবৃহৎ হইবে এবং একটী সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে অপরটী গ্রহণের নিয়ম নাই। পথে যাইবার সময় অতি ত্রস্তভাবে বা অতি মৃদুগতিতে যাইবার নিয়ম নাই। তাহারা ৪ হস্তের অধিক ভূমি দেখিবে না, পথে যাইবার সময় কাহাকেও অভিবাদন করিবে না বা কেহ অভিবাদন করিলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না বা কাহারো সঙ্গে কথোপকথন করিবে না—কেবল আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবে মাত্র। বলা হইয়াছে প্রত্যহ ভিক্ষার উপর ফুসীদিগের জীবিকা নির্ভর করে এবং পর্ব্ব দিবসে বা অপর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে তাহারা বাসন শয্যা ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়া থাকে, এবং নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি সহকারে অতি সমারোহে ইহা গ্রাম মধ্যে বাহিত হইয়া প্রদর্শিত হয়, অবশেষে ফুসিকে দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে সজীব জন্তু সকলও প্রদত্ত হয়। তাহা ফুসি মন্দিরের নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এরূপ হইলে তাহাদিগকে বা তাহাদিগের শাবক ইত্যাদিকে কেহ কখনও মারিতে পারে না, তাহারা সচ্ছন্দে সেই স্থানে বিচরণ করে, তবে মৃত হইলে তাহা ফুসি আহার করিতে পারেন। কেহ পীড়িত হইলে কখন কখন রোগীর শরীর হইতে ভূত তাড়াইবার জন্য ফুসিদিগকে আহ্বান করিয়া আনা হয়।

ব্রহ্মদেশে ফুসিরা একটী মহৎ কার্য্য করে অর্থাৎ বিনা বেতনে তাহারা শিক্ষা দেয়। এখানে লিখিতে বা পড়িতে জানে না এমন বালক বালিকা কম আছে। প্রত্যেক ফুসিমন্দিরই এক একটি পাঠশালা, কেবল দুঃখের মধ্যে বঙ্গ দেশের টোলের ন্যায় এখানেও পড়াইবার শৃঙ্খলা নাই, সেই জন্য এক মাসের পড়া পড়িতে এক বৎসর লাগে এবং ভূগোল, গণিত ইত্যাদির প্রায় শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থপাঠ হইয়া থাকে। ফুসিদিগের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন অবনতি দেখা যায় না। তাহাদিগের আচার ব্যবহার, সংসারাসক্তিশূন্যতা ও পরিধেয় সকলেরই

হৃদয় আকর্ষণ করে এবং বালকেরা ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অপর কোন পুস্তকাদি পড়িতে পায় না সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মে লোকের আস্থা স্থায়ী হয়। ফুসিদিগকে সকলে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। বর্ম্মারা তাহাদিগকে করযোড়ে ৩ বার অভিবাদন করিবার সময় বলে "পাপ কার্য্য, পাপ কথা ও পাপ চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমি এই ৩ বার অভিবাদন করি এবং পরিবর্ত্তন, দুঃখ ও অনিত্যতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইচ্ছা করি।" ইহাতে ফুসি এইরূপ বলেন "যিনি এইরূপ অভিবাদন করেন, তিনি ৪ প্রকার দণ্ডের অবস্থা, ৩টী দুঃখের অবস্থা, ও সকল প্রকার শক্র হইতে রক্ষিত হউন, আপনার বাঞ্ছনীয় পথে অগ্রসর হউন এবং শেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করুন।" ফুসিদিগকে ডাকিবার সময় "ফেয়া" বা প্রভু বলিয়া বৌদ্ধেরা ডাকিয়া থাকে এবং কিছু উন্নত রকমের ভাষায় তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া থাকে।

ফুসিদিগকে জীবিতাবস্থায় লোকেযেমন বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে, তাহারা মৃত হইলেও বিশেষ ধুমধাম সহ তাহাদের শবের সৎকার হইয়া থাকে। ফুসি মৃত হইবামাত্র তাহার নাঁড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া কোন স্থানে পোতা হয় ও শব প্রক্ষালন করিয়া পেটের মধ্যে ভুষি ছাই ইত্যাদি দেওয়া হয়। পরে গ্রামবাসীদিগের অবস্থা অনুসারে সর্ব্ব শরীর বার্ণিষ দ্বারা চিত্রিত বা স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া হয়, অভাবে হরিদ্রা বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়, একটী কাষ্ঠখণ্ড খোদিত করিয়া তাহাতে শবটী রাখিয়া একটী সজ্জিত উচ্চ স্থানে ৫। ৬ মাস এমন কি বৎসর পর্য্যন্ত রাখা হয়। তৎকালে লোকেরা আসিয়া উহা দর্শন করে এবং শবদাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা পয়সা দেয়। পরে কাগজ দিয়া ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় মঠ প্রস্তুত ও তাহা সোনালি রাংতা ও চিত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত হয়। শবদাহের ৫। ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে অনেকদূর হইতে লোক সকল একত্রিত হইয়া একটী মেলা করে। তথায় দিবারাত্রি নৃত্যগীত বাদ্য হইয়া থাকে, শেষে হাউই দ্বারা শব ও কাগজের ঘর ইত্যাদিতে আগুন দেওয়া হয়।

ফুসিদিগের সম্বন্ধে লিখিবার আরও অনেক আছে, তাহা বর্ম্মাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত বিবৃত হইবে।

জারিণা কেথেরাইণের উইল।

রুসিয়া দেশের সুবিখ্যাত সম্রাজ্ঞী কেথেরাইন মৃত্যুর সময় আপনার স্বামী, চিকিৎসক এবং রাজমন্ত্রীর নিকট আপন সম্পত্তির যে উইল পত্র লিখিয়া দিয়া

ছিলেন, তাহা আমাদের অনেক পাঠিকা পাঠ করিলে বিস্মিতা এবং আনন্দিতা হইবেন। কেথেরাইণের হৃদয় নারী-স্বভাব-সুলভ কোমলতায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি আপনার সমস্ত জীবন কেবল দরিদ্র ও অনাথদিগের উপকারের জন্য ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান মহত্ত্ব এই যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া কখনও কাহার অনিষ্ট করেন নাই এবং পাপী ও দুষ্ট লোককে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার নিজের যে সকল সম্পত্তি ছিল, মৃত্যুকালে তিনি উইল করিয়া এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, যথা—"দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ৫ সহস্র টাকা,* কাঙ্গাল আত্মীয় কুটুম্বের অভাব মোচন জন্য অষ্টাদশ সহস্র টাকা, অনাথা বিধবা-দিগের ভরণপোষণের জন্য একাদশ সহস্র তিন শত টাকা, দরিদ্রা বালিকা-দিগের বিবাহ জন্য দশ সহস্র টাকা, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার জন্য পঞ্চদশ সহস্র টাকা, কৃষকদিগের জন্য তিন সহস্র টাকা, কার্নিশ নামক বনময় ও অস্বাস্থ্য-কর স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য দ্বাদশ সহস্র টাকা, পশু ও পক্ষিগণের আহার স্থান নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সপ্তদশ সহস্র টাকা, জীবিত পশু পালন জন্য দুই সহস্র, শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য ৪ সহস্র, ঔষধ বিতরণের জন্য দশ সহস্র, ধর্ম্মপ্রচারিকা কামিনীদিগের ভরণপোষণ জন্য উনবিংশ সহস্র এবং ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৮ সহস্র টাকা আমার (অর্থাৎ কেথরাইণের) সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হইবে।" ঐ উইলের সর্ব্ব নিম্নে লেখা ছিল "আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমার পতির নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না, আমার সম্পত্তি হইতে অতি সামান্যমাত্র অর্থাৎ ৭ সাত শত টাকা ব্যয় করা হইবে।" উইলে তিনি আপনার মনের ভাব যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই—"আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বামী মহোদয় তাঁহার প্রজাবর্গকে যদি সুখে ও শান্তিতে পালন করিতে পারেন; যদি অপরাধীকে শাস্তি ও ধার্ম্মিককে উৎসাহ দিতে সমর্থ হয়েন; যদি নারীজাতির সম্মান রক্ষা করিয়া সকলকে আপনার কন্যাভাবে পালন করিতে পারেন; যদি পশু ও পক্ষীর প্রতি অত্যাচার না করেন, কু-স্বভাব লোকের চরিত্র সংশোধন করেন এবং সুস্থশরীরে হৃষ্টচিত্তে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া ভবলীলা সং-বরণ পূর্ব্বক পরলোকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আনন্দিত মনে ইহ জগতে চির-কালের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে পারি।" উইল পাঠ করিয়া সম্রাটের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি

* ডলার মুদ্রাকে আমরা টাকায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।

আপন পত্নীকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে বলিলেন "তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।" দয়াবতী কেথেরাইণ সায়ংকালে জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সমাধিসময়ে তৎস্থানে এত জনতা হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে সম্রাট বলিয়াছিলেন "এরূপ রমণীর যে ব্যক্তি স্বামী, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" প্রবাদ আছে, দর্শকদিগের শোকসূচক নয়নাশ্রুতে সমাধিস্থানে নদী বহিয়াছিল। যাহা হউক, অনেক দিন হইল কেথেরাইণ ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু সদ্‌গুণের এমনই মহিমা যে এত কাল পরে অদ্য এক জন বাঙ্গালী শত সহস্র যোজন দূরে বসিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হইতেছে।

উদাসীনী।

স্বপ্নময় বসন্তের দিবা অবসানে,
শান্ত প্রবাহিনী স্বচ্ছ ভাগীরথী তটে,
একটী রমণী মূর্ত্তি উদাস পরাণে
রয়েছে বসিয়া ; যেন চারু চিত্রপটে,
অঙ্কিত মাধুর্য্যময়ী কুসুম রূপিণী ;
স্নিগ্ধ নিরমল ছবি—লাবণ্য জড়িত,
(উষা-সমাগম-ফুল্ল কম-কমলিনী
আধ মুকুলিত মরি আধ-বিকশিত ;)
শত শশি-রশ্মি-মাখা সুচারু বদন,
ইন্দীবর-বিনিন্দিত সুনীল নয়ন।

২

আবরিত বর-বপু গৈরিক অম্বরে ;
দুকুল পট্টের বাস করি পরিহার ;
বিমুক্ত কবরী জাল শোভে পৃষ্ঠপরে,
চুম্বিয়া ধরণী দেহ, আবরি তাঁহার
কপোল, উরস, স্কন্ধ, সুবাহু যুগল ;
বিশাল সুন্দর যুগ্ম নেত্র-নীলোৎপলে,
খেলিছে কটাক্ষ শান্ত, মধুর, উজ্জ্বল,
চন্দ্র-কর খেলে যথা যমুনার জলে।
নিরখি নয়নে এই উদাসীনী বালা ;
মনে পড়ে—সিন্ধু তটে—কপালকুণ্ডলা।

৩

পশ্চিম গগন হতে সহস্র কিরণ
বরষিছে স্বর্ণ-ধারা ; হাসিছে তটিনী ;
সেই স্বর্ণাতপে স্নাত হয়ে মেঘগণ
ছুটাছুটি করিতেছে, স্বর্ণ-সৌদামিনী
ধরিবার আশে যেন উন্মত্ত—চঞ্চল ;
পশ্চাতে নিসর্গ রাণী—ভুবন-মোহিনী
প্রসারিয়া সুনিবিড় নীলিম অঞ্চল,
লুকায়ে রাখিতে যেন সে হেম-দামিনী,
ধাইতেছ দ্রুতপদে পাগলিনী পারা,
অঙ্গে ঝরিতেছে দীপ্ত লাবণ্যের ধারা।

৪

কুসুম-রূপিণী সেই প্রতিমা-চরণ
বিধৌত করিয়া সুখে কুলু-কুলু-স্বনে,
গাইতেছে মৃদু মৃদু ললিত গায়ন,
জাহ্নবী—শৈলেন্দ্র সুতা—প্রসন্ন বদনে ;
বিমল—সুনীল—শান্তি সলিল-দর্পণে ;
কমনীয় আকাশের কোমল নীলিমা

ঝলিছে মধুরে,—স্বর্ণ তরঙ্গের সনে,
ভাসিতেছে সন্ধ্যালোক,—অতুল মহিমা;
কেমনে বর্ণিব বল সে রূপমাধুরী?
দীন—আমি—কোথা পাব কবীর চাতুরী

৫

সলিল-শীকর-সিক্ত—শীতল পবন
স্বনিয়া স্বনিয়া মরি যাইছে বহিয়া,—
ভূত-পূর্ব্ব কথা যত করিয়া স্মরণ,
বিরহী উচ্ছ্বাসে যেন রহিয়া রহিয়া;
খেলিছে অনন্ত উর্ম্মি জাহ্নবী-উরসে,
তুলিয়া তরল শির—মণ্ডিত কাঞ্চনে,
দেখিছে কিরূপে রবি অস্ত'চলে পশে,
রঞ্জিয়া বিচিত্র রাগ বারুণী-বদনে;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ এমন,
থাকিয়া থাকিয়া করে বেলা আলিঙ্গন।

৬

শৈবলিনী-উভ-তটে পাদপনিচয়
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে—শ্যামল বরণ
(কনক কিরিট শিরে চারু শোভাময়,)
নিরখে লহরী-লীলা,—অনন্য-নয়ন;
নীড়-অন্বেষণ-ব্যস্ত বিহঙ্গম গ্রাম
উড়িতেছে দলে দলে কোথা নীলাম্বরে,
মধুর কূজনে পূর্ণ করি ভব-ধাম,
সন্ধ্যার আরতি-গীতি গায় সমস্বরে;
গাভী দল সঙ্গে লয়ে কৃষক কোথায়
ফিরিতেছে গৃহমুখে, অবসন্ন কায়।

৭

সরোবর-ঘাট হতে কুলনারীগণ
বারি-পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে, বক্র কলেবর,
একে একে গৃহ মুখে করিছে গমন,
জল-গর্ভ মেঘ সম গমন মন্থর;
উঠিছে সঙ্গীত কোথা,—ব্যাপিছে গগন,
সুমধুর সন্ধ্যানিলে পশিছে শ্রবণে,
জনস্থান-কোলাহল—সাগর-গর্জন
ক্রমে ক্রমে মিলাইছে সুদূর গগনে;
বাসন্ত দিবস শেষ, বসুধা এখন
শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিছে শয়ন।

৮

এহেন সায়াহ্নকালে, তটিনী-পুলিনে
বসিয়া উদাস প্রাণে উদাসীনী বালা
সহসা একটী বিন্দু নয়ন-নলিনে
ফুটিল, একটী মুক্তা ছিঁড়ি মুক্তা-মালা
শোভিত হইল যেন শতদল-দলে।
দেখিতে দেখিতে সেই আয়ত নয়ন
বর্ষিল অসংখ্য মুক্তা অশ্রু-বিন্দু-ছলে;
তিতিল কপোল, বক্ষ, গৈরিক বসন;
কেন গো এদশা আজি নেহারি তোমার!
সপ্তমী-শারদা কেন বিজয়া-আঁধার?

৯

বিধাতা হে, বল দেখি এ বিধি তোমার
কেমনে বুঝিব আমি—ক্ষুদ্রমতি নর?
প্রফুল্ল কুসুম, যার সুরভি সম্ভার
উন্মাদিত দেব-চিত্ত করে নিরন্তর,
তাতেই কীটের বাস?—যে চারু চন্দ্রমা
উজলে গগন, পৃথ্বী, খেলে সিন্ধু-হ্রদে,
নিরখি নিরখি যার অতুল সুষমা,
ডুবে যায় ধরাবাসী আনন্দের হ্রদে,
তাতেই কলঙ্ক-রেখা লেখা অনুক্ষণ,
অমৃতে গরল কেন নেহারে নয়ন?

১০

জগতের সারভূতা—রমণী রতন,
সৌন্দর্য্যের উৎস,—বিশ্বে জীবিত-রূপিণী;

দুঃখ-মেঘে ঢাকে যবে হৃদয়-গগন
নিদারুণ পুরুষের, নিরখি অমনি
ওই স্নিগ্ধ মুখ-পদ্ম দুঃখ হয় দূর ;
মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সীমন্তিনী কুল,
(হীরকের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ কোহীনূর,)
শোক-কীট জর্জরিত হেন চারু ফুল ?
এই যদি বিধাতার বিহিত বিধান,
নিশ্চয়ই হৃদয় তাঁর পাষাণ-নির্ম্মাণ।

১১

কতক্ষণ পরে বালা বসন অঞ্চলে
মুছিলা নয়ন-নীর ; তরুণ তপন
নিশার নীহার-বিন্দু প্রভাত-কমলে,
মুছিয়া ফেলিলে, শুভ্র শোভয় যেমন ;
হৃদয়ের সম্বর্দ্ধিত উচ্ছ্বাস গভীর
(ঝটিকায় অর্ণবের উচ্ছ্বাস যেমন,)
শমিত করিয়া কিছু তুলি নত শির
কহিতে লাগিল মর্ম্ম কম্পিত বচন;
গভীর নিশীথে যেন নগেন্দ্র-কন্দরে,
গরজিল প্রতিধ্বনি আকুলি অম্বরে।

১২

"কি দারুণ পাপে হায় করেছি গ্রহণ
কুলীনের ঘরে জন্ম, এবঙ্গ-ভবনে,
দিবা নিশি জ্বলিতেছে যেই হুতাশন
নিভিল না, নিভিবে কি? কভু এ জীবনে ?
ব্রহ্মাণ্ড-দাহনকারী মরীচি-মালীর
প্রচণ্ড কিরণমালা হইবে শীতল,
তথাপি নিশ্চিন্ত ইহা, এই দুঃখিনীর
নিভিবে না হৃদয়ের কণিকা অনল ;
হিমাদ্রির হিমরাশি স্থাপিবে উরসে,
ঘুচিবে না এই জ্বালা সহস্র বরষে!

১৩

সারাটী জীবন শুধু কাঁদিবার তরে,
যেদিন ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
সেই দিন এই কীট পশেছে অন্তরে,
শান্তি শতদল শোভা করিতে হরণ ;
সেইদিন জানিলাম কুলীন-কামিনী,
পুরুষের পদ-রজ মাখি কলেবরে,
নীরব নয়নাসারে দিবস যামিনী
ভাসিতেছে বিধু-মুখ, মরমেতে মরে,
সেইদিন হতে সদা করিয়া গর্জ্জন,
বিষাদ-ভুজঙ্গ মোরে করিছে দংশন।

১৪

সেইদিন সুখ-আশে জলাঞ্জলি দিয়া,
এই উদাসীনী বেশ করেছি ধারণ ;
প্রতিজ্ঞা-পাষাণে দৃঢ় বাঁধিয়াছি হিয়া,
যে অবধি না পারিব করিতে মোচন,
বিষাদিনী রমণীর তপ্ত অশ্রু-জল,
জুড়াইতে অভাগীর সন্তপ্ত হৃদয়,
তদবধি এই চিত্ত হবে না শীতল,
তদবধি কার্য্য মম ফুরাবার নয় ;
এই সুমহৎ ব্রত করিতে সাধন,
উৎসর্গ করেছি ক্ষুদ্র অবলা-জীবন।

১৫

নিদয় পুরুষ জাতি—দয়া-মায়া-হীন,
অবলার প্রতি করে ঘোর অত্যাচার,
দেশাচার-দানবের হইয়া অধীন,
হারায়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি,—জড়ের আকার,
ফেলে রাখি সমাজের কোথা এক পাশে,
ছিন্ন ভিন্ন—জীর্ণপ্রায় অরণ্য মতন,
কেহ নাহি তাহাদের ডাকিয়া সম্ভাষে,
বহিছে অম্লান মুখে পাশব-জীবন।

রমণী গৃহের লক্ষ্মী,—তাঁরে অযতন
করিলে মঙ্গল তার হয় না কখন।

১৬

দুদিনের তরে সবে এসেছি ধরায়,
দুদিনের পরে সবে করিব গমন
যথা সেই ব্রহ্ম-লোক,—সত্যের আলয়,
সাম্যের রাজত্ব যথা—ন্যায়ের শাসন;

১৭

শব্দবহ সমীরণ বহিল সে ধ্বনি,
সঞ্চারিল ধীরে ধীরে নীলানন্তাকাশে;
মর্ম্মরিল পত্রকুল; জাহ্নবী অমনি,
মৃদুল কল্লোল-নাদে গাইল উচ্ছ্বাসে;
শুনিতে সে ধ্বনি যেন রজনী সুন্দরী
নামিল ত্রিদিব হতে ত্বরিত চরণে;
খচিত তারকা-পুষ্পে সুনীল কবরী,
আবরিত কলেবর চন্দ্রিকা-বসনে;
নীরবে পাদপ, লতা, পশু, পক্ষিগণ
শুনি শিহরিল, সেই গম্ভীর গর্জ্জন।

বিড়ালজাতির আশ্চর্য্য বিবরণ।

১। ইংলণ্ডের উইলোটন নিবাসী এক ব্যক্তি ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী হল নগরে যখন গমন করেন, তখন তাঁহার প্রিয় বিড়ালকে বাটীতে ফেলিয়া যান। তিনি হল নগরে কিছুদিন আছেন, এক দিন বাটীর পশ্চাদ্ভাগের খোলা জমিতে গিয়া দেখিলেন, বাহির দিকের প্রাচীরের উপর এক বিড়াল বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার কেমন ইচ্ছা হইল তিনি "পুসি" বলিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র বিড়ালটী প্রাচীর হইতে নামিয়া আসিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে উঠিল ও পরে বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিনি তখন দেখিতে পাইলেন এ তাঁহার নিজেরই বিড়াল। তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন তাহার নখর সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যে দূরপথ ভ্রমণের ফল তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহার চেহারা দেখিয়াও বোধ হইল, ইহাকে বহু কষ্ট, শ্রান্তি ও অনাহার সহ্য করিতে হইয়াছে। এ জন্তুটী তাহার প্রভুর গন্তব্য স্থান কিরূপে নিরূপণ করিল, এবং হম্বার নদী পার হইয়া ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এই অজ্ঞাত স্থানে কিরূপে আসিয়া উপনীত হইল, তাহা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

২। টাটওয়ার্থ নামক স্থানে একটী বিড়াল কতকগুলি শাবক প্রসব করে, কিন্তু গৃহস্থেরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। এই সময়ে নিকটে একটী কুকুরের কতকগুলি ছানা হয়। বিড়াল গন্ধে গন্ধে কুকুরছানাদিগের নিকটে যনাইয়া গেল এবং তাহাদিগের মাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া একটী ছানা চুরি করিয়া লইয়া আসিল। একটী শূন্য পিঁপে ছিল, বিড়াল তাহারই মধ্যে

কুকুরছানাটীকে রাখিয়া আপনার স্তন্য পান করাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। এক পক্ষ পরে ধরা পড়িল।

৩। এ বিবরণটী আরও আশ্চর্য্য। লেলহাম নিবাসী আরল অব লুকানের নায়েব স্মিথ সাহেবের একটী বিড়াল ছিল, সে প্রতিদিন বৈটকখানা ঘরে আগুন পোহাইতে যাইত। তাহার যতগুলি ছানা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী ছাড়া আর সব গুলিকে নষ্ট করা হইয়াছিল। বোধ হয় স্তনে দুগ্ধাধিক্য প্রযুক্ত তাহার ক্লেশ হইত, সে ক্লেশ নিবারণের এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বিড়াল আগুন পোহাইতেছে, বাটীর সব লোক চারিদিকে আছে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল নিকটস্থ আলমারি হইতে এক বৃহৎ ইঁদুর বাহির হইয়া তাহার তলপেটের মধ্যে লুকাইল, অনেকক্ষণ সেইরূপে থাকিয়া ইঁদুরটা পুনরায় তাহার বাসায় চলিয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঘটনা দেখিয়া লোকেরা বুঝিতে পারিল, বিড়াল ইঁদুরকে মাই দিয়া থাকে। প্রতি দিন যথাসময়ে বিড়াল সেই ইন্দুরের প্রতীক্ষা করিত, কেবল তা নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আনন্দসূচক ও না দেখিলে কাতর ধ্বনি করিত। ইন্দুর কিন্তু বড় সতর্ক, তাহাকে ধরিবার জন্য কেহ হাত বাড়াইলেই পলায়ন করিত। সময় সময় দেখা যাইত, বিড়াল ঘরের মধ্যে এক প্রকার শব্দ করিলে ইন্দুর বাহির হইয়া আসিত। যাহাদিগের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ প্রণয় যার পর নাই বিস্ময়কর। কিন্তু এই প্রণয়ের মোহই ইন্দুর বেচারার মৃত্যুর কারণ হইল। একদিন একটী অপরিচিত বিড়াল গৃহমধ্যে আসিয়াছে, ইন্দুর তাহাকে আপনার ধাত্রী মনে করিয়া যেমন লম্ফ দিয়া তাহার নিকটে যাইবে, সে অমনি উহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। ইহাতে ধাত্রী বিড়াল যে শোক পাইয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। সে ঘরে আসিয়া প্রতিদিন যেমন ডাকে, ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ইন্দুরের দেখা পাইল না। সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বার বার অস্থির হইয়া সমস্ত বাড়ী ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু পোষ্যের সাক্ষাৎ আর কোথায় পাইবে? ধাত্রী বিড়াল খুব শিকারী, তাহার প্রিয়পাত্রের প্রতি যখন এত মমতা প্রদর্শন করিত, তখন অন্য ইন্দুর সম্মুখে পড়িলে বধ করিতে ছাড়িত না। ইহাতে তাহার ব্যবহার অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হয়

সিন্দুর ফোঁটা।

(বঙ্গবালার উক্তি।)

কি ছার শিশির ফোঁটা গোলাপের দলে!
কি ছার পদ্মিনীশোভা সরসীর জলে!
কি ছার কৌস্তভ মণি নৃমণিমুকুটে!
ধরে কি সুষমা হেন, নীল নভপটে,
শারদীয় পূর্ণ ইন্দু?
যে শোভে সিন্দুর বিন্দু,
পতিপ্রাণা ষোড়শীর সুন্দর ললাটে।

২

অভাগী বঙ্গের বালা চির পরাধীন,
শিখি নাই এ জনমে দাসীবৃত্তি বিনা;
কিন্তু রে সিন্দুর ফোঁটা! যতদিন ভালে,
আছিস—আছে এ শঙ্খ মণিবন্ধমূলে,
ইন্দ্র, চন্দ্র, জল-স্বামী,
কারে না ডরাই আমি,
তত দিন—স্বর্গসুখ মৃত্যুর কবলে।

৩

রে ফোঁটা!
কি আছে সংসারে হেন মহামূল্য ধন,
তোর বিনিময়ে পারি করিতে গ্রহণ?
গোলকুণ্ডা আকরীয় হিরণ্য কি ছার!
কুবেরের ধনকোষ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,
তুলনায় তুচ্ছ গণি,
বাসুকীর শিরোমণি,
সসাগরা মেদিনীর সাম্রাজ্য ভার।

৪

বিনা তোর দিব্য রেখা সীমন্তিনী ভালে,
কি শোভা কৌষেয় বস্ত্র মাণিক প্রবালে?
ভারত নারীর তুই পূজ্য চিরন্তন;
নির্ভয়ে অম্বর কোলে দ্যুমণি যেমন,
নিভিতিস্ যেই কালে,
আর্য্য রমণীর ভালে,
নির্ভীকে পশিত বামা দীপ্ত হুতাশন।

৫

কিন্তু এ ভারত আজি ভারত সে নয়;
ঘটিয়াছে জননীর পূর্ণ বিপর্য্যয়।
বঙ্গীয় যুবক তারা আর্য্যকুলাঙ্গার;
দাসী মোরা বঙ্গবালা পিশাচী আকার;
সময়ের বিবর্ত্তনে,
তোমা হেন মুখ্যধনে,
বিসরিয়া, আলিঙ্গিছি যাবন আচার।*

কাকনিটজ্ হ্রদ।

জুলিয়ান আল্পস পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ক্রেল নামক একটী প্রদেশ আছে, সেই প্রদেশে কাকনিটস হ্রদটি অবস্থিত। এই হ্রদটি অতি আশ্চর্য্য এবং চিরকাল

* সিন্দুর মুসলমান রমণীরাও পরিয়া থাকে, সুতরাং সিন্দুর পরাই হিন্দু ও না পরাই যে যবনাচার এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে।—বা, বো, স।

ধরিয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। এই হ্রদটি চতুষ্কোণাকৃতি, এবং ইহার বিস্তৃতি ৩ বর্গ মাইল। এই হ্রদের জল পরিষ্কার স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়; ইহাতে কয়েকটী নদী আসিয়া পতিত হইয়াছে এবং ইহার পৃষ্ঠে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিরাজিত। এই হ্রদে প্রভূত পরিমাণে মৎস্য ও জলচর পক্ষী বিচরণ করে এবং ইহার চারিধার অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় পরিশোভিত। বর্ষাকালে ইহা জলপরিপূর্ণ হয় এবং ইহার আয়তন অতি বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালের আবির্ভাবে ইহার জল ক্রমশঃ পাতাল প্রদেশে নামিতে থাকে। এই সময়ে গ্রামবাসীরা বাহির হইয়া সকলেই যথাসাধ্য মৎস্য ধরিতে থাকে। এই সময়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই জল কমিতেছে স্পষ্ট দেখা যায়। জল কমিয়া কমিয়া ক্রমশঃ একবারেই নিঃশেষিত হয়। তখন হ্রদের তলদেশে কয়েকটী অতি গভীর গর্ত্তমাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই গর্ত্তমধ্য দিয়াই সমুদায় জল পাতালে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে জলচর মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই অদৃশ্য হয়। কিছুদিন পরে গর্ত্তগুলিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হয় এবং হ্রদের তলদেশ বিস্তৃত মাঠে পরিণত হয়। ক্রমশঃ ঐ মাঠে ঘাস জন্মে ও আশুপ্রসবী শস্য উপ্ত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থান বিপুলজল হ্রদের তলদেশ ছিল, সেই স্থানে ব্যস্ত সমস্ত লোকজন কেহ ঘাস কাটিতেছে, কেহ শস্যের পাট করিতেছে, কেহ বা বন্দুক লইয়া পক্ষী শিকার করিতেছে—এদৃশ্য অতি বিস্ময়কর।

কয়েক মাস পরে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাতাল প্রদেশ হইতে হ্রদের জল পুনরায় উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সকল গহ্বর মধ্য দিয়া জল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও জলচর পক্ষিকুল ভূগর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া হ্রদ পূর্ণ হয়; যেন কোন যাদুকর মন্ত্রবলে শুষ্ক স্থানে নূতন জলাশয়ের সৃষ্টি করিল। তখন আবার সেই জলচর বিহঙ্গ সেই ধীবরকুল, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হ্রদবক্ষ সুশোভিত করে।

এই হ্রদের সহিত ভূগর্ভস্থিত গহ্বরসমূহের পরস্পর যোগ আছে। ঐ গহ্বর গুলির কোনটা ঐ হ্রদের সমতল অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত, আবার কোন কোনটা বা উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং ঐ সমস্ত গহ্বর গুলিতে জলবৃদ্ধি হইলেই হ্রদে জল বৃদ্ধি হয় এবং জলহ্রাস হইলেই ঐ হ্রদে জলহ্রাস হয়। অনেকে এই আশ্চর্য্য হ্রদের জলের হ্রাস বৃদ্ধির এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন।

মূর্খতার বংশাবলী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভয় ও মূর্খতার বংশাবলী প্রসঙ্গে আমরা প্রথমতঃ ভূতযোনির অভিধান প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই অভিধান পাঠ করিলে সামাজিক নরনারীর অনেক সুজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। ইহার প্রথম প্রস্তাবে আমরা বিদেশবাসী "আপার্কর্তিঁয়া" "ডিউস্‌-আর্‌পুলে" "বুগেনলস্‌" ও "কুরিল" প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ভূতের অভিধান ব্যক্ত করিয়াছি। শেষোক্ত কুরিল ভূতের অবান্তর শ্রেণীর পরিচয় ও কার্য্য বিবরণ তৎপ্রস্তাবে সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং এ প্রস্তাব তাহারই অনুবৃত, ইহা জানিতে হইবে।

প্রথম প্রস্তাব দেখিয়া লইতে যদি কাহারও আলস্যোদয় * হয়, তবে তাদৃশ পাঠক পাঠিকার সুখবোধার্থ প্রথম প্রস্তাবের বর্ণিত কথাগুলি এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন।

"কুরিল" ভূতের গোষ্ঠীতে এক প্রকার ক্ষুদ্রতম বামন ভূত আছে। তাহারা সুবর্ণপ্রিয়। রাত্রিকালে তাহারা কোথায় স্বর্ণ লুক্কায়িত আছে, নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধান করে, এবং সংগৃহীত সুবর্ণ জ্যোৎস্নায় শুকাইতে দেয়। শুকাইবার সময় যদি কোন মনুষ্য তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যৎ কিঞ্চিৎমাত্র স্বর্ণ ভিক্ষা করিতে পারে, তাহারা সেই ভিক্ষুকের প্রসারিত হস্তে এক ডেলা সুবর্ণ দূর হইতে ফেলিয়া দেয়, ইহা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। স্বর্ণ সংগ্রহ, উহা জ্যোৎস্নায় শুকান, অতঃপর তাহা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথন,—এই মাত্র ব্যাপার লইয়াই তাহারা কালযাপন করে, কোন মনুষ্যের হিংসাদি করে না।

বামন ভূতেরা সাতিশয় সম্পত্তিপ্রিয়। আমাদের দেশের যঁকে বা যক্ষ যেমন সম্পত্তিপ্রিয়, ফরাশী দেশের বামন ভূতেরা (কুরিল) ততোধিক সম্পত্তিপ্রিয়। সম্পত্তিপ্রিয় বামন ভূতেরা না কি কেবল মাত্র রবিবারে সম্পত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উদাসীন থাকে। ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থে একটী সুন্দর প্রস্তাব আছে, এস্থলে সেটীও উদ্ধৃত করা গেল।

ক্যাথেলিক্ খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগের ধর্ম্মমতে বসন্তকালের কোন এক রবিবারে গির্জায় খর্জ্জুরপত্র প্রদান করিতে হয়। প্রধান প্রধান পাদরী সাহেবেরা আসিয়া তদুপরি শান্তিজল সেচন করেন। এই

* লেখক ক্ষমা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্রের ভূত মহাশয়দিগের হস্তে পড়িয়া সে টুকু মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি পাঠক পাঠিকার বিশেষ উপকারে আসিবে। বা, বো, স।

রবিবারের নাম "খর্জ্জুর রবিবার।" প্রবাদ আছে যে, বামন ভূতেরা ঐ রবিবারে আপন আপন সম্পত্তি মাঠে ফেলিয়া রাখে। বামন ভূতের ধর্ম্মমতে না কি তাহাদের খর্জ্জুর রবিবারে সোণা কি রূপা কি অন্য কোন সম্পত্তি গৃহে অথবা মৃত্তিকা মধ্যে রাখিতে নাই? মাঠে ফেলিয়া রাখিতে হয়। মাঠে ফেলিয়া রাখিলে পাছে কেহ তাহাদের সেই সুবর্ণ অপহরণ করে, এই ভয়ে তাহারা না কি শঠতা পূর্ব্বক রক্ষিত সুবর্ণকে পত্র ও লোষ্ট্রাদিরূপে প্রচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখে। সাধারণ লোকের চক্ষে তাহা পত্র কিংবা লোষ্ট্র, কিন্তু তাহা বাস্তবিক পত্রও নহে, লোষ্ট্রও নহে—তাহা সুবর্ণ। কোন সুচতুর ও সাহসী পুরুষ যদি ঐ সময়ে খর্জ্জুর পত্রের শান্তিজল সেই পত্ররূপী সুবর্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ আপন রূপ অর্থাৎ সুবর্ণ রূপ ধারণ করে। পত্রের পত্ররূপ গিয়া সুবর্ণরূপ প্রকাশ পাইলে যে সে ব্যক্তি তাহা তুলিয়া লইতে পারে, তাহাতে বামন ভূতের আর কোন আক্রম বিক্রম থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম প্রস্তাবোক্ত ডিটস্ আর্পুলে ভূতের ন্যায় ইহারাও বিদেশ গমন করে না। ইহাদিগকে যদি কোনও গতিকে এদেশে আনা যাইত, তাহা হইলে এদেশের অশেষ বিশেষ উপকার হইত, সন্দেহ নাই। অন্ততঃ যদি ইহারা কেবলমাত্র কলিকাতায়ও আসিত, তাহা হইলেও আমরা খর্জ্জুর রবিবারের সাহায্যে অনায়াসেই ১০টা ৫টা দৌড়াদৌড়ি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের কামনা পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকারাও বৎসরান্তে বিনা ক্লেশেই বামাবোধিনীর অত্যল্প মূল্য দিতে কাতর হইতেন না।

ব্রিতানীদেশে আলেয়া ভূতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে। পরন্তু তাহারা এতদ্দেশীয় আলেয়ার ন্যায় মলিনা, অপরিচ্ছন্ন', মলিনবস্ত্রাবৃতা ও দুর্গন্ধপূর্ণা স্ত্রী না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট ষণ্ডা পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের দেশের আলেয়ার মুখে অগ্নি জ্বলে, মুখ ব্যাদান করিলেই তাহাদের মুখাগ্নি প্রকাশ পায়, কিন্তু ব্রিতানীর আলেয়ার মুখে অগ্নি না থাকিয়া তাহাদের হস্তাঙ্গুলিতে অগ্নি থাকে। ব্রিতানীয় আলেয়াগণ ইচ্ছা করিলেই আপন আপন নখে অগ্নি জ্বলিত করিতে পারে। আলেয়া ভূতেরা না কি স্বর্ণ সংগ্রাহকদিগের বিদ্বেষী। যদি কেহ রাত্রিকালে স্বর্ণের অনুসন্ধানার্থ বাহির হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা আপনার দশটা আঙ্গুল মশালের ন্যায় জ্বালাইয়া অতি বেগে ঘুরাইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহারা স্বর্ণাপহারীদিগকে বিমোহিত করিয়া বিপথে লইয়া ফেলে। অবশেষে তাহাকে কোন এক জলাস্থানে, কি গর্ত্তে, অথবা সঙ্কট

প্রদেশে লইয়া গিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সে যখন গর্ত্তে পড়িয়া কিকংর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তখন তাহারা খল খল শব্দে হাস্য করে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে, কখন কখন গানও গায়। আমাদের দেশের আলেয়া ভূতেরাও মনুষ্যকে পথভ্রান্ত করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দেয় কিন্তু তাহারা গর্ত্তপতিত মনুষ্য দেখিয়া হাস্যও করে না, নৃত্যও করে না। তাহার কারণ এই যে, মলিনা ও দুঃখিনী বঙ্গীয়া আলেয়াদিগের বিষ্ঠার ন্যাকড়া ঝাড়িতেই দিন যায়, সুতরাং তাহাদের নৃত্যগীত হাস্য কৌতুক আইসে না। ফরাসীরা প্রসিদ্ধ বাবু, সুতরাং তাঁহাদের আলেয়াও নৃত্যগীত হাস্য আমোদ ও উৎসব রসের রসিক।

ফরাসী দেশের আলেয়ায় পাইলে তাহাদিগকে ভুলাইবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বঙ্গীয়া আলেয়ারা সহজেই ভুলিয়া যায়। একবার পরিধেয় বস্ত্রটা উল্টাইয়া পরিতে পারিলেই আর আলেয়ার ভয় থাকে না। ফরাসীরা যেমন তাহাদের ভূতেরাও তেমনি, আমরা যেমন, আমাদের ভূতেরাও তেমনি, সুতরাং কাপড় উল্টাইয়া পরিলেই যে আলেয়াগণ ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

আমাদের দেশেও ভূত, প্রেত, যক্, প্রেতিনী (পেতনা) শঙ্খিনী, দান, ব্রহ্মদৈত্য,—ইত্যাদি বহু প্রকার ভূতযোনি আছে। ইহাদের স্বভাব চরিত্র বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশীয় ভূতের স্বভাব চরিত্রাদি জ্ঞাত আছেন। যাহাই হউক, সকল দেশের সর্ব্বপ্রকার ভূতই ভয় ও মূর্খতার বংশসম্ভূত, তৎপক্ষে কোন প্রকার সংশয় নাই।

অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র ভয় হইতেই অজ্ঞতার গর্ত্তে বিবিধ ভূতযোনির সৃষ্টি হইয়াছে। অজ্ঞান মনুষ্যেরা পদে পদে ভয় পায়, এবং তাহাদের ভয়কম্পিত মনই বিবিধ ভূতের বিবিধ আকার সৃষ্টি বা কল্পনা করে।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক জাতীয় ভূত ছিল, তাহাদের তাৎকালিক নাম কুষ্মাণ্ড গ্রহ বা পূতনা। ইহারা গৃহস্থের বালক বালিকাদিগকে দৃষ্টির দ্বারা বিনাশ করিত। কচি ছেলে মারাই ইহাদের কার্য্য ছিল। সুখের বিষয় এই যে, সে সকল ভূত আর এখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক নূতনতর ভূত গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম পেঁচো। পল্লীগ্রামবাসী মূর্খ নরনারীর বিশ্বাস এই যে পেঁচো প্রসূতির সূতিকাগৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের সদ্যোজাত শিশুদিগকে আশ্রয় করে, এবং কেন কোন শিশুর প্রাণ বিনাশও করে! যাহাই হউক, বিদেশীয় ভূতযোনির স্বভাব চরিত্র যতদূর আশ্চর্য্য, এতদ্দেশীয় ভূতগণের স্বভাবাদি ততদূর আশ্চর্য্য নহে।

একজনের অবৈধ নিষ্ঠা অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস হইতে এমন সকল ভূতের জন্ম হইতে পারে যাহারা অতি বিজ্ঞ লোক-দিগকেও ভুলাইয়া অন্ধ করিতে পারে। পল্লীগ্রামের কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ ও বিশ্বাস আছে যে, রাত্রিকালে নিদ্রার সময় এক ডাকে উত্তর দিতে নাই। এক ডাকে উত্তর দিলে হয়ত অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে। "নিশি" নামক প্রাণীরা অর্থাৎ ভূতযোনি বিশেষেরা রাত্রি কালে নিদ্রিত লোক-দিগকে ভুলাইবার জন্য গৃহস্থের বহি র্বাটীতে আইসে এবং ঠিক্ মনুষ্যের রবে নিদ্রিত ব্যক্তিকে একবার মাত্র আহ্বান করে। যে নিদ্রিত ব্যক্তি সেই আহ্বানে প্রত্যুত্তর করে, তাহার নিস্তার পাওয়া সুকঠিন; অর্থাৎ সেই নিশি প্রাণীর ডাকে উত্তর দিলে নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিশিরা নাকি প্রান্তরে অথবা বৃক্ষোপরি লইয়া গিয়া অচৈতন্য করিয়া রাখে। অনেক সময়েই অনেক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় গৃহবহির্গত হইয়াছে, কেহবা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহবা ছাদের কার্ণীস্ মাত্র অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছে। অজ্ঞ লোকেরা এই সকল ঘটনার মূলতত্ত্ব না জানিয়া নিশি নামক ভূতযোনির সৃষ্টি করতঃ তাহাদেরই উক্তরূপ প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা ভৌতিক কার্য্য নহে; তাহা স্বপ্ন প্রভাব। মানব আত্মা স্বপ্নকালে অনাবিধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষমতা বিশেষ যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন তাহা স্বপ্ন-সঞ্চরণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাহারা জীবের স্বপ্ন সঞ্চরণ মাহাত্ম্য না জানে, স্বপ্নসঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব না জানে, তাহারাই নিশি ভূতের দেদীপ্যমান প্রভাব অনুভব করতঃ ভয়ে জড় সড় হয় ও রাত্রে কাহারও আহ্বান বাক্যে প্রত্যুত্তর করিতে সম্মত হয় না।

নিশি ভূত কি? স্বপ্নসঞ্চরণই বা কি? স্বপ্নসঞ্চরণের স্বভাব ও মূল তত্ত্ব কি? তাহা আমরা পশ্চাৎ যথা-সাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। ফরাসী ও চীনদিগের মধ্যে সম্প্রতি একটী যুদ্ধ হয়; তাহাতে ফরা-সীরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়াছেন।

২। জেনারল গর্ডনের নিকট হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে তিনি শীঘ্র বারবার নামক স্থান অধিকার করিবেন। তিনি টাকা ও লোকবলের সাহায্য চাহিয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডে নিউহাম মহিলা বিদ্যা-লয়ে সর্ব্বোচ্চ অনর পরীক্ষা দিবার জন্য

৩৬ জন গণিত, ৪৪ জন প্রাচীন ভাষা, ২৩ জন নীতিবিজ্ঞান, ৩০ জন বিজ্ঞান, ২০ জন ইতিহাস, ও ১ জন ভারতবর্ষীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা কি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক নহে?

৪। গত ১২ই সেপ্টেম্বর পুনার ফিমেল ট্রেণিঙ কলেজ ও প্রাইমেরী বিদ্যালয় সকলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় বোম্বাইয়ের গবর্ণর ফার্গুসন্ সাহেব সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইনি যেরূপ সদাশয়,বিদ্যোৎসাহী ও এদেশীয়দিগের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,তাহা তাঁহার বক্তৃতার প্রতি কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে বক্তৃতাটীর মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই সভায় রানেড নাম্নী এক দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা আর্য্য মহিলাসমাজের প্রতিনিধি হইয়া গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেন। বোম্বাইয়ের দুর্ভাগ্য এরূপ গবর্ণরকে হারাইতেছেন!

শুভ বিবাহোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ*।

(উদ্ধৃত)

শ্রীমতি তরলে! গত প্রায় ষোড়বর্ষ কাল তোমাকে লালন পালন করিয়া অদ্য মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সৎপাত্রেরই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে তোমার নবীন জীবনে একটী মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য তুমি তোমার নিজের গৃহে চলিলে। তুমি একেবারে শিক্ষালাভ না করিয়াছ, এমত নহে। যতটুকু বিদ্যালাভ করিয়াছ, তাহাতেই ভরসা করি, তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, অদ্য যে জীবন-সোপানে তুমি পদার্পণ করিলে, তাহাতে কতক গুলি নূতন কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর পতিত হইল। এত দিন তোমার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির উপর তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পর্য্যবসিত ছিল, এখন সে কর্ত্তব্যের ভূমি আরও বিস্তৃত হইল। সকলের উপরে তোমার কর্ত্তব্য পরমেশ্বরের প্রতি। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জান, প্রাণান্তেও সে পথে পদার্পণ করিবে না। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে। তৎপরেই যদি সুখী হইতে চাও, তোমার কর্ত্তব্য তোমার স্বামীর প্রতি। সুখে দুঃখে, আহ্লাদে বিষাদে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আটর্ণি বাবু ভুবনমোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরলার শুভবিবাহ ঢাকানিবাসী ডাক্তার প্যারী লাল গুপ্তের সহিত সমারোহে ও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা এই উপদেশ দেন।

যেন তোমার স্বামীর ও অনুকূল হয়। তোমার পতিকে অতিক্রম করিয়া তোমার চিত্ত যেন ক্ষণকালের জন্যও অন্য দিকে ধাবিত না হয়। সকলে যাহাকে সামান্য অর্থে তোমার স্বামী বলিয়া দেখিবে, তুমি দেখিবে যে তিনি প্রকৃত অর্থে তোমার স্বামী—তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর। এতদিন তুমি হয় ত লক্ষ্যহীন ও শূন্যদৃষ্টি হইয়া এক প্রকার নির্ভাবনায় কালযাপন করিতেছিলে; এখন আর সে নিশ্চিন্ত ভাব থাকিবে না। এখন তুমি এক গৃহের গৃহিণী হইলে। গৃহিণী হওয়া কি, মা তুমি কি তা জান? দেখিয়াছ, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত গৃহিণীর কি চিন্তা, কি ব্যস্ততা, কি পরিশ্রম, কি কষ্ট! কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, তাহা কষ্ট নহে, তাহা পরম সুখ। নিজের পরিশ্রমে ও যত্নে যদি দশজন প্রতিপালিত হইতে পারে, এই অস্থায়ী মনুষ্য জীবনে তদপেক্ষা সুখের বিষয় ও গৌরবের বিষয় আর কি আছে? গৃহিণী শব্দটী বড় গম্ভীরার্থক। তুমি যদি প্রকৃত গৃহিণী হইতে পার, তাহা হইলে তোমার গর্ভধারিণীর ও আমার যথেষ্ট সার্থকতা লাভ হইবে। কিন্তু বৎসে! গৃহিণী হওয়া বড় কঠিন কথা। তাহাতে ধর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই, ধৈর্য্য চাই, ত্যাগস্বীকার চাই, বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, ভালবাসা চাই, প্রেম চাই, চরিত্রের পূর্ণতা চাই, গাম্ভীর্য্য চাই,—কি যে না চাই তাহা আমি জানি না—পৃথিবীতে যত গুণ আছে সকলই চাই। কেবল যে গৃহটী সজ্জিত করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিলেই গৃহিণী হয়, তাহা নয়; কেবল যে স্বামী পুত্রাদি পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিলেই উত্তম গৃহিণী হইল তাহা নয়; ডাকিবা মাত্র দাসদাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, আদেশ অনুসারে অল্প সময়ে আদেশ প্রতিপালিত হইল, এই হইলেই যে ভাল গৃহিণী হইল তাহাও নয়। গৃহিণী যিনি তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী উদার হওয়া বিধেয়। তাঁহার সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য হিমাচল সম অটল হওয়া আবশ্যক। শারীরিক পরিশ্রম করিতে তাঁহার অক্লান্তি হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, পরের ভাবনা যিনি না ভাবিতে পারেন, তিনি কখনই সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। আত্ম-শ্লাঘা আত্মম্ভরিতা যাহার আছে, যিনি মনে করেন, আমার সুখ হইলেই হইল, পরের সুবিধা অ-সুবিধার দিকে আমার চাওয়া আবশ্যক করে না, তিনি কখনও সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। যিনি কেবল আপনার ও স্বামীর কিম্বা নিজ সন্তানের সুখ অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান; যিনি দাস দাসীগণকে সন্তানের মত না দেখেন; যিনি তাঁহার গৃহের অন্য লোক-দিগকে, এমন কি, আপনার শ্বশুর শাশুড়ীকে ও দেবর এবং দেবর সন্তান-

দিগকে এবং স্বামীর ভগিনীদিগকে পর বলিয়া ভাবেন, তাঁহাকে আমি কখনই সৎগৃহিণী বলিতে পারি না। যিনি স্বামী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার শ্রান্তি দূর না করিয়া জল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না। যিনি স্বামীর আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে না পারেন; যিনি মিতব্যয়িতা দ্বারা স্বামীর আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে না পারেন; যিনি বাহ্যিক আড়ম্বরের ইচ্ছাকে, নিজে ভাল পরিবার ভাল খাইবার ও ভাল থাকিবার ইচ্ছাকে, পরাজয় করিতে না পারিয়া সেই বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ক্রমে ক্রমে ঋণে নিমগ্ন করেন; যিনি আবশ্যক হইলে কুটীরে থাকিয়াও সুখী না হইতে পারেন; যিনি আবশ্যক হইলে রণে বনে স্বামীর অনুসরণ করিতে না পারেন; যিনি দাস দাসী প্রভৃতি অনুগত জনকে সন্তানবৎ দেখিতে না পারেন, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি উপযুক্ত সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না। এ সকল বড় গুরুতর কার্য্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে এমন কি গুণ আছে, যাহা আবশ্যক না হয়? তাই বলিতেছিলাম, তরলে! বালিকে! গৃহিণী হওয়া বড় সহজ কথা নয়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তুমি সুগৃহিণী হইতে পারিবে কি? অন্ততঃ সে চেষ্টা করিবে কি? তাহা না হইলে যে কিছুই হইল না। ব্রাহ্মিকা হইয়া যদি তুমি কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে এতদিন কি ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে? শিশুকাল হইতে তোমার প্রতিপালনের যত্ন ও পরিশ্রম সেই দিন সফল বোধ করিব, যে দিন দেখিব ও শুনিব, আমার তরলা যথার্থই স্বামীর গৃহের ভূষণ হইয়াছে; যে দিন দেখিব ও শুনিব যে তরলা তাহার স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করে না, যে দিন জানিব যে সে যথার্থই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছে, স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হইয়াছে, স্বামীর শ্রান্ত হৃদয় অশ্রান্ত করিয়াছে, স্বামীর সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া চলে, স্বামী না খাইলে খায় না, স্বামী না শুইলে শয়ন করে না, স্বামীর ন্যায্য কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন কার্য্য করে না; অধিকন্তু যখন শুনিব স্বামীর ত্রুটি হইলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কি বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা কুভার্য্যার লক্ষণ-প্রাপ্ত না হইয়া যথার্থ পতিব্রতার ন্যায় পতির প্রতি সাদর ব্যবহার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে,—যে দিন আমি এই সকল শুভবার্ত্তা শুনিব ও সুচিত্র দর্শন করিব, সেই দিন আমার চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তি হইবে। আমার মন সেই দিন আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, যে দিন শুনিব আমার তরলা তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি

শ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করে, এবং তাঁহাদিগের অন্য পুত্র ও কন্যাগণকে ভাই ভগিনীর মত ভাল বাসে ও স্নেহ করে। আমার কন্যালাভ সেই দিন সার্থক হইবে, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার স্বামীর পরিবারের অন্য সকলের সহিত সৎ ব্যবহার কর এবং দাস দাসীদিগকে সন্তানবৎ ভালবাস ও তাহারা তোমাকে ভয় না করিয়া তোমাকে মাতৃবৎ মান্য ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং তোমার অসময়ে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে সময় আমার প্রাণ শীতল হইবে, যখন আমি শুনিব যে আমার তরলা তাহার প্রতিবেশীদিগের প্রিয়পাত্রী হইয়াছে এবং যাহার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সেই তাহাকে ভাল বলে। সেই দিন বিশেষ আহ্লাদিত হইব, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার সাধ্যমত তোমার স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হও নাই।

ঈশ্বর না করুন, যদি তোমার স্বামীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় এবং যে অবস্থায় তুমি এখন থাকিবে তাহা হইতে মন্দ অবস্থায় থাকিতে হয়, সেই সময় যদি তুমি তোমার স্বামীর পথের কণ্টক না হইয়া তাঁহার সহগামিনী হইতে পার ও সেই অবস্থায় তোমার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহার ক্লেশের অর্দ্ধেক ভার লঘু করিয়া তাঁহার জীবন সুখী করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি যথার্থ তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছ এবং তোমার শিক্ষিত ধর্ম্মকে জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ। মিতব্যয়িতা দ্বারা যদি স্বামীর অর্থ বৃদ্ধি করিতে পার, সৌজন্য ও বিনয় দ্বারা যদি স্বামীর সম্মান রক্ষা করিতে পার, সকল সৎকার্য্যে স্বামীর সহকারিণী হইয়া যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার, তবে জানিব, অদ্যকার এই প্রতিজ্ঞা তুমি কখন বিস্মৃত হও নাই এবং তাহা হইলেই তোমার পিতৃ মাতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে। যদি কখনও শুনিতে পাই যে, তোমার আচারে ও ব্যবহারে, বাক্যে কি কার্য্যে তোমার স্বামী ও স্বামীর পরিবারেরা ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা হইলে লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে এবং ভরসা করি চিরকাল স্মরণ রাখিবে। ইতিহাসে, নাটকে, রামায়ণে, মহাভারতে, কাব্যে, নভেলে কত কত সতী সাধ্বী রমণীর কথা পড়িয়াছ, তাহা কাল্পনিক মনে করিবে না; তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরম পিতা তোমার এই মহৎ সংকল্প সাধনে তোমার সহায় হউন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। রবার্ট ম্যাকেয়ার বা ইংলণ্ডে ফরাসী দস্যু—রেণলড্‌স্‌ প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। মূল গল্পটী যেরূপ অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক, অনুবাদে তাহা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। ভাষা বেশ সুললিত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদক মূলগ্রন্থের অশ্লীলাংশ যত্ন সহকারে পরিহার করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ৸৹ আনা।

২। বঙ্গগৃহ—শ্রীসীতানাথ নন্দী বি এ প্রণীত, মূল্য ।৶৹ আনা। হিন্দু পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপ দুরবস্থা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয় এবং কি প্রকার হইলে আদর্শ পরিবার হয়, উপন্যাসচ্ছলে গ্রন্থকার তাহার একটী চিত্র প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থে সুনিপুণ চিত্রনৈপুণ্য দৃষ্ট না হউক, গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে এবং হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এতৎ পাঠে পাঠক পাঠিকাগণের উপকারের সম্ভাবনা।

৩। রাজা বিক্রমাদিত্য—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রাজা চন্দ্রভানু, বিক্রমাদিত্য ও এক জন যোগী এক লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। দৈবজ্ঞের গণনানুসারে এই তিন জনের মধ্যে যে ব্যক্তি অপর দুইজনকে বধ করিতে পারিবে, সে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যই শেষে সুপ্রসন্ন হয়। এই গল্প ভাগ অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি বিলক্ষণ অদ্ভুতরসাত্মক, কৌতূহলবর্দ্ধক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহার বর্ণনা, ও সঙ্গীতাদিতে কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। তরণীসেন বধ—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রামায়ণ মূলক এই উপাখ্যান নাটকাকারে প্রণীত হইয়াছে। রামায়ণের পাঠক মাত্রেই এই উপাখ্যান পাঠে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। তরণীসেন একাধারে রাজভক্তি, পিতৃভক্তি, বীর ধর্ম্ম ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব সম্মিলিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ছবি মুদ্রিত করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর চিত্রও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বামাগণের-রচনা।

সীতা।

সীতা মিথিলাধিপতি জনক রাজার কন্যা। একে প্রাণসমা তনয়া, তাহাতে আবার অসামান্য রূপগুণে অলঙ্কৃতা, সুতরাং সীতাকে সামান্য লোকের হস্তে

অর্পণ করিতে জনক রাজার ইচ্ছা ছিল না। সে সময় ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে শারীরিক শক্তিরই সমধিক আদর ছিল বলিয়া জনকরাজা পণ করিলেন যিনি "হরধনু" ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতারূপ মহারত্ন লাভ করিতে পারিবেন। দশরথ তনয় রাম ও লক্ষ্মণ এই সময়ে তপোবনে রাক্ষসগণের উপদ্রব নিবারণ করিতে আসেন। স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া তাঁহারা মিথিলায় যজ্ঞস্থানে গমন করেন ও ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতা লাভ করেন। অনন্তর দশরথ প্রভৃতি আসিলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় এবং রাম চন্দ্র ও সীতা সমভিব্যাহারে অন্যান্য পুত্রও পুত্রবধূ লইয়া দশরথ অযোধ্যায় যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে পরশুরাম যখন রামচন্দ্রের গতিরোধ করেন, তখন সীতা রামচন্দ্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। রামচন্দ্র পরশুরামকে জয় করিয়া স্বদেশে আগমন করেন এবং কিছু দিন পরে রাজ্যাভিষিক্ত হইতে গিয়া কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। পতিপ্রাণা সীতাসতী স্বামীর বিপদে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—হৃদয় তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে স্বামী কিরূপে যাইবেন, বিপদ সময়ে কে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইবে ভাবিয়া সতীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। মনে মনে স্থির করিলেন কপালে যাহা থাকে, পতির চরণ পরিত্যাগ করিব না। কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, কাহারও অনুরোধ রাখিলেন না। পতি চরণ সেবার প্রবল বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে ভয়ানক বেগ জন্মাইয়া দিল।

পৃথিবীর সমস্ত সুখ পতিচরণ সেবা অপেক্ষা তাঁহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছবোধ হইল, অমনি পতিপ্রাণা প্রাণপতির অনুগামিনী হইলেন। সীতা অরণ্যে আসিয়াছেন, ফল মূল খাইয়া কোন প্রকারে জীবন কাটাইতেছেন, সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন, তবুও ও মুখে হাসি ধরে না কেন? কে বলিবে সীতা নির্ব্বাসিতের পত্নী? তাঁহার সে রাজ্য নাই, অট্টালিকা নাই, দাস দাসী নাই, সে আত্মীয় স্বজন নাই, সে কিছুই নাই—কিছুই নাই তবু সীতা হাস্যময়ী কেন? কে বলিবে সীতার কিছুই নাই? যে রমণীর স্বামী নিকটে আছেন তাহার নাই কি? সকলই আছে। সেই জন্যই সীতা আজ এত আনন্দিতা। কিসে স্বামী সুখে থাকিবেন, সতী অরণ্যে দিবা নিশি সেই চিন্তা করিতেছেন। সীতার সেবায় রামচন্দ্রও বনবাসের ক্লেশ ভুলিয়াছিলেন।

পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর অট্টালিকায় অনেক দাস দাসী কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া থাকা অপেক্ষা পতির সহিত ঘোর অরণ্য মধ্যে থাকা যে শ্রেয়স্কর, পতিব্রতা সীতার পতিসহ অরণ্যবাস

তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সীতার সুখের আকাশ মেঘে ঢাকিল। পাপাত্মা রাবণ কৌশলে সীতা হরণ করিল।যে দশকণ্ঠ-বাহুবলে অমরগণ পর্য্যন্ত ভীত, সেই দশানন সতীর কোপানল সহ্য করিতে পারিল না, তাঁহার কেশস্পর্শও করিতে পারিল না। যে পতিপদ সেবার জন্য অযোধ্যার অতুল ঐশ্বর্য্য চরণে ঠেলিয়া আসিয়াছে, প্রলোভন তাহার কি করিতে পারে? পতিশোকে সতী মৃতপ্রায় হইলেন। এমন সময় হনুমান আসিয়া পতির সংবাদ দানে সতীর জীবন রক্ষা করিল।

পরে রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিয়া অঙ্গদ, হনুমান, ও বিভীষণ প্রভৃতির সাহায্যে দশাননকে সবংশে নিধন করিলেন। সীতা রামের সদনে আনীতা হইলেন। অগ্নিপরীক্ষাতেও সীতার মন অটল। বরং রামচন্দ্র লোকাপবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন দেখিয়া সীতা পরম পুলকিতা হইলেন। পতির অপযশের ভয় সতীর মনে বড়ই আঘাত করে। রামের সহিত সীতা অযোধ্যায় আসিলেন। সতী রমণী পতির জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই বুঝি ঈশ্বর সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অকারণে গর্ভবতী সীতা নির্ব্বাসিতা হইলেন।

সীতা অভিমানিনী হইলে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন না, আত্মঘাতিনী হইতেন। কিন্তু সীতা মনে করিলেন স্বামী ... করিয়াছেন, তাহাতে যদি তাঁহার ...য়, তবে আমার কষ্ট কি? আমার ...ই, তাহা তিনি জানেন। আমি যদি আত্মঘাতিনী হই, তিনি প্রাণ সংশয়কর আঘাত পাইবেন। এই মনে করিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন না! বাল্মীকি মুনির আশ্রমে তাঁহার যমজ সন্তান হইল। তাঁহাদের নাম লব ও কুশ রাখা হইল। তাহাদিগকে মুনি স্বকৃত রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। পরে রামচন্দ্র যখন সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন লব কুশ সেই স্থানে রামায়ণ গান করিতে করিতে রামের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন।

রামচন্দ্র তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির আশ্রম হইতে সীতা দেবীকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উঠিয়া গগন প্লাবিত করিল। সীতা আনন্দভরে কম্পিত কলেবরে শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া স্বামিচরণে পতিতা হইলেন। আহা! সে সুখ—সে মহাসুখ এ পৃথিবীতে ভোগ করিবার জিনিস নয়, তাই বুঝি পতিপ্রাণা তাঁহার অমূল্য চরিত্রের উপহার স্বরূপ সেই মহাসুখের ডালি মাথায় করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। সীতা চলিয়া গেলেন—অযোধ্যা আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পৃথিবীতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পথপ্রদর্শকরূপ যে উজ্জ্বল আলোক প্রজ্বলিত করিয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

জগদীশ্বর তোমার করুণা অপার! এই অমূল্য রত্ন যে দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, অন্তিম কালে যেন সেই দেশবাসিনী বলিয়া আপন পরিচয় দিতে পারি, তোমার চরণে ইহা অপেক্ষা আর মূল্যবান প্রার্থনা রমণীর কি হইতে পারে?

শ্রী সরলা সুন্দরী সেন।
বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা।

অজাবিলাপ।

আইল শরৎ কাল আকাশ নির্ম্মল।
সবার আনন্দ মনে হতেছে কেবল॥
পিতৃ পক্ষ জানি মনে যতেক ব্রাহ্মণ।
আনন্দে উন্মত্ত খোঁজে কোথা নিমন্ত্রণ॥
নিকট হইল নবরাত্রি আগমন।
আনন্দে সবার মন করিছে নর্ত্তন॥
খোট্টার আনন্দ বড় হৃদয়ের মাঝ।
রামলীলা করিবারে সাজিতেছে সাজ॥
হইয়াছে ছুটি এবে আদালতে যত।
আফিস হতেছে বন্দ, আনন্দ আগত॥
প্রবাসীরা দলে দলে আনন্দিত মন।
নৌকা যান রেলে যায় আপন ভবন॥
উৎসব হতেছে কত বাঙ্গালির ঘরে।
আসিবে আনন্দময়ী অবনী ভিতরে॥
নাচ দেখিবেক আর শুনিবেক গান।
হত জ্ঞান হবে সবে করি সুরাপান॥
কেহ গান গেয়ে সুখী কেহবা নর্ত্তনে।
প্রবাসীর নারী সুখী পতি আগমনে॥
এমন আনন্দ কালে ছাগী যে আকুল।
নিজ শিশুগণলয়ে হয়েছে ব্যাকুল॥
মম সম দুঃখিনী কে আছে ধরাতলে।
সুতে বলিদান লোকে দিবে ধরি বলে॥
মাতার সন্তানাধিক কে আছে ভুবনে।
সন্তান বিয়োগে আমি বাঁচিব কেমনে?
যাহার সন্তান হোয়ে মরে যায় প্রাণে।
সেইগো ইহার ব্যথা হৃদয়েতে জানে॥
কেমনে জানিবে বন্ধ্যা গর্ভের বেদনা।
পুত্রের বিয়োগ শোক হৃদয় যাতনা॥
একবার ভাবি নিজ সন্তান নিধন।
অনুভবে মম দুঃখ করগো হরণ॥
দুধ দেই তৃণ খাই না করি অন্যায়।
তবে প্রভু কেন মোরে এত কষ্ট দেয়॥
পুত্রশোক পেতে মোর জনম হইল,
হেন অভাগীরে বিধি কেনরে সৃজিল?
বিধিরে অবিধি হেন জগতে করিলি।
বধি বধি পুত্র মোর এত শোক দিলি॥
স্মরণ করিলে হৃদি বিদরয় হায়!
জেন্ত সুত বলি কিগো প্রাণে সহা যায়॥
কি করিব হায় হায় যাইব কোথায়।
হৃদয় যাতনা আমি কহিব কাহায়॥
থাই থাই করি সবে মম প্রতি ধায়।
হাসি হাসি মম সুতে কাটে হায় হায়॥
নারী দুঃখ নারী যদি মনেতে জানিত।
স্বামীরে বুঝায়ে মোর যাতনা হরিত॥
মনুষ্য হৃদয় অতি কঠিন জগতে।
হায় পুত্র বধি দুঃখ দেয় হৃদয়েতে॥
জগতে যবনে দোষে তবে কি কারণ?
হিঁদুতে কসায়ে বল কি ভেদ এখন?
ধিক ধিক হেন ধর্ম্ম হিংসার বিধান।
ধিক ধিক হেন স্বর্গ পাপের নিদান॥
শাস্ত্রেতে সিদ্ধান্ত পুণ্য পর উপকারে।
পর পীড়া হতে পাপ নাহিক সংসারে॥
জপ তপ যজ্ঞ শুদ্ধ সাত্বিক যে কর্ম্ম।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অহিংসন ধর্ম্ম॥
ধূপ দীপ ফল অন্নে নহে তুষ্ট মন।
দেবতার সাধ কিগো ছাগল নিধন?
ওহে প্রভু জগদীশ জগতের পতি।
কেন পুত্র মাথা কাটি করে হেন গতি॥
আমি কি জগত ছাড়া ওহে দয়াময়!
কেন মোর প্রাণাধিক সুতেরে বধয়॥
অম্বিকে জগত মাতা শিব কুটুম্বিনি।
তোমার সম্মুখে পুত্রে বধে গো জননী॥
সিংহাসন হোতে মাতা নামিয়া তখন।
খড়্গা নাহি কাড়ি লও কিসের কারণ?
ষড়ানন গজানন তব পুত্র দ্বয়।
পুত্রের বেদন তব অগোচর নয়॥
দয়াময়ী দুঃখিনীরে দাওগো অভয়।
তোমাবিনা আর কার লইব আশ্রয়
এইরূপ বিলাপয় ছাগী জ্ঞানহীন।
দয়াময় দয়াকর, হেরি তারে দীন॥

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী।

No. 238. November 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৮ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯১—নবেম্বর ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵ আনা।

গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী

নারীশিক্ষা—১ম ভাগ—মূল্য ॥০ ও ২য় ভাগ—মূল্য ৸০।

এদেশে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকাতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহা
স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী উপরি-উক্ত দুই খানি পুস্তক বামাবোধিনী সম্পাদ
মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। ম
ছাপা না থাকাতে ঐ পুস্তক দুই খানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে বামাবোধিনী কার্য্যাল
হইতে উহা সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আ
করি স্ত্রীলোক মাত্রেই ঐ পুস্তক এক এক বার পাঠ করিবেন।

এই পুস্তকদ্বয় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকাল
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্ত্রীপাঠ্য আর কয়েক খানি পুস্তক এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

বামা রচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	মূল্য	৸
ঐ (কাগজের মলাট)	ঐ	॥
কারা কুসুমিকা—	ঐ	।
বেদিয়া বালিকা—	ঐ	
কৃষকবালা—	ঐ	
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	ঐ	

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্য

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যাল
কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ মাত্র। স্বল্প মূল্য ৸

পত্রমঞ্জরী (স্ত্রীপাঠ্য) মূল্য ।০

মজুমদার কোম্পনি। ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা
ধাত্রী।

শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ।

কলিকাতা ঠনঠনিয়া ৭নং কলেজ ফাষ্ট লেন
(কলেজ ফাষ্টলেন ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ)

কয়েকটী প্রবন্ধ।

কুমারী শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা। ১৪নং ক
স্কোয়ার, কলিকাতা, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৮ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯১—নবেম্বর ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাত্মা লর্ড রিপণের শাসনকাল পূর্ণ হওয়াতে আগামী ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন, এ সংবাদ এদেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় দেশীয়দিগের হিতৈষী সদাশয় ও ধার্ম্মিক রাজপ্রতিনিধি এ পর্য্যন্ত ভারতে পদার্পণ করেন নাই। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার সঙ্কল্পিত অনেক সৎ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারিলেন না, তজ্জন্য আমরা তাঁহার পদাভিষিক্তের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলাম। জগদীশ্বর লর্ড রিপণের কল্যাণ করুন্।

লর্ড রিপণের পদে যিনি অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম লর্ড ডফ্‌রিণ। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

ইনি আয়র্লণ্ডের এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ইনি ১৮৪১ সালে ১৫ বৎসর বয়সে পিতার সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। ইনি অক্‌সফোর্ডের ক্রাইষ্টচর্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। লর্ড জন রসেল যখন ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী, তখন ইনি রাজসেবায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৫ সালে উক্ত মহাত্মার সহিত ভিয়েনায় দৌত্যকার্য্যে যান। ১৮৬০ সালে লর্ড পামারষ্টোন রাজদূত করিয়া ইহাঁকে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। ১৮৬৪ হইতে ৬৬ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট ছিলেন, পরে কয়েক মাস সামরিক আফিসে কার্য্য করেন। গ্লাডষ্টোনের প্রথম মন্ত্রিত্ব কালে ইনি লাঙ্কাষ্টার

ভটীর চান্সেলর হইয়া ৪ বৎসর কার্য্য করেন, তৎপরে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত কানাডার গবর্ণর ছিলেন। পরে সেন্টপিটার্স বর্গ, কনষ্টান্টিনোপল ও মিসরে দৌত্যকার্য্য করেন। ১৮৭১ সালে ইনি "আরল" উপাধি পান। ১৮৬০ সালে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হন। আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে ইহাঁর লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাঁর বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও লিপিদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। ১৮৬২ সালে ইহাঁর শুভ বিবাহ হইয়াছে।

পুনাতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে কালেজ খুলিবার কথা ছিল, গত বিজয়া দশমীর দিন বোম্বাইয়ের গবর্ণর কর্ত্তৃক অতি সমারোহে তাহা খোলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবার সকল হইতে ৮০টি স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিনী হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে বিবাহিত রমণীও আছেন।

টিকারীর মহারাণী রাজরূপ কুয়ারের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি মগধ প্রদেশের মহারাণী স্বর্ণময়ী ছিলেন এবং দেশহিতকর অনেক গুলি সদনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ে বর্ষে ৩০০০ টাকা করিয়া দিতেন এবং প্রতিমাসে ৫০০ টাকা ব্যয়ে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল চালাইতেন। টিকারীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার অধ্যাপনা কার্য্যে অনেক গুলি সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারীতে যতগুলি হিন্দি পাঠশালা আছে, প্রায় সকল গুলিরই পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ও ইংরাজী স্কুলের জন্য ৬০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের স্থায়িত্ব পক্ষে আশঙ্কা নাই।

লঙ্কেশ্বর রাবণ "শুভস্য শীঘ্রং" এই উপদেশটী আগে শিখেন নাই বলিয়া লবণ সমুদ্রকে ক্ষীর সমুদ্র করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেতেই বিলীন হইয়াছিল। কিন্তু এতদিনের পর তাঁহার আক্ষেপ দূর হইয়াছে। জাবা হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমুদ্র জল দুগ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যবদ্বীপের আগ্নেয় গিরিই এই অদ্ভুত কাণ্ড উৎপাদন করিয়াছে।

আমেরিকার সিনসিনেটাই প্রদেশের বিবী ব্রাকনি এক জন শুঁড়ির নামে অনেক টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। তাঁহার মাতাল স্বামীকে এই শুঁড়ি মদ বেচিত, তিনি বারংবার বেচিতে নিষেধ করিলেও সে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। এখন আদালত দুষ্টের দমন করিয়াছেন। এ দেশের দুষ্টপালনী আইনের কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে না?

পারিসে একটী শিশুপ্রদর্শনী হইবে। ইতিমধ্যে ২০০০শিশু সংগৃহীত হইয়াছে।

হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর শিশুদিগকে পুরস্কারও প্রদত্ত হইবে।

বিলাতে বানরদিগকে "বর্ণ পরিচয়" শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা দ্রব্যের নাম ও দ্রব্য একযোগে দর্শন করিয়া কিছু কিছু শিক্ষা করিতেছে। বানরেরা মনুষ্য হইতে চলিল, মানুষের সন্তানদিগের আর মূর্খ থাকিলে ভাল দেখাইবে না।

ইংলণ্ডে কত স্ত্রীলোক কিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই:—

সিবিল সার্ব্বিস বিভাগে ৩২১৬ কর্ম্মচারী ও কেরাণী, মিউনিসিপাল ও অন্যান্য স্থানীয় আফিসে ৬০১৭ জন। ১৬৬০টী রমণী নানা প্রকারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ৩৭৯৫ সন্ন্যাসিনী (nun) ও দয়ার কার্য্যে নিযুক্তা (sister of charity) উকীলের মুহরী ১০০, ধাত্রী ২৬৪৬, চিকিৎসার সহকারিণী৩৫১৭৫, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী৯৪২২১, অধ্যাপিকা ও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ২৮৬২৫, সুতরাং শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২২,৮৪৬ জন ব্রতী। সঙ্গীতকারিণী ও সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ১১,৫২৮, হোটেলের পরিচারিকা ২৩,৪৮৭, গৃহস্থের বাটীর পরিচারিকা ১২,৩০, ৪০৬; ৫৯৮৯ বণিকদিগের কেরাণী, ১৭১ পয়েণ্টসমেন; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে ২২২৮ জন কার্য্য করিতেছেন। ১২৩৩ খেলনা প্রস্তুত কারিণী ও বিক্রেতা, ২০৭৪ ছুচ ও২৫০৩ ষ্টিলপেন তৈয়ার করেন। কার্পাস রেসম ও পশম কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক দোকানদার, রুটীওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, প্রভৃতি অনেক আছে।

নরওয়ে ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮২ সালে স্ত্রীলোকদিগকে আর্টস পরীক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, এবৎসর সর্ব্ব প্রকার পরীক্ষা ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতিতে পুরুষদিগের সহিত তাহাদিগের সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। নরওয়ের মহাসভার অন্যতম সভ্য বার্ণার নামক এক মহাত্মার যত্নে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছে।

গত নবেম্বর মাসে ইরী হ্রদ পার হইতে হইতে এক ক্ষুদ্র জাহাজ ঝড়ে বিপদাপন্ন হয়, তাহাতে কাপ্তেন ও ৬ জন নাবিক ছিল। লং পয়েণ্ট দ্বীপের নিকট আসিয়া চোরা বালি সংলগ্ন হওয়াতে তরণীর তলদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন নাবিকেরা কাছি বাহিয়া মাস্তুলে উঠিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। এই দ্বীপে বাতীঘরের কর্ম্মচারী ছাড়া আবিগেল বেকার নাম্নী এক মাত্র রমণী ছিলেন। দিবালোকে জাহাজের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটী আলোক প্রজ্বলিত করিয়া জাহাজ ও ঐ আলোকের মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ছিল নাবিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া তীরের দিকে আসিবে। কিন্তু প্রায় সমস্ত দিন এইরূপ করিয়াও তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কাপ্তেনের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল এবং

তিনি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আবিগেল জলে কতক দূর নামিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ছিল, কিন্তু কাপ্তেন তাহার কাছাকাছি হইয়াও একটী ঢেউয়ে আবার দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রমণী অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া তীরে তুলিলেন। আর ৬ বার এইরূপ ক্লেশ করিয়া আর ৬ জনকেও উদ্ধার করিলেন এবং উপযুক্ত তাপ ও ঔষধাদি দিয়া তাহাদিগের অবশ শরীর সুস্থ করিলেন। তৎপরে রমণী যেন বিশেষ কোন কাজ করেন নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া আপনার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধির দৌড়।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেবদুর্লভ পদার্থ। মানবের পক্ষে উহা ঐশ্বরিক প্রসাদ। কেননা ইহ জগতে একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। জগদীশ্বর এক দিকে মানুষকে যেমন সর্ব্ব হইতে স্বভাবতঃ নিরাশ্রয় করিয়াছেন; তেমনি অন্য দিকে তাহাদিগকে একমাত্র বুদ্ধি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। যে মানুষ পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন; বিজ্ঞান কৌশলে যাহারা মানুষের মৃত্যু নিবারণেরও পরামর্শ করিতেছে; যে ভোগবতীর একটী ধারা অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ভয়ে কুরুক্ষেত্রের রণ-ভূমিস্থ শরশয্যা-শয়ান মুমূর্ষু ভীষ্মের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল, সেই ভোগবতীর সহস্র ধারা যাহাদের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে; যে বিশ্বামিত্রগণের লৌহময় ও দারুময় নূতন সৃষ্টি অতল জলনিধির বক্ষে নিয়ত ভাসমান হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করিতেছে; বাষ্পীয় শকটের দুর্দ্ধর্ষ গতি যাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, অন্যান্য যন্ত্র সকল যাহাদের হস্তস্বরূপ হইয়া অপরিমেয় বলসাধ্য অশেষবিধ সাংসারিক কার্য্যকলাপ অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছে;—দুর্নিরীক্ষ্য চপলাবলী যাহাদের মায়াফাঁদে বদ্ধ হইয়া দৌত্যভারবহন, আলোক-দান, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র লিপিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহাদের জিজ্ঞাসাবিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে; ফলে যাহাদের সুখ সম্পদের জন্য সমস্ত জগৎ শশব্যস্ত, প্রকৃত দেবী যাহাদের সম্মুখে সুখের ভাণ্ডার লুটাইয়া দিতেছেন; অধিক কি! যাহারা, কাল সহকারে আপনারা দেবতা হইবার এবং মাটীর পৃথিবীর উপর স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা করিয়া থাকে;—বুদ্ধি

টুকু কাড়িয়া লইলে তাহারা কীট হইতে হীন, তৃণ হইতে নীচ, অধমাদপি অধম! তখন তাহাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব পৃথিবীতে মিলে না। কীটাণু হইতে বৃহদাকৃতি অজগর পর্য্যন্ত যাহাদের শোণিত শোষণে লোলুপ, সেই শত্রু-র মধ্যে বুদ্ধিহীন নিরাশ্রয় দ্বিপদ জন্তুর অবস্থা কি শোচনীয়!

বুদ্ধির উপরিউক্তরূপ ঐন্দ্রজালিকী শক্তিতে মোহিত হইয়া আমরা অহঙ্কারী হইয়াছি। আমরা মনে করি বুদ্ধিই আমাদের মনুষ্য নাম সার্থক করিবার একমাত্র উপায়। কেবল তাহাই নহে, বুদ্ধির নিকটেই আমাদের সকল পাইবার প্রার্থনা। বুদ্ধি আমাদিগকে যাহা দিবে তাহাই পাইব, যাহা না দিবে, তাহা কোন কালে পাইব না। তদ্ভিন্ন আমাদের কিছু পাইবার বা কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে,এমন কোন কার্য্য আমাদের নাই। যাহাদের বুদ্ধি স্থূল, তাহারাই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে। বুদ্ধিমানের দেবতা জড় পদার্থ। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ জীবনশীল পদার্থ এক একটী যন্ত্র স্বরূপ। তবে কোন যন্ত্র নিকৃষ্ট ও কোন যন্ত্র উৎকৃষ্ট এই মাত্র বিশেষ। মনুষ্য একাকী উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন,বুদ্ধি, চিত্ত, জীবাত্মা, পরমাত্মা এগুলি বোকা লোকের কল্পনা বা এক জীবনী শক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র। জড় পদার্থ ছাড়া আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। মন, বুদ্ধি, আত্মাদি, শরীরস্থ জড় পদার্থ নিচয়ের রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র সুতরাং তাহারা জড় সংশ্রব শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। জড়ের বিনাশেই তাহাদের ধ্বংস। ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনিও গুটি পোকার ন্যায় জড় কোষে বদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার উপাসনাদি বৃথা! ভক্তি বলিয়া যে মানসিক বৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা মূর্খ বা বোকা লোকের কল্পনা। বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় ইত্যাদি বহুবিধ উক্তি করিয়া থাকেন।

যে বুদ্ধি মানুষকে এত গর্ব্বিত করিয়াছে, যে বুদ্ধি তাহাদিগকে এতাদৃশ লৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে, সেই বুদ্ধির দৌড় কিন্তু একদিকে বড় অধিক দূর নহে। যে ধনে মানুষেরই একাধিপত্য, যে সৌভাগ্য মানুষ ভিন্ন অন্য জীবের হইতে পারে না, যাহার জন্য মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব, বুদ্ধি অনন্যসহায় হইয়া মানুষকে সে ভাগ্য দিতে পারে না। একাকিনী ত্রিলোকবিজয়িনী বুদ্ধি মানুষকে যাহা দিতে পারে না, এমন বস্তু কি? বুদ্ধিমান সম্প্রদায় বলিবেন, এমন বস্তু নাই। কিন্তু তাঁহাদের মতে বোকা লোকেরা বলে, এমন বস্তু আছে এবং তাহাই মনুষ্যের প্রধান অনুসন্ধেয়। এ সংসার আপণ স্বরূপ। ইহাতে বহুতর কোলাহল নিয়ত শ্রুতিগোচর হইতেছে। বুদ্ধিমানের চীৎকার শুনিবার

জন্যই লোকের অধিক আগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধির চীৎকার শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালা পালা হইয়াছে। বোকা লোকেরা কি বলে, একবার কাণ পাতিয়া কেন তাহাই শুনা যাউক না? আধ্যাত্মিক জগতের সত্তায় যাহাদের বিশ্বাস নাই, ঐ কথায় কর্ণপাত করিতে তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ ভজন সাধনের প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকেও আমরা এ প্রবন্ধ পাঠে আহ্বান করি না। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে ভক্তি করিতে অভিলাষী, আমরা কেবল তাঁহাদিগকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। ভরসা আছে, তাঁহারা এই নির্ব্বোধের বাচালতা ও বাতুলের প্রলাপে অসুখী হইবেন না।

যত দিন বুদ্ধি, জ্ঞান, তর্ক, যুক্তি ইত্যাদি মনুষ্য হৃদয়ে আধিপত্য করিবে, তত দিন মানুষের ঈশ্বর লাভ হইবে না। ইহা দ্বারা বুদ্ধিমন্ত বাবাজীগণ যেন মনে না করেন যে, বোকারা বুদ্ধি জ্ঞানাদির বিরোধী, কেননা তাহারা জানে, যে, জ্ঞান বুদ্ধির অনুশীলনে যতই ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইবে, ঈশ্বর পাইতে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তি ততই প্রবল হইবে। আপনাকে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও তার্কিক বলিয়া যতই অভিমান হইবে, ঈশ্বরের দর্শনপথ ততই দূরে অবস্থান করিবে। মানব জাতির বুদ্ধি শক্তির বর্ত্তমান উৎকর্ষ সাধিত হইতে যত সময় লাগিয়াছে, সেই সময় ও সেই উৎকর্ষ অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হইলেও কেবল বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। একদিকে মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার ঈশ্বরলাভের যেমন প্রতিবন্ধক, অন্য দিকে ভক্তি বা বিশ্বাস তাহার তেমনি অনুকূল। এই জন্যই মহাজনগণ আত্মসমাধি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,—

"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

এই কৃষ্ণ শব্দে আপাততঃ নিরাকারবাদী চৈতন্যময় ব্রহ্মকে বুঝুন, শাক্ত শক্তিকে বুঝুন, বৈষ্ণব বৃন্দাবন বিলাসী নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝুন, বা অন্যান্য উপাসক স্বাভীষ্ট দেব দেবীকে বুঝুন, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কেন না ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, পুরুষ কি স্ত্রী, তাহার আলোচনা করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অদ্য কেবল ইহাই দেখাইবার চেষ্টা, জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া সাধক যদি সরল ভাবে বলিতে পারেন যে,—"প্রভু, অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, জ্ঞান বুদ্ধিতে তোমাকে ধরা যায় না;— জ্ঞানী ও কু তার্কিকের চক্ষু তোমার দর্শনে অন্ধ, যত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, ততই অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হয়। তুমি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দেও; আমার মানব জনম সফল হউক। ঠাকুর, আমি তোমার চরণে চির দিনের

জন্য বিক্রীত হইলাম।" যদি এই কথা গুলি মুখের না হইয়া হৃদয়ের হয়, এমনি দয়ার ঠাকুর, তখনি দর্শন দিবেন। কিন্তু অহঙ্কার বা আত্মগরিমার লেশ মাত্র থাকিতে সে সৌভাগ্য হইবার নহে। এই জন্যই সাধুপুরুষের আত্মদর্শন-পথে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে যে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, আত্মাভিমানশূন্য এবং পরসম্মানকারী ব্যক্তিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। পূর্ব্বে কৃষ্ণ শব্দ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছি, এই শ্লোকের হরি শব্দেও অদ্য আমার সেই উক্তি। ঐ শ্লোক বহু গ্রন্থের বহু স্থলে লিখিত আছে এবং বৈষ্ণবগণ কথায় কথায় ঐ শ্লোকের রোমন্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ শ্লোক গ্রন্থে পাঠ করায় ফল নাই,—মুখে আবৃত্তি করায় ফল নাই। যে ভাগ্যবান পুরুষের আত্ম-সমাধি হইতে ঐ ভাব উদ্ভূত হয়, তিনিই পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। এক দিকে যেমন ঐ ভাব ভিন্ন ভগবদ্ জ্ঞানের উপায়ান্তর নাই; অন্য দিকে মানব জীবনকে ঐ ভাবের অধীন করা তেমনি কঠিন। এই জন্য স্বয়ং মহাত্মা চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ।"

এক কালে বুদ্ধি না থাকিলে যে মনুষ্য শোচনীয় হীনতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইয়াও যাহাদের ভগবদ্-লালসা না হয়, তাহাদের অবস্থা তদধিক হীন ও শোচনীয়। আবার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইয়াও হীন না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না। অতএব মনুষ্যের আদি, মধ্য ও অন্ত হীনতাময়। তবে প্রথম অবস্থা-দ্বয়ের হীনতা ও ভক্তাবস্থার হীনতায় অনেক অন্তর। ভক্তাবস্থার হীনতা মানবজীবনের অলঙ্কার।

যাঁহারা কেবল জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইতে পারে। স্বর্গ অনিত্য কর্ম্মের অনিত্য ফলস্বরূপ। কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানময় স্বর্গেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। আবার সংসার, আবার জ্ঞানের অনুশীলন, আবার কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আবার স্বর্গভোগ, আবার পতন। জ্ঞানিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে বালককুলের নাগর-দোলা ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই জন্য ভক্তগণ কাকতীর্থবৎ স্বর্গও পরিত্যাগ করেন। যথা,—

"——তন্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা,
নযত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ।"

উচ্ছিষ্ট অন্নবিশিষ্ট গর্ত্তকে কাকতীর্থ কহে; কাকেরা তাহাতে পুনঃ পুনঃ বিহার করে। কাম্যশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বর্গও সেইরূপ উচ্ছিষ্ট সুখবিশিষ্ট তীর্থ। কর্ম্মজন্য সুখই স্বর্গ, আর কর্ম্মিগণ দ্বারা সেই একইবিধ সুখ পুনঃ পুনঃ উপভুক্ত হইতেছে।

সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ সমান বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল নহে এবং সকলের শিক্ষাও সমান হওয়া সম্ভব নহে। ভগবদ্‌ভক্তি বিহীন ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা ও শিক্ষা এই তিনটী বন্ধ্যা স্ত্রী স্বরূপা। ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে ঐ তিনটী কিছুই প্রসব করিতে পারে না। এক জন অল্পশিক্ষিত স্থূলবুদ্ধি ভক্ত অপ্রাকৃত জগতের যে সংবাদ রাখেন, এক জন প্রতিভাশালী কোম্‌ত বা মিল শিষ্য তাহা স্বপ্নেও দেখিতে পান না। বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানীর মধ্যে অশ্ব মেষের ভিন্নতা নাই। তাঁহারা আপন আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে বেগে দৌড়িতেছেন। কতকগুলি, জড় জগতের নদ-নদী-চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা-পবনময় প্রাচীর তলে পরিশ্রান্ত ভাবে পতিত হইয়াছেন। আর অগ্রসরের ক্ষমতা নাই। যাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধির বল বেশি, তাঁহারা এ সকল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন;—তাঁহারা সেই মণ্ডলস্থ অনন্ত কোটি ভুবনব্যাপী অনন্তপ্রায় অন্ধকার বা আলোক মধ্যে দিক্‌হারা হইয়া রুদ্ধ শ্বাস হইয়াছেন, আর দৌড়িবার সামর্থ্য নাই। ইহাঁদের অপেক্ষাও যাঁহাদের বুদ্ধির বল বেশি, তাঁহারা সেই অনন্তপ্রায় অন্ধকার বা আলোক স্তূপ ভেদ করিয়া চিন্ময় ভগবদ্ পর্য্যন্তও গমন করিতে পারেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ পথিকের সম্মুখেই একটী অক্ষুণ্ণ অনন্ত ধূমস্তোম সমাচ্ছন্ন অকূল জলনিধি দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জড়বাদী শত ক্রোশ দৌড়িয়া যে সমুদ্র দেখিতে পান, নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদী সহস্র ক্রোশ দৌড়িয়াও সেই সমুদ্র দেখিতে পান এবং সবিশেষ ঈশ্বরবাদী লক্ষ ক্রোশ দৌড়িয়াও সেই একই সমুদ্র দেখিতে পান। তাই বলিতে ছিলাম, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিগণের মধ্যে অশ্ব মেষের ভিন্নতা নাই। যে পক্ষীর দুই পক্ষ কেবল জ্ঞান ও বুদ্ধি, সে পক্ষী এই সমুদ্রের উপর উড়িতে পারে না। যে পক্ষীর দুইপক্ষ কেবল তর্ক ও যুক্তি, সে পক্ষী এই সমুদ্রের উপর উড়িতে গেলে বিঘূর্ণিত হইয়া পতিত হয়;—এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির দৌড়, এই সমুদ্রের কূল পর্য্যন্ত। যে ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বুদ্ধির হস্তে কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক ভক্তির তরণীতে আরোহণ করেন; তিনিই ঈশ্বরের কৃপায় ঐ অনন্ত জলনিধি পার হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন উহার পার পাইবার উপায়ান্তর নাই।

স্ত্রীলোকদিগের কুস্তী করা উচিত কিংনা?

যে দেশের স্ত্রীলোকদিগের অন্দর মহলকে জেলখানা হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যে দেশের অসূর্য্যস্পশ্যরূপা স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবদ্ধা শৃঙ্খলিতা বিহঙ্গিনী অপেক্ষা পরাধীনা বলিয়া বোধ হয়; যে দেশের শাস্ত্রমতে ভ্রমক্রমে পর পুরুষের ছায়া মাড়াইলে নারী জাতিকে দ্বাদশ বর্ষ কাল রৌরব-নরকে পুড়িয়া মরিতে হয়, কিম্বা দিনান্তে একবারের জন্যও যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মস্তকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেই তাহাদের অসতীত্ব প্রমাণ জন্য কমিশন বসিয়া যায়, সে দেশের মহিলাকুলের কুস্তী করা উচিত কি না, এই মহা প্রস্তাবের অবতারণা করা আর লোষ্ট্র খাইবার পথ প্রশস্ত করা একই কথা। আমাদের বর্ণনাটি কিছু অত্যুক্তি দোষে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক এ দেশের নারীজাতির অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উপর দুষ্ট পুরুষজাতির উপদ্রব এত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং অসার শাস্ত্রের ছাই ভস্ম লইয়া তাঁহাদের উপরে সমাজ হইতে নিত্য নিত্য এত অত্যাচার করা হইতেছে যে তাহা আর সহৃদয় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন মতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। শাস্ত্রের বড় বড় মাথা মুণ্ড কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিত্য দর্শনীয় ব্যাপারগুলির যদি সমালোচনা করি, তাহা হইলেই জানিতে পারি, স্ত্রী জাতিকে পুরুষ জাতি খাইতে দেন না, পরিতে দেন না এবং সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে দূরে রাখিয়াছেন। ভাল ভাল ভোজ্য দ্রব্যগুলি গৃহস্থের বাটীতে কেবল পুরুষের উদর পূরণ জন্য প্রস্তুত হয় এবং শীতকালে কেবল সুখী ও বিলাসী পুরুষেরই শরীরে শীত লাগে, সুতরাং তাঁহারাই কেবল সে সময়ে শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন, আর মন্দভাগিনী নারীকুল বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের শীত লাগে না, সুতরাং পাতলা পরিধেয় বস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের শীত কাটিয়া যায়!! পুরুষ মহাশয় পীড়িত হইলে কিম্বা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহার শ্রীমুখের রুচির জন্য বেদানা, কেশুর, কিসমিস. দাড়িম্ব, পেস্তা, আকরোট, আনারস, আপেল, পেয়ারা, লেবু, বিলাতী আমড়া, বিলাতী কামরাঙ্গা প্রভৃতি বহুবিধ ফল মূল বাঙ্গালা অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া লইয়া ক্রয় করা হয়, কিন্তু হতভাগিনী নারী জাতির মুখরুচির জন্য কেন ব্যবস্থা হয় কি? কয় জন পুরুষ বাটীর স্ত্রীলোকের পীড়ায় যথোচিত কাতর

হইয়াছেন? যাঁহার স্বামী বিদেশে চাকুরী করিয়া প্রতিমাসে গৃহের খরচের জন্য প্রচুর টাকা পাঠাইতে পারেন, বলুন দেখি, বৃদ্ধ কর্ত্তা বাবুরা সেই রমণীকে ভিন্ন আর কাহাকেও তেমন যত্ন করেন কি না? ফলতঃ, এই হতভাগিনী বঙ্গ-বামাদিগের জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলিবার লোক কি বঙ্গদেশে নাই? সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার, উপদ্রব ও উৎপীড়ন জন্য আমাদের সমাজ যে দিন দিন ঘৃণিত, অস্দার্য্য, হীনবল এবং পাপের আশ্রম স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি কেহ দেখিয়া ও দেখিবেন না? সে দিনকার লোক সংখ্যার রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে, বঙ্গ বামাগণ উত্তরোত্তর স্বল্পায়ুষ্কী, হীনবীর্য্য এবং সংখ্যায় অল্পতর হইয়া যাইতেছেন। নিরন্তর জেলখানার মত অন্ধকারময় চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং সকল প্রকার কায়িক ও সুখকর মানসিক পরিশ্রম হইতে বঞ্চিতা হইয়া আর কত দিন বঙ্গবামাগণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থা হইবেন? আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেখইব যে তাঁহারা যদি কুস্তী করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। কুস্তী করা হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রসম্মত কি না এবং তদ্দ্বারা চিকিৎসকদিগের মতে স্ত্রী জাতির কোমল শরীর ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য হইতে পারে কিনা এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারী জাতির পক্ষে কুস্তী করা সৎযুক্তি-সঙ্গত কি না আমরা প্রমাণ সহকারে এই প্রস্তাবে এ সকল কথার মীমাংসা করিব। যদি কুস্তীকরা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে তাহা করিতে হইবে তাহা ও আমরা বিবৃত করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, শাস্ত্র কর্ত্তারা আমাদের দেশের স্ত্রী জাতিকে কুস্তী করিতে বিধি দিয়াছেন কি না। মুসলমানদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথাটা বিশেষ রূপে প্রচলিত আছে, অতএব যবন জাতির শাস্ত্রই প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য। মুসলমানদিগের বরণীয় পারস্য ভাষায় সেকন্দরনামা গ্রন্থে লিখিত আছে, এস্কান্দ্রাবাদ নগরে এক দল রমণী মল্লযুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে সম্রাটেরও সহায়তা করিতেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায়, সেকন্দর বাদসাহ নয়োসোবা বিবির নিকট দূতবেশে গমন করিয়া কথা বার্ত্তাচ্ছলে সমর বিদ্যার বহুবিধ কৌশল জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। পাঠিকা! ভুবনবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেকন্দর সাহ এক জন রমণীর নিকট হইতে সমর কৌশল শিক্ষা করিতেছেন ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই গ্রন্থে আরও লিখিত আছে, সেকেন্দরের শিবিরে নিমন্ত্রিতা

হইয়া এই বিবি রণবেশে গমন করিয়াছিলেন। জেরুসিলম, ইস্তাম্বুল ও রোম সহরে স্ত্রীলোকদিগের সমর কৌশল শিক্ষা করিবার ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আড্ডা ছিল, এ কথা আরব্য ভাষা হইতে অনুবাদিত আওরৎহাল নামক উর্দ্দ্ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। মিশর দেশের একটা প্রাচীন মঠের প্রস্তরফলকের স্থান বিশেষ পাঠ করিয়া কাপ্তেন্ উইলো নামক এক জন সাহেব লিখিয়াছেন "এই স্থানেই রমণীগণ অঙ্গচালনা করিতে শিখিত।" আইন আকব্বরী গ্রন্থকর্ত্তা মন্ত্রীবর আবুল ফজল কহেন "মুসলমান রমণীরা অনেক সময়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী বীরগণের সহায়তা করিয়াছিলেন।" মুক্তাখরিণ্ ও তবফৎইন্‌সিরি নামক গ্রন্থেও ঐরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মোজাহের আওয়ল নামক পারস্য পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতেছে "কোরাণোল্লিখিত ফেরোণ বাদসাহের অত্যাচার কালে নীল নদের তীরে ঐশী শক্তিবলে যে সকল পুরুষ ও রমণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ৩ শত বীরনারী ছিলেন। ইহারাই শেষে কাফের ফেরোণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করেন।" ভারতের ইতিহাসে আছে, সুলতানী বেগম্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য সমরক্ষেত্রে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোরাণ গ্রন্থোক্ত মহম্মদের উপদেশ হইতে আমরা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"স্ত্রীলোকেরা মদ্য পান করিবেন না এবং স্বেতাজিরহম্ নামক ইদ্ উৎসবের প্রথমাংশ রক্ষা করিবার অধিকার পাইবেন না। ইহাঁরাও পুরুষের ন্যায় রম্‌জান পালন করিবেন এবং পয়্‌গমের কার্য্য করিবার সময় অতি সাবধানে আপনার ইমান্ (ধর্ম্ম) রক্ষা করিয়া চলিবেন। * * * স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করিবে এবং শরীর রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গচালনা ও তৎসম্বন্ধীয় কৌশল সমূহ অবলম্বন করিবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মরক্ষা করা পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় জাতির হস্তেই সমভাবে ন্যস্ত রহিল। স্ত্রীলোকেরাও কাফেরের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্তা হইবেন; এই ধর্ম্ম সকলেরই রক্ষণীয় ধর্ম্ম।" ইহাতে কি বুঝায়? মহম্মদের তুল্য মুসলমানদের শাস্ত্রকর্ত্তা আর কে আছে? কোরাণের তুল্য তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোথায় আছে? বোধহয় ইহাতেই পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুস্তী করা মুসলমান শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে।

এখন দেখা যাউক, হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা এবিষয়ে কি লিখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও ভূরি ভূরি প্রমাণের অপ্রতুলতা নাই। মহাভারতে আছে, দ্রৌপদীর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করায় তিনি দুই জন বীরের প্রাণবধ

করিয়া ছিলেন। সীতার ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল এবং মনুর মতে স্ত্রী জাতির অস্ত্র শিক্ষা দূষণীয় নহে। কর্ণেল টড্ সাহেব আপনার জগদ্বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থে সমরবিদ্যায় পারদর্শিনী শত শত হিন্দু রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মিনী কি করিয়াছিলেন? কর্ম্ম দেবী ও জয়াবতী কি করিয়াছিলেন? জয়পাল ও অনঙ্গপালের যুদ্ধে হিন্দুরমণীগণের রণ কৌশল কি এখনও মনে নাই? আত্রেয়ী ও অরুন্ধতী কি স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূতা হইয়াছেন? আর সে দিনকার লক্ষ্মী বাই, তুলসী বাই, অহল্যা বাই প্রভৃতির কথা এত শীঘ্র ভুলিবে কি রূপে? নানা সাহেবের পত্নী, তান্তিয়া টোপির ভগ্নী, রামসিংহের কন্যা কি করিয়াছিলেন তাহা কি সমগ্র হিন্দু জাতির আজীবন কালের স্মরণীয় বিষয় নহে? মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে "উত্তর দেশে এক সম্প্রদায় হিন্দু মহিলা অর্দ্ধাবৃতা অবস্থায় বাস করে, মল্লবিদ্যা তাহাদের ব্যবসায়।" পুরাণোক্তা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ইহাঁরা কি জন্য বিখ্যাতা হইয়াছেন? মহিষাসুরকে যিনি দমন করিয়া ছিলেন, শুম্ভ নিশুম্ভকে যিনি পদতলে রাখিয়া ছিলেন, রামরাবণের যুদ্ধকালে রথে চড়িয়া যিনি রামের বীরপণা দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ না স্ত্রীলোক ছিলেন? হিন্দু শাস্ত্র মতে পৃথিবীর আদি শক্তিই রমণী বা প্রকৃতি। ঋগ্বেদোক্ত ঋত্বিকগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন "হে ইন্দ্র! তুমি সহবি যজ্ঞস্থলে আসিয়া পরিশুদ্ধ সোমরস পান কর এবং আমাদিগকে শত পুত্র, প্রভূত জল ও বলবতী গাভী এবং বলবতী স্ত্রী দাও।" বরুণের স্তবে দেখা যায় "হে বরুণ! তুমি আমাদিগকে কৃষি কার্য্যোপযোগী জল এবং ধন ও কৃষিরক্ষণশীলা স্ত্রী দাও। আমাদের পুত্র ও পত্নীগণ সুস্থ ও সবল শরীরে যেন আমাদিগকে কৃষ্ণকায় অসুরগণ হইতে রক্ষা করিতে পারে।" ভগবৎগীতায় লিখিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়া ছিলেন "শত্রুশাসন জন্য অস্ত্র ধারণ করা পুরুষ এবং স্ত্রী জাতি এতদুভয়ের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্যকর্ম্ম।" পুরাণের অন্যত্র নারী ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিত আছে "স্ত্রী পতিসেবা করিবেন, পুত্রাদির লালন পালন করিবেন, বিদ্যাচর্চ্চা ও স্বামিসহ ধর্ম্মালোচনা করিবেন এবং শরীর রক্ষার জন্য সকল প্রকার সুখকর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে বিরতা হইবেন না।" সংহিতার বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "শারীরিক ব্যায়াম করা নারীগণের অন্যতম ধর্ম্ম।" ফলতঃ আরও বহুবিধ প্রমাণ দিয়া দেখান যাইতে পারে, এ দেশের মুসলমান এবং হিন্দু এতদুভয় জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কুস্তী করার প্রথা অপ্রচলিত ছিলনা।

(ক্রমশঃ)

সতীমণ্ডপ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কৈলাসকামিনী ।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের দেশের একটি মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নিবারণ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা রাম মোহন রায়, বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। কেবল হিন্দুনেতাদিগের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং তাঁহারই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণের বিধি থাকিলেও ইহার অন্যথায় যে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, এমন কথা কোন স্থানেই লিখিত নাই। বাস্তবিক সহমরণ প্রথা নিন্দনীয় ও নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু অসতী হইয়া জীবিতা থাকা অপেক্ষা জলন্ত চিতায় দগ্ধ হওয়াকে আমরা নিন্দনীয় বলিতে প্রস্তুত নহি। যাহাহউক, সতী কৈলাসকামিনীর সহমরণের বিবরণ আমরা পাঠিকাদিগকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া দাসপুর থানার সন্নিকট নয়োয়াদা নামক গ্রামে কৈলাস কামিনীর দরিদ্র পিতা হারাধন মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন; নিকষ কুলীন বলিয়া হিন্দু সমাজে ইহাঁদের বংশের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। হারাধনের দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠার নাম কৈলাসকামিনী এবং কনিষ্ঠার নাম মনোরমা। একটি হিন্দুমঠের এক জন মোহস্তের কাছে হারাধন সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন এবং তাহাতেই অতিকষ্টে তাঁহার এবং পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিবর্গের দিনপাত হইত। বঙ্গীয় ১২০৩ সালে হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়া গোপীগঞ্জ নামক স্থানের গঙ্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত নবম বর্ষীয়া কন্যা কৈলাস কামিনীর বিবাহ দিলেন *। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কুলীন কন্যার বিবাহ দেওয়া আর জীবনসর্ব্বস্ব বিক্রয় করা এক কথা

* চুঁচুড়া নিবাসী বাবু বিহারীলাল দত্তের একটি রেসমের কুঠি, গোপালগঞ্জ গ্রামের যে স্থানে এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে বাঁড়ুয্যেদিগের বাটী ছিল।

ছিল, বাস্তবিক সে সময়ের কুলীন বিবাহের পণের তালিকা পাঠ করিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। এখন যেমন কুলীন কন্যার দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদে, তখনও তেমনই কাঁদিত। যাহা হউক, যাঁহার সহিত কৈলাস কামিনীর বিবাহ হইল, লোকটি লেখা-পড়ায় পণ্ডিত ছিলেন না এবং তাঁহার মন বেশ উন্নতও ছিল না। ইনি জীবিতাবস্থায় ৩৬টি কুলীন মহিলাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন অথবা ৩৬টি ব্রাহ্মণ কন্যার গলায় ছুরি দিয়া ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৈলাস কামিনীর স্বামী ঘাটাল মহকুমার সন্নিকটবর্ত্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত রাণীবাজার* নামক স্থানের এক ঠাকুর বাটীতে প্রায় থাকিতেন। সেই স্থানের হর মোহন রায় নামে এক শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বড় বন্ধুত্ব ছিল। কৌলীন্য, মূর্খতা, লম্পটতা, ঔদ্ধত্য, অর্থ পিশাচতা এবং অসচ্চরিত্র লোকের সহিত সহবাসপ্রিয়তা—এই ষড় গুণ বিশিষ্ট গুণের সাগর গঙ্গাপদ মুখোপাধ্যায় প্রচুর অর্থ না পাইলে প্রায় কোন শ্বশুরালয়েই পদার্পণ করিতেন না। অর্থ তাঁহার জপমালা ছিল। কোন শ্বশুর তাঁহাকে আপনার আলয়ে লইয়া যাইবার কথা উত্থাপন করিলে গঙ্গাপদ যে পত্র পাঠাইতেন, তাহার নমুনা এইরূপ :—"আপনার বাটীতে গমন করিবার ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার ব্যয় আপনাকে দিতে হইবে; আপনাদের বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র আমার মান্য স্বরূপ আপনাকে * * টাকা দিতে হইবে; আমি যখন পদপ্রক্ষালন করিব, তখন আমার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপনার নিকট হইতে আমি * * টাকা লইব এবং আপনার বাটীতে আমি যত দিন থাকিব সেই কয়েক দিন প্রতি ২৪ ঘণ্টার হিসাবে আমাকে কোম্পানীর * * টাকা নগদ গুণিয়া দিতে হইবে; তদ্ব্যতীত আমার বিদায় আমি লইব এবং আগামী শীত কালের জন্য শীতবস্ত্র আমার পাওনা থাকিবে ও আমার সঙ্গের লোকের খরচা আপনার স্কন্ধে পড়িবে। ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য এই তালিকা পাঠ করিয়াই অনেক শ্বশুরের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যাইত, সুতরাং অনেক পত্নীর সহিত গঙ্গাপদের চক্ষুর মিলন পর্য্যন্ত হইত না। হতভাগিনী পত্নীগুলি আপনাপন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। কৈলাসকামিনীর সহিত গঙ্গাপদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পিতা দরিদ্র ছিলেন বলিয়া আপনার গুণবান্ জামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাটীতে গঙ্গাপদের শ্রীচরণের ধূলি পতিত হয় নাই! বিশেষতঃ মুখুর্য্যে মহাশয় নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ, তিনি আবার কি মর্য্যাদা

* এই গ্রাম ঘাটাল হইতে ৩ মাইল এবং আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বাসগ্রাম ক্ষীরপাই রাধানগর হইতে অতি অল্পদূর বর্ত্তী।

দিবেন? মর্য্যাদার কথা শুনিয়া তিনি তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, বিবাহের পরে কৈলাস কামিনী জীবিতাবস্থায় গঙ্গাপদের দর্শন লাভ করিতে সমর্থা হয়েন নাই, কেবল চিতায় তাঁহার স্বামীর সহিত একেবারে শেষ সাক্ষাৎ করেন।

গঙ্গাপদ মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে ধনবান শ্বশুরদিগের বাটীতে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং রাণীবাজারে ফিরিয়া আসিয়া সেই টাকায় আপন বন্ধুর সহিত বিবিধ প্রকার ভদ্রসমাজবিগর্হিত আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে অধিক দিন আর পৈশাচিক আমোদ করিতে হয় নাই, প্রাকৃতিক নিয়ম সকল নিরন্তর লঙ্ঘন করায় তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিল এবং ১২১৮ সালে তাঁহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফুরাইল। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪২ বৎসর মাত্র*।

রাণীবাজার হইতে নয়োয়াদা গ্রাম সার্দ্ধ তিন ক্রোশের অধিক হইবে না। মৃত্যু সংবাদ অবিলম্বেই কৈলাসকামিনীর পিতার কর্ণগোচর হইল, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহার জীবনের জীবন এ সংসার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইল,তিনি একবারও চক্ষুর জল ফেলিলেন না। পিতার সহিত গোপনে তদ্দণ্ডে কি পরামর্শ করিয়া, কৈলাস কামিনী আপনার পিতার সহিত রাণীবাজারে পৌঁছিলেন। তথায় যেরূপে তাঁহার সহমরণ হয়, তাহার বিবৃতি পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হরমোহন রায়ের বাটীর সম্মুখস্থিত বিশালাক্ষী নাম্নী হিন্দু দেবতা মন্দিরের পার্শ্বে* বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় উচ্চশব্দে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা ও ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পুরুষ ও রমণী দণ্ডায়মান, তাহাদের মধ্যে সতী কৈলাসকামিনী উপবিষ্টা। একজন নাপিতনী আসিয়া তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের নখ কাটিয়া দিল এবং তৎপরে তাঁহার স্নান ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া পদদ্বয়ে অলক্ত মাখাইয়া দিল। কৈলাস কামিনী স্নাত হইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, কপালদেশে ভাল করিয়া সিন্দুরের ফোঁটা দিলেন, গলদেশে ফুলের মালা পরিলেন, গাত্রে অলঙ্কার সন্নিবেশিত করিলেন, এবং খদির ও চূর্ণের পরিমাণ অধিক করিয়া দিয়া দুই একটি পান চিবাইতে বসিলেন। নিকটে যে সকল ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন তৎকালে কৈলাস

---

* জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়ণা থানার প্রায় একক্রোশ দূরবর্ত্তী সাকনাড়া গ্রামের গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৫ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে ৫৬টী বিবাহ করিয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের লেখক গোপাল চন্দ্রের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

* এ মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে।

কামিনীর চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু নাই, বদনে বিষণ্ণ ভাব নাই, বরং মধ্যে মধ্যে হাস্য করিয়া তিনি আপনার স্বামী সংযোগের সুখের কথা বলিতেছেন। যেন বিবাহের জন্য পাত্রী নিজের বেশ ভুষা করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে উলুউলু ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং সেই রবের সহিত "হরিবোল" "হরিবোল" ও "মাতর্গঙ্গে" "মাতর্গঙ্গে"র ধ্বনি চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বাদ্যযন্ত্রের উচ্চরব, বালক দিগের করতালি, স্ত্রীলোকের উলুধ্বনি, পুরুষের হরিবোলধ্বনি, এবং কুমারীদিগের সাবিত্রী উপাখ্যান হইতে হইতে চিতা প্রস্তুত হইয়া উঠিল; ঘৃত কুম্ভ, শুষ্কশণ, চন্দন কাষ্ঠ এবং আতপ তণ্ডুল ভারে ভারে সে স্থানকে অধিকার করিয়া বসিল। কৈলাস কামিনী এক হস্তে খই ও কড়ি এবং অপর হস্তে অপক্ক সহকার শাখা ধারণ করিয়া চিতাস্থানে পদার্পণ করিলেন। তখন চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ "জয় মা সাবিত্রী" "জয় মা সাবিত্রী" রবে কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। খই এবং কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চিতা কুণ্ডকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা সতী কৈলাসকামিনী জলন্ত অগ্নি মধ্যে আপন পতি পার্শ্বে শয়ন করিলেন, অমনি যমদূতের ন্যায় দুইজন স্থূলকায় এবং বলবান ব্রাহ্মণ যুবা দুই বাঁশ দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। জলন্ত অগ্নি মধ্যে পুরোহিতেরা ভারে ভারে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও শণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বালক বলিকারা উলু উলু ও হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিল। এদিকে বাদ্যকরগণ মহা আড়ম্বরে বাদ্য যন্ত্রে ঘা দিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রমণীকুল খই ও কড়ি কুড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইল*। বায়ুর সহায়তায় চিতাগ্নি ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শেষে যখন বাদ্য যন্ত্র সমূহ বিশ্রাম লাভ করিল, তখন চিতাগর্ভে ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। দর্শকেরা আপনাপন বস্ত্রাগ্রে সেই ভস্ম সংগ্রহ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। এইরূপে রূপবতী এবং গুণবতী কৈলাসকামিনীর সহমরণ হয়। তিনি কখন স্বামী সংসর্গ করেন নাই। রাণী বাজারের বিশালাক্ষী তলায় যে স্থানে কপিথ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে এই সহমরণ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে সহমরণ হইবার প্রায় তিন মাস কাল পর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধ বহিত এবং নিশীথ সময়ে কে যেন গীত গাহিয়া বলিত—

"স্বামীর সহিত যে না মলো পুড়ে।
সে আর সতী কেমন ক'রে?"

* সাধারণের বিশ্বাস, সহমরণ কালে সতী রমণী যে খই ও কড়ি ছড়াইয়া দেন তাহা কুড়াইয়া মাদুলি বা তাগা দ্বারা শরীরে পরিলে সকল প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

লীলাময়ী।

তৃতীয় স্তবক।

"শুকাইলা ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল।"

১

উদয় অচল শিরে ভানুর কিরণ
　না শোভিতে শতদলে,
　"দেগো স্থান পদতলে,
অভাগিনী করে আজি আত্ম বিসর্জ্জন ;
আশার আশায় আর রহেনা জীবন।
তম কিরীটিনী নিশি হায়রে বিরলে,
　স্বর্গভ্রষ্ট সুরদলে,
　রেখেছে নাথেরে ছলে,
দেও বর অধীনীরে চরম সম্বল,
দেখিব চখের দেখা বারেক কেবল।"

২

সতত দেবতা তুষ্ট ভক্তের সাধনে,
　আশাসূত্র হৃদে ধরে,
　ভক্তি ভাবে ঊর্দ্ধ করে,
যাচিলেন শেষ ভিক্ষা স্মরি সে চরণ,
অবশ্য দাসীর আশা হইবে পূরণ।
অমনি বিমল জ্যোতি ভাতিল বদনে,
　মেঘমুক্ত যেন রবি,
　অতুল আনন্দ ছবি,
নাচিল হৃদয়তন্ত্রী, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
নীরবে দেবের আজ্ঞা লভিতে প্রয়াস।

৩

সুন্দর প্রতিমা এক ভাসিল আকাশে,
　একি অপরূপ ছায়া ?
　প্রেম পুলকিত কায়া,
হেরি যার পদচিহ্ন এই কি সে ধন ?
পুনঃ কি পবিত্র প্রাণে জীব সঞ্চরণ ?
বল দেবি ! নয় ত এ আশার ছলনা ?
　টোষান পুলীনপরে,
　মরিল যে অকাতরে,
এ কি সে সর্ব্বস্ব মম হৃদয় রতন ;
অধীনীর ভিক্ষা নাকি হইল পুরণ ?

৪

যাদুকর মন্ত্রবলে অভয় প্রদানি
　কহে দেব দৈববাণী,
　"লীলাময়ী সতী রাণী,
কাঁদিলা দেবতা আজি তোমার ব্যথায়,
পাঠাইলা তেঁই তব নাথেরে হেথায়।
অই দেখ ভ্রমে সেই আকাশের পথে,
　প্রাণেশে ধরিয়া বুকে,
　প্রহরেক থাক সুখে,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে ঘুচাও আসার,
এমনি ভক্তের লাগি দেব উপহার।"

৫

অমনি সে পাগলিনী পতি-বিরহিণী,
　মৃত দেহে প্রাণ পেয়ে,
　ঊর্দ্ধে কর প্রসারিয়ে,
বার বার হৃদয়েতে ধরিবারে চায় ;
কিন্তু সে মায়ার ছায়া অমনি লুকায়।
পাপের পরশে পাছে পবিত্রতা নাশ,

পরমাণু পরিমাণ,
হয়ে যায় শত খান,
মিশে গেল শূন্যসনে একি সর্ব্বনাশ !
অই পুনঃ শূন্যদেশে পাইল বিকাশ।

৬

"বল সত্য তুমিই কি প্রাণেশ্বর মম ?
হেরি ও প্রেম মূরতি
হৃদানলে ঘৃতাহুতি,
দহিছে জীবন্ত প্রাণ জলন্ত চিতায় ;
ছলিও না এ দাসীরে ভৌতিক মায়ায় ;
মুখের কথাটি নাথ বল একবার।
এই তব নিকেতন,
এই তব সিংহাসন,
এই সেই চিরদাসী কথাটী বলনা ;
দিয়ে নিধি বুঝি বিধি করিলা ছলনা।"

৭

"কেনলো ভাবিছ প্রিয়ে মিছে সে ভাবনা,
বিধাতা কভু কি ছলে,
ভক্তেরে লইয়ে কোলে,
দিয়ে স্নেহ পদাশ্রয় পূরাল বাসনা ;
ছায়া সত্য আসি নাই করিতে ছলনা।
কিন্তু তব ভক্তি লাগি দৈব উপহার ;
কোথা ধার্ম্মিকের ভয়,
সতত ধর্ম্মের জয়,
উজ্জ্বল স্বরগ তব সতীত্ব প্রভায় ;
তাই মৃত পতি প্রিয়ে পেলে পুনরায়।

৮

"ভুলেছ কি অই সতী ভবিষ্যত বাণী-
প্রথম যে বীরবর,
ট্রোযান পুলীনপর
দাঁড়াইবে, তার ভাগ্যে নিশ্চয় মরণ ;
কিন্তু বৃথা ভয়ে ভীত নহি কদাচন।
ধিক্ তারে কাঁদে না যে দেশের লাগিয়া ;
রক্ষিতে দেশের মান,
ধন্য যদি যায় প্রাণ,
সর্ব্বাগ্রে পশিনু আমি দুরন্ত সমরে,
তেঁই হত পতি তব হেক্‌টরের করে।"

স্ত্রী-কবি।

মধ্যে মধ্যে আমরা বঙ্গীয়া রমণী-গণের রচিত পদ্যসমূহকে "স্ত্রী-কবি" নাম দিয়া সাধারণ সমক্ষে উপহার দিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের দেশে লেখা পড়ার তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না, সেই জন্য, অনক্ষরা রমণীগণের উচ্চারিত কবিতাসমূহের ভাষা তত ভাল না হইলেও তত্তাবতের ভাব ও অর্থের গৌরব কোন অংশেই হীন নহে, এ নিমিত্ত আমরা আদরপূর্ব্বক স্ত্রী-কবি-রচিত খণ্ড কবিতা সংগ্রহ করিয়া বামা-বোধিনীর পত্রাঙ্গে সন্নিবিষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেছি না। বামাগণ ও পুরুষগণ দেখুন যে, পূর্ব্বকালের রমণীরা কেমন সারগর্ভ উপদেশ দিতে জানিতেন। গৃহস্থালী, সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্ম-নীতি, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অধিকার ছিল, সকল বিষয়েই তাঁহারা আপনাদের

চলিত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা অদ্যাপি প্রাচীনাদিগের মুখে শুনা যায়। এখন যেমন ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সেই জন্যই তাঁহাদের রচিত কবিতা তত সুশ্রাব্য নহে। সুশ্রাব্য না হইলেও তাহার অর্থ বা অভিধেয় (উদ্দেশ্য) ভাল। ভাষার উন্নতি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি সহকারে রুচির পরিবর্ত্তন ও কর্ত্তব্যনিশ্চয়ের ভিন্নতা থাকায়, আজকালকার রমণীগণের রচিত কবিতা কিছু সুশ্রাব্য হইতেছে বটে; কিন্তু ইঁহাদের বহু বিষয়ে ও সার বিষয়ে দৃষ্টি না থাকায় ইঁহাদের কবিত্ব কেবল ফুল ফলের বর্ণনাতেই শেষ হইয়া যাইতেছে। যাহাই হউক, আর কিছু দিন পরে পুরাতন কবিতা শুনা যাইবে না, ইহা ভাবিয়াই আমরা দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্ব কালের গৃহিণীদিগের সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ কবিতাসকল সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল কবিতা পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, তত্তাবতের একটী ধারা ছিল; অর্থাৎ সে সকল কবিতা সদাচার, গৃহস্থালী, পাককার্য্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষে বিভাগ করিয়াই সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে যাহা বলিব, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই; অর্থাৎ এতৎ প্রবন্ধে বহু বিষয়ক বহু কবিতা একত্র সংগৃহীত।

মোনে মোনে মস্‌নে,
　　লোকের মুঙ্গে কোস্‌নে।"

কথাগুলি বর্ত্তমান ভাষার নিকট নিতান্ত শ্রীহীন; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য শ্রীহীন নহে। উক্ত কবিতার তাৎপর্য্য যদি বর্ত্তমান ভাষায় গ্রথিত হইত, উহার সৌন্দর্য্যের সীমা থাকিত না। যাহার মন কুটিল, যাহার মনের মধ্যে পাপ থাকে, তাহার বাক্‌ভঙ্গী কেমন এক প্রকার কর্কশ অথবা কেমন এক প্রকার অসন্তোষকররূপে বাহির হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে, বুদ্ধিমতী প্রাচীনারা উক্ত কবিতা উচ্চারণ করিয়া বক্তাকে তাদৃশ বক্রোক্তি বহির্গত করিতে নিষেধ করিতেন, সুতরাং উক্ত কবিতাটী তাঁহাদের তিরস্কারসূচক কবিতা।

(মস্‌নে—মসী, কালিমা, পাপ) তাৎপর্য্য এই যে, তোমার মনোমধ্যে কালিমা বা পাপ চেষ্টা আছে, এরূপ পাপব্যঞ্জক বাক্য তুমি লোক সমাজে ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হও না?

"যদি হয় এক মন,
　　তেঁতুল পাতায় সাত জন।
রাজ্যি জুড়ে ঘর,
　　পরের মতন বর॥"

এটী বড় আশ্চর্য্য উপদেশ। একটী পারস্য কবিতা আছে, তাহারও মর্ম্ম এই রূপ। পারস্য কবিতার মর্ম্ম এই যে, দুই রাজা একটী বিস্তীর্ণতম রাজ্যে বাস করিতে পারেন না, কিন্তু ১০ ফকীর এক

ক্ষুদ্র কম্বলে বাস করে। এই অল্প কথার প্রগাঢ় ভাব ও উদ্দেশ্য যে কত দূর বিস্তীর্ণ তাহা আমরা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। এই অল্প কথার মধ্যে নীতিজ্ঞদিগের সহস্র শ্লোক নিহিত আছে বলিলেও বলা যায়। উল্লিখিত স্ত্রীকবির তাৎপর্য্য ও অর্থ প্রায় পারস্য কবিতার তুল্য। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী বহু পরিবার একত্রিত থাকিয়া কাল যাপন করার রীতি ছিল। এক্ষণে যেমন বিবাহ হইলে ভিন্নতা অর্থাৎ ভ্রাতৃভেদ প্রভৃতি ঘটনা হয়, পূর্ব্বে এরূপ অত্যল্পই হইত। যদি কখন কলহের অঙ্কুর দৃষ্ট হইত, প্রাচীনা গৃহিণীরা তৎক্ষণাৎ বধূদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতেন যে, "যদি হয় এক মন, ত তেঁতুল পাতায় সাত জন।" মনের ঐক্য থাকিলে অর্থাৎ সকলে যদি সকলকে আত্মীয় বিবেচনা করে,তাহাহইলে,ক্ষুদ্রতম তেঁতুল পাতায় সাত জনে শয়ন করিতে পারে, অর্থাৎ কাহারও কোন কষ্ট হয় না, কলহও হয় না। আর যদি পরস্পর পরস্পরকে পর বিবেচনা করে, তাহাহইলে এক একটী পৃথক দেশে বাস করিলেও তাহারা সুখী হইতে পারে না, সেখানে থাকিয়াও কলহ করে। এজন্য সকলেই সকলকে আত্মীয় বিবেচনা করিয়া, মনের একতা রক্ষা করিয়া, সুখভঙ্গ ভয়ে পরস্পর পরস্পরের দোষ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, একত্র বাস করাই কর্ত্তব্য।

পরের ভাতে পেট্ নষ্ট,
পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
মোনের দোষে সব নষ্ট।"

অনেক লোকের এরূপ স্বভাব আছে যে বিনা ব্যয়ে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলে প্রচুর আহার করিয়া অবশেষে পীড়াগ্রস্ত হয় (অনেক ফলারে বামুনের এই দোষ আছে)। অধিক তৈল মাখিলে বস্ত্র শীঘ্র মলিন হয়, তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেহ কেহ অনায়াসলব্ধ তৈল ভূরি পরিমাণ ম্রক্ষণ করিয়া থাকে। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অনায়াসলব্ধ বস্তুকেও পরিমিত রূপে গ্রহণ করিবে, অন্যথা তাহা দোষাবহ হইবে। আর রাজা যদি দুর্বিনীত হন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ সকল ব্যক্তি কষ্ট পায়। সুতরাং রাজার দোষেই রাজ্যের বিনাশ অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, পাপ, কলহ ইত্যাদি বহুপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রাজা যদি ধার্ম্মিক হন, যদি তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে রাজ্যবাসীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। ঐ যেমন এক একটী দোষের জন্য এক একটী নষ্ট হয়, তেমনি এমন একটী দোষ আছে, যাহার দ্বারা সমস্তই বিনষ্ট হইতে পারে। কি দোষ? মনের দোষ। মন ভাল না হইলে মনুষ্যকে কেহই সুখী করিতে পারে না—রাজা পারেন না, প্রজাও পারেন না,

দেবতারাও পারেন না। মনুষ্য যে রোগ শোকাদিতে অভিভূত হয়, তাহাও প্রায় মনের দোষে। লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেকেই রোগ-গ্রস্ত হয়, ক্রোধ হইলেও শরীরে রোগ আশ্রয় করে, অতএব, মনের দোষে না হয় এমন দুঃখই নাই। মনের দোষে লোকে ইহকাল পরকাল উভয় ভ্রষ্ট হয়। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, মন যাহাতে দুরাচার ও দুশ্চেষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সদাসর্ব্বদা যত্ন রাখিবেন।

"তেঁতুল না হয় মিষ্টি,
নেড়ে না হয় ইষ্টি।"

যদি কেহ তেঁতুলকে মিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিদেশী বিজাতীয় ম্লেচ্ছ কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করে, তবু তাহার দ্বারা জাতির ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, অম্লজাতীয় তেঁতুল কিছু না কিছু অম্ল হইবেই হইবে এবং বিদেশীয় বিজাতীয় ব্যক্তি নিজস্বার্থ অন্বেষণ করিবেই করিবে। অবশ্য ইহার ব্যতিরেক স্থল থাকিতে পারে। নেড়ে—বিজাতীয়—ম্লেচ্ছ।

"অতি বড় যোগ্যতী না পান ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পান বর।
জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,
তিন্ বিধাতা নিয়ে॥"

(যোগ্যতী—যোগ্যতাপন্না, ক্ষমতা-শালিনী। বর—পতি। বিয়ে—বিবাহ)।

কবিতাটীর তাৎপর্য্যর্থ এই যে, পৃথিবীতে মনের মত অবস্থা ঘটেনা, অনেক সময় বিপরীত দেখা যায়। জন্ম মরণ ও বিবাহ মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন নহে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ অনুসারেই উহা সম্পন্ন হয়। সুতরাং যোগ্যতাশালিনীকে অর্থাৎ গৃহকর্ম্ম-সুদক্ষা রমণীকেও দুঃখীর গৃহে যাইতে হয়, এবং রূপবতী ললনাকেও কুরূপ স্বামীর হস্তগতা হইতেও হয় অতএব আপনার যোগ্যতা বা রূপের অভিমান কেহ না করেন।

"আপনার জন্য আপনি,
ডোর আর কোপ্‌নী।
পতির জন্য মেয়ে,
থাক্‌গে তথায় যেয়ে॥"

ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং শেষার্দ্ধে প্রকৃত গৃহস্থ ধর্ম্মের কথা লিখিত হইয়াছে। বেদান্তীরা বলেন, আত্মাই আপনার বন্ধু, আত্মা ভিন্ন প্রকৃত বন্ধু নাই। অতএব, মনুষ্যের বাহ্য বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মধ্যানপরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য। ডোর ও কৌপীন অর্থাৎ সন্ন্যাস (সং—সর্ব্বপ্রকার, ন্যাস-ত্যাগ) ধর্ম্ম আশ্রয় ব্যতীত সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং "আপনার জন্য আপনি, ডোর আর কোপ্‌নী।" বলা অসঙ্গত নহে। অপরার্দ্ধ নিরবচ্ছিন্ন গৃহস্থানীর কথা। সে কথা এই যে, জগদীশ্বর নারী জাতিকে পতি-সেবার্থই উৎপাদিত করিয়াছেন। এজন্য

নারীজাতির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সদা-সর্ব্বদা পতিগৃহেই থাকিবেন এবং পতির আনুকূল্য করতঃ তাঁহার সহিত এক-যোগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। অল্পবয়স্কা রমণীরা প্রথম প্রথম শ্বশুরগৃহে গমন করিতে বড় ইচ্ছুক হয় না। অনিচ্ছুক দেখিলে বৃদ্ধারা আসিয়া উপদেশ দিতেন যে "পতির জন্য মেয়ে, থাক্‌গে তথায় যেয়ে।" অর্থাৎ কন্যা সন্তান পরের জন্যই জন্ম গ্রহণ করে, যখন তাহাদের পরের জন্যই জন্ম, তখন আর তাহাদের পরগৃহে যাইতে অনিচ্ছু হওয়া উচিত নহে।

"একের বোঝা, দশের নড়ি।
একটী তৃণ, দশটী দড়ি॥"

এই কবিতাটীতে দশ জন চাণক্য পণ্ডিত লুক্কায়িত আছেন। কি চমৎকার উপদেশ! এমন উপদেশ অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংসার-বাসীদিগের ঐক্যস্থাপনের জন্য এরূপ আশ্চর্য্য উপনয়ন আর নাই। দশ গাছী যষ্টি আছে, দশ জন মনুষ্যও আছে। এমত স্থলে, সেই দশ গাছী যষ্টি যদি দশ জনে বহন করে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু,সেই দশ গাছী যষ্টি যদি এক জনকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহা তাহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া সংসারী লোক যদি সকলেই যথাসাধ্য সংসারের আনুকূল্য করে, তাহা হইলেই সকলেরই কষ্টের লাঘব হয়,অন্যথা একজনের স্কন্ধে সমুদায় সংসারভার অর্পিত থাকিলে সমুদায় কখন প্রতুল হয় না, বরং ভার-বাহককে নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গ একটী গল্প মনে হইল।

বন মানুষেরা একদিন সভা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমাদের অপেক্ষা গ্রাম্য মনুষ্যের কি প্রভেদ আছে, তাহা জানা আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে, যে প্রধান ছিল, সে বলিল, আমিই কিছু দিন গ্রামে গিয়া ইহা নির্ণয় করিয়া আসিব, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এই বলিয়া প্রধান বনমানুষ এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে আসিয়া গৃহে গৃহে গ্রাম্যমানুষের কার্য্য-কলাপ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সে পুনর্ব্বার আপনার বাস ভূমিতে গমন করিল। করিলে তাহারা সমুদায় জ্ঞাতি একত্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিয়া আইলে। সে উত্তর করিল যে আরত কোন বিশেষ দেখিলাম না,—কেবল দেখিলাম, তাহাদের বাড়ী বাড়ী একটী করিয়া কর্ত্তা আছে। সেই কর্ত্তা বেচারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তরই ভ্রমণ করিতেছে, আর সকলে বসিয়া খাই-তেছে। একটু ত্রুটি হইলে, তাহার আর নিস্তার নাই, কেহ তাহাকে কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর দিবার পরামর্শ করিতেছে, কেহ তাহার নামে কেস্ আনিতেছে। এইরূপ এক কর্ত্তা থাকা ভিন্ন আমিত আর কিছুই বিশেষ দেখিলাম না।

বনমানুষেরা গ্রামে আসিয়া যে গ্রাম্যমনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া গিয়াছেন, সেরূপ কর্ত্তৃত্ব আজিও আমাদের যায় নাই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। সে যাহাহউক, দ্বিতীয়ার্দ্ধের মর্ম্ম গ্রহণ কর। একগাছী তৃণ, তাহা অ ত যৎসামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই যৎসামান্য দশ গাছা তৃণ যদি একত্রিত হয়, তাহা হইলে, তখন আর তাহার তৃণত্ব থাকে না (তুচ্ছত্ব থাকে না)। সে তখন হস্তিবন্ধনের উপযুক্ত রজ্জু (দড়ি) হইয়া দাঁড়ায়। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বহু মনুষ্য যদি একমত হয়, তাহা হইলে তাহারা না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(গত প্রকাশিতের পর)

আজি শারদীয় পৌর্ণমাসী, সন্ধ্যা সমাগতা। রজনী আজি শুভ্র বসন পরিয়া বিধবা বঙ্গরমণীর মত ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন, সমুদয় প্রকৃতি তাঁহার শুভ্র জ্যোতিতে আচ্ছাদিত হইল, গঙ্গার জল গুলি চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। এ সময়ে এক জন যুবক গঙ্গা পুলিনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। যুবকের প্রশস্ত সুন্দর ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে, বিশাল চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ভ্রমণে কোন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না, যেন পাগলের মত উদাস ভাবে বিচরণ করিতেছে। এক এক বার কুলপ্লাবিনী ভাগীরথীর দিকে চাহিতেছে, আরবার আকাশ পানে চাহিতেছে। কলিকাতা সহর, সহস্র লোক তাহার নিকট দিয়া একদিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে, সহস্র-লোক অন্যদিক হইতে আসিতেছে, তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, তাহার ভাবনার অংশী কেহই নাই! কেহ লাভের আশায় দৌড়িতেছে, কেহ প্রণয়ের আশায় ছুটিতেছে, কেহ সুখের মত্ততায় উন্মাদ বেগে ধাইতেছে, কেহ দুঃখের আঘাতে মৃদুগতিতে ধীরে ধীরে চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারে জিজ্ঞাসে না, সকলেই আপন সুখে আপন দুঃখে মত্ত। জগৎ আপনা লইয়া ব্যস্ত, অপরের খবর রাখিতে কয়জনের মন ব্যাকুল হয়? তাহা-হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণা প্রশমিত হইত। পরের জন্য গ্রাম্য লোকের একটু সাহানুভূতি দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সহরে সেরূপ বড় দেখা যায় না। যুবক অনেকক্ষণ এভাবে ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন দেহে ভাগীরথীর পানে চাহিয়া চাহিয়া ভূমিতে বসিয়া

পড়িল, এক এক বার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, লোকলজ্জায় সেই অশ্রুজল উত্তরীয় দ্বারা গোপনে মার্জ্জন করিতে লাগিল। এক জন প্রাচীন গোঁয়ার বদমায়েস লোক তাহার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসিল "কি গো মশাই, আপনি গৃহশূন্য হয়েছেন নাকি?" আর এক জন বলিল "বাঙ্গাল হবে, মশাই; বাঙ্গাল বিদেশে এলে গিন্নির জন্যে কেঁদে থাকে।" দুর্ভাগা যুবক এ সকল শুনিয়াও শুনিল না। তাহার মন এ সকলে ছিল না, তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন অচিন্তনীয় স্থানের বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। তাহার জীবনের ধন পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে এই তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল সুতরাং পৃথিবী ছাড়া অন্য লোকের বিষয় ভাবিতেই তাহার সমধিক আনন্দানুভব হইতেছিল। এত সহস্র সহস্র লোক তাহার নিকট দিয়া যাইতেছে তাহাতে লক্ষ্য নাই। এই শারদীয় জ্যোৎস্নারাশি তাহার দেহে ও সমস্ত প্রকৃতিতে গলিয়া পড়িয়াছে, তাহার চক্ষুতে জগৎ অন্ধকার। এই অসংখ্য লোকের কোলাহলে ভাগীরথীর বক্ষ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু তাহার কর্ণ বধির। সে কিছুই শুনিতেছে না, কিছুই দেখিতেছে না, কোন বিষয় ভাবিতেছে না. কেবল এক রূপ দেখিতেছে, এক ভাবনা ভাবিতেছে, এক মধুর স্বর্গীয় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতেছে। তাহার হৃদয় ডুবিয়া গিয়াছে, শরীর অবশ অস্পন্দ। এই অভাগা যুবক এরূপ হৃদয়ভরা দুঃখ ভোগ করিতেছে। যাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া কত উচ্চ কত মহৎ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাকে অভাগা কি ভাগ্যবান যুবক বলিব আমায় কে শিখাইবে? আমি সুখ দুঃখ কি আজিও বুঝিতে পারিলাম না ঐ যে সুরাসক্ত যুবকবৃন্দ জঘন্য আমোদে উন্মত্ত হইয়া হাস্যরোলে পৃথিবী ফাটাইতেছে, উহাদিগকেই সুখী বলিব কি এই যে যুবক নয়নাশ্রুতে ভাগীরথীর বারিরাশি বৃদ্ধি করিতেছে, ইহাকেই সুখী বলিব? আজিও ত বুঝিলাম না সুখ কি— আজিও ত লোকে বুঝিল না যথার্থ হৃদয়ের আনন্দ কি? এই যে হিন্দুবিধবা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে স্বামিহীনা হইয়া আজি ৪০ চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত এক স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইল, এই কি সুখ? না ঐ যবনকন্যা ২০ বিংশতি বর্ষ বয়স মধ্যে পাঁচ বার পরিণীতা হইল, কত জনের মন যোগাইল, ঐ যথার্থ সুখ? এই যে আমাদের বিনোদ সেই বাল্যকাল হইতে সরলার সরল রূপমাধুরি, হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, এ জীবনে এক দিনের জন্যও তাহাকে না পাইয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইল, ইহা দেখিয়াই হৃদয় আকৃষ্ট হয়—উন্নত হয়? না ঐ যে

বারবনিতাসক্ত যুবক লাম্পট্যদোষে স্বীয় জীবন কলুষিত করিতেছে, উহা দেখিয়া হৃদয় সুখী হয়? বিনোদই সুখী—আমি সহস্র বার বলিব সৎপথে ও সৎকার্য্যে যে ক্লেশ ও দুঃখ হয়, তাহাও বিমল সুখ। বিনোদ এ ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময় তীরের নিকট দিয়া মৃদু মৃদু গতিতে এক খানি বৃহৎ তরণী চলিয়া যাইতে লাগিল। গোয়ালন্দের একজন উকীল কলিকাতায় ব্যবসায় কার্য্য করিতেন, তিনি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলেন আবার কলিকাতা আসিতেছেন; বৃহৎ নৌকা স্ত্রীকন্যা পুত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ। সহরের নিকট নৌকা আসিলে মেয়েরা খিড়কি দিয়া উঁকি মারিয়া তামাসা দেখিতেছেন, ছেলেরা বাহিরে বুড়া ঝিয়ের নিকট দাঁড়াইয়া এটা ওটা দেখিয়া এক এক বার আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিতেছে, কর্ত্তাটী নৌকার বাহিরে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছেন; এমন সময় একটী মেয়ে ডাকিল "পাগলি দিদি! কত ঘুমাও, এই যে আমরা কলিকাতায় আসিয়াছি।" মেয়েটীর দু তিন বার ডাকে একটী রমণী নিদ্রা হইতে জাগিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল, তাহার চুলগুলি আলু থালু, চক্ষু লাল, পরা ছিন্ন বসন, সে এরূপ শীর্ণা যে দাঁড়াইতে শরীর কাঁপিতেছে—তথাপি দৌড়িয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। কর্ত্তাটী বলিলেন "বাছা! ভিতরে যাও, কলিকাতায় আসিয়াছি। এখনি নৌকা ঘাটে লাগিলে আমরা বাসায় উঠিব, অত উতলা হইও না।"

যুবতী বলিল "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখ্‌বো।" কর্ত্তা বাধা দিলেন না। তিনি এই উন্মাদিনী রমণীকে ৬।৭ দিবস নিজ পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, তিনি তাহার স্বভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে যে কথা শুনিবে না জানিতেন। রমণী বিমল জ্যোৎস্না রাশির মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গঙ্গার পুলিন পানে চাহিয়া চাহিয়া কলিকাতা দেখিতে লাগিল। তাহার জন্মেও এত জনতা দেখে নাই, এত কোলাহল শুনে নাই। ক্রমে সেই বৃহৎ তরণী খানি তীরসংলগ্ন হইল—বিনোদ যে ঘাটে বসিয়া আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘাটে বাবু নামিবেন, সুতরাং সেখানেই নৌকা রাখা হইল।

মানুষ মানুষের দুঃখের ভাগী হইতে অনিচ্ছুক, কিন্তু বোধ হইল যেন এই নৌকা খানি বিনোদের মনোবেদনা বুঝিয়া তাহার অশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। পাগলী এখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া, পাগলীর চক্ষু এখনও চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত, সহসা পাগলী কি দেখিল—অনেক ক্ষণ অনিমেষ চাহিয়া রহিল। নৌকা তীরে লগ্ন হইয়াছে মাত্র, এখনও সিঁড়ি নামান হয় নাই, পাগলী নৌকা হইতে জলে লাফাইয়া পড়িল, নৌকার

লোকে গণ্ডগোল করিয়া ২।৪ জন সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল, তীরের লোকও অনেক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। পাগলী অনায়াসে সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিল, উঠিয়া দৌড়িয়া যাইয়া যে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান্ যুবক অশ্রুজলে মুখ ভাসাইতেছে, দুঃখশেলে যাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, দুই হাতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেই উন্মাদ, অজ্ঞান চক্ষু হইতে সহস্র ধারায় অশ্রুরাশি যুবকের বক্ষে মতির হার পরাইতে লাগিল, বিনোদ হঠাৎ এরূপ দীনা শীর্ণা যুবতী তাহার কণ্ঠলগ্না হইল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে মুখ চিনিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। বিনোদ তাহাকে জড়াইয়া বুকে ধরিল, দুঃখে আনন্দে বিস্ময়ে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ক্রমে হস্ত শিথিল হইয়া গেল, যুবতী তাহার বক্ষচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িল, সঙ্গে যুবকও ধরণীশায়িত হইল। দর্শকবৃন্দ চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতে লাগিল। উকীল বাবু ইতিপূর্ব্বেই নৌকা হইতে উঠিয়া পাগলীর কাণ্ড নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, তিনি সকলি এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন, অনুচরদিগকে সত্বর ডাকাইয়া সংজ্ঞাশূন্য যুবক যুবতীকে নিজ নৌকায় উঠাইয়া বিবিধ প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ; বাবুর স্ত্রীও পরম যতনে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তথাপি বিনোদ বাসায় ফিরিল না। বলা বাহুল্য যে বিনোদ আবার কুলকে অন্বেষণ করিতে করিতে ললিতের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং ললিতই তাহাকে নিজের বাসায় বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কাহাকে সান্ত্বনা করিবেন ? বিনোদ আজিকালি রাত্রিতে নিদ্রা যায় না, আহার করে না, স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে, বাসা হইতে বাহির হইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া যায়, ললিত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পায় না। বিনোদ আজিও বৈকাল বেলা কাহাকে না বলিয়া বাসা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ললিত তাহাকে অনেক খুজিল—পরে নদীর তীরে আসিয়া শুনিল যে অমুক ঘাটে কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। ললিতের মনে আজি বিনোদের জন্য বড় ভাবনা হইয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি সেই ঘাটে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই সকল শুনিতে পাইয়া নৌকায় যাইয়া বিনোদকে তদবস্থাপন্ন দেখিলেন। ললিত অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া চিকিৎসক আনিতে গেলেন। অচিরে চিকিৎসক আসিলেন, নানা প্রকার চিকিৎসা হইল, কিন্তু আর সেই অজ্ঞান দেহে জ্ঞানের সঞ্চার লক্ষিত হইল না। ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল, ললিতের পিতা

অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক ও পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার যেরূপ কার্য্য বিবরণ পাঠ করা গেল, তাহাতে ইহা সুব্যবস্থামত চলিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

দাম্পত্য প্রণয়।

দে-ব তুল্য সুপবিত্র প্রণয় রতন।
হে-লাতে কি ত্যজে কেহ, লভেছে যখন ॥
বে-ষ্টিত যদিও আছে নানা প্রলোভনে।
মা-থায় রাখিছে কিন্তু দম্পতী সুজনে ॥
ন-য়নে নয়নে সদা উভয়েতে রহে।
ন-শ্বর জীবনে সুখানিল সদা বহে ॥
দ-হিতেছে সদা মনে সেই অভাজন।
গি-য়াছে যে জন কভু পাপ নিকেতন ॥
র-হিবে দৃষ্টান্ত কিন্তু উজ্জ্বল অক্ষরে।
নী-তিময় সুচরিত্র যেই জন ধরে ॥
না-শক পালক যিনি এই জগতের।
ব-সিবেন বিচারিতে যবে মানবের ॥*
থ-রথর কাঁপিবে সে অপবিত্র মন।
সু-খ দেব-ভোগ্য কিন্তু পাইবে সুজন ॥

১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১২ এবং ১৪ পংক্তির ও ২. ৪, ৬, ৮ এবং ১০ পংক্তির আদ্যক্ষর পাঠ করিলে যথাক্রমে কোন দম্পতীর নাম পঠিত হইবে। ৫, ৭, ও ৯, এবং ৬ ও ৮ পংক্তির আদ্যক্ষর একত্রে পাঠ করিলে যথাক্রমে "ন্দ্র" ও "ন্দ্রি" বুঝাইবে। ঐ দুই শব্দ পাওয়া যায় না, বলিয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

আশা।

সে মহানিশার কি নাম, যাহাতে জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইবার অবসরই পায় নাই? পরমেশ্বরের এত বড় সংসার চক্রের ধুরা কোন্ বস্তুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে যে এত পুরাতন হইয়াও খসে না? সুহৃদের বিয়োগে প্রেমীর প্রাণ রক্ষা কে করে? বড় বড় বিপদে কার ভরসাতে মনুষ্য দুঃখ ভোগ করিতে করিতেও জীবনে নিরাশ হয় না? সার্ব্ব-ভৌম আর ইন্দ্রপদ কাহার কাছে অতি নিকট? আমার জন্মেরও পূর্ব্বে মাতা পিতাকে আমার বিবাহের সুখ কে অনুভব করাইত? কাহার বলে নরকের প্রচণ্ড তাপকেও আমি ফুলের মালা বুঝিয়া বড় বড় পাপে প্রবৃত্ত হই? কে আমার দ্বারা বড় বড় যজ্ঞ ও তপ করাইয়া ধর্ম্মের দিকে প্রেরণ করে? মহা মোহ নামক বালক কোন্ মাতার প্রিয় পুত্র? আমি ঘুমাইলেও কে জাগিয়া থাকে? কাহার ফল এত মিষ্ট? কি খাইতে

* ইংরাজীতে "ডে অফ 'জজমেণ্ট" বলে।

খাইতেও তৃপ্তি হয় না, যত খাও ততই লালসা বৃদ্ধি হয়? পরমেশ্বরের সাক্ষাতের কে নিশ্চয় রাখে, আর ইহলোক পরলোকের যাবৎ ঝঞ্চাটের কে মূল?

আশা। আহা! এ কেমন মিষ্ট আর প্রিয় নাম। ইহাকেই ধরিয়া সংসার দাঁড়াইয়া আছে। যখন মনুষ্য ঘোর বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া যায়, আর সেই ব্যাকুলতার সময় তাহাকে মৃত্যু আশ্রয় কিম্বা গৃহ ছাড়িয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ ভাল লাগে, তখন এই আশা তাহার সম্মুখে আসিয়া লক্ষ লক্ষ রূপে ভরসা দেয়। মন বলে, পুত্রের বিয়োগ হইয়াছে, এখন আর জগতে কি কার্য্য? আশা বলে তুমি আছ তো আর দশটী হবে। মন বলে, সম্পত্তি নাশ হইয়াছে, এখন বিষ খাইয়া মরিয়া যাও,কাহাকেও মুখ দেখাইও না; যেখানে রাজ্য করিয়াছ, সেখানে ভিক্ষা উচিত নয়। তখন আশা রাজা রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির ইত্যাদির গল্প পড়িতে আরম্ভ করে, আর বলে ধন গিয়াছে কিন্তু সে তোমার ভাগ্য ত লইয়া যায় নাই, পুরুষের উচিত ধৈর্য্য ধরা। টাকা পয়সা তো হাতের ময়লা, এক দিকে আসে আর এক দিকে যায়। আবার দিন আসিবে, আবার সেই রাজা হইবে। মন বলে দেখ তুমি হাকিমের নিকট দোষী হইয়া কারাগারে বদ্ধ আছ, এখন এমন জীবনে কি আবশ্যক? গলায় দড়ী দিয়া এখানেই প্রাণত্যাগ কর। আশা বলে, দিন কথা কহিতে কহিতে যায়, চৌদ্দ বৎসর, চৌদ্দ দিনের ন্যায় যাইবে, বিপদ আপদ সকলেরই হইয়াই থাকে, আবার সেই ঘর, সেই তুমি হইবে। মন বলে, মিত্রের বিচ্ছেদে এক দণ্ড বাঁচা উচিত নয়, মিত্র বিনা সংসারের সুখ ভোগ করা নীচের কর্ম্ম। আশা বলে, বিচ্ছেদের পর মিলন, মিলনের পর বিচ্ছেদ হইয়াই থাকে। তোমার জ্ঞান কোথায় গিয়াছে? জ্ঞানের ঔষধ কর। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তো সকলই মিলিবে। আর যখন তুমিই থাকিবে না, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে মন বলে,তোপ খড়্গ চলিতেছে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও, আশা বলে, সাবধান! পশ্চাতে সরিও না,জয় তোমারি হাতে, পা আগের দিকেই বাড়িয়ে চল, যদি মরিয়া যাও তো সাক্ষাৎ স্বর্গে যাইবে, সংসারে তোমার নাম হইবে. আর জয় হয়তো বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইবে, রাজা হইবে, জগতের সম্মান পাইবে।

সিদ্ধান্ত এই মনুষ্যের মন সাংসারিক বিপদে যখন উদ্বিগ্ন ও অবসন্ন হয়, তখন এই আশাই তাহার সম্মুখে আসিয়া আবার তাহাকে বলবুদ্ধি ভরসা সকলই দেয়। ইহাতে নিশ্চয় এই বোধ হয় যে ভগবানের জগৎ চালাইবার যে অনেকগুলি শক্তি আছে, তন্মধ্যে আশা এক মুখ্যশক্তি।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী—কাশী।

No. 239. December 1884.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৯ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯১—ডিসেম্বর ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৯ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯১—ডিসেম্বর ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লণ্ডন নগরে যে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে কুমারী আডা বেলিন "শিশুদিগের পরিচ্ছদ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি কয়েকটী অতি গুরুতর কথা বলেন—

১৮৭১ সালে পরিচ্ছদ বিষয়ে অনবধানতা প্রযুক্ত ১৮০০০ শিশু মরিয়াছে। শরীর নাড়িয়া চাড়িয়া শিশুদিগের ক্রন্দন বন্ধ করায় তাহাদিগের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। "Rocking cradle" ঘুমপাড়ানে দোলা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে অনেক বালককে নির্ব্বোধ করে। শিশুদিগের কোমল মস্তিষ্ক অধিক নাড়া চাড়াতে বিকৃত হইয়া যায়। কত লোক বড় বড় কবি ও বিদ্বান্ হইতে পারিত, কিন্তু এই দোলা তাহাদিগের মাথা খাইয়াছে।

মুক্তি ফৌজের বিখ্যাত অধিনায়ক মেজর টকারের পত্নী কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃগণকে মোহিত করিতেছেন।

লর্ড রিপণ আগামী ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ টার সময় দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। লর্ড রিপণ ভারতবাসীদিগের যেরূপ উপকারী বন্ধু, তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্মাননা করিবার জন্য সেইরূপ ভারতের সর্ব্বত্র আয়োজন হইতেছে। আমরা আশা করি ভারতনারীগণ এ সময় নীরব থাকিবেন না।

নূতন গবর্ণর জেনারল লর্ড ডফরিন্ কলিকাতায় আসিয়া আগামী ২০এ ডিসেম্বর এক দরবার করিবেন, তাঁহার পত্নী ২২এ ডিসেম্বর এক নারী সমিতি আহ্বান করিবেন। বঙ্গবালাগণ এই সুযোগে তাঁহার সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহট্টে চণ্ডাল জাতীয় এক স্ত্রী ও পুরুষ আশ্চর্য্য বামনদম্পতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে। পুরুষের নাম সমাই; বয়স ৫০ বৎসর, লম্বে ২ হাত, ১৪ আঙ্গুল, স্ত্রীর নাম স্বর্ণ, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, লম্বে ২ হাত ৭ আঙ্গুল। উভয়েই বৈরাগী হইয়াছে, ইহাঁদিগের পরস্পরের প্রণয় অতি আশ্চর্য্য।

শ্যামদেশের লোকে জুয়াখেলায় স্ত্রী পণ রাখিয়া থাকে। এই অসভ্য প্রথা রহিত করিবার জন্য শ্যামের রমণীগণ তত্রত্য রাজার নিকট আবেদন করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সোফিয়া ব্রাএণ্ট নাম্নী এক বিবীকে 'D. S. C.' উপাধি দান করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের এরূপ উপাধি লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার ওয়াসিংটন টেরিটোরির স্ত্রীলোকেরা উৎসাহের সহিত রাজনৈতিক কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। অলিম্পিয়ার নাগরিক অধ্যক্ষ মনোনয়নের (City election) সময় ৯৯ জন রমণী ভোট দেন, ইহা সমুদায় ভোটের তৃতীয়াংশ। হোয়াটকন নগরে স্ত্রীলোক প্রাণ্ড জুরী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমারী আলিস গার্ডনার লণ্ডন বেডফোর্ড কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি নিউহাম কলেজের একজন প্রশংসিত ছাত্রী। ২০ জন কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে।

এলিজেবেথ কেডী ষ্টাণ্টন নামে এক বিবী ইউরোপে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া আমেরিকার নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। 'নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী ক্লবে' তিনি কতকগুলি বক্তৃতা করিতেছেন, "ধর্ম্ম-সমাজ স্ত্রীলোকদিগের জন্য কি করিয়াছেন?" ইহাই তাঁহার বক্তৃতার বিষয়।

আয়ুষ্মতী রমণী।

ফরাসী দেশের সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মশুর বোর্দোর পত্নী বিবি ব্রিয়স, ১৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে সুস্থদেহে, নিশ্চিন্ত মনে এবং সম্পূর্ণ সজ্ঞানে জীবন লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বস্থ চিকিৎসকদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার নিরূপিত হিতকরী বিধিসমূহ অবিচলিত চিত্তে পালন করিলে, মানুষ আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারে।" সগুর্জা নামক স্থানের এক বিদুষী মুসলমান রমণী সম্প্রতি ১২৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছেন। শুনিলাম তিনি বলিয়া গিয়াছেন "পরিমিত আহার পান পরিশ্রম ও বিশ্রাম করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে পারিলে, মনুষ্য অমরত্ব লাভ করিতে পারে এবং ইহ জীবনেই জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ প্রাচ্য কবি ইকৃরাম রসুনের এই মত ছিল।" যাহাই হউক, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, স্বাস্থ্যের নিয়মসমূহ রীতিমত পালন করিলে নর অপেক্ষা নারী অধিক দিন বাঁচে এবং সম্পূর্ণরূপে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষমা থাকে। অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা পরিহার এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম সাধ্যমত পালন করিয়া, সাল্‌ভেডোর দ্বীপের বিখ্যাত নামা মেজিউইল সালিশ সাহেব ১৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুস্থমনে জীবিত ছিলেন। ১৬৭০ সালে বোল্‌টন নগরের হেন্‌রি জেন্‌ কিস্‌ ১৬০ বৎসর বয়সে জীবনলীলা সম্বরণ করেন, ইনি প্রত্যহ ৮ ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। ১৫২ বৎসর বয়সে টমাস পার সাহেবের মৃত্যু হয়, এবং চট্টগ্রামে টেক্‌সিয়া সাহেব ১১৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খ্যাতনাম্নী কাউণ্টেস্‌ অব্‌ ডেশ্‌মণ্ড ১৪০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করেন এবং ইটালীর রাজ্ঞী ক্যাশিয়ো মেরি ১৬৭ বৎসর বয়সে (অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রীলোকের ন্যায়) শিল্প কার্য্যের সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতেন। ব্রন্‌সুইক নগরের আচার্য্য বেল্‌হোল্‌ট্‌ সাহেবের পত্নী ১৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। * এই প্রকার বহুল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির দীর্ঘজীবিতা প্রতিপন্ন করা যায়। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত রোমের লোকসংখ্যার বিবৃতি পাঠ করিলে স্বতই প্রতিপন্ন হয় যে, তথায় দীর্ঘজীবী

* এই প্রস্তাবান্তর্গত উদাহরণমালার কোনও কোনও অংশ কলিকাতার ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির ইংরাজী বক্তৃতা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পুরুষাপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী রমণীর সংখ্যা প্রতি সহস্রে সাত জন হইতেও অধিক হইয়াছে। বঙ্গদেশের গত বারের সেন্সস রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এদেশে সাকল্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি অধিক দিন বাঁচে—বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। চট্টগ্রামে রামসুন্দর দে নামে এক কৃষক ছিল, তাহার বিধবা ভগ্নী মালতী ১২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগত হয়। মালতী ৬২ বৎসর বয়সে ৯ মণ ওজনের চাউলের বস্তা অনায়াসে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইত এবং হাতে একমুষ্টি সর্ষপ রাখিয়া তাহা হস্তদ্বারা এরূপ জোরে পেষণ ও দলন করিত, যে তাহা হইতে তৈল নিষ্ক্রান্ত হইত। ১৬ বৎসর বয়সে ইহার বিবাহ ও ২৬ বৎসরে স্বামীর মৃত্যু হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ৪০ বৎসরবয়স্কা বৰ্দ্ধমান জেলার কোন এক স্ত্রীলোক দুই জন প্রকাণ্ড যমদূতের ন্যায় বিপুলবপু বিখ্যাত ডাকাইতকে শীতকালের রাত্রে এক প্রান্তর মধ্যে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিল। শান্তিপুরের হরু তন্তুবায়ের বিধবা কন্যা ১৩৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করে, এ কথা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। হরুর কন্যা মুষ্ট্যাঘাতে নারিকেল ভাঙ্গিতেন এবং দন্তের ঘর্ষণে বড় বড় মোটা মোটা সুপারী অক্লেশে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। ফলতঃ শরীর রক্ষা ও শরীর পালনের প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ স্থির বুদ্ধির সহিত যথারীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, নারীজাতি, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, বলবতী এবং সুস্থকায় হইয়া পুরুষজাতি অপেক্ষা অসংখ্য প্রকারে জগতের হিত সাধন করিতে সমর্থা হন। কিন্তু এই হতভাগা, উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত,এবং ঘোরতর স্বার্থপর বঙ্গসমাজের নৃশংস পুরুষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা রমণীকুলের মধ্যে যে কু-সংস্কার ও দোষসমূহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের নারীজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তুলিতেছে। সুশিক্ষা এবং নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ এই দুই অমোঘ এবং অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ দানব বিদূরিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ঔচিত্যানৌচিত্যের উপর স্ত্রীলোক এবং পুরুষ এই উভয় জাতিরই শারীরিক বল, বীর্য্য ও মানসিক উন্নতি সম্যক্ অথবা বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা এদেশীয় নারীকুলের আহার সম্বন্ধে যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, দেশ কাল পাত্রভেদে বর্ত্তমান সময়ে তাহা যে সম্যক্ প্রকারে খাটিতে পারে না, ইহা বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখনকার শরীর-তত্ত্বপারদর্শী অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত মহাশয়েরা স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান স্ত্রীজাতির পক্ষে পশু কিম্বা পক্ষীর মাংস ভোজন প্রশস্ত নহে।

পলাণ্ডু, মটরের ডাইল, সকল প্রকার মদ্য, ধুমপান এবং অধিক পরিমাণে অম্বল স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হরীতকী, দারুচিনি এবং লঙ্কা সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিষতুল্য। ব্যায়াম করা সধবা এবং বিধবা এতদুভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। ব্যায়াম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম মতে চলিলেই বা কি হইতে পারে? যে দেশের হতভাগ্য এবং নৃশংস পুরুষজাতি আপনাদের অন্দরমহলকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতেও নিকৃষ্টতর স্থান করিয়া তুলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন, সে দেশের নর এবং নারীজাতির উন্নতি যে এখনও সুদূর-পরাহত,তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। যে সকল অজেয় কুসংস্কার-দানব সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উপন্যাস--কুললক্ষ্মী।

(সমাপ্ত)

হরদেব বাবু মৃত দেহ সৎকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ললিত বলিল "বাবা, একবার এই অভাগিনীর মাকে এই যুগল মূর্ত্তি দেখাইব। সে এই কন্যাকে একবৎসর বয়সে হারাইয়া উনিশ বর্ষকাল কেবল কন্যা কন্যা করিয়া কত দেশে দেশে ঘুরিতেছে। সেই অভাগিনীকে একবার তাহার বৃন্তচ্যুত শুষ্ক কুসুমটী উপহার দিব। শীঘ্র আমি বিক্রমপুর চলিলাম, আপনি এই মৃতদেহ দুটী বাসায় লইয়া রক্ষা করুন।" ললিত রাত্রির গাড়িতে উঠিয়া গোয়ালন্দ রওনা হইলেন, হরদেব বাবু মৃতদেহ দুটী নিজভবনে লইয়া গেলেন, ডাক্তরগণ দ্বারা যে ভাবে যে ঔষধে রাখিলে দেহ দুটী জীবিতবৎ থাকে, সে উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি আস্থাবান্ হিন্দু, কিন্তু অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, মৃতদেহ রক্ষা দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি এখন আবশ্যক বোধে দেশাচার লঙ্ঘন করিলেন। তিনি অতি দয়াবান্ লোক, অভাগিনী মাতার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, একবার এই হারাধন তাহাকে দেখান তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন, তিনি কুলর মাতা পিতার অবস্থা সমস্ত সবিশেষ অবগত ছিলেন।

হরদেব বাবুর স্ত্রী মাতার ন্যায় বিনোদের মৃতদেহ বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাল রাত্রি প্রভাত হইল, রজনীর সহিত দুটী বিশুদ্ধ কুসুম কৌলীন্য

কীট দংশনে বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িল!!

আজি হরদেব বাবুর আফিসে যাওয়া হইল না, বাড়ীতে উনুন জ্বলিল না, তিনি ও তদীয় পত্নী প্রভৃতি সমস্ত দিন মৃতদেহ দুটীর নিকট বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলেন। স্নান নাই, আহার নাই, উভয়ের হৃদয় পরের দুঃখে পূর্ণ, কুলর ও বিনোদের পিতামাতার শোকে তাঁহাদের হৃদয় অস্থির! ধন্য পরদুঃখকাতরতা, স্বর্গ আর কোথায়? এইত স্বর্গের উজ্জ্বল ছবি!

ললিত যথাসময়ে বিক্রমপুরে কুলর মাতার নিকট পৌঁছিলেন। প্রাণের শোক প্রাণে রাখিয়া চোকের জল চোকে রাখিয়া ললিত কুলর মাকে দেখা দিলেন, জননী পাগলিনীর ন্যায় ললিতের নিকট আসিয়া—"বাবা আমার হারান ধন পেয়েছ কি? বিনোদ কোথা? আমার প্রাণ ৩।৪ দিন অস্থির হইয়াছে, রাত্রে যেন সরলা আসিয়া যোড়হাতে আমার নিকট বিদায় চাহিয়াছে, স্বপ্নে দেখিয়াছি, শীঘ্র বল বাবা তাহাকে পাইয়াছ কি না?" ললিতের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল—বলিল, "পেয়েছি, তাহার বড় পাড়া আপনি শীঘ্র চলুন, যাইয়া যদি জীবিত দেখিতে পান, তবে বড় ভাগ্য। বিনোদও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত, ডাক্তরগণ বলিয়াছেন এ রোগে শীঘ্র মৃত্যু হইবে।" হেম ললিত আসিয়াছে শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তাহার মুখের হাসি মুখে শুকাইল, যে সংবাদ শুনিল তাহাতে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। ললিত শীঘ্র শীঘ্র করিয়া হেম ও কুলর মাতাকে লইয়া নারায়ণগঞ্জে আসিয়া ষ্টিমারে উঠিলেন। মন্দভাগিনীর মনে মন্দ আশঙ্কা বড় হইতেছে না, এত কালের পর যে কন্যাকে দেখিবে এই আনন্দে হৃদয় নাচিতেছে। সেই একবৎসরে কুল এখন না জানি কতবড় হইয়াছে, সেই কচি ফুলের মত মুখখানি এখন যৌবনে না জানি কেমন হইয়াছে! মা ভাবিল কন্যাকে বুকে করিয়া রাখিব, ঔষধ খাওয়াইয়া ভাল করিব, বিনোদকে চেষ্টা করিয়া ভাল করিব, শেষে বিনোদের সহিত কুলর ও ললিতের সহিত হেমের বিবাহ দিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাইব। হায়! অভাগিনী, তোমার সুখের সাধ জন্মের মত মিটিয়াছে, দারুণ কৌলীন্য কীট-জর্জরিত জীবন আর ইহকালে সুখী হইবে না।

ললিত কলিকাতায় পৌঁছিলেন। রেলের গাড়ি হইতে তাহাদিগকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠাইলেন। বাসার নিকট যাইয়া ললিতের মনে নানা প্রকার আশা হইতে লাগিল। যদি বিনোদের জ্ঞান হইয়া থাকে, আবার যদি বিনোদকে যাইয়া জীবিত দেখি, তবে মনে কত সুখ হইবে! আবার ভাবিলেন যখন এই অভাগিনী যাইয়া হৃদয়ের প্রতিমার ঐরূপ মৃতমুখ দেখিবে, তখন তাহার কি দশা হইবে,

কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিব? ভয়ে তাঁহার বাসায় যাইতে মন সরে না। গাড়ী বাসার দ্বারে লাগিল; দ্বারে দরোয়ান ললিত বাবুকে দূর হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া ভিতরে খবর দিয়াছে। হরদেব বাবুর গৃহিণী মৃদু ২ কাঁদিতে ২ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, জননী বিদ্যুৎ বেগে গাড়ি হইতে নামিয়া চলিল, হেম পাছু ২ ছুটিল। ললিত বলিল "কি মা, বিনোদ কি বাঁচিয়াছে?" মা "বাবা! মরা কি কখন বাঁচিয়া থাকে? এখন তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অভাগিনীকে উহার মেয়ে দেখাও, আমার স্ত্রীলোকের প্রাণে আর কত সবে বাবা?" ললিতের মাতা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃত দেহ দুটী একটী প্রশস্ত কক্ষে দুই খানি চৌকিতে পৃথক শয়ানাবস্থায় রাখা হইয়াছে, পরিষ্কার দুইখানি বস্ত্রে আপাদমস্তক সমাচ্ছাদিত। হরদেব বাবু বারাণ্ডায় একখানি কুশাসনে উপবেশন করিয়া অতি ধীর গম্ভীর অথচ সুমধুরস্বরে হরিনাম গান করিতেছেন, তাঁহার কপোল বহিয়া দুটী অশ্রু ধারা ঝরিতেছে, তাঁহার উন্নত দেহ ও গম্ভীর ভাব এবং এই অশ্রুধারা দুটী দেখিয়া মনে হয় যেন হিমালয় হইতে গঙ্গা যমুনা ধরণীতে নামিতেছে। গৃহ শূন্য, গভীর শোকের উপযুক্ত নিঃশব্দ। জননী "সরলা—মা আমার! আমি আসিয়াছি মা" বলিয়া তীরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেমবালা "দিদি! তুমি আমার মায়ের পেটের বোন! আমি মা পেয়েছি, আজি তোমায় পাইলাম" বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া চঞ্চল চরণে গৃহে প্রবেশ করিল। ললিত ও ললিতের মাতা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া মৃদু২ রোদনে শোকোচ্ছ্বাস বাড়াইতে লাগিলেন। কুলর মাতা ঘরে যাইবা মাত্র হরদেব বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ২ কুলর চৌকির নিকট যাইয়া তাহার মুখের বস্ত্রখানি সরাইয়া বলিলেন "এই দেখুন আপনার কন্যা, বড় গোল করিবেন না, ধীরে ২ নিকটে বসিয়া দেখুন।" জননী কন্যার মুখখানি একবার দুইবার সহস্রবার দেখিলেন, সহস্র বার চুম্বন করিলেন, পরে ধীরে ২ কন্যার নিকট শয়ন করিলেন। তাহার শীর্ণ দেহটী তুলিয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিলেন। হায়! অমনি অভাগিনী মর্ম্মভেদী চিৎকার করিয়া উঠিল।

অসীম স্নেহ মোহে অন্ধ হইয়া এতক্ষণ অভাগিনী বুঝিতে পারে নাই যে কন্যার প্রাণ নাই, দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে, বুকে করিয়া জ্ঞান হইল যে এ দেহে প্রাণ নাই, নাকে শ্বাস নাই, শরীর পাথরের মত শীতল। দুঃখিনী তখন কতক্ষণ চীৎকার করিল, কিন্তু কন্যার দেহ বুকেই রহিল। অনেক ক্ষণ পরে পরম যতনে শবটী ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বিনোদের চৌকির নিকট গেল। হরদেব বাবু ইতিমধ্যে

বিনোদের মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, মুখ খানি শিশির-নিপীড়িত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অভাগিনী তাহার নিকট যাইয়া সেই মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিল, পরে নাসিকার নিকট হাত দিল, দেখিল শ্বাস নাই, বুকে হাত দিল, তাহা প্রস্তরবৎ শীতল। তখন ভীষণস্বরে ডাকিল "হেম!" হেম মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল, হরদেব বাবুর স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া তুলিতেছিলেন, উন্মাদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া পাগলের ন্যায় বিকট হাসিল। বলিল "ললিত বাবা! আজি বড় সুখের দিন, আমার সরলা স্বর্গে, বিনোদ স্বর্গে, আমাকে ঐ ডাকিতেছে, অনেক দিনের পর আজ মেয়ে পাইলাম।" ললিত ও তাহার মাতা ঘরে আসিলেন, হেম কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, হরদেব বাবু শব সৎকারের আয়োজনে গমন করিলেন। জননী হেমের কমনীয় হাতখানি আপন হাতে লইল, অন্য হাতে ললিতের হাত ধরিল—ধরিয়া উভয় হাত একত্র করিয়া ললিতের মাকে বলিল "সতি! আজি এই শুভ দিনে, আমার জীবনের শেষ দিনে আমার স্বর্ণপ্রতিমা তোমার জীবনের ধন ললিতে সঁপিয়া দিলাম, এখন এই উভয় ধনে ধনী হইয়া তুমি পরম সুখে কাল কাটাও, আমি বিদায় হই; একবার তোমার স্বামীকে ডাক।" ললিত অনেক ক্ষণ হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

ললিত ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর হাত ছাড়াইয়া পিতাকে ডাকিতে গেলেন। হরদেব আসিলেন। পত্নীর মুখে উপস্থিত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন "দুঃখিনি! তোমার এই কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, ললিত যে এমন সৎকুলোদ্ভবা ও সুন্দরী বধূ লাভ করিল, ইহাতে আমি নিতান্ত সুখী হইলাম। আমি শুভদিনে যথাশাস্ত্র ইহাদের বিবাহ দিব, তুমি এখন শোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে লইয়া সুখী হইতে চেষ্টা কর। তোমার হেম আজি আমাদের কন্যা হইল, আমার অতি যতনের ধন, অমূল্য রতন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন ললিত আজি হইতে তোমার অনায়াসলব্ধ পুত্র হইল, তুমি ইহাদের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর।"

দুঃখিনী বিকট হাসিল। তাহার সেই গভীর শোকের সময় সেই বিকট হাসি দেখিয়া উপস্থিত সকলের মনে ভয় হইল। দুঃখিনী বলিল "আমি আজি সুখী হইয়াছি, কুল তাহার হৃদয়ের স্বামীর সহিত স্বর্গগামিনী, হেম আজি শাশুড়ী শ্বশুর ও স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী, তবে আমি আর কেন এ জীবন ভার বহন করিব? কেবল স্বামী—হায়! মৃত্যু কালে পতির পাদপদ্ম দেখিলাম না এই দুঃখ—এই এক মাত্র মনস্তাপ রহিল। পরে যোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিল "হে হৃদয়ের দেবতা! তোমার দা স্বর্গে চলিল, তুমি দাসীকে কোন দুঃখ দেও নাই, যে কিছু দুঃখ পাইয়াছি

তাহা আমার ভাগ্যের দোষ, কিন্তু আজি আমি পরম সুখী—আর আমি উন্মাদিনী হইয়া যাহার জন্য কত নদী সাঁতারিয়াছি, কত দেশ ঘুরিয়াছি, কত কষ্ট সহিয়াছি, সে আজি আর নাই, এখনি তাহার মুখখানি পৃথিবী হইতে লুকাইবে, এখনি তাহার দেহখানি আগুনে পুড়িবে, তাহা কি আমায় দেখিতে হইবে, সে জন্য কি আমায় কাঁদিতে হইবে? না, কখনই না। আমি আজি ধৈর্য্যচ্যুতা। রে কৌলীন্য প্রথা, আজি তোর অত্যাচারে এই স্বর্ণলতা ছিন্ন, এই তরুণ যুবক মৃত, আর এই অভাগিনী উন্মাদিনী। যদি দেশের লোকের মনে দয়ার লেশ মাত্র থাকে রে, তবে আজিকার এই ঘটনা দেখিয়া তোরে দেশ হইতে তাড়াইবে" বলিতে বলিতে উন্মাদিনী ক্ষিপ্রহস্তে গৃহকোণে যে এক খানি বড় "রাম দা" বিলম্বিত ছিল, তাহা লইয়া সজোরে নিজের কণ্ঠে অর্পণ করিল, মস্তক দেহচ্যুত হইয়া গেল, রক্তস্রোতে ঘর ভাসিয়া গেল, কাহারও সাধ্য হইল না যে শোচনীয় আত্মহত্যা নিবারণ করে।

হরদেব বাবু ও তাঁহার পরিবারগণ ভয়ে ও দুঃখে স্তম্ভিত হইলেন। থানায় খবর গেল, সরকারি লোক আসিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়া প্রকৃত কাণ্ড বুঝিতে পারিল, তজ্জন্য আর হরদেব বাবুকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না।

হেমকে সান্ত্বনা করা দুষ্কর হইল। সকলে মিলিয়া এখন তাহাকেই রক্ষা করিতে লাগিল। ললিত ও তাহার পিতার উদ্‌যোগে সংকারের সমস্ত আয়োজন হইল। শবগুলি গঙ্গার তটে নীত হইলে, দুটী চিতা সজ্জিত হইল। একটীতে মাতার দেহ, অপরটীতে বিনোদ ও কুসুর দেহ শায়িত হইল। এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, সর্ব্বেশ্বর অনুসন্ধানার্থ কলিকাতায় ৩।৪ দিন আসিয়াছিলেন। কলিকাতা সহর, কোথায় কাহার খোঁজ পাইবেন? আজি এ সকল ঘটনা সহরময় রাষ্ট্র হওয়াতে উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া চিতার নিকট দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে দেখিলেন, পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে ভগবন্! আমি মূর্খ, কুলীনতার দাস, আমার মূর্খতার দোষে এই তিনটী অমূল্য রত্ন চলিয়া গিয়াছে, এ ছার জীবন লইয়া আর কি প্রয়োজন? জগৎ দেখুক, বৃথা কুলাভিমানী কুলীনগণ দেখুন, আমি আজি এছার জীবন নাশ করিব। এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর দৌড়িয়া যাইয়া বড় গঙ্গায় ঝাঁপিয়া পড়িলেন। স্রোতে তাহাকে কোথায় লইয়া চলিল, কত নৌকা ছুটিল, কত জাল দ্বারা হরদেব বাবু গঙ্গা তোলপাড় করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। সর্ব্বেশ্বর সন্তরণ জানিতেন না, সুতরাং গঙ্গা একবারে তাঁহাকে আপন বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন।

হেম পিতৃ মাতৃ ও ভগিনীশোকে বহুকাল অস্থির রহিল। হরদেব তাহাকে এক বর্ষ পরে মহা সমারোহে দেশে যাইয়া আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। সমস্ত দেশে এ ঘটনা রাষ্ট্র হইল, কৌলীন্য কুরীতির প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিল। আমরা শুনিয়াছি হেম সুগৃহিণী হইয়া পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

অভাগার দুঃখের গান।

(১)

তপনের তপ্ততনু জুড়াইতে বল,
আছে কি বারিধি হেন ডুবাইতে তায়?
মরুর উত্তপ্ত বক্ষে ঢালিবারে ধারা,
দেখেছ কি মেঘ হেন গগনে দাঁড়ায়?
দাবাগুন হতভাগ্য চিরদিন জ্বলে,
যারে পায় ধায়ে কাছে তারেও জ্বালায়,
মলয় দক্ষিণে বয়, বাসন্ত কাননে,
সে আগুনে কোল দিতে কভু কি রে ধায়?
পরাণ জুড়াতে পারে আছে কিবা বল?
শত রবি হেন জ্বলে অনন্ত চিতায়
বাসনা দুরাশানলে প্রখর দুর্ব্বার,
দাবাগুন সুশীতল তার তুলনায়!

(২)

প্রকৃতি—সুন্দরি!

আদরের মেয়ে তুই নিত্যই নায়োর,*
প্রভাতে সাজিস্ দিব্য ফুল ফুটাইয়া,
গরবে চোকের জল ঝরে ফোঁটা ফোঁটা,
অমনি হাসিস্ মৃদু কিরণ ঢালিয়া।
সবুজ বসন খানি সোণায় মাখান,
আকাশে ধরিস্ মুক্তা আঁচল পাতিয়া।
কতই মধুর তোরে বলেরে উষায়,
পরাণ জুড়াতে মোর যাস্‌লো হারিয়া!
তাই কিলো দ্বিপ্রহরে প্রখর উত্তাপে
মরমে থাকিস মরে, সরমে ঢলিয়া?
তাই কিলো অবশেষে আন্ধারের কোলে
থাকিস লুকায়ে রেতে মুখটী গুঁজিয়া?

(৩)

কি বল আকাশ!

অনন্তের ছবিখানি, নীল চন্দ্রাতপ
স্বর্গের ফুটন্ত স্বর্ণ চম্পকে সাজান,
কি বল ভাঙ্গিয়া বল? নীরব থেক না।
অনন্ত বক্ষ কি তোর শকতি ধরে না?
উষায়, মধ্যাহ্নকালে, গোধূলী, নিশায়
কত বেশে সাজ, শীত নিদাঘ বর্ষায়,
অক্ষম দেখিয়া নিজে এ প্রাণ জুড়াতে
কান্দ কি অজস্রধারে শ্রাবণ ধারাতে?
রবি চন্দ্র তারা তোরা অনন্তের বুকে
অনন্ত নীলিমা সাথে রয়েছিস মিশি,
কি ভাবিস, কি বুঝিস, জানি না স্বপনে,

* বাপের বাটী

জানি না কিসের ধ্যানে, মগ্ন দিবানিশি।
যখনি চাহিরে দুটী নয়ন তুলিয়া
ডানাভাঙ্গা হিয়া খানি পড়ে যেন খসি,
অবশ অলস চিন্তা গতিহীন হয়,
অবাক্ হইয়া থাকি জড়প্রায় বসি।
পরাণ জুড়ান ধন তোরাওত নয়,
তিলেকে ভুলি ও চিত্র অনলেতে পশি।

(৫)

ওরে মোর শিশুগুলি ননীর পুতলী,
বিধাতাই নিজ হাতে দিয়া স্নেহ তুলি,
কচি কচি মুখগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে ছবি
আঁকিলা এ প্রাণপটে কবিত্বেতে ডুবি,
সাধ্য নাই মুছি চিত্র পরাণ রাখিয়া,
তোরাও জুড়াতে প্রাণ গেলি রে হারিয়া?

(৬)

প্রিয়তমে,
অমৃত অজানা নিধি, তব মুখ হেরি
গিয়াছে এ ভ্রম মোর বহুদিন দূরে,
পূর্ণিমার চাঁদ ধরা শারদ আকাশে,
গিয়াছে শৈশব আশা এত দিনে পূরে।
তব প্রেম সুধামাখা উষার কিরণে
গিয়াছে বিষাদ পেঁচা দেশ ছেড়ে উড়ে।
শীতল হইয়া তুমি মলয় অধিক
পরাণ জুড়াতে,গেলে তুমিওগো হেরে?

(৭)

বল বন্ধুবর!
পরাণের কথা যত বলেছ আমায়,
মম হিতে রত তুমি করেছ তোমায়,
পরাণের বিনিময়ে পরাণ কিনিতে
এসেছ ত বড় সাধে এই বিপণিতে।
বল ভাই, এ পরাণ জুড়াতে কিঞ্চিৎ
শকতি সামর্থ্য কিবা ক'রেছ সঞ্চিত?

(৮)

পদতলে ধরাতল ঘুরিয়া বেড়ায়
তারা শশী রবি গ্রহ মাথার উপরে,
ছায়াপথ ছাড়াইয়া সৃষ্টি অগণন,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে নিজ কক্ষে ধায়,
নেবুলা,* ইথারাঁ স্রোত নিজ কাজে রত,
শক্তির পশ্চাতে শক্তি ধাইছে ছুটিয়া,
কেহ নাই দেয় সায় আমার কথায়!
ভ্রূকুটি করিয়া যেন পায়ে ঠেলি মোরে,
ব্যঙ্গ করি ভেসে যায় কালের সমুদ্রে,
অনাদি অনন্ত বিশ্ব ফিরে নাহি চায়!
অভাগার এ সঙ্গীত কেই বা শুনিবে?
অতৃপ্তির ডোরে প্রাণ কে যেন বেন্ধেছে!
আড়ালে লুকায়ে থাকি টানিছে সদায়!
কি করিব? কোথা যাব? পথ নাহি চিনি,
সুধালে বলে না কেহ সে দেশের কথা,
পরাণ থামে না তবু, একি হলো দায়!

* ছায়াপথের অদৃশ্য বা অস্ফুট নক্ষত্র সকল।

† বায়ু অপেক্ষা এক প্রকার সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ। পণ্ডিতেরা বলেন বায়ু মণ্ডলের পর ঐরূপ পদার্থে আকাশ পরিপূর্ণ।

সতী-মণ্ডপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজরাজেশ্বরী।

"তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥"

পরাশরসংহিতা (৪ অ)।

যশোহর জিলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নগর সুনীতি, সুশিক্ষা, সৎসাহস এবং সমাজহিতৈষিতার জন্য সমধিকরূপে গণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই নগর বেগবতী নাম্নী প্রাচীনা নদীর তীরে অবস্থিত, এবং বিদ্যাসাগর-বিহিত বিধবাবিবাহের বিশেষ আন্দোলনকারী রাজশ্রী প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয় ইহার বর্ত্তমান ভূস্বামী। মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যখন যশোহরকে বিকম্পিত করিয়াছিল, শুনা যায় তখনও এই প্রাচীন হিন্দুবংশের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই। যাঁহাদের অর্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের বংশাবলীর বিবৃতি সংগ্রহ করিতে সহজে সমর্থ হওয়া যায়, মুসলমান রাজত্বের প্রতাপবর্ত্তিকার শেষ শিখা নির্ব্বাণোন্মুখ হইবার সময় পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশধরগণ অমিত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ বীর্য্যবত্তার সহিত স্বাধীনতা সংরক্ষণে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশের এই পরিশোচনীয় দুরবস্থার সময়েও যাঁহারা ম্লেচ্ছপদাবনত হইয়া নির্ব্বাপিত ব্রহ্মতেজের শেষ কণিকা হৃদয়ে পরিপোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত হইতে আদর্শ সতী রমণীর পতিপ্রিয়তা গুণের অনুকূল দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করা বড় বিচিত্র কথা নহে। ফলতঃ, নলডাঙ্গা রাজবংশের ইতিহাস অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীতে আদ্যন্ত পূর্ণ; আমি স্বয়ং এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবোপযোগী যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যশোহর হইতে নলডাঙ্গা প্রায় একাদশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই নগরের একদিকে চিত্রা এবং আর এক দিকে বেগবতী নাম্নী দুইটি প্রাচীনা নদী বহিয়া যাইতেছে। রাজা মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বয়সে যুবা; এ দেশের সম্ভ্রান্ত আখ্যাধারী ভদ্র মহাশয়দিগের যুবক সন্তানেরা যৌবন, প্রভুত্ব এবং সম্পদ একাধারে প্রাপ্ত হইলে যেমন সিরাজদ্দৌলার শিষ্য প্রশিষ্য

হইয়া উঠেন, ইনি তদ্রূপ প্রকৃতির লোক নহেন। ইহাঁর অন্যান্য গুণের মধ্যে নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে উদ্যম ইহাঁর ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা বঙ্গদেশের অনেক স্থানের স্ত্রীলোকাপেক্ষা অধিকতর গুণবতী এবং পতিপরায়ণা। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজের সংস্করণ প্রভা কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানালোক এ স্থানের রমণীকুলের হৃদয় আলোকিত করে নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষিতা হইয়াও ইহাঁরা নারীজাতির পতিপ্রিয়তা, কোমলতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ এরূপে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, আজি কালিকার অনেক বিদ্যাভিমানিনী, শিক্ষিতাখ্যাধারিণী ও সংস্কৃতা রমণীকে বোধ হয় ইহাঁদের কাছে মস্তক অবনত করিতে হইবে। উপরে যে বেগবতী নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একদিকে নলডাঙ্গা নগর এবং প্রাচীন রাজামহাশয়দিগের বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত রমণীয় প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, নদীর আর এক দিকে (অর্থাৎ নলডাঙ্গা হইতে প্রায় সার্দ্ধ শত হস্ত দূরে) গুপ্ত নগর নামে একটী নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বিবিধ প্রকার অট্টালিকা বৃন্দে বিভূষিত হইয়া দর্শকের নয়নানন্দ সম্পাদন করে বর্ত্তমান মহারাজার পিতা মহাশয় নলডাঙ্গা হইতে কোন কারণে স্থানান্তরিত হইয়া, একটি প্রশস্ত প্রান্তর পার্শ্বে এই নবনগর নির্ম্মাণ করতঃ আপনার আবাসভূমি বলিয়া আখ্যাত করেন। এই বংশের পূর্ব্বতন পবিত্রচেতা পুরুষদিগের মধ্যে রাজা রামশঙ্কর দেব রায় মহাশয় অন্যতম, তাঁহারই সহধর্ম্মিনীর নাম রাজরাজেশ্বরী দেবী।

রাজেশ্বরীর বাল্যাবস্থার বিবরণ এরূপ অদ্ভুত কিম্বদন্তীসমূহে আচ্ছন্ন ও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে যে তন্মধ্য হইতে সত্য নিষ্কর্ষণ করা দুঃসাধ্য। রাজবাটীর জনৈক বিশ্বস্ত অমাত্য এবং নলডাঙ্গার সমীপবর্ত্তী গ্রাম বিশেষের কোন প্রবীণ প্রাজ্ঞ আমাকে বলিয়াছেন, রাজেশ্বরী দেবী কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা এবং রূপবতী বলিয়া খ্যাতা। আর একটী প্রাচীন পণ্ডিত বলেন, রাজেশ্বরীর পিতার পারিবারিক অবস্থা তাঁহার পক্ষে বড় অনুকূল ছিল না। রাজেশ্বরী লেখা পড়া জানিতেন না, তাঁহার পিতা সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন। রাজেশ্বরী যখন জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্গদেশ তখন অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; স্থানে স্থানে সামান্য সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা তখন এদেশে ছিল না বলিলেই হয়। রাজা রামশঙ্কর প্রথম দৃষ্টিতে রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া রাজেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, পরে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ভাবিয়া সন্তুষ্ট হন। বাস্তবিক রূপ এবং গুণ একাধারে থাকিলে মনুষ্য

যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইয়া উঠেন, রাজেশ্বরীর এই দুইটাই ছিল। বিধাতা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকদিগের গ্রন্থের নায়িকা করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে এরূপ আদর্শ করিয়া গঠন করিয়াছিলেন। রাজেশ্বরী দেবী রাজ-মহিষী এবং অসংখ্য পরিচারিকার ঈশ্বরী হইয়াও কখনও কোন দাসীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন নাই; কখনও কেহ তাঁহার মুখে কটুবাক্য শুনিতে পায় নাই, এবং অন্য ব্যক্তির অপমান করিবার প্রথা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। এক দিন গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত, সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে তিনি প্রাসাদের ছাদে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে "আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল," "আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম" ইত্যাদি হৃদয়বিদারী করুণরসপূর্ণ আর্ত্তনাদ নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনি অবিলম্বে রাজাকে ডাকাইয়া ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। রাজামহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এক ব্রাহ্মণের আবাস-গৃহে অগ্নি লাগিয়া যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত রাজার মনোমালিন্য থাকায় কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে রাজা বাহাদুর প্রতিশ্রুত হইলেন না। প্রথিত আছে, রাজপত্নী রাজার অজ্ঞাত-সারে দাসীহস্তে অর্দ্ধ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একবার, শীতকালে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুই ক্রোশ স্থান মধ্যে উপযুক্ত গাত্রবস্ত্রাভাবে কত লোক কষ্ট পায়, ইহার একটি বিশদ ও বিশুদ্ধ তালিকা প্রণয়ন করিবার জন্য রাজাকে তিনি অনুরোধ করেন; যথাসময়ে তালিকা প্রস্তুত হইলে রাজমহিষীর ভাণ্ডার হইতে ছয় সহস্র টাকা দরিদ্র-দিগকে বিতরিত হইয়াছিল। পুনরায় একদা তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন, "নাথ! টাকার প্রতি তোমার যেরূপ নজর, হরিনামের প্রতি সেরূপ নজর তোমার কিছুই নাই।" রাজা অধোমুখ হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আপন মহিষীর শিরঃস্পর্শ করিয়া বলিলেন "বিবাহ অনেকে বা সকলে করে, কিন্তু এরূপ ভার্য্যা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে?" রাজেশ্বরী উত্তর করিলেন "তোমার পদরেণুর শতাংশের একাংশ হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিব।" রাজেশ্বরীর পতিভক্তির অগণ্য প্রমাণ আজিও এতদঞ্চলের অসংখ্য জিহ্বায় প্রতি-ঘোষিত হইতেছে।

বাঙ্গালা ১২০৯ অব্দের শীতকাল অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। পূর্ব্বে যে স্থানে শীতের শীতল বায়ুর প্রকোপে জীবগণ প্রকম্পিত হইত, এখন সেখানে সুখকর দক্ষিণ বায়ু আসিয়া প্রাণিগণকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঋতুবর

বসন্তের আগমনে সমগ্র প্রকৃতি রমণীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া জগৎবাসীর আনন্দ বৰ্দ্ধন করিল। কিন্তু এই আনন্দের সময় যখন সকল পত্র ও পুষ্প অপূর্ব্ব মনোহারিণী শোভায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তখন কেবল একটি মাত্র কুসুম শুকাইয়া গেল—নলডাঙ্গা রমণীয় উদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসুম (রাজা রামশঙ্কর) বসন্ত সমাগমে শুকাইল, আর ফুটিল না। ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজার দেহের পতন হইল, তখন সতী রাজেশ্বরীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর মাত্র। ১২৯০ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে বেগবতী নদীর তীরবর্ত্তী পিটেশ্বর নামক ঘাটপার্শ্বে অধুনাতন যে সকল কণ্টকপরিবেষ্টিত গুল্মাদি পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থানে চিতা সজ্জিত হইল এবং ভাগ্যবতী রাজেশ্বরী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণে ভূষিতা হইয়া স্বামী সহ সেই জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিলেন। আবশ্যক কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে চিতার আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সতী রাজেশ্বরী নিষ্কম্প ও নিশ্চল ভাবে ঊৰ্দ্ধদিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতিতপাবন, ভব-ভয়হরণ ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে দগ্ধ হইয়া গেলেন। ৫ ঘণ্টা পরে চিতার আগুন নিবিল, সেই প্রজ্বলিত-হুতাশন-বিক্রম স্থিরতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু হায়! সতী আর নাই, সেই সুন্দর শরীর কদৰ্য্য ভস্মরাশিতে মিশিয়া গেল! রাজেশ্বরী! সতী! সতী! অশীতিবর্ষাধিক হইল তুমি চলিয়া গিয়াছ। কিন্তু জ্বলন্ত চিতায় পতি-পার্শ্বে শয়ন করিয়া তোমার প্রার্থনা এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সতী! যে সুপবিত্র স্থানে তোমার চিতাসজ্জা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধশত হস্ত দূরে বসিয়া আমি তোমার অসামান্য পতিপরায়ণতা এবং জগদ্বিখ্যাত পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি সদ্গুণের সমালোচনা করিতেছি। জননি! আমার মনে হইতেছে, তোমার সেই সুন্দর মূর্ত্তি তোমার এই অধম সন্তানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যেন ভারতকামিনীর সতীত্ব সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতেছে। সতি, তুমি চলিয়া গেলে, কিন্তু অধুনাতন হিন্দুরমণীর দুরবস্থার বিষয় কখন কি ভাবিয়াছিলে? একদিকে কুলীনকন্যা, আর একদিকে বিধবা বালিকা; এক দিকে অত্যাচরিতা সধবা রমণীর আৰ্ত্তনাদ, আর এক দিকে পতিতা নারীকুলের পৈশাচিক কুক্রিয়া—ভারতকে রসাতলে প্রেরণ করিবার জন্য যেন প্রবৃত্ত হইয়াছে। সতি! তুমি দেখিয়া যাও, রমণীর অভিশাপে আজি হিন্দুনামধারী কত শত লোক রৌরবকুণ্ডের কীট হইতেও অধম; দেশাচারের দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারে কত শত ভারতরমণী আজি পথের ভিখারিণী এবং কুপথ-গামিনী হইয়া হিন্দুজাতির ভুবনবিখ্যাত পবিত্রতার শেষ বিন্দু পৰ্য্যন্ত কলঙ্কিত করিতেছে। পাঠিকা! আর কাঁদিলে

কি হইবে, এস, এক্ষণে আমরা চিন্তা করিতে করিতে প্রস্তাব পরিসমাপ্ত পতিতপাবন পরমেশ্বরের পদারবিন্দ করি।

ক্ষেসারৎ বিবির সম্পত্তি।*

ভারতীয় ইংরাজকুলের আতঙ্কস্বরূপ মহিসুরের বীরাগ্রগণ্য টিপু সুলতানের প্রধানা মহিষীর নাম ক্ষেসারৎ বিবি। ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ ধীশক্তি, বিদ্যাবত্তা, সৎস্বভাব ও শারীরিক সৌন্দর্য্যবলে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রধানা মহিষী বলিয়া পরিণীতা ও পরিগৃহীতা হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্থলোলুপ, উদ্ধত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং বর্ব্বরপ্রকৃতি ইংরাজ গোরা সৈন্যেরা নরমাংসাশী রাক্ষসকুলের ন্যায় টিপু সুলতানের সুবিশাল রাজপ্রাসাদে গোপনে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম দিবসে ৭ লক্ষ সিন্ধুক পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণ মুদ্রা, এবং যমদূতের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট ২৫ জন গোরা সৈন্য বহন করিতে অক্ষম, এমন একটি সামিয়ানা অধিকৃত বা অপহৃত হইয়াছিল। কর্ণেল মনসন্ অনুমান করেন, ইহার মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রার ন্যূন নহে। এই সুবিশাল সামিয়ানার অষ্টাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় তাহা ৮৫ সহস্র টাকায় বিক্রীত হয়। দ্বিতীয় দিবসে ৫ শত ভারবাহী বলবান উষ্ট্রপৃষ্ঠে মস্‌লিন, কিন্‌খাপ, শাল, রুমাল, জামিয়ার, আলোয়ান, পিণাক এবং জাজিম্ আনীত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নসময়ে সুলতানের সিংহাসনটি বিচারপ্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আনিবার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু হরধনু বহন করা কি শৃগালের সাধ্য? কর্ণেল মনসন্ সাহেব ইহার মূল্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বিশুদ্ধ রৌপ্যনির্ম্মিত বিপুলবপু ব্যাঘ্রের উপরে প্রকাণ্ডাকার সুবর্ণের হস্তী, তদুপরি অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন হীরকখণ্ডখচিত মুক্তার হাওদা, এবং ইহার মধ্যে সুলতানের সিংহাসন। এই সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষেসারৎ বিবির এবং বাম পার্শ্বে টিপুর বসিবার আসন।

* ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের "Asiatic Annual Register" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইল। এই প্রস্তাবের কিয়দংশ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

পশু দুইটির চক্ষুচতুষ্টয় উজ্জ্বল হীরা, লোমাবলী শুক্তির মুক্তা, নখর প্রবাল কুঞ্চন এবং কেশরগুলি সুবর্ণের হল্‌করা কালাজিরে ধাতুতে নির্ম্মিত। ক্ষেসারৎ বিবির উপাধান ময়ূরপুচ্ছে বিনির্ম্মিত হইয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সিংহাসনের পশ্চাদ্‌ভাগে শোভা পাইতেছে এবং পার্শ্বে যে দুইটি বৃহদাকার উপাধান আছে তাহা দর্শন করিলে বোধ হয়, জগতের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মনোমোহন — সুরুচিবান্‌ সুলতান যেন বিবিধ কৌশলে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপন মহিষীর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন।" সিংহাসনটি বিভগ্ন করিয়া বাহিরে আনয়ন করা হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে বিলাসগৃহে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার শয্যা ও গোল্‌কাবাব্‌ অর্থাৎ কুসুমের কারুকার্য্য লক্ষিত এবং লুণ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ইহার পার্শ্বস্থ ক্রীড়া-গৃহে চতুরঙ্গের সুবর্ণনির্ম্মিত এবং হীরক্‌-খচিত মূল্যবান বাটিকা সমূহ ও একটি ধাতুময়ী পক্ষিণী দৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিহঙ্গীর গাত্রে দশ সহস্র মূল্যবান মুক্তা, ৬ শত চুণি, ৫৬ টি পান্না, ১৬৮ টী লাল জহর এবং প্রায় ৩৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাভ হীরা পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্থ দিবসে পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া পাষাণ-পাপী এবং বজ্রহৃদয় পাষণ্ড সৈনিক পুরুষেরাও যাবনিক ধর্ম্ম গ্রন্থাবলীর সমাদর দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে মস্তক অবনত করিয়াছিল। গৃহের প্রাচীরের প্রত্যেক অংশে সুবর্ণের হল্‌করা অক্ষরে কোরাণের শ্লোক খোদিত এবং প্রত্যেক গ্রন্থ হীরকখচিত হিরণ্ময় সিংহাসনে অধি-ষ্ঠিত ছিল। পঞ্চম দিবসে টিপুর পশ্বালয় লুণ্ঠনের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তথায় প্রবেশ করিয়া পশুপ্রকৃতি পাষণ্ড সৈন্যেরা দেখিল, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলবন্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ পশু তথায় অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তথায় প্রবেশের অধিকার নাই। অনেক কষ্টে যে সকল হস্তী এবং ঘোটক ধৃত হয়, তাহা টিপু-বন্ধু কুর্গের রাজার মন-স্তুষ্টির জন্য, দাস-খত লিখিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। শুনা যায়, টিপুর পশ্বালয়ের কতকগুলি চতুষ্পদ পশু, ইংরাজ বাহাদুরের কতক গুলি দ্বিপদ পশুকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল; ষষ্ঠ দিবসে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। এই দিবস মধ্যাহ্ন কালে মহিষীদিগের অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ সৈন্য, ধর্ম্ম, সভ্যতা, ভদ্রতা এবং লজ্জাশীলতার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক কুলবধূদিগের প্রতি অতীব নৃশংস এবং পৈশাচিক অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অন্দর মহলে সর্ব্বসমেত (বাঁদী সমেত) ছয় শত পঞ্চাশ জন রাণী বাস করিতেন। কর্ণেল ওয়েলেস্‌লী ও লেপ্‌টেনেণ্ট ডন্‌লপ্‌ অদ্যকার (২৬ এ মে) তারিখে বীরসাজে সাজিয়া প্রায় ২,৪৯৪ জন সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্যের সহিত সেরিংগা-

পত্তন নগর অবরোধ পূর্ব্বক অন্দরমহল আক্রমণ করেন। জেনেরল হারিশ ও হার্টলী তিন শত গোরা লইয়া অন্দর-মহলের মহিষীকুলের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে গাত্রের অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। রমণীকুলের অধিকাংশ পলায়ন করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লন এবং একমাত্র ক্ষেসারৎ বিবি ৬৭ জন দাসী ও ১৯ জন দ্বাররক্ষককে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তা হন। এই যুদ্ধে হারিশ, হার্টলী ও ডন্‌লপের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, কিন্তু বীরপত্নী ক্ষেসারৎ বিবি শেষে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। সেরীংগাপত্তনের প্রকৃত ইতিহাস থাকিলে ইংরাজমহিমার উজ্জ্বল ধ্বজা আরও অত্যুচ্চে উঠিত এবং ক্ষেসারৎ বিবির অতুল গুণপণা আরও বিশদ রূপে সাধারণ্যে প্রচারিত হইত। মহিসুরের টিপু প্রাসাদ লুণ্ঠন নাটকের অভিনয়, সুসভ্য এবং খৃষ্টীয় ইংরাজ জাতির নৃশংসতা ও অর্থলোলুপ নীচতার যথেষ্ট পরিচায়ক।

মহাকবি শেক্ষপীয়র।

কবিগুরু শেক্ষপীয়রের নাম না শুনিয়াছেন আজ কাল শিক্ষিত সম্প্র-দায়ের মধ্যে এমন লোক নাই বলিলেই হয়। কোন কালের কোন দেশের কোনও কবিই ইহাঁর ন্যায় এতটা উচ্চ সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ঘরে ঘরেও ইহার নাম কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে পরিমাণ লোক ইহার রচিত নাটকাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার শতাংশের একাংশ লোক ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত অবগত আছেন কি না সন্দেহ। তাই আজ আমরা অতিসংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কয়েকটী কথা বিবৃত করিব।

ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়ারউইক্ শায়র নামে একটী প্রদেশ আছে। ইহা এরূপ রমণীয় যে কোন কবি ইহাকে ইংলণ্ডের হৃদয় (Heart of England) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ইহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। এই নগর ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি স্বভাব-জাত অতি চমৎকার সৌন্দর্য্যে শোভিত। আভন্ নদী এই নগরের পার্শ্বদেশ দিয়া বহিতেছে। ইহারই উভয় পার্শ্বে অতি সুন্দর ছোট ছোট মাঠে সবুজবর্ণের ঘাস, কোথাও সুন্দর সুন্দর বনলতা, বনফুল, কোথাও বা অতি নিবিড় ক্ষুদ্র বন, দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।

ফোর্ডের লোকসংখ্যা ১৪০০ মাত্র ছিল। সুতরাং ইহাকে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিলেও ক্ষতি নাই। নগরে সাধারণতঃ যেরূপ বড় বড় সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রভৃতি থাকে, ইহাতে তদ্রূপ কিছুই ছিল না—কেবল মাত্র দুইটী অট্টালিকা ছিল, একটী নদীতীরস্থ ধর্ম্ম-মন্দির (Church) অন্যটী নাট্যশালা (Guied Hall) এতদ্ভিন্ন অতি সামান্য আরও কতক গুলি ছোট ছোট ঘর ছিল। হেন্‌লী ষ্ট্রীটস্থ এই শ্রেণীরই একটী ঘরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৫ই মে তারিখে শেক্ষপীয়রের জন্ম হয়।

শেক্ষপীয়রে পিতা 'জন্ শেক্ষপীয়র' ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে একটী সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দস্তানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাতে যাহা লাভ হইত, সেই লাভ হইতে এবং কয়েক বিঘা জমীলভ্য শস্য হইতে সুন্দর রূপে তাঁহার সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ নগরের শান্তিরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এই সময় হইতে সকলেই তাঁহাকে একজন উচ্চদরের লোক বলিয়া মান্য করিত। তিনি ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরী আর্ডেন্ (Mary Arden) নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে তিনি যৌতুকস্বরূপ অনেক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইহা-দিগের দুইটী কন্যা জন্মে, কিন্তু তাহারা বাল্যকালেই মরিয়া যায়—তৃতীয় সন্তান উইলিয়ম্ শেক্ষপীয়র। ইহার পরও তাহাঁদের দুইটী কন্যা ও তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই।

ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে ক্ষুদ্র একটী বিদ্যালয় ছিল, উইলিয়ম এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। পিতামাতা লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, এমন কি নামটী কি প্রকারে লিখিতে হয় জন শেক্ষপীয়র তাহাও জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তাহারা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত রহিলেন, গৃহে লেখাপড়া সম্বন্ধে কিছুই সাহায্য করিতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ে শেক্ষপীয়র ইংরেজী ও যৎসামান্য লাটীন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই নগরে একটী নাট্যশালা ছিল। এই নাট্যশালাতে মাঝে মাঝে নাটকের অভিনয় হইত। এই সময়ের সম্ভ্রান্ত লোকগুলি বড় নাটকপ্রিয় ছিলেন। বড় বড় কয়েকটী জমীদারের প্রত্যেকের নামেই এক একটী সখের দল ছিল। যে বৎসর উইলিয়ম বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, সেই বৎসরই সেই নাট্যালয়ে একবার নাটক অভিনীত হয়। উইলিয়ম তাঁহার পিতার সঙ্গে এই অভিনয় দেখিতে যান এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সমস্ত দেখিয়া

বাড়ী প্রত্যাগমন করেন। ১৫৭৫ সালে মহারাণী এলিজাবেথ্ কেনিলওয়ার্থ (Kenilworth) দর্শনার্থ গমন করেন, তাঁহার আগমনে তথায় একবার নাটক অভিনীত হয়, উইলিয়ম পিতার সঙ্গে এই নাটক দেখিতেও গমন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মন নাটকের দিকে আকৃষ্ট হইল।

সকল সময় একভাবে যায় না, উইলিয়মেরও আনন্দের সময় অধিক কাল স্থায়ী হইল না। শৈশব তাঁহার অতি সুখের ছিল, দুরবস্থা কাহাকে বলে তখন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কিন্তু শৈশবকাল উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই সুখের দশা শেষ হইল, বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করা আর হইল না, পিতার সঙ্গে কখনও বা সমবয়স্কদের সঙ্গে আভন নদীর তীরে 'কুঞ্জে কুঞ্জে' বা নিবিড় বনে বনফুল, বনলতা লইয়া যে ক্রীডা করিতেন ও মনের স্ফূর্ত্তিতে আমোদ আহ্লাদ করিতেন তাহার আর কিছুই রহিল না। ১৫৭৮ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার পিতার অনেক গুলি ঋণ হইয়া পড়ে। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ জন শেক্ষপীয়র যে সমস্ত সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, সমস্তই বিক্রয় করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধার শোধ হইল না। ক্রমেই তাঁহার অবস্থা আরও হীন হইতে লাগিল, এমন কি তাঁহার ব্যবহার্য্য বাসন প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি গুলিও ক্রমে নিঃশেষিত হইল। পিতার দুরবস্থার জন্যই উইলিয়মের আর লেখা পড়া হইল না। তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া পিতার সঙ্গে কয়েক দিন দস্তানা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট লাভ ছিল না, সুতরাং শীঘ্রই অন্য কোন প্রকার কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন এই সময়ে তিনি কয়েক দিন কোন কসাইখানার ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি কোনও স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কেহ বা বলেন তিনি কোনও উকীলের অধীনে মুহুরিগিরির কার্য্য করিতেন; কিন্তু এই সময়ের নিশ্চয় বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি।

দেখিতে দেখিতে দিন গেল, মাস গেল, একে একে কয়েকটী বৎসরও চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে শিশু উইলিয়মের জীবনেরও অষ্টাদশ বৎসর চলিয়া গেল। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি এন হেথাওয়ে (Anne Hathaway) নাম্নী ২৮ বৎসর বয়স্কা একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এন সুন্দরী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু উইলিয়ম তাঁহার রূপ লাবণ্য ও যৌবনে মুগ্ধ হইয়াই এত অল্প বয়সে হঠাৎ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এনের পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন না, অন্য কোন ঘনিষ্ঠ শুভান্বেষী আত্মীয়ও ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে এ বিবাহে কেহ বাধা দিল না; বরং যে সমস্ত আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা যত শীঘ্র বিবাহ

হইয়া যায়, তাহারই উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন, সুতরাং যথাসময়ে তদপেক্ষা ৮।৯ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের এ মিলন সুখের হয় নাই, কারণ বিবাহের কয়েক মাস পরেই নবদম্পতীর অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন এন স্বকীয় দুর্ব্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার সম্যক পরিচয় পাইলেন। বিবাহের বর্ষেই তাঁহাদের একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু নবজাত শিশু নূতন বন্ধনীতে পিতার ঘন বন্ধন করিতে পারিল না, উইলিয়ম এনকে ক্রমেই অধিক ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও হঠাৎ যৌবনসুলভ চপলতায় মত্ত হইয়া ঐ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক সময় অনুতাপ করিতেন এবং বলিতেন স্ত্রীলোকের 'বয়সে বড়' পুরুষকে পতিত্বে বরণ করা উচিত, তাহা হইলে ভাল সাজে এবং স্ত্রী স্বামীর চিত্তহারিণী হন।*

উইলিয়মের এই কথাতেও তাঁহার আন্তরিক ভাব অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প বয়সের পাত্র ও পাত্রী কেহই কাহাকেও যে মনোনীত করিবার যথার্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিবাহের পরও ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে রহিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার দুইটী যমজ সন্তান হইল। উইলিয়ম একটীর নাম হ্যাম্‌লেট্, ও অন্যটীর নাম জুডিথ্ রাখিলেন। এন এই সন্তানগুলি লইয়া ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডেই বাস করিতে লাগিলেন, উইলিয়ম লণ্ডন নগরীতে প্রস্থান করিলেন। হঠাৎ তাহার ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ত্যাগ করিবার বিশেষ একটী কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে কতকগুলি উদ্ধতচরিত্র যুবকের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন এবং এক দিন তাহাদের সঙ্গে চার্লকোট্ নিবাসী সর্ লুসী নামক কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের উদ্যান হইতে তাঁহার রক্ষিত কতক গুলি মৃগ চুরী করিতে যান। এই অপরাধে তিনি দোষী স্থির হইয়াছিলেন, সুতরাং সত্বর জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া ১৫৮৭ খ্রীঃঅব্দে লণ্ডন নগরীর আশ্রয় লইলেন। এই গল্পটী সর্ব্বাংশে সত্য কি না সন্দেহ, তবে অনেকে সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। উইলিয়মও এই সময়েই লুসীকে উপহাস ও নিন্দা করিয়া অনেক গুলি কবিতা লেখেন, সেই সমস্ত পড়িলে ইহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

উইলিয়ম লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কোনও নাটকের দলে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন প্রথমতঃ তিনি একটী অতি নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা নাটক দেখিতে যাইতেন, তাহাদের অশ্ব রক্ষা করাই তাঁহাদের এক

* "————Let the woman take
An elder than herself; so wears she to him,
So sways she level in her husband's heart."

মাত্র কার্য্য ছিল, কিন্তু সহসা ইহাতে বিশ্বাস হয় না। যাহাহউক কয়েক বৎসরের মধ্যেই উইলিয়মের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়া উঠিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃঅব্দে তিনি পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অনেক গুলি টাকা সঞ্চয় করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

উইলিয়ম লণ্ডন হইতে বৎসরান্তে একবার বাড়ী যাইতেন এবং কয়েক দিন বাড়ী থাকিয়া পুনরায় লণ্ডনে ফিরিতেন। ১৫৯৬ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র হ্যামলেটের মৃত্যু হয়, ইহাতে তিনি নিতান্ত কাতর হন। ১৫৯৭ খ্রীঃঅব্দে ষ্ট্রাটফোর্ডে ৬০০ টাকায় তিনি একটী সুন্দর বাড়ী ক্রয় করেন।

১৬০১ খ্রীঃঅব্দে জন শেক্ষপিয়রের মৃত্যু হয়। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর টাকার অভাবে কষ্ট পাইয়া থাকিলেও, তাহার শেষ কাল সুখ স্বচ্ছন্দতায় অতিবাহিত হইয়াছিল, উইলিয়ম লণ্ডন হইতে রীতি মত তাঁহার খরচ যোগাইতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৩২০০ টাকায় ষ্ট্রাটফোর্ডে একটী জমিদারী ক্রয় করেন এবং কিছুকাল পরেই ৪৪০০ টাকায় আর একটী সম্পত্তি খরিদ করেন। ১৬০৭ খৃঃঅব্দে তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কন্যা সুসেনার ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এই বৎসরই তাহার ছোট ভাই এডমণ্ডের ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সুসেনার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম এলিজাবেথ। শেক্ষপীয়র মরিবার সময় তাহাকেই সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিয়া যান।

জীবনের অবশিষ্টাংশ নিরুদ্বেগে কাটাইবেন সঙ্কল্প করিয়া শেক্ষপীয়র ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে প্রত্যাগমন করেন। বস্তুতঃ এতকাল লণ্ডন মহা নগরীর মহা কোলাহলে, যথাসুখে কাল কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় তথাকার আমোদ আহ্লাদ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ, মহানগরীসম্ভব উৎকট উৎসব কলরবাদিতে বীতস্পৃহ হইয়া জীবনের শেষ কাল নিরুদ্বেগে স্বভবনে কাটাইতে ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপর বটে। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। শৈশবে যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, যৌবনে যাহাকে ঘৃণা করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায় পুনরায় তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। এন হেথাওয়েও তাঁহার সমস্ত কর্কশ ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু এই ভাব মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল কি না অনেকে সন্দেহ করেন,—যেহেতু উইলিয়ম উইলে স্ত্রীকে একটী বিছানা ভিন্ন আর কিছুই দিয়া যান নাই। ১৬১৬ খ্রীঃঅব্দে ২৩ এপ্রেল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর

পরেই তাঁহার স্মরণার্থ একটী প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ষ্ট্রাটফোর্ডে স্থাপিত হয়। তিনি জীবদ্দশাতেই কবরের উপরে যাহা লিখিত থাকিবে তাহা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কবরের উপরে প্রস্তর খণ্ডে আজও তাহা স্পষ্টাক্ষরে শোভা পাইতেছে—

'প্রিয় বন্ধো! যিশুর অনুরোধে এই ভূমিনিহিত শবটী খনন করিয়া বাহির করিও না। যে ব্যক্তি এই কবরের প্রস্তর রক্ষা করিবেন তাঁহাকে ধন্যবাদ, যে ব্যক্তি আমার অস্থি স্থানান্তরিত করিবে সে অভিশাপভাজন হউক।"*

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা।

বঙ্গদেশে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। ভদ্র পরিবারের ভিতরে নব্যাদিগের মধ্যে মোটেই লিখিতে পড়িতে জানেন না এরূপ স্ত্রীলোক অতি বিরল। অবশ্য আপাততঃ ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কুফল ফলিতেছে, কারণ জ্ঞান ও নীতিগর্ভ পুস্তকের পরিবর্ত্তে কুরুচিপূর্ণ অপাঠ্য পুস্তকের দ্বারা পাঠিকা-বর্গের কোমল কর অনেক সময়ে কলঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় হইলেও স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে এরূপ ভরসা করিতে পারি যে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে বীজ বপন হইয়াছে, তাহাতে অচিরে প্রকাণ্ড তরু উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করত বঙ্গীয় সমাজের শোভা সম্বর্দ্ধন করিবে।

কিন্তু এই সময়ে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পুরুষ হউন আর স্ত্রী হউন, ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষার প্রয়োজন কেন? শিক্ষার প্রয়োজন এই জন্য যে মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তৎসমুদয় পালন, এই সকলই শিক্ষার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ও সংসার মধ্যে আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় পালন করিতে পারা যায়, তাহা অবশ্যই শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। অতএব

* "Good friend, for Jesus' sake forbear
To digg the dust enclosed heare
Blest be the man, that spares these stones
And curst be he that moves my bones."

যদি শিক্ষার দ্বারা আমরা কখন সংসার কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ি, তাহাহইলে তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। আমরা যখনই দেখিব যে লেখা পড়া শিখিতে গিয়া আমরা কাজের বাহির হইয়া যাইতেছি, তখনই সেই কুফল নিবারণের জন্য আমাদের বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

আমরা এতগুলি কথা বলিলাম কেন, তাহা পাঠিকাবর্গকে জানান উচিত। অনেকের বিশ্বাস যে বঙ্গদেশে যে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হইতেছে না। লাভের মধ্যে এই যে মহিলাগণ দিন দিন কাজের বাহির হইয়া পড়িতেছেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। পাঠিকাবর্গ আপনারা ভাবিয়া দেখুন। ইহা হইতে পারে যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার শক্র; কিন্তু অনেক সময়ে শক্রর কথা শুনিলেও লাভ আছে। আর যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে শিক্ষার দ্বারা আমরা সংসারকার্য্যে অপটু হইয়া পড়ি, তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। তাহা সমাজের মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং নানাবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করে।

অসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রভাবে মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে অনাস্থা জন্মিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। বঙ্গীয় মহিলাগণ এক্ষণে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহা এত অসম্পূর্ণ যে তাহাতে তাঁহারা যে এই ঘোর অপরাধে অপরাধী হইবেন ইহা বড় অসম্ভব নহে। ভাবিয়া দেখিলে দোষ তাঁহাদের নহে। যাঁহারা এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক, অপরাধ তাঁহাদেরই। যে মহিলাকে গৃহকর্ম্মের গৌরব ও গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার কখনই তৎপ্রতি অনাস্থা জন্মিতে পারে না। যে রমণী একটী সংসারের গৃহিণী, তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের কর্ত্রী স্বরূপা। ভাবিয়া দেখ দেখি তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ও সদ্বিবেচনার উপরে কতগুলি প্রাণীর সুখ স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। জগতে ইহার অপেক্ষা গৌরবের কার্য্য আর কি হইতে পারে? বিশ্বনিয়ন্তা রমণী জাতির উপরে এই গুরু ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন। প্রাণপণে এই কর্ত্তব্য সাধন কি তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? আর এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা কি কখন তুচ্ছ হইতে পারে? সংসারে যত কিছু করণীয় আছে, তাহার মধ্যে একটিকেও আমরা নীচ ভাবিতে পাই না। বিশ্বরাজ্যের অধিপতি তোমার উপরে যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কি কখন নীচ হইতে পারে? তুমি ভ্রান্ত, তাই ভাবিয়া থাক যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটি মহৎ, ও আর একটি সামান্য; একটী করিতে

পারিলে সম্মান আছে, ও আর একটী করায় শুধু অপমান। তোমার মনে এই কুসংস্কার জন্মিয়াছে বলিয়াই গৃহ কর্ম্মের প্রতি তোমার ঔদাস্য। তুমি যদি বুঝিতে পারিতে যে ঈশ্বরের আদেশ মাত্রই মহৎ—সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহার মধ্যে একটীও সামান্য নহে—তাহাহইলে কখনই তোমার এরূপ ঔদাস্য জন্মিত না।

গৃহকর্ম্মের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আমরা এইস্থলে দুই একটী উদাহরণ দিব। সন্তান প্রতিপালন যে একটী অতীব গুরু ভার, তাহা অবশ্য বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাতে সন্তানগুলি সবল ও সুস্থকায় হয়, যাহাতে তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করে, তজ্জন্য কত আয়োজন আবশ্যক। তাহাদের পানাহার, তাহাদের পরিচ্ছদ, তাহাদের পরিচর্য্যা, এই গুলি গৃহকর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহার কতকগুলি কর্ম্ম দাসদাসীদের জন্য রাখিতে পারা যায়। কিন্তু দাস দাসী নিযুক্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, এবং যে গুলি দাস দাসীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সে সকলেরও গৃহিণীর অনুক্ষণ তত্ত্বাবধান আবশ্যক। সুতরাং বিহিতরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে হইলে এই সকল কর্ম্মে গৃহিণীর বিলক্ষণ পটু হওয়া চাই। বাল্যকাল হইতে গৃহ কর্ম্ম তাঁহার শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত, এবং কালক্রমে সংসারের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইবে এই কথা অনুক্ষণ মনে রাখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

মনে কর পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন ও তাঁহার একটী উপযুক্ত কন্যা সন্তান আছেন। মানুষ বুড়ো হইলে স্বভাবতঃ একটু লোভী হয়। বৃদ্ধ কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'মা অমুক জিনিসটা খাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।' এস্থলে কন্যা যদি পিতাকে বলেন 'বাবা! পাচক ইহা পাক করিতে জানে না, এবং এ সকল কর্ম্ম অতি তুচ্ছ বলিয়া আমিও ইহা কখন শিখি নাই' তাহা হইলে সে কন্যা কি বড় প্রশংসার পাত্রী হইবেন? কিম্বা স্বামী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যেই বাটীর ভিতরে ঢুকিলেন, অমনি স্ত্রী যদি তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া বলেন 'দেখ, তোমার চাকর আজ কোথায় গিয়াছে, আগে ঘর দ্বার ঝাঁইট দিয়া তবে কুঠীর কাপড় ছাড়' তাহা হইলে তিনি কি স্বামীর বড় প্রিয়কারিণী বলিয়া পরিচিত হইবেন?

উপরি-উক্ত উদাহরণ গুলির মর্ম্ম যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি অবশ্য গৃহকর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে হয়ত কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে স্ত্রীলোককেই গৃহ-কর্ম্মেই যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? স্ত্রীর পরিবর্ত্তে পুরুষেও ত গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে চাহি যে পুরুষ যদি গৃহকর্ম্মে কিছু

সাহায্য করিতে পারেন, তবে তাহা ভালই। কিন্তু ইহা কতদূর সম্ভবপর তাহা স্থির করা বড় সহজ নহে, অথচ ইহা নিশ্চয়ই প্রকৃতির উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় যে গৃহকর্ম্ম প্রধানতঃ স্ত্রী-জাতি দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে গৃহকর্ম্মই স্ত্রী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা কখনই এমন ইচ্ছা করি না যে মহিলাগণ অহর্নিশ কেবল সংসার কার্য্যেই লিপ্ত থাকিবেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত হওয়াই মানব জীবনের প্রধান গৌরব। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই এই দুইটীকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিবেন, অথচ যাহাতে সংসার কার্য্যে অনভিজ্ঞতা বা অনাস্থা না জন্মে,তদ্বিষয়েও মনোযোগী হইবেন। ইহাই প্রকৃত উন্নতি; ইহাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা।

সৃষ্টি সোপান।

প্রাণি-জগৎ।

হঠাৎ দেখিতে উদ্ভিদ্-জগৎ ও প্রাণি-জগৎকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন সাদৃশ্য আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। রামধনুর দিকে স্থূল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলে কেবল সাতটি বিভিন্ন বর্ণ নয়নগোচর হয়। কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দুইটী পৃথক্ বর্ণের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা-জ্ঞাপক রেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় একটী বর্ণের শেষ ও অপরটীর আরম্ভ, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। সেইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে নিম্নতম শ্রেণীর উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ যে কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পণ্ডিতগণ শত শত বৎসর হইল এই প্রভেদ নিরূপণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে অধিকাংশ উদ্ভিদেরই আপনা আপনি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার শক্তি নাই, কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীরই সে শক্তি আছে। আমরা এ প্রবন্ধে যে সকল পদার্থের জীবন, যথেচ্ছ গতিশক্তি, ও শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকেই জীব, জন্তু বা প্রাণী নামে অভিহিত করিব। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে—ব্রহ্মাণ্ডত দূরের কথা—আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন প্রকারের জীব আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরমেশ্বর

যে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব জন্তুতে জল, স্থল ও আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, এপর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি তাহার শতাংশের একাংশ দেখিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, এবং বর্ত্তমানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীব এই পৃথিবীতে আছে সেই সকল শ্রেণীগুলিও যদি আমরা আজ দেখিতে পাই, কালি হয়ত নূতন নূতন শ্রেণীর জীব আমাদের নয়নপথে পতিত হইতে পারে। কারণ এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে প্রাণি-জগৎকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা কত কঠিন। মনুষ্যে ও পক্ষীতে অথবা কুক্কুরে ও মৎস্যে প্রভেদ কি? তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মোটামুটি এক প্রকার বুঝা যায়; কিন্তু প্রাণিজীবনের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া যদি একে একে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে উঠিতে সর্ব্বোচ্চ জীব মনুষ্যের দিকে আগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল সোপানের মধ্যে কোন না কোন রূপ সাদৃশ্য আছে এবং এক শ্রেণীর জীব হইতে একবারে লম্ফ দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর জীবে উপস্থিত হওয়া যায় না। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জীব যে মনুষ্য তাহার সহিত সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর জীবেরও কোন না কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শত শত বৎসরের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর সমস্ত প্রাণি-জগৎকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল জন্তুর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে, তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত! যাহাদের তাহা নাই, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। মনুষ্য এপর্য্যন্ত যত শ্রেণীর জীবের বিষয় জানিতে পারিয়াছে, তৎসমুদায়ের যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য আমরা কতকগুলি মেরুদণ্ড-হীন জলজন্তুর বিষয় স্থূলভাবে বিবৃত করিব। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি সোপানে কেমন একটীর পর তদপেক্ষা উচ্চতর আর একটী, তাহার পর আরও উচ্চতর আর একটী এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর জন্তু সকল ক্রমে উন্নত হইতে অধিকতর উন্নত হইয়া সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

জীবরাজ্যে যে সকল জন্তু সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত, ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে প্রটোজোয়া (Protozoa) বা প্রথব জীব নামে অভি-হিত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অন্তর্গত জন্তুগণের কেবল দেহ মাত্র আছে, কোন প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। চক্ষু, উদর ও হস্তপদ হইতে বঞ্চিত হইয়াও ইহা-দিগকে জীবনধারণোপযোগী সকল

কর্ম্মই করিতে হয়। ইহাদের দেহ স্বচ্ছ আঠার মত এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বিন্দু এক প্রকার পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে দেখা যায় না।

প্রটোজোয়া বা প্রথম জীবগণ আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের বৈজ্ঞানিক নাম রিজোপদা (Rhizopoda) বা শিকড়-পদী। ইহারা আপনাদের শরীর হইতে শিকড়ের ন্যায় এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করিতে পারে। এই সকল সূত্রই তাহাদিগের হস্তপদের কার্য্য করে; ইহার সাহায্যেই তাহারা ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ায় ও খাদ্য সংগ্রহ করে।

রিজোপদা জীবদিগের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী জীবের নাম আমীবা (Amœba) বা পরিবর্ত্তনশীল। কারণ, ইহারা নিয়তই আপনাদের আকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহারা একা একা বাস করে এবং জলের ভিতর ভাসিয়া বেড়ায়। খালি চক্ষে ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহারা খাদ্য দ্রব্য শুষিয়া লয়। ইহারা এক আশ্চর্য্য উপায়ে আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে একটী আমীবা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী ভিন্ন ভিন্ন আমীবা উৎপন্ন হয়; কালে ইহাদের প্রত্যেকটী হইতে ঐ রূপে আবার দুইটী আমীবার সৃষ্টি হয়। এই রূপে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমীবার উপরের শ্রেণীর জীবের নাম ফোরামিনিফেরা (Foraminifera) বা ছিদ্রশীল। ইহারা নানা আকারের সুন্দর সুন্দর কোমল আবরণের মধ্যে বাস করে। এই সকল আবরণ বা খোলার এক দিকে একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া ইহারা আমীবা-দিগের ন্যায় সূত্র বাহির করিতে পারে। ইহাদের খাদ্যদ্রব্যস্থ পদার্থ বিশেষ দ্বারাই ইহাদের শরীরের আবরণ প্রস্তুত হয়। খালি চক্ষে ইহাদিগকে দেখা যায় বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না।

প্রেম।

যে প্রেমেতে ভোর, হইয়ে অঘোর, পাগলের মত শ্মশানে চরে।
শুনি যার তত্ত্ব, ধ্রুব হয়ে মত্ত, সত্য অন্বেষিতে কাননে ফেরে॥
যে প্রেমের গোল, নিতাই পাগোল, তুলিল আসিয়ে নোদের মাঝে।
যে প্রেমের তরে, নিজ পরিবারে, তেয়াগি গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী সাজে॥

যে প্রেমের লাগি, হইল বিরাগী, জগত বিদিত গোতম ঋষি।
যে প্রেম আস্বাদ, পাইয়ে প্রহ্লাদ, জীবন পাইল অনলে পশি॥
যে প্রেম কারণ, যিশু মহাধন, জগত জনেরে করিতে ত্রাণ।
সংসারের মায়া, জলাঞ্জলি দিয়া ক্রুশেতে সঁপিল আপন প্রাণ॥
প্রেমের কারণ, অখিল ভুবন, বাঁধা আছে এক প্রেমের ডোরে।
গাও পুরি তান, সেই প্রেমগান, পাগল হও সে প্রেমের তরে॥
প্রেমে কমলিনী, হেরি দিনমণি, বিকশিত হয় সরসী নীরে।
মাতি প্রেম রসে, বিকাশে আকাশে, হীরকের সম তারকা ধীরে॥
বিজন বিপিনে, চারু তাল মানে, গায় প্রেমগান প্রকৃতি সতী।
পবন হিল্লোলে, গায় দুলে দুলে, বলি জয় জয় জগতপতি॥
প্রাণ সিংহাসনে, বসায়ে যতনে, ভক্তিভরে পূজ সে দেব-দেবে।
ভবের ভাবনা, রবে না রবে না, অমর জীবন লভিবে সবে।

মার্জার

মার্জার যে কেবল সামান্য নরনারীর প্রিয়পাত্র, এরূপ নহে, ইহারা অনেক মহাপুরুষ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিরও চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। মহাত্মা মহম্মদের এক প্রিয় বিড়াল ছিল, সে এক এক সময় মহম্মদের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িত। কাপড় ছাড়াইয়া লইলে পাছে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় বলিয়া মহম্মদ আপনার পরিচ্ছদের এক অংশ কাটিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে আপনি সরিয়া যাইতেন। ফরাসী পণ্ডিত রোসো কুক্কুর অপেক্ষা বিড়ালের আদর অধিক করিতেন। পেট্রার্ক আপনার বিড়ালকে এত ভাল বাসিতেন যে মৃত্যুর পর ঔষধপূর্ণ করিয়া তাহার শবটী আপনার শয়নগৃহের এক পার্শ্বে রক্ষা করেন। ডাক্তার জনসনেরও মার্জারানুরাগ কম ছিল না। এক সময় তাঁহার প্রিয় বিড়াল পীড়িত হইয়া আহার পরিত্যাগ করিয়াছিল, হঠাৎ একটী জীবিত ঝিনুক সম্মুখে পাইয়া ঔৎসুক্য সহকারে তাহার উপর পড়িল ও পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিল। জনসন ইহা দেখিয়া প্রতি দিন পকেটে করিয়া কতকগুলি ঝিনুক আনিতেন এবং স্বয়ং বিড়ালকে আহার করাইতেন; ভৃত্যেরা সমুচিত যত্ন করিবে না ভাবিয়া তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই! সুবিখ্যাত চিত্রকর গোডফয় মাইণ্ড মার্জারভক্তদিগের অগ্রগণ্য। তিনি প্রায় বিড়াল ভিন্ন অপর কাহারও ছবি আঁকিতেন না; এই জন্য তিনি "বিড়ালের রাফেল" নামে

খ্যাত হন।* তাঁহার অনুরাগ কেবল চিত্রেতেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি কার্য্যতঃ বিড়ালমাত্রকেই ভাল বাসিতেন। এক সময়ে বারণ নগরে কুক্কুরদংশনে ৮০০ বিড়ালের মৃত্যু হয়, ইহাতে তাঁহার শোকের অবধি ছিল না, যাবজ্জীবন সে শোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অনেক কষ্টে আপনার প্রিয় বিড়ালকে বাঁচাইয়াছিলেন, ইহাতেই জীবনের একটু সান্ত্বনা লাভে সমর্থ হন। মিনেট নামে আর এক চিত্রকর ছবি আঁকিবার সময় আপনার বিড়ালকে সম্মুখে রাখিতেন এবং তাহার সহিত এক প্রকার কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কোলে ছবি রাখিয়া যখন ঘাড় হেঁট করিয়া কার্য্য করিতেন, বিড়াল ছানা সকল তাঁহার পৃষ্ঠে বা ঘাড়ে বসিয়া থাকিত, তাহাদিগের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে তাঁহার চিত্তের স্থিরতা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হইত। পাছে সঙ্গীদিগের শান্তিভঙ্গ হয়, এই জন্য তিনি নিস্পন্দ হইয়া কার্য্য করিতে থাকিতেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মাইণ্ডের মেজাজ বড় ঠাণ্ডা ছিল না, লোকজন তাঁহার নিকট আসিলে প্রায় বিরক্ত হইতেন, কিন্তু বিড়ালের প্রতি কখনও অণুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করিতেন না। বিড়ালেরাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত ছিল, বলা বাহুল্য।

* রাফেল ইটালীদেশীয় অদ্বিতীয় চিত্রকর।

ফরাসী লেখক লডোসে বিড়ালের ভালবাসার এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। বিবী হেলভিসিয়সের এক প্রিয় মার্জ্জার ছিল, সে সর্ব্বদা তাঁহার পদতলে শয়ন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিত। সে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কোনও পোষিত পক্ষীর প্রতি কখনও অত্যাচার করিত না; কর্ত্রী ভিন্ন অপরের হস্ত হইতে কোনও আহার গ্রহণ করিত না এবং তদ্ভিন্ন অপরের আদর অপেক্ষাও ভাল বাসিত না। বিবীর মৃত্যু হইলে বিড়ালটীকে স্থানান্তরিত করা হইল, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে সে সেই গৃহে আসিয়া কোথা হইতে উপস্থিত হইল। প্রথমে কর্ত্রীর শয্যায় গেল, পরে তাঁহার কেদেরায় গিয়া বসিল, তৎপরে ধীরে ধীরে তাঁহার সজ্জাগৃহে গমন করিল এবং যেন ভর্ত্রীশোকে অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বিবীর সমাধিকার্য্য শেষ হইলে দেখা গেল হতভাগ্য বিড়ালটী গোরের উপর হস্তপদ বিস্তার করিয়া শয়ান আছে এবং তাহার প্রাণ দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। শোকাধিক্য যে তাহার মৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পনাণ্ট সাহেব তাঁহার লণ্ডন চিত্রে উপরি লিখিত ঘটনার ন্যায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। আরল*

*জমীদারের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তি, ডিউকের নিম্নপদস্থ।

অব এসেক্সের বিদ্রোহের সহায় তাঁহার বন্ধু ও সঙ্গী সদাম্পটনের আরল যৎকালে টাউয়ার দুর্গে বদ্ধ ছিলেন, তখন একদিন তিনি হঠাৎ তাঁহার প্রিয় বিড়ালকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিড়াল তাঁহার কারাগৃহের চিমনি বা ধূমনির্গম নালা বাহিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটীতে বিড়ালের ভালবাসা ও মেধার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লিয়ন্স নগরের একটী স্ত্রীলোকের হত্যার কারণ অনুসন্ধানার্থ নগরের এক ডাক্তার নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম দিন গিয়া দেখেন হত স্ত্রীলোকটীর শব ঘরের মেজের উপর রক্তস্রোতে ভাসিতেছে এবং সেই গৃহের আর এক প্রান্তে একটী আলমারীর উপর একটী বৃহদাকার শ্বেতমার্জার নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট, তাহার দৃষ্টি মৃত দেহে যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরদিন গিয়াও বিড়ালকে ঠিক তদবস্থ দেখিলেন। রাজকর্ম্মচারী,ও সৈনিক পুরুষ বহুসংখ্যক তথায় উপস্থিত, তাহাদিগের কোলাহল বা অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনিতে বিড়ালের স্থির ভাব কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। কিন্তু দোষী সন্দেহে যাহাদিগকে ধৃত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গৃহের দ্বারদেশে আনিবা মাত্র বিড়াল গা ঝাড়া দিয়া কট মট করিয়া তাকাইতে লাগিল, তাহার লোম সকল খাড়া হইয়া উঠিল, সে ঘরের মধ্যস্থলে লম্ফ দিয়া পড়িল এবং একদৃষ্টে অপরাধীদিগের মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পশ্চাৎ দিকে সরিয়া গেল। তাহার সেইরূপ ভাব ভঙ্গীতে হত্যাকারীদিগের মুখ বিবর্ণ হইল এবং তাহারা অপরাধী বলিয়া ধৃত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২রা ডিসেম্বর লর্ড রিপণ সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত ও মহা সমারোহে নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছেন। সিয়ালদহ ষ্টেসনে এ দেশের সম্ভ্রান্তগৃহের বালিকাগণ তাঁহাকে পুষ্পস্তবক দিয়া অভিনন্দন ও বালকবৃন্দ পতাকাহস্তে তাঁহার অনুগমন করেন।

২। কলিকাতার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একটী শুভ অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম তাঁহারা স্বজাতীয় দুঃখিনী বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাদিগের জন্য একটি ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাহাতে ১২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৯। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লেডী রিপণ কতকগুলি বঙ্গমহিলাকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

বামাগণের রচনা।

কেন এ জীবন ?

১

কেন এ জীবন ? যদি পশুবৎ আকারে
যায় চলি কিবা কাজ থাকিয়া এ সংসারে ?
কি কাজ মানব নামে,
কি কাজ এ ধরামাঝে,
নামেতে মানব থাকা কিবা লাভ তাহাতে,
কিবা সুখ পশু হয়ে, বাঁচিয়া এ জগতে ?

২

দেখিনাত কোন সুখ, যে অবধি হৃদয়ে
ফোটে নাই প্রেমপুষ্প পরিমল বহায়ে,
প্রেম ভক্তি ধর্ম্ম জ্ঞান,
মানব প্রকৃতি এই,
মনুষ্য নামের এই বাস্তবিক গৌরব,
আমোদিয়া চারিদিক ছোটে যার সৌরভ।

৩

কেন এ জীবন ? যদি জীবনের কারণে,
না সঁপিব মন প্রাণ, কিবা কাজ জীবনে ?
এত ভাল বাসা যাঁর,
পালিতে জীবন মম,
ভুলিব তাঁহারে যদি, কেন থাকি বাঁচিয়ে,
কেন মরি জীবনের গুরু বোঝা বহিয়ে ?

৪

বাসিব তাঁহারে ভাল, পূরিবে কি কামনা,
কত দিন গত হায়, তবুও তো হলোনা।
চিন্তাশীল জ্ঞানী হয়ে,
সাধন ভজন ক'রে,
পাইব তাঁহারে, আমি এ আশাত করিনা;
এ উপায় নিরুপায় ভাবিতেও পারি না।

৫

নিরমল ভালবাসা যতটুকু হৃদয়ে
আছে, অরপণ করি, জীবনের সহায়ে,
সমস্ত আসক্তি দিয়ে,
পারিব কি বিকাইতে,
হবে কি এ দিন মম বুঝিতে ত পারি না,
বাসিব তাঁহারে ভাল প্রাণের এ কামনা।

৬

যায় দিন যায় দিন, কেবা রাখে ধরিয়ে,
মানব জনম যায় অকারণ চলিয়ে,
প্রাণ প্রিয়তম পিতঃ
পূরাও বাসনা মম,
ইহাই প্রাণের আজ একমাত্র কামনা,
সারথক ভালবাসা, জীবনের বাসনা।

৭

ভালবাসা স্বরগীয়, দিয়াছ যা পামরে,
অরপিব তব পদে, অভিলাষ অন্তরে,
ভাল বাসা সুখ যাহা,
লভিব তোমার ঠাঁই,
ভাসিব সুখের নীরে, কাঁদিব না এমনি,
বিকসিবে হৃদি ফুল যেন সরে নলিনী।

৮

ফুটিবে প্রেম প্রসূন, কবে হৃদি সরেতে,
ফোটেরে সরসী নীরে সরোজিনী যেমতে,
সরোজী সৌরভ মত,
যে প্রেম তোমার তরে
বহিবে কি পরিমল, এ দিন কি হইবে,
আমার হৃদয় ফুল, তব পদে পড়িবে ?

৯

প্রাণনাথ ! প্রাণারাম একবার হৃদয়ে,
আসিয়ে শীতল কর বিপদের সময়ে,
ভুলেছি তোমারে পিতঃ
হয়েছি পাষাণ প্রায়
যায় হে জীবন মম পশুবৎ কাটিয়ে,
যায় সুখ শান্তি মোর মনাগার ছাড়িয়ে।

হরিমতি।

No. 240. January, 1885.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪০ সংখ্যা। পৌষ ১২৯১—জানুয়ারী ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

Published at Bamabodhini office, No. 9, Anthony Bagan Lane, Calcut

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪০ সংখ্যা। পৌষ ১২৯১—জানুয়ারী ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১৩ ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ সস্ত্রীক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় সর্ব্বসাধারণে অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন লর্ড রিপণের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন, ইহা আশার কথা বটে।

কলিকাতাবাসীদিগকে শোকাকুল করিয়া মহাত্মা লর্ড রিপণ সপরিবারে গত ১৫ ই ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে হাবড়ার ট্রেণে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ গমনার্থ বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। লাট সাহেবের বিশেষ অনুমতিতে সে দিবস হাবড়া ষ্টেসনের দ্বার অবারিত ছিল, তথায় লোকে লোকারণ্য হয় ও সর্ব্ব সাধারণে হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বাসের সহিত প্রিয় রাজপ্রতিনিধিকে বিদায় দান করেন। লর্ড রিপণ যথোচিত সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া সকলের নিকট বিদায় লন। সকলের মধ্যে এক কথা—"এমন লাট আর হইবে না।"

গত ২ রা ডিসেম্বর হইতে ১৫ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে পক্ষকাল লর্ড রিপণ কলিকাতায় ছিলেন, তাহাতে নগরবাসিগণ রিপণোৎসবে মাতিয়াছিলেন।

ভারতসভা, ব্রিটিষ ইণ্ডিয়া সভা, মুসলমান সভা প্রভৃতি বহুসংখ্যক সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, সমস্ত নগরের পথ আলোকময় করিয়া বেল-গাছিয়ার সুসজ্জিত উদ্যানে তাঁহাকে ভোজ দেওয়া হয়। যে দিবস তিনি সিটী কলেজের নূতন গৃহ খুলিবার জন্য আগমন করেন, সে দিবস কলিকাতার প্রধান সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্যমণ্ডলী একত্র সমবেত হন। লেডী রিপণ এক দিন দেশীয় কতকগুলি মহিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যান, তিনি ও লর্ড রিপণ মহিলাদিগের প্রতি এরূপ সম্মান, সমাদর ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করেন যে তাহাতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। লেডী রিপণকে তাঁহারা যে অভিনন্দন দেন, তাহাতে লর্ড রিপণেরও গুণাবলীর উল্লেখ করেন। লর্ড রিপণ প্রত্যুত্তরে বলেন "সৎ ভার্য্যার গুণে যে স্বামীর কত সুখ ও কল্যাণ হয়, তিনি স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতেছেন।"

লর্ড রিপণের প্রতি কেবল যে হিন্দু-মহিলারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, মুসলমান রমণীরাও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। বদরউল নিশা খাতুন নাম্নী বাঁকুড়ার এক মুসলমান জমিদার-কন্যা লর্ড রিপণের স্মরণার্থ এক সুবর্ণ মেডাল পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন। বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের অবস্থা বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবেন, তিনি এই পুরস্কার পাইবেন।

শ্রমজীবী কৃষক লোকেরা লর্ড রিপণের সৌজন্য ভোগে বঞ্চিত হয় নাই। রাজসাহীর নিকটে যখন তাঁহার ষ্টিমার পৌঁছে, তখন লাট সাহেবকে দেখিবার জন্য গ্রামশুদ্ধ চাষালোকে একত্র হয়। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত দেখা করেন। একজন কৃষক কতকগুলি ফলমূল মাথায় করিয়া আনিয়াছিল, নজর স্বরূপ তাঁহার চরণতলে রাখিয়া দেয়, তিনি তাহা পাইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

লোকে বলে একালে আর পরের জন্য কেহ আপনার প্রাণ দেয় না। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতে নিঃস্বার্থ পরোপকারের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। রয়াল ফ্রি হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার সামুয়েল রাবেথের নিকট একটী শিশুকে চিকিৎসার্থ লইয়া যাওয়া হয়। তাহার গলায় এরূপ এক ক্ষত হইয়াছিল, যে তৎক্ষণাৎ তাহার পূঁজ চুষিয়া না লইলে বালকের মৃত্যু অনিবার্য্য। সহৃদয় ডাক্তার কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পূঁজ চুষিয়া লইলেন। তাহাতে বালকটী আরোগ্য হইল, কিন্তু বিষম সংক্রামক পীড়ায় ডাক্তারটীর মৃত্যু হইল। ইনি একজন যবক, বয়স ২৭ বৎসর মাত্র।

হইয়াছিল। গত ২০এ অক্টোবর তাঁহার আত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছে।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে যিনি নূতন প্রেসিডেণ্ট বা সর্ব্বাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহার নাম গ্রোভার ক্লিভলাণ্ড। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে আমেরিকায় এই সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছেন।

লর্ড রিপণ ও লেডী রিপণের ন্যায় যশোভাগ্য অতি অল্প লোকের হয়। লর্ড রিপণের নামেত কলেজ, স্কুল, পুস্তকালয়, অঙ্গুরী, বস্ত্র, ঔষধের বটিকা পর্য্যন্ত অনেক বস্তু উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, লেডী রিপণের নামেরও আকর্ষণ কম নহে। লেডী রিপণের নামে বালিকা বিদ্যালয় হইয়াছে এবং বড় বাজারের ময়রারা এক প্রকার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছে।

রুসীয় সম্রাট্ মহিষী তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু "নিহিলিষ্ট" দিগের প্রতি এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহাদিগের জন্যই স্বামী তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় হইয়াছেন। সর্ব্বদা হারাইবার ভয় থাকিলে প্রিয় বস্তুর মর্যাদা বাড়ে সত্য, কিন্তু লোকে আপনার জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করে না কেন? ইহার মত অনিশ্চিত ও অস্থায়ী প্রিয় বস্তু আর কি আছে?

মেক্সিকোর প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গিরি পপোকাটাপিটল ১৯০০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ, ইহা উত্তর আমেরিকার উচ্চতম শিখর। সম্প্রতি দুই জন স্ত্রীলোক ইহাতে আরোহণ করিয়া আপনাদিগের সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

কেম্ব্রিজের নীতিবিজ্ঞান ট্রিপোতে একটী স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে পরাভব করিয়া ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াতে নিউহাম মহিলা বিদ্যালয়ে (College) খুব ধুমধাম হইয়াছে। ন্যায় বা বার্ত্তা-শাস্ত্র প্রভৃতি যে স্ত্রীলোকগণের বুদ্ধির অগম্য, এখন আর এ কথা বলিবার যো নাই।

ইলিনইস হইতে কুমারী সিন্থিয়া সিরিস নাম্নী এক শিক্ষয়িত্রী ৩ বৎসর হইল ডেকোটা নামক স্থানে এক খণ্ড ভূমি লইয়া চাষ করিতে প্রবৃত্ত হন। শস্য ও তরকারী উৎপাদন করিয়া তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজবাক্যেই প্রতীত হইবে;—

"আমি ৩২০ একর (প্রায় সহস্র বিঘা) ভূমির অধিকারিণী। ইহার বর্ত্তমান মূল্য ২০০০ ডলার*। তিন বৎসর স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া এই ফললাভ করিয়াছি। আমার ভগিনীদিগের কেহ কেহ একটু শীতাতপের ভয় ছাড়িয়া যদি

* এক ডলারের মূল্য প্রায় ২৷৷০ টাকা।

এখানে আসিয়া খাটিতে পারেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহারা অধিক সুখী, ধনী ও জ্ঞানী হইবেন।"

বিবি আর এল ষ্টুয়ার্ট ইউরোপ যাত্রার পূর্ব্বে ইউনাইটেডষ্টেট্‌স ট্রষ্ট কোম্পানির হস্তে ৫০০০০ ডলার ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহার দ্বারা নিরাশ্রয় বালকদিগের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে। এরূপ বদান্যতার এই পঞ্চম দৃষ্টান্ত।

বিবি ফসেট একটী কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রকাশ করিয়াছেন। ট্রিপো পরীক্ষকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যখন সকল পরীক্ষক পরীক্ষার ফল লইয়া একত্র হইলেন, তখন তিনি বলিলেন "আপনাদিগের পরীক্ষায় কে প্রথম হইয়াছে জানি না, কিন্তু গ্রভার নামে একটী যুবক আমার পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" গ্রভার বাস্তবিক একটী যুবতী, ইচ্ছাপূর্ব্বক বা ভ্রমক্রমে ঐ কাগজে স্ত্রীবোধক আপনার খৃষ্টীয় নাম লিখেন নাই। যখন সকল পরীক্ষকের সমিতিতে ইহা প্রকাশিত হইল, তখন স্ত্রীশিক্ষা-বিদ্বেষী পরীক্ষক অপ্রস্তুত হইলেন। তদবধি স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার কুসংস্কার বিদূরিত হইয়াছে।

সতী মণ্ডপ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিত্রা বাই।

"জ্বল্‌ জ্বল্‌, চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্‌ জ্বলুক্‌ চিতার আগুন,
এখনি জুড়াব মনের জ্বালা॥"

সরোজিনী।

অল্পদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজে কোন এক বৃহতী সভার অধিবেশনে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস লব সাহেব বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "যে জাতির রমণীরা মৃত পতির অনুগমন করিবার জন্য অম্লান বদনে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ সমর্পণ করিতে পারে, সে জাতি কখনও সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এরূপ জাতির বালক ও বালিকারা অথবা ভাবী বংশ জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারে এবং এতাদৃশী সতী রমণীর বংশধরগণের ভুবনব্যাপী কীর্ত্তিকলাপ, ইতিহাসাদি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসমূহ আজীবন সম্মানের সহিত স্বীয় বক্ষে

ধারণ করিয়া থাকে। ভারত রমণীর সতীত্ব ও মহিমা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা কখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় চিরদিন লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতে পারে না।" মান্যবর লব সাহেবের চিত্ত-চমৎকারিণী বক্তৃতার যে অংশ সমুদ্ধৃত হইল, তাহার প্রত্যেক অক্ষর তাঁহার নিরপেক্ষতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। রাজস্থানের ভূতপূর্ব্ব ইতিহাসলেখক সহৃদয় টড সাহেবের অত্যুপাদেয় গ্রন্থখানি লব সাহেবের প্রত্যেক কথার জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ!! মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর হইতে বিদেশীয় লেখকের হস্তে ভারতের ভাগ্যে এরূপ অখণ্ড যুক্তি, অকাট্য প্রমাণ ও অবিকৃত সত্যপরিপূর্ণ প্রশংসাবাদ আর ঘটে নাই। রাজস্থানের শত শত উপত্যকায় শত সহস্র মারাথানের অপূর্ব্ব লীলা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা ভাবিলে স্বদেশ-গৌরবে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে; এবং রাজস্থানের এক একটি রমণীগর্ভ হইতে শত শত হানিবল অথবা শত শত নেপোলিয়ান প্রসূত হইয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ের জাতি-প্রেমবেগ আর সম্বরণ করা যায় না। প্রায় এক সহস্র বর্ষের বিজাতীয় শাসনে যে জাতির অবস্থা ঘৃণিত সারমেয়-শাবক হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং যে দেশের পাষাণ-প্রকৃতিক নির্ম্মম পুরুষজাতি অবলীলা ক্রমে অবনীর সার রমণীকুলকে পদতলে দলন করিয়া স্ফীত বক্ষে জনসমাজে উপবেশন করিতে পারে, সে জাতির নিকটে পূর্ব্ব গৌরবের নমুনা স্বরূপ আজি আমরা একটি রমণীমূর্ত্তি উপস্থিত করিতেছি,—ইনি একাধারে সতীত্ব ও বীরত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

অত্যাচারী আলাউদ্দীনের জয়পতাকা চিতোরগগনে উড্ডীয়মান হইল; মুসলমানেরা ভাবিল, হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু তখনও স্বাধীন ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে যে বহ্নি জ্বলিতেছিল, হীনমতি হিন্দুকুলাঙ্গার কতিপয় দেশীয় রাজা তাহাতে শীতল বারি প্রদান না করিলে, তাহার এক মাত্র শিখা সমগ্র যবন জাতিকে ভস্মীভূত করিতে অসমর্থ হইত না। উদয়পুরের রাণাবংশের একটি সামান্য প্রকোষ্ঠে তখনও স্বাধীনতার একটি দীপবর্ত্তিকা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, সেই তেজোবিহীন স্তিমিতপ্রায় দীপ-বর্ত্তিকার ক্ষীণাকার শিখাগ্রভাগ চিত্রা বাই ও তাহার সহচরীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সতেজে পুনরুদ্দীপ্ত হইল। হিন্দুজাতির অধঃপতন, হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা নাশ এবং মুসলমানের প্রভুত্ব ও তৎকর্ত্তৃক ভারতের সম্ভাবিত দুর্দ্দশা—এসকল গুরুতর কথা স্মরণ করিয়া উদয়পুরের রাণাবংশ আর কোষমধ্যে তরবারী সংরক্ষণে সমর্থ হইলেন না। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয় জাতিকে যে অলৌকিক বীরত্ব

দিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহা আবার স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল; আবার হিন্দুবীরের পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

নিদাঘ ঋতু উপস্থিত। যাহার কীর্ত্তি-মেখলা সমগ্র বসুধাকে বেষ্টন করিয়াছে, সেই সুখময় রাজস্থান আজি মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড করনিকরে শুষ্কপ্রায়; দাবাদগ্ধ হরিণকুলের ন্যায় ক্ষুধিত সৈন্যদল আজি মুসলমান হস্তে শুষ্ককণ্ঠে, মলিন মুখে এবং শূন্যপদে ভানুতপ্ত বালুকা রেণুর উপরে বীরতনু সমর্পণ করিল। উদয়-পুরের রাণা পক্ষ আজি যবন হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, একথা শুনিয়া চিত্রার দুঃখ রাখিবার আর স্থান রহিল না। চিত্রা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বীরভার্য্যা; এই সময়ে পঞ্চবিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। উদয়পুরের রাণাবংশসম্পর্কীয় অন্যতম মহাপুরুষ গজধর সিংহ ইহাঁর স্বামী; পতি এবং পত্নী উভয়েই রূপে গুণে পরস্পরের অনুরূপ। মুসলমান কর্ত্তৃক রাণাপক্ষীয় সৈন্যদল পরাজিত হইবার সংবাদ কর্ণগোচর হইবা মাত্র রমণীর সর্ব্বশরীর কোন অভূতপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তিতে রোমাঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি আর মনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; সত্বরেই বীর সাজে নারীদেহ ভূষিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার স্বামী তখনও রক্তাক্ত কলেবরে অসংখ্য যবন সেনার মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অমিত সাহস ও প্রভূত বীর্য্য-বত্তার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। এখন স্বামিপার্শ্বে স্ত্রী উপস্থিত হইলেন; সিংহ সিংহীকে পাইয়া দ্বিগুণতর উৎ-সাহের সহিত প্রমত্ত হৃদয়ে আবার শত্রু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মেঘের কোলে সৌদামিনী হাসিল বটে, কিন্তু সে হাসি রুগ্ন মুখের হাস্য অথবা মেঘাচ্ছন্ন গগনের পরিম্লান সূর্য্যরশ্মির ক্ষুদ্র বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্রমে উভয় পক্ষ হইতেই অভ্রভেদী সু-গভীর গর্জ্জনে সমরডঙ্কা বাজিয়া উঠিল এবং উভয় দলই বীরনাদ করিয়া সমর-সাগরে মগ্ন হইল। অশ্বারূঢ়া চিত্রা সুন্দরীর তৎকালীন সাহস, বীরত্ব, সমর-কৌশল এবং উদ্দীপনার কথা লিখিবার স্থান নাই। ভারতরমণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বীরসাজে অসংখ্য সমরকুশল সৈন্যকুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথা কি উপন্যাস? বর্ত্তমান ভারতবাসীর পক্ষে এ সকল কথা আরব্য উপন্যাসের অলীক উপা-খ্যান অথবা কুইশিমাসের নিশার কুহক স্বপ্ন ভিন্ন আর কি বিবেচিত হইতে পারে? কিন্তু সত্য সত্যই একদিন ভারত নারীর এতাদৃশী অবস্থা ছিল। যাহাহউক, গজধর সিংহ যুদ্ধে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন যুদ্ধজয়ের ও সতীত্ব রক্ষার আর কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, চিত্রা সুন্দরী মৃত স্বামীর দেহ

স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। যবন সৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু অশ্বের সমীপবর্ত্তী হইতে কেহই সমর্থ হইল না।

চিত্রা সুন্দরী প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মৃত স্বামীর রক্তাক্ত কলেবর পরিষ্কার শীতল জলে প্রক্ষালন করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গৃহের পার্শ্বে মনোরম চিতাকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং সদ্যো-বিধবা চিত্রা ও তাঁহার চারিজন ভগিনী পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। চিত্রার স্কন্ধে স্বামীর মৃত দেহ এবং দক্ষিণ হস্তে বারিকুম্ভ। স্বদেশ প্রেমো-দ্দীপক এবং ঈশ্বরভাবব্যঞ্জক মনোহর সঙ্গীতে নৈশ গগন পূর্ণ করিয়া,সতীত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, রমণীরত্ন-লোলুপ মুসলমানের আহারের জন্য ভস্মের ব্যবস্থা করিয়া, বিধবা চিত্রা এবং তাঁহার ভগ্নীগণ অম্লান বদনে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ সমর্পণ করিলেন। সেই রাত্রে উদয়পুরে প্রায় দ্বিশত হিন্দু রমণী চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছিল। যখন যবন আসিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন চিতার ইন্ধন প্রায় অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া-ছিল; বিস্ময়, বিষাদ, ভয় ও ভক্তিতে যবনের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। সেনাপতি মুক্তকণ্ঠে বলিল "এই জন্যই ইহাদের এত গৌরব।"

অষ্ট যক্ষ

পুরাণাদিতে আমরা যক্ষ জাতির নাম। পাঠ করিয়াছি, তাহারা হিমালয়ের

উত্তরাংশে বাস করিত।

কোন্ জাতি কেহ কি বলিতে পারেন? ইহারাও উত্তরদেশবাসী, সুতরাং যক্ষদিগের কুটুম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষ ও বালকের প্রতিকৃতি এই স্থলে অঙ্কিত হইল, পাঠিকাগণ ইহা দেখিলে যক্ষ ও অষ্টযক্ষ জাতি যে মনুষ্য জাতি হইতে বড় বিভিন্ন নহে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

উত্তর কুরুবর্ষ বা আসিয়াটিক রুসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ওবী নদীর তীরে অষ্টযক্ষ জাতি বাস করে। হিন্দুরা যেমন গঙ্গাকে, অষ্টযক্ষেরা সেইরূপ ওবীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করে ও পরমারাধ্য দেবতা জ্ঞানে ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। ওবীর প্রতি এই রূপ ভক্তি করিবার কারণ আছে, ইহা হইতে অষ্টযক্ষেরা তাহাদিগের জীবিকা ও জীবনের অধিকাংশ সুখ লাভ করিয়া থাকে। ওবী হইতে বড় বড় শোল বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য ধরিয়া তাহারা বিক্রয় করে, তদ্দ্বারা ভূমির রাজস্ব ও মহাজনের ঋণ প্রভৃতি পরিশোধ হইয়া কিছু কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হয়। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্য ধৃত হয়, তদ্দ্বারা তাহাদিগের নিজের ও তাহাদিগের প্রিয় কক্কুরগণের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে। ইহার জলে তাহাদিগের যে আরামের স্নান ও অমৃত সমান অন্ন ব্যঞ্জন পাক হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।

মা ওবী নদী কিন্তু এক এক সময়ে সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হন। বসন্ত কালে সূর্য্যোত্তাপে যখন ওবী ও তাহার উপনদী সকলের তুষারাবরণ গলিয়া গিয়া ঘোরতর জলপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন অষ্টযক্ষেরা অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু সেখানে ক্ষুধানিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য অতি অল্প মাত্র পায়, এজন্য কিছু দিন তাহাদিগকে কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয়। যাহা হউক যখন জল শুকাইয়া নদীর তীর দেখা দেয়, তখন অষ্টযক্ষেরা তাহার নিকট গ্রীষ্ম কাল যাপনোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করে। এই গৃহ সচরাচর চতুষ্কোণ, ইহার প্রাচীর সকল নিম্ন, মট্কা বৃক্ষের শাখা ও বল্কলে আবৃত ও ধান্যের কোরুইয়ের মত ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়া থাকে।

গৃহের মধ্যস্থলে চুল্লী থাকে, তাহা হইতে যে ধূম উদ্গত হয়, তাহা মট্কার একটি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। গৃহের নিকটে একটি করিয়া ভাণ্ডার গৃহ নির্ম্মিত হয়। উচ্চ উচ্চ খুঁটি পুতিয়া তাহার উপরে গৃহটি স্থাপন করিতে হয়। এরূপ না করিলে নেকড়ে, গ্লটন প্রভৃতি বন্য জন্তু ও গৃহপালিত কুক্কুরের উপদ্রবে তিল মাত্র বস্তু সঞ্চিত থাকিতে পারে না।

ওবী ও ইহার উপনদী ইরটীশ, ওয়োচ্ ও ওয়াসযুগন হইতে যদিও প্রচুর খাদ্য সংগৃহীত হয়, কিন্তু অত্রত্য

ধীবরদিগের হীনাবস্থা কিছুতেই দূর হইবার নয়। ধূর্ত্ত রুসীয় উপনিবেশীগণ উহাদিগকে নানাপ্রকার বস্ত্র ধার দেয় এবং তাহাদিগের শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যজাত আপনারা হরণ করিয়া লয়। সমস্ত গ্রীষ্মকাল রুসীয় গৃধ্রগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া অষ্টযক্ষ খাতকদিগের ধৃত বৃহৎ মৎস্য সকল আত্মসাৎ করে অথবা উৎকৃষ্টতর জাল প্রভৃতি আনয়ন পূর্ব্বক প্রচুর মৎস্য ধরিয়া দেশবাসী-দিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। রুসীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্ন ওবী ও ইরটীশ নদীতীরস্থ সমগ্র ভূমির উপরে অষ্টযক্ষদিগের অধিকার প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? রুসীয় বণিকগণ লাভজনক উৎকৃষ্ট স্থান সকল একচেটিয়া করিয়াছে। দেশবাসীগণ নির্ব্বোধ ও মূর্খ, বণিকদিগের চাতুরীর নিকট কিছুতেই অাঁটিয়া উঠিতে পারে না।

শীতকালের প্রারম্ভে অষ্টযক্ষেরা অরণ্যে আশ্রয় লয়। ইহার দ্বারা :য় ঝঞ্ঝাবাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পায়। এই সময়ে তাহারা কাঠবিড়াল প্রভৃতি বন্য জন্তু শিকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা মৎস্য-জীবী, সকল সময়ে মৎস্য ভক্ষণে অতিশয় উৎসুক। এজন্য ইহারা শীতকালেও ছোট ছোট নদীর ধারে উচ্চ উচ্চ স্থান বাছিয়া এমন করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করে, যে বসন্ত কালের জলপ্লাবনে তাহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। তৎপরে নদীবক্ষস্থ বরফ রাশির মধ্যে মধ্যে ফুটা করিয়া রাখে, এবং জাল বা বঁড়সী দিয়া তথা হইতে মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের ঘর সকল অপেক্ষা ইহারা শীতকালের গৃহগুলিকে অধিক দৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করে ও তাহার প্রাচীরে সুন্দর করিয়া মাটীর লেপ দেয়। এই গৃহসকল তাহাদিগের স্থায়ী গৃহ। গৃহের মধ্যে আলোক আনয়ন জন্য প্রাচীর বা মটকার কোন কোন স্থানে বরফখণ্ড বসাইয়া দেয়, তাহাতে সারসির কাজ করে। অষ্টযক্ষেরা মৎস্যের ন্যায় পক্ষীও শিকার করিয়া থাকে। ঋতু বিশেষে অনেক জাতীয় পক্ষী দক্ষিণ হইতে উত্তরদেশে ভ্রমণ করিতে যায়, তাহারা ইহাদিগের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। অনেকে রেণ্ডিয়ার নামক হরিণ-দল পুষিয়া থাকে, গ্রীষ্মকালে তাহা-দিগকে লইয়া উত্তর সমুদ্রে যায় এবং সীল ও মৎস্য ধরিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য-বাসী অষ্টযক্ষেরা রুসীয়দিগের আচার ব্যবহার অনেকটা অনুকরণ করিয়াছে—তাহারা ভূমি কর্ষণ ও পশুপালন করে এবং মোট বহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

সজীব ফটোগ্রাফি।

পাঠিকা! দূরস্থ প্রিয়জনের প্রতিকৃতি (ফটোগ্রাফ) হস্তে পাইয়া কথনও যদি তাহার দিকে নিষ্পন্দনয়নে, সোৎসুক ভাবে তাকাইয়া থাকেন—তবেই অনুভব করিতে পারিবেন, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের প্রতিমূর্ত্তিও কি প্রীতিপ্রদ! নয়নের সাধ মিটাইয়া হস্তস্থিত প্রতিকৃতি বার বার দেখিলেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়-জনের প্রিয় মূর্ত্তি যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, মন হর্ষে নাচিয়া উঠিল;—হয়ত মনে মনে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যকে কতই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু একবার ভাবিলেন না যে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই যে চিত্র-প্রকটনের সজীব যন্ত্র রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই তাহাতে কত প্রিয়দর্শনের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারেন! আপনি তাহার বিষয় ভাবুন আর নাই ভাবুন, সে নিজ কার্য্য করিতেছে,—তাহাতে অনুক্ষণ কত মূর্ত্তি প্রকটিত হইতেছে—বহির্জগতের কত দৃশ্য অঙ্কিত হইতেছে—আবার অন্তরেরও কত ভাব বাহিরে পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে!

এ যন্ত্র কি?

পাঠিকা! বিজ্ঞানের কূটতর্ক মনে করিয়া প্রশ্নটির চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন না। মস্তিষ্ক বিলোড়নের আশঙ্কা নাই;—সহজ বুদ্ধির সাহায্যেই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। এ যন্ত্র বড় মূল্যবান—ইহার অভাবে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, শারদ চন্দ্রমার স্ফটিক জ্যোৎস্না হাসে না—শিশুর সরল পবিত্র মুখ অথবা সুন্দর নিষ্কলঙ্ক কুসুমের সৌন্দর্য্যে প্রাণ গলে না—ইহার অভাবে আলোক ও অন্ধকার এক হয়—জগৎ শূন্য বোধ হয়।

—মুখের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, সুন্দর, নীলাভ নয়নই এই বিচিত্র যন্ত্র!

চক্ষু মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়, মনে ক্রোধ হইলে চক্ষু রক্তিম হইয়া উঠে, মন আনন্দে উৎফুল্ল হইলে চক্ষু তাহা প্রকাশ করে—আবার মনে কষ্ট হইলে, প্রাণে আঘাত লাগিলে, কোথা হইতে চক্ষুদিয়া দরদর ধারে অশ্রুজল পড়িয়া হৃদয়ের ভার যেন কমাইয়া দেয়! চক্ষু দেখিতেও কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল! ওই যে স্নেহময়ী মার কোলের নিধি, আদরের ধন, সরল শিশুর প্রস্ফুটিত নলিনীসম চোখের কোণে সুমধুর হাসি দেখা দিতেছে, বলুন দেখি উহা দেখিয়া কি তৃপ্তির শেষ হয়?

এমন যে চক্ষু তাহার গঠন এবং কার্য্য-প্রণালী আরও চমৎকার—সেই সম্বন্ধে কিছু বলাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আহা! লীলাময় মঙ্গলবিধাতা বিশ্বপাতা তাঁর সৃষ্টিতে কত বিচিত্র লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন, ভাবিতে গেলে অহঙ্কারী

মস্তক আপনা আপনিই তাঁর চরণে নত হইয়া পড়ে।

ভূমিকা ছাড়িয়া মূল কথার অবতারণা করা যাউক।

করোটির ঠিক নিম্নভাগে দুইটি অস্থি-গহ্বরে দুইটি চক্ষু অবস্থিতি করিতেছে; —বাহির হইতে চক্ষু দেখিতে যবাকার (এজন্যই চলিত ভাষায় "টানা চোখ" "পটলচেরা চোখ" প্রভৃতি শব্দে বর্ণিত হয়); কিন্তু বাস্তবিক সমগ্র চক্ষুটি যবাকার নহে; চক্ষু পল্লবে কিয়দংশ আবৃত থাকে, এজন্য যে অংশ দেখিতে পাই তাহা যবাকার দেখায়। চক্ষু গোলাকার বলিয়াই যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই সুবিধামতে ফিরাইতে পারি। চক্ষু সম্পূর্ণ গোল নহে, ইহার সম্মুখের ভাগ কিছু অধিক স্ফীত। সম্মুখ ভাগের কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র চক্ষু-গোলকটি একটি শ্বেতবর্ণ, দৃঢ় স্থিতিস্থাপক পর্দায় আবৃত; ইহার নাম স্ক্লেরটিক আবরণ (Sclerotic coat)। এই আবরণটি দেখিতে ডিম্বের বহিরাবরণের ন্যায়, এবং এত স্থূল যে ইহার মধ্য দিয়া ভিতরে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। চক্ষুর সম্মুখ ভাগের কিয়দংশে স্ক্লেরটিক আবরণ নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, এস্থলে একটি গোলাকার এবং অতি স্বচ্ছ আবরণ আছে। এই আবরণটির নাম কর্ণিয়া (Cornea)। এই স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়াই চক্ষুগহ্বরে আলোক প্রবেশ করে, এজন্য ইহা সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকা আবশ্যক। পাঠিকাগণ,বোধ হয় দেখিয়াছেন যে যাঁহারা চক্ষে চসমা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই মধ্যে মধ্যে রুমাল অথবা বস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়া চসমার কাচ পরিষ্কার করিতে হয়;—কিন্তু আমাদের চক্ষের এই স্বচ্ছ আবরণকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য বিধাতা কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হয় না; পল্লবদ্বয় সর্ব্বদাই তাহার জন্য ব্যস্ত—অনুক্ষণই আমাদের অজ্ঞাতসারে স্পন্দিত হইয়া সকল মলা দূর করিতেছে এবং এই নয়ন পল্লবের অভ্যন্তর হইতে অশ্রু বাহির হইয়া সর্ব্বদা চক্ষুকে আর্দ্র রাখিতেছে। টেঁক ঘড়ির উপরের কাচখানি যেরূপে ঘড়ির সহিত সংলগ্ন থাকে, ঠিক সেইরূপে এই কর্ণিয়াও, স্ক্লেরটিক আবরণের সহিত সংযুক্ত থাকে;—কোন কোন শরীর-তত্ত্বজ্ঞ এরূপ বলিয়া থাকেন যে এই দুইটি আবরণ ভিন্ন নহে, কিন্তু আবরণ একটি মাত্র, তাহার কিয়দংশ অস্বচ্ছ এবং কিয়দংশ স্বচ্ছ।

কোন চক্ষের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই চক্ষের ঠিক্ মধ্যস্থলে যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক অবস্থিতি করিতেছে, এবং ইহার অভ্যন্তর হইতে রামধনুর ন্যায় নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে—আবার এই গোলকের মধ্য ভাগে ক্ষুদ্রতর এবং গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ আর একটী গোলক

রহিয়াছে,—বোধ হইতেছে—যেন একটি অতি গভীর কূপ মধ্যে দৃষ্টি করিতেছি—এবং তাহাতে আমার নিজের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কর্ণিয়ার পর একটি অস্বচ্ছ পর্দ্দা আছে, তাহার নাম আইরিস (Iris), এই পর্দ্দাই পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র বর্ণের কারণ। এই পর্দ্দা (Aqueous humour) একুইয়স হিউমর নামক, জলের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থে ভাসমান। আইরিসের মধ্যভাগে একটি গোলাকার ছিদ্র আছে, ইহাই আলোক প্রবেশের পথ, ইহার নাম চক্ষুর পুত্তলি (Pupil)। পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্রতর গোলকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,—অর্থাৎ যাহার ভিতর একটি ক্ষুদ্রাকার ছবি দেখিতে পাই—যাহাকে আমরা চক্ষের তারা বলি—যাহার সহিত অতিশয় প্রিয় বস্তু অথবা প্রিয় জনের তুলনা করি, সেই 'নয়নের মণি' এই আলোক প্রবেশের একটি ছিদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। আইরিসের কার্য্য, চক্ষের মধ্যে যে পরিমাণে আলোক যাওয়া আবশ্যক, তাহা স্থির করিয়া সেই পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে দেয়; আলোকের পরিমাণানুসারে আইরিস সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া পিউপিলের আকারের হ্রাস ও বৃদ্ধি করে অর্থাৎ যখন আলোক খুব উজ্জ্বল এবং প্রখর থাকে, তখন চক্ষুর অভ্যন্তরে দুই একটি মাত্র রশ্মি যাইলেই যথেষ্ট হয়, এজন্য তখন আইরিস সঙ্কুচিত হইয়া পুত্তলকে ক্ষুদ্রতর করিয়া দেয়—আবার যখন আলোকের উজ্জ্বলতা কম থাকে, তখন আইরিস প্রসারিত হইয়া পুত্তলকে বড় করিয়া দেয়। এই কারণেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া হঠাৎ বাহিরের আলোকে যাইলে চক্ষু খুলিতে পারা যায় না—অন্ধকার গৃহে আইরিস সম্পূর্ণ প্রসারিত থাকে, পিইপিল বড় থাকে, এই অবস্থায় বাহিরে যাইলে বাহিরের আলোক চক্ষে অসহনীয় হয় এবং যতক্ষণ না আইরিস সঙ্কুচিত হইয়া সহনোপযোগী আলোক যাইবার পথ করিয়া দেয়, ততক্ষণ চক্ষু খুলিতে পারা যায় না;—আবার যদি বাহিরের উজ্জ্বল আলোকে বাস করিয়া হঠাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করা যায়, তবে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে বাহিরের উজ্জ্বল আলোকে পিউপিল ক্ষুদ্রতর ছিল, এই অবস্থায় গৃহের ভিতর আসিলে গৃহের অল্প আলোক চক্ষের পক্ষে যথেষ্ট হয় না, তাই কিয়ৎ ক্ষণ পরে আইরিস পুনরায় বড় হইলেই আবার দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বোধ করি বিড়ালের চক্ষের আইরিসের শশিকলার ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়াছেন। একটি বিড়ালকে অন্ধকার গৃহে রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার চক্ষের তারা অপেক্ষাকৃত অনেক বৃহৎ এবং গোলাকার, কিন্তু তাহাকে উজ্জ্বল আলোকে লইয়া যাইলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে তারা ক্রমশঃ যবাকার হইয়া আইসে এবং অবশেষে সূক্ষ্ম একটি রেখায় পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

চন্দ্রালোকে।

নিস্তব্ধ জগৎ,—ইন্দুভূষিতা শর্ব্বরী;
নিশ্চল,—নিস্পন্দ,—শুধু নিশীথ অনিলে
আহ্বানিছে মহেশ্বরে প্রকৃতি সুন্দরী,
স্নান করি জোছনার রজত সলিলে॥

২

সে আহ্বানে,—সে গভীর হৃদয়-সঙ্গীতে
মিলাইয়া কুলু কুলু ভকতি পূরিত,
বহিছে যমুনা রঙ্গে নাচিতে নাচিতে,
কি এক মধুর তান হতেছে উত্থিত॥

৩

বিশাল মণ্ডপে নীল চন্দ্রাতপ তলে
সাধিছে প্রকৃতি সেই মহতী সাধনা—
উচ্চারিছে সেই মন্ত্র, যে মন্ত্রের বলে
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড এই হতেছে চালনা॥

৪

দিবানিশি এক(ই) মন্ত্র জপিছে প্রকৃতি,
জগৎ সৃজনে যাহা শিখেছে যতনে।
এক(ই)ভাবে এক(ই) কথা কহে নিতি২,
তাই এ নিশিতে পুনঃ ভাবিছে ধেয়ানে॥

৫

(ওকিও)
নিশিতে মানব কণ্ঠ যমুনা পুলিনে!
ভাঙ্গিয়া দেবীর নৈশ বিজন-ধেয়ান?
কাতর উচ্ছ্বাস!—ও কে কান্দেরে বিজনে?
ঢালিয়া প্রকৃতি প্রাণে আপন পরাণ॥

শুন,—শুন, ওকি গান গাইছে মানব,
এক দৃষ্টে চাহি ওই গগনের পানে।
যামিনী,—জগৎ,—যেন ভুলিয়াছে সব,
আপনি ফেলিছে অশ্রু আপনার(ই)গানে।

৭

গাইছে;—
"মা আমার! কোন্ দেশে ছিলে এতদিন?
অভাগা তনয়ে কভু পড়েছে কি মনে?
কেমনে না হেরি মায় হয়েছে মলিন,
কান্দিয়া২ শিশু আকুল পরাণে!"

৮

বাড়িল আবেগ,—দুঃখ হইল প্রবল।
পড়িল অর্গল কণ্ঠে, বাণী নাহি সরে।
দাঁড়াল যুবক তীরে নির্ব্বাক নিশ্চল।
ঝরিল অজস্র অশ্রু ঝর ঝর ঝরে॥

(সে অশ্রুতে)
তিতিল বসন, শেষে গড়ায়ে পড়িল,
অনন্তে যমুনা নীরে মিশিয়া চলিল॥

৯

অহো! কি মধুর দৃশ্য! মোহন মিলন!
অনন্ত জগৎ যেন একটী সঙ্গীত!
দেবীর পরাণে যোগী ঢেলেছে পরাণ,
যমুনা জীবনে অশ্রু হতেছে মিলিত॥

১০

নীরবে যোগিনী বসি করিছে ধেয়ান,
নীরবে যোগীর হৃদি উথলিছে তায়।

তপত আঁখির জল ঢালিছে নয়ন,
নীরবে যমুনা নীরে বীচির মালায়॥

১১

নীরবে মুহূর্ত্ত পরে মুহূর্ত্ত চলিল,
নীরবে রজনী প্রায় হল অবসান।
নীরবে পশ্চিমে শশী গড়ায়ে পড়িল,
উজল বদন খানি হয়ে এল ম্লান॥

১২

সহসা বিহগ দূরে কূজিল বিপিনে,
শীতল প্রভাতবায়ু বহিল মৃদুল।
মেলিল যুবক আঁখি—দেখিল নয়নে,
লোহিতে গগন-প্রান্ত শোভিছে অতুল॥

১৩

একটী নিশ্বাস ছাড়ি যুবক তখন,
আবার ক্ষণেক থাকি নীরবে বসিয়া,
গাইতে লাগিল উচ্চে কাঁপায়ে গগন
হৃদয়ের গান, শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

১৪

"মনের আবেগে গৃহে না পারি থাকিতে,
ভাবিনু দেবীর পদ পূজিব বিজনে।
তাই এসেছিনু হেথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
ঘোর নিশাকালে এই যমুনা পুলিনে॥

১৫

দেখিনু গগনে শশী ফুটিয়া রয়েছে,
ঢালিছে চন্দ্রিকা-ধার ঘুমন্ত জগতে।
মায়ের পবিত্র ছবি ভাবিনু শোভিছে,
শুভ্র সেফালিকা রাশি খেলিছে মরতে॥

১৬

যে পূত মুরতি কভু হেরিনি জনমে,
অভাগার জন্মে যেই দেবীর বিলয়;
যে জ্যোতির অবসান আন্ধারি মরমে,
শান্ত জ্যোতি সেই দেবী, ভাবিনু উদয়॥

১৭

ভ্রমে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভুলিনু সকল;
ভুলিনু মানব-জন্ম,—ভূতল, গগন।
ভাবিনু সকলি দিব্য, সকলি অটল।
জরা, মৃত্যু, রোগ শোক নিশার স্বপন॥

১৮

বিভোরে বিমল সুখ উদিল মানসে।
সুন্দর গগনে যেন উঠিনু হেলায়!
কি যেন কহিনু মায়ে হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
মুগধ করিল যেন স্বপনের বায়॥

১৯

আবেশে বিবশ হেন ছিনু কতকাল,
স্বরগ সৌন্দর্য্য-রাশি করি বিলোকন।
নিঠুর নিয়তি তাহে পাতি মায়াজাল,
ভাঙ্গিল এ অভাগার রঙ্গিল দর্পণ।"
থামিল যুবক,—দূরে বহিল পবন,
ভাঙ্গিল সে অভাগার রঙ্গিল দর্পণ॥

বুঝিবার ভুল।

বুঝিবার দোষেই পৃথিবীর অধিকাংশ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সংসারের সমুদয় লোক যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া সব কাজ করিত, তাহা হইলে মনুষ্যের দুঃখের

ভার যে অনেক কম হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কঠিন কঠিন বিষয় ভাল করিয়া বুঝা, এবং বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা সকলের পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় সামান্য সামান্য বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে এমন বুঝিতে ভুল করিয়া বসি, যে তাহার জন্য আমাদিগকে অনেক বিপদে পড়িতে হয়; এমন কি তাহার কুফল আমরা যাবজ্জীবন ভোগ করি। এই দোষটী আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে কিছু অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা অতি সামান্য বিষয়ও এমন বিপরীত ভাবে বুঝেন, এবং অপর কেহ সাবধান করিয়া দিলেও তাঁহারা ভ্রমবশবর্ত্তী হইয়া এমন সমুদয় কাজ করেন, যে তাঁহাদের সেই সামান্য ভুলগুলি অনেক সময়েই পারিবারিক সুখের বিশেষ অন্তরায় হইয়া উঠে আমরা মনে করিয়াছি, তাঁহাদের কতক গুলি ক্ষুদ্র ভুল ধরিয়া দিব। আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে সকলেরই যে সে ভুলগুলি হইয়া থাকে, আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না। তবে যাঁহাদের এরূপ ভুল হইয়া থাকে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের সেই ভুলে কি কুফল উৎপাদন করে।

১—আহার সম্বন্ধে। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মনে করেন, আমরা যে আহার করি তাহা হয় উদর পূরণ করিবার জন্য, না হয় রসনার তৃপ্তির জন্য। আহার না করিলে আমরা বাঁচি না, সুতরাং যাহা তাহা আহার করিলেই হইল। কেহ কেহ মনে করেন, ভাল খাইয়া পয়সা উড়াইলে কি হইবে; খাইয়া ফেলিলেইত ফুরাইয়া গেল, হাতে দু পয়সা থাকিলে বরং ভবিষ্যতে উপকারে আসিবে। আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না, যে একজনের মাসিক কুড়ি টাকা আয়, সে প্রত্যহ বাটী পোরা ঘন দুধ ও বড় বড় মাছের মুড়া খাইবে। যাঁহার যেরূপ আয়, তাঁহার সেই অনুসারে আহারের বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আহারের বিষয়ে কৃপণতা করা একরূপ পাপ। একজন হয়ত মাসে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করেন। সমস্ত দিন খাটিতে খাটিতে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠে। তাঁহার স্ত্রী পয়সা বাঁচাইবার জন্য আহারের বন্দোবস্ত বিষয়ে এমন ধরাকাট করিয়াছেন, যে সেরূপ আহারে সেরূপ গুরুতর পরিশ্রম কখনই সম্ভব নহে। পরিশ্রমোপযোগী আহার না পাইয়া হয়ত অল্পবয়সেই তাঁহার নানারূপ রোগ জন্মে কিম্বা অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দু পয়সা বাঁচাইবার জন্য এত সাবধানতা লওয়া হইয়াছিল, অবশেষে রোগ কিম্বা দীর্ঘ বার্দ্ধক্যের সেবায় হয়ত তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়।

আর এক দল স্ত্রীলোক আছেন

তাঁহারা আহারাদি সম্বন্ধে অন্য প্রকার ভুল করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় অধিক মূল্যের ও রুচিকর আহার্য্যে কোন দোষ নাই। প্রত্যহ সন্তানকে ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন, ক্ষীর ও অন্যান্য গুরুপাক জিনিষ খাওয়াইয়া তাহার পরিপাক শক্তি এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়, যে রোগ আর তাহার দেহ ছাড়ে না মা ভালবাসার ও স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া পুত্রকে ভাল ভাল জিনিস খাইতে দেন, কিন্তু এটুকু বুঝিয়া দেখেন না, সেই সমুদয় দ্রব্য খাইলে সন্তানের উপকার হইবে কি অপকার হইবে। সন্তান পালন বিষয়ে আমরা অনেকবার পাঠিকাগণকে অনেক কথা বলিয়াছি। সন্তান পালন স্ত্রীলোক-দিগের জীবনের একটী অতি প্রধান কার্য্য। ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। তাঁহাদিগকে শিখাইয়া না দিলেও, তঁাহারা স্বভাবতঃই সন্তানের লালন পালন বিষয়ে পারদর্শিনী হয়েন! তথাপি মায়াপ্রযুক্ত অনেক সময় তাঁহারা এমন কাজ করিয়া ফেলেন, যে তাহাতে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়— এমন কি আহার সম্বন্ধে এই সামান্য ভুলের দোষে অনেক সময় জীবনের পর্য্যন্ত হানি হয়। আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা কলিকাতা কিম্বা কলিকাতার সন্নিকটে বাস করেন, বোধ হয় তাঁহাদের অনেকেই জানেন এই বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে এই অঞ্চলে ভয়ানক ওলাউঠার ভয় হইয়াছিল। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে কাহারও জামাই শ্বশুর বাটী আইসেন। সে দিন তাঁহার একটু পেটের গোলমাল ছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন বড় ওলাউঠা হইতেছে। এজন্য শ্বশুর বাটী আসিয়াই, সে দিন কিছু আহার করিবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। এক বৎসরের পর জামাই আসিয়াছে, আসিয়াই আজ কিছুই আহার করিবে না, এই বিষয় লইয়া মেয়েমহলে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল। গুরু সম্পর্কীয় বয়স্থা দুই চারি জন আসিয়া জামাইকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন,— অন্ততঃ কিছু খাইতেই হইবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর জামাই লজ্জায় পড়িয়া স্বীকার করিলেন, রাত্রে শুদ্ধ একটু মোহনভোগ খাইবেন। জামাই কিছুই খাইবে না, শুদ্ধ একটু মোহনভোগ খাইবে, সুতরাং মোহনভোগ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইল। অধিক পরিমাণে ঘি, পেস্তা, বাদাম, গরম মসলা প্রভৃতি নানারূপ গুরুপাক জিনিস দিয়া উত্তম করিয়া মোহনভোগ প্রস্তুত করা হইল। জামাইকে জলখাবার দেওয়া হইল। সেরূপ প্রস্তুত মোহনভোগ দেখিয়া জামাই একটু খাইয়া আর খাইবেন না বলিলেন। মেয়েরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। জিদের উপর জিদ করিতে

লাগিলেন। এইরূপ জিদ করিয়া জামাইকে সেই মোহনভোগের প্রায় দেড়পোয়া খাওয়ান হইল। দুই একটী আম্রও তাঁহাকে একরূপ জোর করিয়া খাওয়ান হইল। একে পেটের গোলমাল ছিল, তাহাতে সেই গুরুপাক মোহন-ভোগ হজম হইবে কেন? রাত্রি তিনটার সময় জামাইয়ের ওলাউঠা হইল। অনেক চিকিৎসাতেও কোন উপকার দর্শিল না। তাহার পর দিন বেলা ১টার সময় তিনি সকলকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পাঠিকারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন সামান্য দোষে, কি ভয়ানক কুফল ফলিল! অনেক সময়ে অনেক জামাইকে আহারাদি সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অত্যা-চার সহ্য করিতে হয়। সন্তানই হউক, জামাইই হউক, আর যেই হউক না কেন, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও কিছু জোর করিয়া খাওয়ান উচিত নহে।

কেহ কেহ বা আলস্যের দোষে আহা-রাদি সম্বন্ধে অনেক ভুল করেন। ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে হইবে। দুধ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। একটু পরিশ্রম করিয়া দুধটুকু গরম করিয়া খাওয়াইলেই ভাল হয়, তাহা না করিয়া সেই ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াইয়া ছেলের বড় অমঙ্গল করেন। এরূপ অনেক সময় দেখা যায়, পাচক পাচিকার উপর আহারের সমুদয় ভার চাপাইয়া বাটীর গৃহিণীরা নিশ্চিন্ত থাকেন। বেতনভোগী লোক, সতত প্রভুভক্ত হইলেও সব সময়ে আপনার ভাবিয়া সমুদয় কাজ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আহারাদি সম্বন্ধে শৈথিল্য অতি গুরুতর দুর্ঘটনা উপস্থিত করে। আহারীয় দ্রব্য গুলি প্রস্তুত করিবার সময়ে যত সাবধান হওয়া যায়, ততই ভাল। সকলের পক্ষে রন্ধন করা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান করেন। এরূপ না করিলে যাহা তাহা খাইয়া নানারূপ রোগ জন্মাইতে পারে। শুদ্ধ বেতনভোগী পাচক পাচিকার উপর ভার দিলে কিরূপ ঘটনা ঘটে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করিব। কোন বাটীতে গৃহকর্ত্রী হঠাৎ রন্ধন সময়ে, রন্ধন ঘরে গিয়া দেখিলেন রাঁধা ডালের খোরায় তেজপাতের ন্যায় কি ভাসিতেছে। সে দিন ঘরে তেজপাত ছিল না, তাহা তিনি জানিতেন। তেজপাতের ন্যায় কিছু দেখিয়াই, তিনি রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডালে কি ভাসিতেছে?" রাধুঁনী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "তেজপাত"। গৃহকর্ত্রী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া সেইটী হাতে করিয়া তুলিয়া দেখেন, যাহা ভাসিতেছিল, তাহা তেজপাত নহে, একটী মৃত ও সুসিদ্ধ আরশুলা। অপর এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাটীতে রাত্রিকালে রাঁধিবার সময় রাঁধুনী রেড়ীর তৈলে সমুদয় কাজ সারিয়াছিল। সে দিন ভাণ্ডারের কর্ত্রী

সরিষার তৈল বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া যান। রঁাধুনী রঁাধিতে রঁাধিতে জানিতে পারিল, সরিষার তৈল বাহির হয় নাই। তখন সে আবার উপরে যাইবে, উপরে যাইয়া তৈল চাহিয়া আনিয়া রঁাধিবে, ইহা তাহার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইল। প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য যে রেড়ীর তৈল বাহির করা হইয়াছিল, রঁাধুনী তাহা দ্বারাই সমুদয় রন্ধনকার্য্য সারিল। এমন কি সে রাত্রে রাঙ্গাআলু ভাতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও সেই তৈল দিয়া মাখা হইল। সে দিন বাটীতে একজন নবাগত লোক ছিলেন, তিনি অগ্রে আহার করিতে বসেন। আহার করিবার সময় তিনি সমুদয় ব্যঞ্জনে তীব্র দুর্গন্ধ পাইলেন। কিন্তু চক্ষু লজ্জায় আর কিছু না বলিয়া কষ্টে স্বষ্টে যাহা পারিলেন, তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। তৎপরে বাটীর সকলে আহার করিতে বসিয়া রেড়ীর তৈলের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারিলেন। রঁাধুনীকে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিল, "বোধ হয় ভুলিয়া রেড়ীর তৈল দিয়া থাকিব।" নবাগত লোকটী এই কথা শুনিয়াই যাহা কিছু ভোজন করিয়াছিলেন, সমুদয়ই বমন করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য কাহারও সে রাত্রে আর আহার হইল না। যঁাহারা রাধুনী রাখিয়া রন্ধন কার্য্য শেষ করেন, এবং ভুলিয়াও রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান করেন না, তাঁহাদের বাটীতে ঠিক এইরূপ না হউক এই ধরণের যে নানা গোলযোগ হইয়া থাকে এবং রঁাধুনীর হাতের যাহা তাহা খাইয়া অনেক সময় যে অনেক রোগও আসিয়া জুটে, তাহার সন্দেহ নাই।

আহারাদি সম্বন্ধে আলস্য করিয়া অনেকে আর একটী দোষ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অনেকেরই জল খাবারের বন্দোবস্ত ময়রার দোকানে। দোকানের সেই খারাপ ঘৃতে যেমন তেমন করিয়া প্রস্তুত করা, অনেক দিনের বাসী মিষ্টান্ন খাইয়া আমরা অনেক রোগ ডাকিয়া আনি। বাল্যকাল হইতে সেই অখাদ্যগুলি খাইয়া খাইয়া অনেক প্রকার উদরের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ি। বাটীতে একটু পরিশ্রম করিয়া জলখাবারের বন্দোবস্ত করিলে, সেই খরচে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, অথচ অনেক রোগের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যঁাহারা সহরে থাকেন, তাঁহারা তবু একটু ভাল খাবার দেখিতে পান, কিন্তু মফস্বলবাসীদিগকে প্রায়ই সেই বহুদিনের প্রস্তুত শুষ্ক খাবার গুলি খাইয়া অনেক কষ্ট পাইতে হয়। একটু আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যদি আহারাদি সম্বন্ধে আপনারা ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করেন, তাঁহা হইলে পারিবারিক মঙ্গলের পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতে পারে।

উপরে আহার সম্বন্ধে সকল বুঝিবার

ভুলের কথা বলা হইল, আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে যদি কাহারও তাহার এক আধটী থাকে, তিনি মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিল বলিয়া যেন আমাদের উপর রাগ না করেন। পুরুষদের যে বুঝিবার ভুল হয় না তাহা নহে। তবে বামাবোধিনী স্ত্রীলোকদের জন্য। সুতরাং তাহার স্তম্ভে পুরুষদের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া অসাক্ষাতে পরনিন্দা করা অপরাধে অপরাধী হইতে বাসনা করি না। বামাবোধিনী যাঁহাদের বন্ধু বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, অন্য কোন পত্রিকায় তাঁহাদের নিন্দা করা অপেক্ষা তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সাক্ষাতেই দুই চারি কথা শুনাইয়া দেওয়া আমরা ভাল মনে করি। আগে হইতে এ সকল কথা বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, সুবিধা বুঝিয়া ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও অনেক বিষয়ে তাঁহাদের "বুঝিবার ভুল" দেখাইয়া দিতে হইবে। তাঁহারা এই সময় হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

...ন্দরী।

ছুঁচো সকলে দেখিয়াছেন এবং ইহাকে অতি ঘৃণিত জন্তু বলিয়া সকলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার যে কত অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহা অল্প লোকেই অবগত আছেন। ছুঁচো আশ্চর্য্য গৃহ-নির্ম্মাতা। ইহা যে গর্ত্ত খুলিয়া থাকে, অনুসন্ধান করিলে তাহার মধ্যে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গৃহ একটি কেল্লা, তাহার মধ্যে বিশ্রাম গৃহ, সন্তান পালনালয়, ভাণ্ডার ঘর, সকলই যথারীতি সুসজ্জিত আছে। একটি নগরের মধ্যে নালাসকল যেমন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নানা দিকে প্রসারিত হইয়াছে, ছুঁচোদিগের কেল্লা হইতে নানাদিকে সেইরূপ পথ সকল বিস্তারিত।

ছুঁচো নিষ্কর্ম্মা নহে। ইহা কখনও ছুটিয়া বেড়ায়, কখনও বুলডগের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে, ভূমির নিম্নে বা ঊর্দ্ধে শিকার সকল আক্রমণ করে, নির্ভয়ে জলে সন্তরণ করে, এবং কূপ সকল খনন করিয়া সুনির্ম্মল জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে।

মৎস্যকে জল হইতে স্থলে রাখিলে, শ্লথ নামক জন্তুকে সমভূমির উপর স্থাপন করিলে যেমন অকর্ম্মণ্য বলিয়া বোধ হয়, ছুঁচোকে স্বস্থানচ্যুত করিলেও

সেইরূপ বোধ হইবে আশ্চর্য্য নহে। ইহার চক্ষু পূর্ণাবয়ব নয়, এবং ইহার সম্মুখের পদদ্বয় বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বলিয়া ইহাকে দেখিতে অলস ও কদাকার এবং ইহার চলনও কুৎসিত বোধ হয়, কিন্তু ইহার নিজ বাসস্থান ভূগর্ভমধ্যে একবার প্রবিষ্ট হইলে ইহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীব বলিয়া ভ্রম জন্মে। সেখানে ইহা জীবন ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া কত চতুরতা, কার্য্য-নৈপুণ্য ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া দর্শক মাত্রকেই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া থাকে!

ছুঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে কার্য্য করিয়া থাকে, এজন্য সে অবস্থায় তাহাকে দর্শন করা ও তাহার কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখা কঠিন। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও এই জন্তু ঠিক্ সোজা পথ কাটিয়া যায়। আমরা চক্ষু বুজাইয়া সরল রেখায় অল্প পথও চলিতে পারি না এবং জলে সাঁতরাইবার সময় চক্ষু উন্মীলিত করিয়াও বহুদূর অগ্রসর হইতে পারি না, সুতরাং ছুঁচোর কার্য্য যার পর নাই অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে।

মাঠে বা বাগানে সচরাচর উইয়ের ঢিবির ন্যায় ছুঁচোর ঢিবি দেখা যায়। এগুলিতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, কেবল ভিতরের মাটি বাহিরে রাশীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র; বৃষ্টিতে ইহা জমাট হইয়া কঠিন হয়। এই ঢিবির মধ্যে এক একটি গর্ত্ত থাকে, এই গর্ত্ত ছুছুন্দরীর ভূগর্ভস্থ বাটীর বহির্দ্বার। এই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে অপূর্ব্ব সুড়ঙ্গ পথ দিয়া একটী গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। ইহাই ছুছুন্দরীর বাসগৃহ। গৃহের মধ্যস্থলের ছাদ ঢিবির চারিদিকের ভূমির সহিত সমোচ্চ, সুতরাং তাহা ঢিবির চূড়া হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। এই গোল ঘরের চতুর্দ্দিকে দুইটী গোলাকার পথ বা গেলারি থাকে, তন্মধ্যে একটি ছাদের নিম্নতলের সহিত সমতল, অপরটী কিছু ঊর্দ্ধে, উপরকার বৃত্ত নিম্নের অপেক্ষা ছোট। গ্যালারি-গুলি ৫টী ক্ষুদ্র নিম্নগ পথ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাসগৃহে যাইবার পথ একটী মাত্র, কিন্তু উপরকার গ্যালারী দিয়া, তথা হইতে ছাদের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ৩ টী পথ প্রসারিত আছে। ছুঁচা যখন সুড়ঙ্গ হইতে বাসগৃহে যায়, তখন প্রথমে নিম্ন গ্যালারীতে যায়, তথা হইতে উপরকার গ্যালারীতে উঠে, তাহা হইতে পুনরায় নামিয়া বাসগৃহে প্রবেশ করে।

নীচে দিয়া বাসগৃহে প্রবেশের আর একটী পথ আছে—গৃহের মধ্যস্থল হইতে গভীর গর্ত্তের মত নিম্ন দেশে একটী পথ আছে, তাহা একটু বাঁকিয়া উপরে উঠিয়া একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এইরূপ সুড়ঙ্গ বা রাজপথ এক কেন্দ্র হইতে ৭। ৮ টী ভিন্ন

ভিন্ন দিকে প্রসারিত আছে, কিন্তু তাহাদিগের কোনটীই উপরকার গ্যালারীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংযুক্ত নহে। এই জন্য ছুঁছোকে গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া প্রথমে দক্ষিণে বা বামে কতকটা ঘুরিতে হয়, পরে সে উপরকার গ্যালারিতে আসিয়া পৌঁছিতে পারে।

গাত্রলোমে সংঘর্ষিত হইয়া বাসগৃহের ও তাহার পথের প্রাচীর সকল মসৃণ, চিক্কণ ও দৃঢ় হয়, এত দৃঢ় হয় যে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইলেও তাহা ভগ্ন হয় না।

ছুছুন্দরীদিগের যে বাসগৃহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একা একা থাকিবার জন্য। সন্তান পালনের জন্য ইহাদিগের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। সচরাচর ইহাদিগের কেল্লা হইতে কিছু দূরে এই সন্তান পালনালয় নির্ম্মিত হয়, ইহা একটী বৃহৎ ঘর; শুষ্ক ঘাস, কোমল তৃণ নানাস্থান হইতে আহরণ করিয়া ইহা সজ্জিত করা হয়, তদুপরি ছুছুন্দরীশিশুরা সুখে শয়ান থাকে। দুই তিন পথ যেখানে মিলিয়াছে, সেই স্থানের নিকট এই গৃহ নির্ম্মিত হয়, কোন বিপদের আশঙ্কা হইলে মাতা সন্তানগণ সহ তৎক্ষণাৎ দূরতর স্থানে পলায়ন করিতে পারে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছুছুন্দরীদিগের স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ানুরাগ বর্দ্ধনের সময়। তখন দুটী পুরুষ ছুছুন্দরীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে আর রক্ষা থাকে না, উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধ সময়ে ইহাদিগের কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না, আঁচড়, কামড়, প্রহারে উভয়ে উভয়কে জর্জ্জরিত ও মৃতকল্প করিয়া ফেলে। গর্ত্তের মধ্যে সমরভূমি বদ্ধ থাকে না, ইহারা সময় সময় বাহিরে আসিয়া ঘোর রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক যুঝিতে থাকে, এই সময় অতি সহজে ইহাদিগকে ধৃত করা যায়। যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই ছুছুন্দরী রমণীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ্।

যে অদ্ভুত কৌশলে মানুষ দেখিতে দেখিতে দেশ দেশান্তরের খবর লইতেছে, যাহা ভাবিলে হৃদয় একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়, তাহা কি বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি? ইহার সকল কথা বুঝা ও বুঝান উভয়ই দুরূহ; অতএব আমরা সে প্রয়াস ত্যাগ করিয়া যে গুলি সার কথা, শুধু সেই গুলি পাঠিকাবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

রেলের রাস্তার ধারে বহুসংখ্যক তার এবং প্রত্যেক ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ ঘরে কতকটা ঘড়ির মত দেখিতে একটা

কল অনেকেই অবশ্য দেখিয়াছেন। টেলিগ্রাফের দ্বারা যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হয়, তাহা ইহাদেরই সাহায্যে। কিন্তু যে প্রাকৃতিক শক্তি বলে ইহাদের দ্বারা এই ব্যাপার সাধিত হয়, অগ্রে তাহা বুঝান উচিত। এই শক্তির নাম তড়িৎ। ইংরাজিতে ইহাকে ইলেকৃটিসিটি (Electricity) বলে। আমরা মেঘে বিদ্যুতের বিকাশ দেখিয়াছি। যে তড়িতের দ্বারা টেলিগ্রাফ্ চলিতেছে, তাহা ও বিদ্যুৎ একই সামগ্রী। প্রভেদ এই মাত্র যে টেলিগ্রাফের তড়িতে বিদ্যুতের মত আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে জগতের সকল পদার্থেতেই তড়িৎ গুপ্তভাবে বর্ত্তমান আছে। কৌশল অবলম্বন করিলে অনেক গুলি সামগ্রী হইতে ইহাকে প্রবাহিত করিতে পারা যায়। প্রবাহিত হইলে ইহার ক্রিয়া সকল স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। যে কৌশলের দ্বারা টেলিগ্রাফের জন্য তড়িৎ উৎপাদন করা হয়, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

ডাক্তারখানায় সল্‌ফিউরিক্ আসিড্ (Sulphuric acid) বা গন্ধক দ্রাবক নামক এক প্রকার ঔষধ বিক্রয় হয়। ইহার স্বাদ অত্যন্ত টক্। একটি কাচের পাত্রে জল ঢালিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু এই আসিড্ দাও, এবং এই আসিড্ মিশ্রিত জলে একটি দস্তার ও একটি তা পাত খাড়া করিয়া আন্দাজ অর্দ্ধে ডুবাইয়া রাখ, পরে এই দুইটি পাতের অগ্রভাগে একটা করিয়া লৌহনির্ম্মিত তার সংযুক্ত কর। যতক্ষণ আর দুটির অগ্রভাগ পরস্পরের সংস্পর্শে না আইসে, ততক্ষণ তড়িতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই মুখ একত্র করিবা মাত্র দস্তার পাত হইতে তড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইয়া জলের ভিতর দিয়া তামার পাতে আইসে, এবং তামার পাতের সহিত যে তার সংযুক্ত আছে, তাহার মধ্য দিয়া দস্তার সহিত সংযুক্ত তার দিয়া পুনরায় দস্তার ভিতরে প্রবেশ করে। দস্তা হইতে নির্গত হইয়া তড়িৎ প্রবাহ এইরূপে ঘুরিয়া পুনরায় দস্তার পাতের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তড়িতের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম যে, যে সামগ্রীতে ইহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ফিরিয়া আসিবার পথ না থাকিলে ইহা কখনই সে সামগ্রীকে ছাড়িয়া যাইবে না। এই কারণ বশতঃ যতক্ষণ তার দুটীর মুখ একত্র করা না হয়, ততক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ কখনই দস্তা হইতে নির্গত হয় না।

তড়িতের গতি কি ভয়ানক দ্রুত, তাহা আমরা সকলেই জানি। আমার কাছে যদি একটী টেলিগ্রাফের কল থাকে, এবং দিল্লির সহিত যদি তাহার যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমি পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে এখান হইতে দিল্লিতে খবর পাঠাইতে পারি।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তড়িৎ পত্রবাহক হইয়া এখান হইতে দিল্লিতে গিয়া পৌঁছিবে। তড়িৎ কিরূপে পত্রবাহকের কার্য্য সমাধা করে,তাহা এই বার বলিব। কিন্তু ইহা বুঝাইবার আগে আর একটী কথা বুঝান আবশ্যক। তাহা কি, নিম্নে বলিতেছি।

পাঠিকাবর্গ চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণী শক্তির কথা অবশ্য শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহার আর একটি অতি বিস্ময়কর গুণ আছে। যদি একখণ্ড চুম্বকের মধ্যস্থলে একটা সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, কিম্বা এমন করিয়া ইহার মধ্যস্থল আঁটিয়া রাখা যায় যে ইহা অনায়াসে চারিদিকে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে ইহাকে যে দিকে ফিরাইয়া দাও না কেন, ইহার একমুখ উত্তর ও অপর মুখ দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া থাকিবে। কিন্তু চুম্বকের এই বিস্ময়কর ধর্ম্মে তড়িতের প্রভাবে একটি অতি আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম ঘটে। যদি একটি চুম্বক শলাকার খুব নিকট দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম ভাবে অবস্থিত হইবে। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে। মনে কর তড়িৎ প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে শলাকার যে মুখটি উত্তর দিকে ছিল, তাহার নাম ক, এবং যে মুখটি দক্ষিণ দিকে ছিল তাহার নাম খ। পরে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হইলে শলাকা পূর্ব্ব পশ্চিম হইল, তখন ক পূর্ব্ব দিকে থাকিতে পারে, অথবা খ পূর্ব্বদিকে থাকিতে পারে। ক, খ এই দুইটীর যেটি পূর্ব্ব দিকে থাকুক না কেন, শলাকা পূর্ব্ব পশ্চিম হইল। প্রভেদ এই মাত্র যে ক পূর্ব্ব দিকে থাকিলে শলাকা বাম হইতে দক্ষিণ হস্তের দিকে ঘুরিবে, এবং পশ্চিম দিকে থাকিলে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ঘুরিবে। সুতরাং তড়িতের প্রভাবে চুম্বক শলাকা পূর্ব্ব পশ্চিম হইবার জন্য বাম হইতে দক্ষিণে ঘুরিতে পারে, অথবা দক্ষিণ হইতে বামে ঘুরিতে পারে। কোন্ দিকে ঘুরিবে, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং আমরা চুম্বক শলাকাকে তড়িতের দ্বারা বামে ঘুরাইতে পারি, অথবা ইচ্ছা করিলে দক্ষিণেও ঘুরাইতে পারি, এবং তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া চুম্বককে পুনরায় উত্তর দক্ষিণ করিতে পারি।

এখন মনে কর শলাকা একবার বামে ঘুরিলে ক হয়, একবার দক্ষিণে ঘুরিলে খ হয়, উপর্য্যুপরি একবার বামে একবার দক্ষিণে ঘুরিলে গ হয়, ইত্যাদি। এইরূপ সংকেতের দ্বারা বর্ণমালার সমুদয় অক্ষর গুলি, সুতরাং সকল কথাই, প্রকাশ করিতে পারা যায়। যদি দিল্লিতে চুম্বকের এইরূপ একটী কল বসাইয়া রাখি; এবং এখান হইতে তড়িৎ প্রবাহিত করিয়া দিল্লিস্থ চুম্বক শলাকাকে বাম হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে বামে ঘুরাইয়া দিই, তাহা হইলে আমি এখানে বসিয়া আমার

মনের সমুদয় ভাব দিল্লিতে ব্যক্ত করিতে পারি। তদ্রূপ দিল্লিস্থ ব্যক্তিও তাঁহার যাহা কিছু বলিবার আছে, তৎসমুদয় দিল্লিতে বসিয়াই আমাকে জানাইতে পারেন।

ভরসা করি উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা পাঠিকাবর্গ টেলিগ্রাফ্ সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন দেখা যাউক দুইটী স্থান (যথা কলিকাতা ও দিল্লি) টেলিগ্রাফের দ্বারা এক করিতে হইলে কি কি আবশ্যক।

প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ণিত কৌশলের দ্বারা তড়িৎ উৎপাদন করা চাই। কিন্তু এই তড়িৎপ্রবাহ দিল্লিতে না পৌঁছিলে কোন কাজ হইল না। এই জন্য তামার পাতের সহিত সংযুক্ত তারটীকে এমন একটী লৌহনির্ম্মিত শিকের সহিত যোগ করিয়া দাও, যাহা দিল্লি পর্য্যন্ত গিয়াছে। কারণ তড়িতের এই একটী বিশেষ ধর্ম্ম যে উহা লৌহ প্রভৃতি ধাতু পাইলে আর কোন দিকে না গিয়া শুধু সেই ধাতু অবলম্বন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু আমরা যে লৌহনির্ম্মিত শিকের কথা বলিতেছি, তাহা দিল্লিতে পৌঁছিলেই কি যথেষ্ট হইবে?—না, তাহা যথেষ্ট হইবে না। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যতক্ষণ ফিরিয়া আসিবার পথ না থাকে, ততক্ষণ তড়িৎ কিছুতেই দস্তা হইতে প্রবাহিত হইতে চাহে না। অতএব দিল্লি পর্য্যন্ত যে শিকটী গিয়াছে, তাহাকে দিল্লি হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দস্তার সহিত সংযুক্ত তারের সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে। ইহা করিবা মাত্র পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে দস্তা হইতে তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া লৌহ-নির্ম্মিত শিকে আসিয়া পৌঁছিবে, এবং নিমেষ মধ্যে তদ্দ্বারা দিল্লি পর্য্যন্ত বাহিত হইয়া পুনরায় সেই শিক ধরিয়া দস্তার ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিবে।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম কিরূপে কলিকাতায় তড়িৎ উৎপাদিত করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা দিল্লিতে প্রবাহিত করিতে পারা যায়। এখন মনে কর যে দিল্লিতে একটী চুম্বক শলাকা তড়িৎপ্রবাহক লৌহ শিকের সংস্পর্শে রাখা হইয়াছে। চুম্বক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পাঠিকা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে তড়িৎপ্রবাহ দিল্লিতে পৌঁছিবামাত্র শলাকাটী তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হয় বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ হস্তের দিকে ঘুরিবে, অথবা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ঘুরিবে। ইহা বলা হইয়াছে যে এই সংকেতের দ্বারা বর্ণমালার সমুদয় অক্ষরগুলি প্রকাশ করিতে পারা যায়। সুতরাং চুম্বক শলাকাটী যেন একটী কলম কিম্বা পেন্‌সিল এবং তড়িৎপ্রবাহ লেখকের হস্ত। আমরা হস্তের দ্বারা লেখনী চালনা করি; কিন্তু টেলিগ্রাফে মনুষ্য-হস্তকে এরূপ কোন কার্য্য করিতে হয় না। তড়িৎপ্রবাহ নিমেষের মধ্যে চুম্বকশলাকারূপী লেখনীর কাছে গিয়া

উপস্থিত হয়, এবং আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা শলাকাটীকে ঘুরাইয়া বলিয়া দেয়। এই প্রণালীতে টেলিগ্রাফ চলিতেছে। কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা শুধু সার কথা গুলি বলিয়াছি। পাঠিকা যেন এরূপ না ভাবেন যে এই প্রবন্ধে টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত বলিবার বা জানিবার আর কিছু নাই

ইংরাজ রমণীর শোভনগুণ।

পিয়েনো, তুলিকা, সখের শিল্প ও কাব্যোপন্যাস গ্রন্থ ছাড়া থাকিলে ইংরাজ রমণীর রমণীত্ব থাকে না অর্থাৎ ইংরাজ মহিলা পিয়েনো বাজাইতে, তুলিকা দিয়া চিত্রাঙ্কণ করিতে কিম্বা সখের জিনিষ তৈয়ার করিতে না পারিলে এবং প্রিয় ফরাসী গ্রন্থকার ও জর্ম্মণ কবিদিগের পুস্তক দ্বারা হস্ত রঞ্জিত না রাখিলে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে এমন দিন ছিল যে গান বাদ্যের চর্চ্চাকে লোকে অনাবশ্যক মনে করিত, কিন্তু ইহা এখন একটী জাতীয় আবশ্যক শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। চিত্র ও মূর্ত্তি গঠন কেবল যে নিস্তব্ধভাবে গৃহের মধ্যে সম্পন্ন হয় তাহা নহে, ইহা যত্ন পূর্ব্বক সাধারণের চক্ষের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক যদি উত্তমরূপে নৃত্য করিতে না পারেন, তিনি দশ জনের এক জন বলিয়া গণনীয় হন না ; সখের জিনিষ পরিষ্কার রূপে ও নৈপুণ্য সহকারে প্রস্তুত করিতে পারা স্ত্রী-শোভন একটী অত্যাবশ্যক গুণ।

ইংরেজ জাতি বাক্যপ্রিয় নয়, স্বভাবতঃ নীরব থাকিতে ভাল বাসে। ইংরাজ কামিনীগণ এ বিষয়ে আরও প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বাক্‌পটুতা অধিক হইলে তাহা অকাল মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সকল ইংরাজ রমণী কথোপকথন ও বাগ-বিন্যাসে লোকের চিত্ত মোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্যই নাকি অকালে মরিয়া গিয়াছেন, সমাজে তাঁহাদিগের স্থান অপূর্ণ রহিয়াছে। লেডী মর্গান ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংরাজদিগের মধ্যে বাগ্মীদিগের তাদৃশ আদর নাই। লর্ড সভা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কোন কালে ইহার উৎসাহদাতা নহেন। কমন্স বা সাধারণ সভাতেই ইংরাজের যাহা কিছু "গলাবাজী" হয়। ইংরাজদিগের সংস্কার, বাগ্মিতা দ্বারা কার্য্যের ব্যাঘাত

ঘটিয়া থাকে। যাহাহউক মনুষ্যের স্বভাব এই কথাবার্ত্তা ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইংরাজ রমণীরা বাগ্‌যন্ত্রের পরিবর্ত্তে বাদ্যযন্ত্র চালনা করিয়া আপনাদিগের অভাব পূরণ ও তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

একজন ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কথোপকথন অপেক্ষা বাজনার গুণ অনেক বিষয়ে অধিক। কথোপকথনে ধাতু রুক্ষ করিয়া দেয়, বাজনাতে ধাতু ঠাণ্ডা করে; কথোপকথনে উত্তর প্রত্যুত্তর চাই, বাজনাতে তাহার প্রয়োজন নাই; কথোপকথনে নির্ব্বোধ লোকের পদে পদে বিপদ—কি বলিতে কি বলিবে! কথার দোষে অনেক সময় বন্ধু শত্রু হইয়া যায়! গান বাদ্যে সে বিপদের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজেরা এই জন্য গান বাদ্যকে আমোদের প্রধান উপায় জ্ঞান করেন এবং বাটীতে নিমন্ত্রণ ও ভোজে প্রধানতঃ ইহার দ্বারা আপনাদিগের ও অতিথিগণের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

গান বাদ্যে তাঁহারা আরও অনেক উপকার দেখিতে পান। পিতা বা স্বামী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, কন্যা বা ভার্য্যা কোমল অঙ্গুলিতে বাদ্য যন্ত্র চালনা বা কোমল কণ্ঠে সঙ্গীত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় ক্লান্তি দূর করিয়া থাকেন। অনেক ভাই গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র আমোদ সম্ভোগের জন্য বেড়াইয়া থাকে, ভগিনী বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় তাহাকে গৃহের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গান বাদ্যের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি অতিক্রম করা মনুষ্যের অসাধ্য।

যেখানে দশ জন একত্র হন, সেখানে পিয়েনো বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। বীণার (harp) চলন কিছু দিন হইল সভ্য সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা প্রবর্ত্তনও ইহার আর একটী কারণ। বীণাযন্ত্র বাদনে মেরুদণ্ড বা পিঠের শিরদাঁড়া বক্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পিয়েনো বাজাইতে হইলে এক সময়ে দুই হস্ত সঞ্চালন করিতে এবং ঋজুভাবে বসিতে হয়, তাহাতে উপরি-উক্ত অঙ্গ বিকৃতির প্রতীকার হইতে পারে। কখনও কখনও বাদ্য-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দুই ভগিনী বা শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী একত্রে পিয়েনো ও বীণার 'ডুয়েট' নামক বাজনা বাজাইয়া থাকেন, বিশেষতঃ সম্মিলন-গৃহ বৃহৎ হইলে এইরূপে তানলয় দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে শ্রোতৃগণের চিত্তরঞ্জন করা হয়। ইটালীয়েরা বাদন বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু, ইংরাজেরা অনেক সময় তাঁহাদেরই বাঁধা সুরে বাজাইয়া তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। বীণা বাজাইতে হইলে তাহার সঙ্গে উপযুক্ত ভাবভঙ্গী আবশ্যক, নতুবা তাহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় না।

গীতার(guitar)যন্ত্র মধ্যে মধ্যে বাজিলে শব্দবৈচিত্র একটু অধিক আনন্দকর হয়, কিন্তু ইহা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের হস্তেই অধিক শোভা পায়। ইহা এক ঘেয়ে এবং শীঘ্র শ্রবণক্লান্তি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র যন্ত্র, সুতরাং যখন ইচ্ছা যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যায়, পিয়েনো না মিলিলে ইহা তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে।

লীলাময়ী।

(২৩৮ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর)

কহে লীলাময়ী "বীর চূড়ামণি!
বীর ব্রতে তব আত্ম বিসর্জ্জন;
স্মরি তব গুণ দিবস রজনী,
তব যশ গাথা করিব কীর্ত্তন।

২

ভীত যাহে গ্রীক অগণ্য সন্তান,
সে ভয়ে তোমার সিহরেনা কেশ;
অনন্ত ভীরুতা হয়ে হতমান,
বিদলিত পদতলে অবশেষ।

৩

অতুল সাহস দিয়েছে মন্ত্রণা,
অবলার অশ্রু কি করিবে তার?
মূঢ় আমি, সুখে সহিব যন্ত্রণা,
চিরকীর্ত্তি তব ঘোষিবে সংসার।

৪

সত্য বটে করি অসাধ্য সাধন,
রচিলা ভুবনে অক্ষয় কীরতি;
কিন্তু নাথ অই স্থির-বীর মন,
কোমলতাময় দয়ার মূরতি।

৫

সুখে থাক তুমি কাঁদিব না আর;
যাঁর কৃপা বলে দিলে দরশন,
সেই মহাশক্তি বীরত্ব আধার,
সদয় তোমায় অনাথশরণ।

৬

হও চির সুখী অক্ষয় সুন্দর,
লভগে স্বরগে অনন্ত জীবন;
জ্যোতির্ম্ময় কেশ, রক্তিম অধর,
অমানুষী রূপ প্রিয়দরশন।
বীরের বীরত্ব লভিবে বিজয়,
সুধীর নিশ্বাস দেয় পরিচয়।

৭

আহা কি সুন্দর ও মুখের হাসি,
কি সুন্দর মরি অলৌকিক ছায়া;
দেখাইব কারে হেন রূপ রাশি,
বুঝাইব কারে এ মায়ার মায়া!

৮

বুঝে না প্রকৃতি স্বর্গের মহিমা,
বুঝে না এ মায়া নশ্বর জীবন;
এস এস মম হৃদয়-প্রতিমা,
রেখেছি যতনে সুন্দর আসন;—

৯

যাহে শুভ ক্ষণে মিলিনু দুজনে,
মিলিতে আবার মনে সাধ কত;
হাসিটী মাখিয়া ও বীর বদনে,
দেও আলিঙ্গন জনমের মত।"

১০
কহে বীরবর মানুষিক ভাষে,
"এল ঘোর নিশি—ঘনঘটা জাল ;
অই দেবদ্যুতি বোষিছে আকাশে,
প্রহরেক গতে ভাঙ্গিবে কপাল।
১১
সংসারের লীলা হইয়াছে শেষ ;
প্রকৃতির সনে লয়েছি বিদায় ;
পৃথিবীর সুখে নাই ভোগ লেশ,
এ ছায়া কেবল দেবের মায়ায়।
১২
পুড়িয়াছে সব জীবনের সনে,
কেমনে লইব প্রেম-নিমন্ত্রণ ;
অতি তুচ্ছ উহা দেবের নয়নে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যথা জলে নিবারণ।
১৩
নাহি দুখ তাহে, পতিপ্রাণা সতি,
চিত্ত সংযমন শিখিও লো ধনি ;
অবলা সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মুরতি,
নারীর সতীত্ব ফণিনীর মণি।
১৪
পরম পবিত্র প্রেমের মহিমা ;
মরতে অতুল অমর প্রসাদ ;
রমণী প্রকৃতি স্বর্গীয় প্রতিমা,
মনের বিকৃতি সাধে তাহে বাদ।
১৫
কেন শোক প্রিয়ে ! কেন অশ্রুজল
তিলেকের দেখা, তিলেকেই শেষ ;
দেবতা তোমার সাধিবে মঙ্গল,
অসার সংসারে সার পরমেশ।"

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩টী বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছেন। উত্তীর্ণাদিগের মধ্যে মেরী বার্ণার্ড হইতে এডিথ জুলিয়া টেণ পর্য্যন্ত সকলগুলির নাম দেখিয়া ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয়। বোম্বাইয়ের দেশীয় রমণীগণ কি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা দিতে লজ্জিত না অনিচ্ছু ?

২। সঞ্জীবনী বলেন "আমেরিকার মহিলাগণ কলিকাতা ও তাহার সন্নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কে তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ না দিবে ? ইহাদের অধীনে ২০টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ১১৬৭ বালিকা পাঠ করে। বিগত শনিবার পুরস্কার বিতরন উপলক্ষে এই সকল বিদ্যালয়ের ৮৯৭টী বালিকা উপস্থিত ছিল। মেঃ মেকেঞ্জী পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি বলেন ১৮৬১—৬২ সনে গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শনে ১৫টী বালিকাবিদ্যালয় ও ৫৩০টী ছাত্রী ছিল, ১৮৮২-৮৩ সনে ১৩৯৩ বিদ্যালয় ও ৫৮৬০০ বালিকা পাঠ করিতেছে। এই ২২ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া কাহার না প্রাণে আনন্দ হয় ?"

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোন একটী অতি সাধারণ পল্লিতে পাঠশালা পরিদর্শনার্থ পরিদর্শক গমন করেন। তিনি যে একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থ ভবনে পাঠশালা হইয়া থাকে,তথায় গমন করিলেন। কিন্তু বাহির বাটীর পাঠশালাগৃহ শূন্য—ছাত্র বা শিক্ষক কেহই নাই; অন্তঃপুরে ছেলেদের কোলাহল শুনা যাইতেছে। পরিদর্শক একটী বালককে ডাকিলেন। বালক বিস্মিতভাবে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ছেলেদের পাঠশালা কোথায়? বালক সরল ভাবে পরিদর্শককে বলিল, আমাদের শিক্ষক নাই, অনেক দিন যাবৎ এই বাড়ীর অমুকের মা আমাদিগকে পড়াইতেছেন; বাড়ীর মধ্যে আমাদের পাঠশালা, আপনি দাঁড়ান, আমি এখনই খবর দিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।

পরিদর্শক আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই দরিদ্র হিন্দু অশিক্ষিত গৃহস্থ ভবনে এমন রমণী কে যে বালকগণকে 'ইণ্টার-মিডিয়েট' ছাত্রবৃত্তির পড়া পড়াইতে সমর্থ? কিছুক্ষণ পরে বালক ফিরিয়া আসিল এবং পরম সমাদরে পরিদর্শককে অন্তঃপুরস্থ পাঠশালায় লইয়া গেল। তিনি দেখিলেন ৩০.৩৫ জন ছাত্র ও ৫।৬টী ছাত্রী একখানি ক্ষুদ্র গৃহে মাদুর পাতিয়া আপন আপন পড়া পড়িতেছে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কেহই ঘরে নাই। পরিদর্শক দেখিলেন নীতি ও ভদ্রতা বিষয়ে ছাত্রগুলি অতি উত্তম, পড়াতেও বেশ ভাল, মেয়ে কয়টীও অতি শান্তশীলা ও ছেলেদের তুল্য শিক্ষিত। তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং রিপোর্ট ইত্যাদি আবশ্যক কাগজ পত্র শিক্ষয়িত্রীর নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন, আর একবার শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি অতি লজ্জাশীলা হিন্দুরমণী, একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট সাহস করিয়া আসিতে পারিলেন না, অন্য গৃহ হইতেই তাঁহার স্বহস্তলিখিত বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কাগজাদি একটী বালিকার দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন।

পরিদর্শক দেখিলেন তাহা পাঠশালার গুরু মহাশয়দের অপেক্ষা অনেক উত্তম ও পরিষ্কাররূপে লেখা ও সমস্ত বিষয় খুব সহজে বুঝা যায়।

তিনি যখন বালিকার নিকট কাগজপত্র দেন, তখন না কি পরিদর্শক তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন—বৃহৎ ঘোমটা আবৃত বদন, মোটা রাঙ্গাপেড়ে সাটী ও হাতে শাঁখা পরা একটী গৃহস্থবধূ; গৃহকার্য্য, নিজ নিজ সন্তানগণের লালন পালন ও এই একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত পাঠশালার কাজ নিজে চালাইতেছেন।

তাঁহার স্বামী একজন ভদ্রলোক, সে কথা বলা বাহুল্য, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সুরুচিসম্পন্ন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য পাঠশালার ছাত্রগণ যেরূপ দুষ্ট, পরিদর্শক স্কুলে থাকিলেও তাহারা যেরূপ কোলাহল আরম্ভ করে, পণ্ডিত মহাশয় হৈ হৈ করিয়াও তাহাদিগকে ক্ষণমাত্র চুপ করাইয়া রাখিতে পারেন না; এই স্কুলে তাহা নয়, ধীর শান্ত ভাবে যে যাহার কাজ করিতেছে। গত বৎসরে সাহায্যবিহীন পাঠশালার পরীক্ষায় এই সামান্য অশিক্ষিত পল্লী হইতে ৭।৮টী বালিকা পরীক্ষা দেয়। বালকগণ অপেক্ষা তাহারা শিক্ষাবিষয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে, চরিত্র বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।

ব্যঞ্জন চাকার মত নানা প্রকার পুস্তকের স্বাদ গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীগণ যদি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিতা হন এবং বিলাসিতা ও বিবিয়ানার ধার না ধারিয়া চলেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা সংসারের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যদি নম্রতা, পরোপকারপরায়ণতা ইত্যাদি গুণ না জন্মিয়া কেবল আত্মসুখেচ্ছা প্রবল হয়, আলস্য বৃদ্ধি হয়, বিলাসিতা বৃদ্ধি হইয়া স্বামী ও পিতৃপিতামহের রক্ত শোষণ আরম্ভ হয়, আর নাটক নবেল পড়িয়া সময় কাটান হয়, তবে স্পষ্ট বাক্যে বলিব যে স্ত্রীলোক যেন ইহ জন্মে ক-বর্ণও চক্ষে না দেখে। আর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের যুবকগণ যেরূপ অনেকেই ধর্ম্মশূন্য হইয়া দাঁড়াইতেছেন, রমণীগণও যদি সেরূপ হইয়া উঠেন, তবে আর অধঃপতনের বড় দেরি নাই। ধর্ম্ম প্রত্যেক নর নারীর প্রধান সাধন হওয়া উচিত, ধর্ম্ম দয়া লজ্জা সাধুতা বিনয় বিবর্জ্জিত হইয়া যদি কোন যুবক বা যুবতী পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়েন, তথাপি আমরা তাঁহার আদর করিতে প্রস্তুত নহি। যে দেশের রমণীগণ ধর্ম্মের জন্য কোন্ কষ্ট অম্লান বদনে না সহিয়াছেন, সে দেশ দুর্দ্দৈববশতঃ যদি ধর্ম্মছাড়া কন্যা প্রসব করে, তবে সেই হতভাগিনী যেন দড়ি কলসীর সহায়তায় পাপজীবন পরিত্যাগ করে।

শ্রী সা—

সরমার প্রতি সীতা।*

সরমে মরমে মরি কি কব মনের কথা।
রাক্ষসের উপদ্রবে সহি দুর্ব্বিষহ ব্যথা॥

পামর ঘৃণিত অতি,　　　কটু কহে মম প্রতি,
শুনিয়া সভয় মতি মুখে না নিঃসরে কথা।
শার্দ্দূলে কুরঙ্গী হেরি ভয়াকুলা হয় যথা ॥
রামচন্দ্র মম পতি,　　　বলবীর্য্যবান্ অতি,
তাঁর কাছে এ অরাতি অগ্রসর না হইল।
ছলনে তপস্বীরূপে অবলারে ভুলাইল ॥
আগে যদি জানিতাম,　　　রাক্ষসের এ ভণ্ডাম,
তবে কি দিতাম ভিক্ষা গণ্ডী রেখা ছাড়ি হায়!
লক্ষ্মণে কি কটু বলি, দিতাম কভু বিদায়!
বাক্যে নহে নিঃসারিত,　　　লিখনে না সঞ্চারিত,
হৃদয় বেদনা যত জানেন জগত স্বামী।
বিদরিল মম হৃদি, বলিতে না পারি আমি ॥
বালক বয়সে যিনি,　　　যত রাজগণে জিনি,
পিতার সুদৃঢ় পণ অকাতরে পূরিলেন।
শিবধনু ভঙ্গ করি অভাগীরে আনিলেন ॥
তাঁর প্রণয়িনী হয়ে,　　　রক্ষ জালে বদ্ধ রয়ে,
পামরের বাক্য বাণে দিবানিশি জ্বলে প্রাণ,
কেশে ধরি করিয়াছে কতরূপে অপমান।
অধমের চেড়ীগণ,　　　করে সদা নির্যাতন,
রাজার নন্দিনী হয়ে সহি দাসীর প্রহার।
রঘুবর বিচ্ছেদেতে করে প্রাণ হাহাকার ॥
বাঁচাইতে অধীনীরে,　　　অগম্য এ লঙ্কাপুরে,
গাছ পাথরেতে বাঁধি অলংঘ্য সাগর,
এসেছেন প্রভু, সঙ্গে অসংখ্য বানর।
রামচন্দ্র বিনা যদি,　　　সীতার কোমল হৃদি,
নাহি জানে অন্য জনে, ভ্রমেতেও কদাচন?
নিরবধি ধ্যাই যদি তাঁর সেই শ্রীচরণ ॥
তবে এ সতীর শাপে,　　　মজিবে আপন পাপে,
ঘৃণিতের পাপ বংশে কেহ না রহিবে আর।
পুড়িয়া সোণার লঙ্কা হইবেক ছার খার।
আমার বিশ্বাস স্থির,　　　ধর্ম্মেতে মানব বীর,

ধর্ম্ম বলে সবে জয়ী সর্ব্ব শাস্ত্রের বিহিত।
পাষণ্ডের দম্ভ চূর্ণ দেখ হইবে নিশ্চিত॥

রামচন্দ্র মম স্বামী, ভাল তাঁরে জানি আমি,
ধার্ম্মিকপ্রবর কান্ত, সাতিশয় বীর্য্যবান।
দেবর লক্ষ্মণ বীর সেই ভ্রাতার সমান॥

কবে হতদর্প লঙ্কা হবে, মম যাবে শঙ্কা,
হবে কি! এ অভাগীর প্রিয়তম সম্মিলন!
সুখের তপন হৃদে, উদিবেন কি কখন॥

এ ঘোর অরাতি পুরে, রাখিয়াছ কৃপা করে,
প্রিয়তমে, প্রাণপ্রিয়ে মম জীবনদায়িনী!
নিয়ত থাকিবে, বাঁধা তব গুণে এ অধীনী॥

তোমারি প্রবোধে মন, করে অশ্রু সম্বরণ,
ধরি ধৈর্য্য সহচরী! সদা তব কথা শুনে।
চিরদিন তরে বদ্ধ রহিলাম তব গুণে॥

তব ঋণে হতে মুক্ত, নহেগো অধীনী শক্ত,
জীবন আসক্ত মম, সুমধুর আলাপনে,
ধন্য বিধি মিলালেন তোমা হেন প্রিয় জনে।

বিভীষণ মিত্রবর, শ্রীরামের ধরি কর,
করেছেন মৈত্রী যবে শপথ প্রতিজ্ঞা করি।
বুঝিয়াছি সেই দিনে; দুঃখ নাশিবেন হরি॥

চাতকী কাতর যথা, তৃষায় পাইয়ে ব্যথা,
পলকেতে বোধ হয় যথা প্রলয়ের মত।
তেমতি প্রলয়ে দহে, সদা অভাগীর চিত॥

আত্মনাশে মহাপাপ, তাই সই মনস্তাপ,
নতুবা এ পোড়া প্রাণ! থাকিতনা দেহে আর।
এই অগ্নি শিখা আর জ্বলিতনা বার বার॥

কবে এ যাতনা মম, হবে ভগ্নি! উপশম,
প্রজ্বলিত শত শিখা কবে হইবে নির্ব্বাণ।
জুড়াইবে কত দিনে তাপিত এ দেহ প্রাণ॥

শ্রীমতী নগেন্দ্র মোহিনী দে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪১ সংখ্যা | মাঘ ১২৯১—ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতেও নিষ্কাম ধর্ম্মার্থী লোক আছেন। বড়দিনের সময় গরিব বালক বালিকাদিগের মধ্যে বিতরণার্থ কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি টুথ নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের নিকট ৮০ হাজার নূতন পেনী পাঠাইয়া দেন। এরূপ দানে বিশেষ আনন্দ ও পুণ্য আছে।

মাদাগাস্কারের মহারাণী রাণা ভেলোনা তাঁহার প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া আর একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। নবনির্ম্মিত এক বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া এক হস্তে বাইবেল ও অপর হস্তে মুকুট ধারণ পূর্ব্বক সমবেত ২ লক্ষ লোকের সমক্ষে ফরাসী আক্রমণের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

"সৈন্যগণ! ফরাসী আক্রমণের প্রারম্ভ হইতে যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি দুইবার ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়াছি এবং আমার রাজত্ব ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত না করিয়া বিপক্ষগণের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিয়াছি, কেননা তোমাদিগের রক্তপাত হয়, ইহা আমার প্রাণের পক্ষে বড় ক্লেশকর। কিন্তু ফরাসীরা দ্বীপের তৃতীয়াংশ, ৬ লক্ষ ডলার মুদ্রা এবং বিদেশীয়দিগের সকল ক্ষতির পূরণের দাবী করিয়াছে। ক্ষতিপূরণ কেন দিব? তাহারাই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগেরই দোষে। তাহাদিগের আচরণের সমুদায় কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা তাহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছ, এ বিষয়ে আমি তোমা-দিগের সহিত একমত। এ পর্য্যন্ত আমি

রাজ-কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহার অন্যথাচরণ করিব না। আমি যদিও স্ত্রীলোক, কিন্তু আমার হৃদয় পুরুষের, আমি এখনি দেশবৈরী দস্যুদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে চালনা করিতে ও তোমাদিগের অগ্রণী হইয়া সেনাপতিত্ব করিতে প্রস্তুত। আমাদিগের মধ্যে এখন ফরাসীরা নাই, অন্য বৈদেশিকদিগের সঙ্গে আমাদিগের বন্ধুত্ব আছে, অতএব তাহাদিগের শরীর বা সম্পত্তির উপরে কেহ হস্তক্ষেপ না কর, সে বিষয়ে প্রত্যেকে সাবধান থাকিবে।

প্রজাগণ, আমাদিগের শক্তি ও সংখ্যা যত অধিক হউক, ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন সকল চেষ্টা বিফল; অতএব সর্ব্বদা তাঁহার সাহায্য যেন প্রার্থনা করি। সৈন্যগণ, আমার শেষ কথা এই, যুদ্ধে যদিও মৃত হই, তথাপি ন্যায়পক্ষে যুদ্ধ করিতে যেন কখনও সঙ্কুচিত না হই। আমাদের নাম ও খ্যাতি চিরস্থায়ী হইবে। আমাদিগের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর।"

রাজকুমার ডিউক অব কনট সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। আগামী ৩রা এপ্রেল ইহাঁরা বোম্বাই হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। রাজপুত্র ও রাজবধূর ভারতদর্শন ইহার কল্যাণের কারণ হউক।

আগামী প্রবেশিকা, প্রথম আর্টস ও বি এ পরীক্ষা ১৩ই এপ্রেল আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার্থীদিগকে আগামী ২রা মার্চ্চের মধ্যে ফি জমা করিতে হইবে।

মান্দ্রাজে বিধবাবিবাহ আলোচনার্থ যে কথোপকথন সভা চলিতেছিল, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের জন্য ইহাঁরা বিশেষ যত্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, একটী কার্য্য-করী কমিটি বা সমিতিও সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি বিলাত হইতে যেরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ উপযুক্ত পদ দিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর সম্মাননা করিয়াছেন।

গত মাসের মধ্যে বিক্রমপুর, যশোহর ও ময়মনসিংহ সম্মিলনীর সাংবৎসরিক উৎসব ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যত্র ইহাদের কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ব্রাহ্মদিগের এবারকার মাঘোৎসব বড় আনন্দের দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছে। সকল দলের ব্রাহ্ম উৎসব ক্ষেত্রে একত্র হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটী কলেজে যে সভা হয়, তাহাতে ইহার প্রথম ও পূর্ণ ছবি দেখা যায়, পরে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাটীতে ও অন্যান্য স্থলেও ইহা লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মগণ প্রেমের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলে তাঁহারা এক মহাশক্তি

হইয়া দাঁড়াইতে পারেন এবং তাহাতে কেবল তাঁহাদিগের মঙ্গল নয়, তাঁহাদিগের উপর ভারতের যে আশা, তাহা পূর্ণ হইয়া দেশবাসীদিগেরও অশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বঙ্গমহিলা ও ব্রাহ্মিকা সমাজের যে উৎসব হয়, তাহার বিবরণ স্বতন্ত্র স্থলে প্রকাশিত হইল। গত ১৩ই মাঘ রাত্রে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় যখন প্রচারক পদে অভিষিক্ত হন, তখন একটী আশ্চর্য্য আনন্দকর ঘটনা হয়। তাঁহার অভিষেক হইয়া গেলে পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী হৃদয়স্ফূর্ত্ত্য সরল ও মধুর ভাষায় একটী প্রার্থনা করিয়া উপাসকদিগকে বিমোহিত করেন। তাঁহার স্বামী ঈশ্বরের জন্য জীবন উৎসর্গ করায় তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনকেও সেই কার্য্যের সহিত গাঁথিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ চান। তাঁহার একটী কথা সকলের হৃদয়কে বিশেষরূপে স্পর্শ করিয়াছিল "আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম একটা ফকিরের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, না খাইতে পাই, না পরিতে পাই, এখন দেখিতেছি আমার স্বামী রাজরাজেশ্বরের পুত্র, আমি তাঁহার পত্নী হইয়া রাজবধূ হইয়াছি। আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কে?" স্বামী সাধুকার্য্যে জীবন দানে অগ্রসর হইবার জন্য সংসারের উন্নতি ও সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিলে এদেশীয় স্ত্রীগণ যদি এইরূপ উৎসাহ দান ও সহায়তা বিধান করেন, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য ভারতের ক্লেশের দিন অতি শীঘ্র অবসান হইয়া যায়।

প্রতিভা।

সুবর্ণপুর গ্রামের এক প্রান্তে এক খানা সামান্য কুটীর। কুটীরে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ও তাঁহার একটি মেয়ে বাস করিতেন। একদিন ইহাদের ধন ছিল, মান ছিল, সহায় ছিল, সম্পত্তি ছিল; আজি তাহা নাই। যমের অত্যাচারে, সময়ের গতিতে, অদৃষ্টক্রমে তাহা দরিদ্রাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরম সুন্দরী শ্বেতাঙ্গী বালিকাটির নাম প্রতিভা। দরিদ্রতার উৎপীড়নকালে বিধবা মার একমাত্র প্রবোধকুসুম প্রতিভাকে দেখিয়া মা সকল দুঃখ ভুলিতেন।

কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র বাগান। সে বাগানে জাতি ফুটিত না, যুঁই ফুটিত না, জেসমিন ফুটিত না, ভায়লেট ফুটিত না; ফুটিত কেবল কয়েকটী গোলাপ গাছে গোলাপ, আর মালতী

গাছে মালতী। আর কি ফুটিত? আর ফুটিত প্রতিভা। প্রকৃতির চারুকুসুম প্রতিভা ফুটিয়া এই সামান্য কাননে নন্দন কাননের শোভা বিস্তার করিত।

সে বাগানে ঝাউ গাছ নাই, পাতা-বাহার নাই, ফুলের টব নাই; যাহা আছে, তাহাতে হয় ত পাঠিকাদিগের মনোরঞ্জন হইবে না। পৃথিবীতে যদি কেহ আমার ন্যায় উদরশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত থাকেন, মাথার দিব্য দিয়া বলিতে পারি, এ বাগান দেখিলে তাঁহার প্রাণ শীতল হইবে। আহা! চাহিয়া দেখ কত আতা, কত পেয়ারা রূপা ও সোণার বর্ণে শোভা পাইতেছে!!।

সূর্য্যোত্তাপ-বিরহিত সন্ধ্যা সময়ে প্রিয়তমার করপল্লব ধরিয়া বেড়াইবার জন্য সে বাগান নয়। কুসুমসুগন্ধবাহী সমীরণ অঙ্গে মাখিয়া ভাবুকের মন প্রাণ শীতল করিবার জন্য সে বাগান নয়। বিলাস সামগ্রী সে বাগানে কিছুই নাই। সে বাগানে কোথাও হরিতবর্ণ বেগুন গাছে রাশি রাশি বেগুন ঝুলিয়া আছে; কোথাও লাউ, কুমড়া, শশা, কাঁকুড় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া আছে। কোথাও বা দরিদ্রের জীবনসম্বল শ্যামল শাকসমূহ ভূমির অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে। বাগানটি নানাবিধ তরকারী গাছে পরিপূর্ণ। প্রতিভার মা বড় গরিব। তিনি পারিবারিক অভাব মোচনার্থে, স্বহস্তে, অতি যত্নে এ সমস্ত তরকারী গাছ রোপণ করিয়াছেন। এ বাগান দরিদ্রের অভাব পূর্ণ করে। এ বাগান দেখিলে সঙ্গতিশূন্য দরিদ্রের প্রাণ শীতল হয়। ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনী এ বাগানের শোভা সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে?

তবে বাগানের ঐ কোণে ঐ গোলাপ গাছ কেন? ঐ কোণে ঐ মালতী গাছ কেন?

প্রতিভার মা গরিব। বালিকা প্রতিভা কি বুঝিতে পারে সে গরিব? দরিদ্রতার উৎপীড়নে ত বালিকাকে বিন্দুমাত্রও উৎপীড়িত করিতে পারিত না। মার নিকট থাকিয়া, মার কোলে বসিয়া, মাকে গান শুনাইয়া, প্রতিভা বড় সুখী। মার সঙ্গে বাগান হইতে তরকারী তুলিয়া শাক তুলিয়া সে বড় সুখী। সে মনে করে, পৃথিবীতে সকলেই শাক তুলে, সকলেই বেগুণ তুলে, সকলেই সুখী। মাহীগঞ্জের পাল চৌধুরী, কালিকাপুরের কাজি বংশ, পিরলীর ঘোষেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কখন যে সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই, বালিকা প্রতিভা মার নিকট কুটীরে থাকিয়া ফলমূল কুড়াইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ ভোগ করিত। তবে হে পাঠিকা! সুখী সরল বালিকা আপনার বাগানে ফুলগাছ রোপণ করিয়াছে বলিয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই, তোমা-দেরও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

বালিকা নিজ-রোপিত ফুল গাছ গুলিকে বেশ যত্ন করিত। তাহার গোলাপ গাছে প্রতিদিন অনেক গোলাপ

ফুটিত, মালতী গাছে অনেক মালতী ফুটিত।

প্রতিভার মার হৃদয় খানি বড় সুন্দর। সোণার প্রতিমা প্রতিভা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে তাহা সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইল। বাল্যকাল হইতেই মার সুন্দর হৃদয় খানি প্রতিভার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল।

বাগানের ফলমূল তুলিয়া উঁহারা আপনাদের যাহা আবশ্যক রাখিতেন। অবশিষ্টাংশ সাজী ভরিয়া প্রতিভা প্রতি দিন প্রতিবেশীদিগকে দান করিয়া আসিত। পাঠিকা, তোমাদের গ্রামের কান্ত মজুমদার যে সুখ্যাতিলাভের আশায় প্রতিদিন শত শত ব্রাহ্মণ ভাট ও ভিখারীকে অর্থ বিতরণ করেন বা প্রেমচাঁদ সাহা যে ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্কটলণ্ডের সিনেটহলনির্ম্মাণার্থে লক্ষ টাকা এক কালীন দান করিয়া মহারাজ ও এন, ও, পি, কিউ, আর (N.O.P.Q,R.) প্রভৃতি রাশি রাশি অক্ষরোপাধি লাভ করিলেন, প্রতিভার মার অন্তরে স্বপ্নেও সে ইচ্ছা স্থান পায় নাই; বালিকা প্রতিভাও সে ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবেশীদিগকে আপনাদের উদ্যানজাত ফলমূল দান করিত না। মা জানিতেন তাঁহার উদ্বৃত্ত দ্রব্যে প্রতিবাসীর অধিকার, তাই তাহা তাহাদের জন্য পাঠাইতেন, আর মা বলিয়া দিতেন, তাই বালিকা সাজী ভরিয়া ক্ষুদ্র হস্তে এই ক্ষুদ্র দান করিয়া বড় সুখ অনুভব করিত। (ক্রমশঃ)

অষ্ট যক্ষ জাতি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অষ্ট যক্ষ (Ostjaks) জাতির লোক সংখ্যা মোটে ২৫,০০০ মাত্র। স্কটলণ্ডের হাইলাণ্ডারদিগের মত তাহারা নানা বংশে বিভক্ত, প্রত্যেক বংশ অনেক গুলি পরিবারে সংগঠিত। ইহারা যত দূরসম্পর্কীয় হউক, আপনাদিগকে এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন মনে করে এবং পরস্পরে পরস্পকে প্রাণপণে সাহায্য করে। এক বংশীয় লোকে মৎস্য ধরিতে গিয়া তাহাদের এক জন যদি অধিক ধরিতে সমর্থ হয়, সে অপর অষ্টযক্ষদিগের সহিত সমান ভাগ করিয়া লয়, অপরে মনে করে তাহাদের এরূপ প্রাপ্তির অধিকার আছে। বিবাদ হইলে ষ্টার্টিন বা বংশের জ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি তাহার মীমাংসা করেন। তাঁহার মীমাংসা সন্তোষকর না হইলে স্নাজাব নিকট অভিযোগ অর্পিত হয়। জাতির মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্যব্যক্তিদিগকে রুসিয়েশ্বরী ২য় ক্যাথেরিণ রাজোপাধিতে

ভূষিত করেন। আমাদিগের দেশের রাজাদিগের ন্যায় এই রাজারা রাজ-পুরুষদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। তাহারা রুসীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের আজ্ঞাধীন। বেরিসব ও অবডরস্ক নগরে যখন মেলা হয়, তখন ষ্টার্টিনদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজাদিগকে তথায় হাজির থাকিতে হয়। ঐ সময়ে অষ্টযক্ষেরা রুসীয় সম্রাটের প্রাপ্য করস্বরূপ পশম প্রভৃতি আনিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ বা গুণের কোন তারতম্য হইলে রাজারা তজ্জন্য দায়ী হন। রাজাদিগের পরিচ্ছদ আহার প্রভৃতি অন্যান্য অষ্টযক্ষের ন্যায়, মাছ ধরিয়া বা মৃগয়া করিয়া উহাদিগকেও জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহাদিগের কেবল সম্মানটা অধিক। রাজপদ পুরুষ উত্তরাধিকারীরাই প্রাপ্ত হয়, পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকিলে নিকটসম্পর্কীয় পুরুষ কুটুম্ব তাহা লাভ করিয়া থাকে। পরিব্রাজক কাষ্ট্রেণ এক অষ্টযক্ষ রাজপরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি দেখেন রাজা এক ছিন্ন জ্যাকেট পরিয়া আছেন, রাজ-মহিষীর একটী সামান্য কামিজ ভিন্ন অন্য পোষাক নাই। পর্য্যটকের সঙ্গে এক বোতল মদ ছিল, তাহা রাজাকে উপহার দিলে তিনি তৎপানে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া মুখ খুলিয়া দিলেন—বলিলেন“এবারকার শীতকাল অতি কষ্টে ও ভাবনায় কাটা-ইতে হইয়াছে। আমি আমার তৃণাবৃত প্রাসাদে আলস্যে শয়ান ছিলাম না, কিন্তু প্রথম বরফ পাতের পরেই অরণ্যে মৃগয়ায় বহির্গত হই। বল্কলের তাম্বুও সঙ্গে লইয়া যাই নাই, অধিকাংশ সময় অনাবৃত ভূমিতে পড়িয়াই নিদ্রা গিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় একটীও মৃগ বধ করিতে পারি নাই। শস্য এবং বরফ-রক্ষিত মৎস্য ফুরাইয়া যাওয়াতে রাজপরিবারকে নেকড়িয়ার মাংস পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে হইয়াছে।” অষ্টযক্ষরাজের কত ঐশ্বর্য্য ও সুখ, তাঁহার স্ব-মুখবর্ণিত বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাই-তেছে। যক্ষদিগের ধন প্রসিদ্ধ, শাপে ধনভ্রষ্ট হইয়া বোধ হয় তাহারা অষ্টযক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে !!

অষ্টযক্ষেরা উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর। সাই-বিরিয়ার অন্যান্য মৃগয়াজীবী জাতির ন্যায় নানা প্রকার শিকারের জন্য তাহা-দিগের তীরের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কাটবিড়ালী ও অন্যান্য ক্ষুদ্রজন্তুর লোম নষ্ট না হয়, এজন্য তাহাদিগের শিকারার্থ ছোট ছোট শর ও তাহার মস্তকে কাষ্ঠের নব দেওয়া আছে। বাঘ ভালুক প্রভৃতি শিকারার্থ বড় বড় শর ও তাহার মুখে ধারাল ত্রিফলা লৌহ থাকে। ইহারা পলায়মান অপরাধীদিগকে আক্রমণার্থও এইরূপ শর ব্যবহার করিয়া থাকে। নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা পাছে পলাইয়া যায়, সেই জন্য রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে বিদেশীয় অপরিচিত লোক-দিগকে বধ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

সাইবিরিয়া হইতে পলাইয়া রুসিয়ায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া অনেক হতভাগ্য অনশন, বন্যজন্তু ও তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর এই অষ্টযক্ষদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হিমসাগরের তীর দিয়া এক ব্যক্তি কেবল প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়, তাহার অসমসাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন।

অষ্টযক্ষদিগের অধিকাংশ খর্ব্বাকৃতি, তাহাদিগের বর্ণ মলিন এবং মস্তকের কেশ দাঁড়কাকের গাত্রবর্ণের ন্যায় শ্যামল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৌরবর্ণ ও কটা কেশবিশিষ্টও আছে। ইহাদিগের চক্ষু বা মুখাকৃতি মোগলদিগের ন্যায় নয়, অনেকটা ফিনলণ্ড বা তুরস্কবাসীদিগের অনুরূপ। ইহারা সচরাচর ধীরপ্রকৃতি, অলস ও সুশীল, কিন্তু বড় ম্লেচ্ছ। প্রতিবাসী সমজিদিদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা কন্যা বিক্রয় করে। যে অধিক অর্থ দেয়, পিতা তাহাকে কন্যাদান করেন। পিতামাতার অবস্থানুসারে কন্যার মূল্যের অনেক তারতম্য হয়। সঙ্গতিপন্ন লোক কন্যার মূল্যস্বরূপ ৫০ টী রেণ্ডিয়ার হরিণ চায়, গরিব অষ্টযক্ষ কয়েকটী কাটবিড়ালীর চর্ম্ম ও শুষ্ক মৎস্য পাইলেই আহ্লাদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে।

অবডরস্ক অষ্টযক্ষদিগের রাজধানী। রুসীয়দিগের সহিত তাহাদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধ হইতে এই নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ বেরিসব ও টোবলস্ক হইতে অনেকে এখানে পণ্য বিক্রয়ার্থ আসিত, কিন্তু যাতায়াতের ক্লেশ দেখিয়া তাহারা এখানে বাসস্থাপন করিয়াছে। নির্ব্বাসিত কতকগুলি লোকদ্বারাও অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। অষ্টযক্ষদিগের অনেক আচার ব্যবহার এই আগন্তুকদিগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে আমমাংস ভোজন একটী প্রধান। রন্ধনের প্রথা সেখানে এককালে নাই বলিলেই হয়। বিদেশীয়েরা প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, কিন্তু অষ্টযক্ষদিগের পর্ণকুটীর তদপেক্ষা অধিক সুখজনক।

অবডরস্কের মেলা শীতকালের মধ্য সময় হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত চলে। এই সময়ে নানা স্থানের অষ্টযক্ষেরা তথায় আসিয়া বল্কলের শিবির গাড়ে এবং দলে দলে নগর ভ্রমণ করে। তাহাদিগের আগমনে সেস্থান একটু সজীব হইয়া উঠে। কিন্তু রুসীয় বণিকদিগের নিকট ইহারা প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত, তাহারা নানা প্রকারে ইহাদিগের প্রতি অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। এক জনের খাতক আর এক জনের নিকট কোন দ্রব্য কিনিলে আর তাহার রক্ষা নাই, তাহার তাঁবু ও মালামল সমুদায় দ্রব্য মহাজন সেই দণ্ডে আত্মসাৎ

করে, তদ্ভিন্ন তাহাকে বিধিমতে দণ্ডিত করে। অষ্টষক্কেরা অনেক সময় গোপনে মদ্য কিনিবার জন্য মূল্যবান পশুচর্ম্ম ও পশম বিনিময় করে। অষ্টষক্কেরা রেণ্ডিয়ারের শাবর, সুঁটকী-মৎস্য, ম্যামথ নামক হস্তী ও তাহার দন্ত প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্ত্তে ময়দা, রুটী, তামাক, কড়া, ছুরী, রিং, পিতলের বোতাম, ঝিনুকের মুক্তা প্রভৃতি ক্রয় করে।

ফেব্রুয়ারি শেষ হইলে অষ্টষক্কেরা বনে মৃগয়া করিতে যায়, এ সময় অর-ভ্রুস্ক নগর মরুপ্রান্তরের মত পড়িয়া থাকে। বণিকেরা সে সময় ইরবিট নামক আর এক স্থানে গিয়া অল্প মূল্যে ক্রীত পশুচর্ম্ম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বহুল লাভ করিয়া থাকে। পুনঃ শীতাগম না হইলে আর রাজধানী জনপূর্ণ ও তাহার দৃশ্য প্রীতিপ্রদ হয় না।

শিশু বিনয়ন।

শিশুদিগের অবাধ্যতাদি।

অনেক গৃহে শিশুদিগকে অবাধ্য দেখা যায়। এ বিষয়ে তাহাদের নিজের কোন দোষ নাই। পিতামাতার শাসন দোষে এইরূপে হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা শাসনের আধিক্য হেতু পুত্র কন্যাদিগকে অবাধ্য করিয়া তুলেন, কেহ কেহ বা তাচ্ছিল্য হেতু ঐরূপ করিয়া ফেলেন। যেখানে ক্রোধের আধিক্য, তথায় অযথা শাসন এবং অযথা শাসনে শিশুগণ একেবারে হৃতশ্রী হইয়া পড়ে। ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া শাসন করিতে যাইলে ঠিক্ শাসন হয় না। বালক মনে করে আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করা হইল। সুতরাং শাসনে কোথায় দোষ শোধন হইবে, তাহা না হইয়া বরং ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া শাসন করিতে যান, তিনি দোষীর দোষানুসারে শাসন করিতে পারেন না, কিন্তু নিজের ক্রোধানুরূপ শাসন করেন। সুতরাং যে সময়ে অল্প অপরাধ দর্শনে অধিক ক্রোধ জন্মিল, তখন তাঁহার হস্তে গুরুতর শাস্তি, আর যে সময়ে অধিক অপরাধ দৃষ্ট হইল অথচ অন্য নানা কারণে তত অধিক ক্রোধোদয় হইল না, সেখানে গুরু অপরাধে অল্প শাস্তি। বিশেষতঃ পিতামাতার মনে মধ্যে মধ্যে এমন স্নেহ ভাব উপস্থিত থাকে যে ভাবের উচ্ছ্বাসে গুরু অপরাধ দর্শনেও ক্রোধোদয় হয় না। এরূপ অবস্থা মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা কেবল ক্রোধের উদ্দীপনাতেই শাসন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে এমনও ঘটিতে

পারে, যে কোন বিশেষ দোষ দর্শনে মনে ক্রোধ জন্মিল না, সুতরাং শাসন হইল না অর্থাৎ ঔদাসীন্যভাব প্রদর্শিত হইল।

এতদ্ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে অল্প দোষ কাহার পক্ষে গুরু মনে হয়, এবং অতিশয় গুরু দোষও স্বল্পবৎ প্রতীয়মান হয়। যথা—কেহ কেহ বালককে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে দেখিলে হয়ত এমন ক্রুদ্ধ হন যে তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তাহাকে তাস খেলিতে বা তামাকুর ধূমপান করিতে দেখিলে হয় ত ক্রুদ্ধ না হইয়া অন্তরে একটু ক্লেশ পান মাত্র, মনের ভাব বাহ্যে প্রকাশ করেন না। এই শেষোক্ত ঘটনা তাঁহার মনে ক্রোধের ভাব তত উদিত না হইয়া দুঃখের ভাব উদিত হওয়াতে এ ঘটনায় তাহার কোন শাসনই হইল না। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি ক্রীড়ার এত শাসন হইল যে বালক শাস্তার বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার ভক্তির ভাবও কমিয়া যায়। যে শাস্তার প্রতি ভক্তি থাকে না, যাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়, তাহার শাসন ফলপ্রদ হইতে পারে না।

অতএব শিশুকে শাসন করিতে হইলে প্রথমে অক্রোধ থাকিতে হইবে এবং যে শাসনপ্রণালী তৎকালোপযোগী বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

একদা একটী তিনবর্ষীয় কন্যা একটী দুইবর্ষীয় বালককে চপেটাঘাত করে। কন্যাটীর পিতা মাতা কন্যাটীকে একটী আদর্শ জীবন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হওয়াতে তাঁহারা অতি শৈশব কাল হইতেই উহাকে অতি সাবধানে প্রতিপালন করেন। তাঁহারা কন্যার হঠাৎ এই অপরাধ দেখিয়া ধীর ভাবে উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে দ্বিবর্ষীয় বালকটী তাহার অঙ্গুলী কামড়াইয়া ধরিয়াছে বলিয়া কন্যা দংশনযন্ত্রণায় তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। এস্থলে পিতা মাতা ক্রোধ-পরায়ণ হইলে হয় ত কারণ না দেখিয়াই কন্যাকে প্রহার করিতেন, না হয় কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধোদয় না হওয়াতে তাহাকে কিছুই বলিতেন না। কিন্তু উক্ত পিতা মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে তোমাকে দংশন করিয়াছে, সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট, তাহাকে যখন তুমি চড় মারিয়াছ, আমরা তোমাকে কোলে করিয়া লইব না।"

কন্যা এই শাসনে কাঁপিতে লাগিল। পিতা মাতার মন তখন যে কি আকুল হইতে লাগিল, যাঁহার শিশু সন্তান আছে তিনিই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা দুই জনেই অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কন্যার ক্রন্দন যেন উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে যখন কন্যা দেখিল পিতা মাতা উভয়েই তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন না, তখন সে পিতাকে

সম্বোধন করিয়া বলিল "বাবা! আমি আর ওদের বাড়ীর খোকাকে কখনও মারিব না।" পিতা অমনি বলিয়া উঠিলেন "তবে কোলে আইস"—কন্যা আনন্দে হাস্য করিতে করিতে পিতার কোলে আসিয়া বসিল, মাতাও তাহার মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সেই অবধি আজি নয় বৎসর হইল, বালিকা অনেক শিশুর নিকট প্রহার খাইয়াও কাহার গায়ে হস্তস্পর্শ করে নাই। ক্রমশঃ শাসনগুণে তাহার এই এক ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোক হইয়া অন্যের গাত্রে হস্ত তুলিতে নাই। যে সকল স্ত্রীলোক প্রহার করে, সে তাহাদিগকে নীচ-জাতীয় বা নীচপ্রকৃতি মনে করে।

কোন কোন পিতা মাতার স্বভাব তাঁহারা অন্যান্য সন্তানকে ফেলিয়া গোপনে প্রিয় সন্তানকে ভাল মিষ্টান্নাদি আহার করান, অন্যের অজ্ঞাতসারে মনোরম দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ইহাতে বালকের প্রতি যেমন স্নেহ প্রদর্শিত হয়, তেমনি তাহার চরিত্রের অবনতি সম্পাদন করা হয়। এই গোপন ভাব হইতে শিশু খলতা শিক্ষা করিতে থাকে, সুতরাং খলতার সহচর অসত্যবাদিতা, স্বার্থপরতা, ভীরুতা প্রভৃতি তাহাকে আশ্রয় করিতে থাকে। অনেক সময় পিতা মাতার দারিদ্র্য হেতু এইরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যে সংসারে দারিদ্র্য নাই, সেখানেও অন্য নানা বিষয়ে এইরূপ গোপনভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং কি দরিদ্র কি ধনী সকলেরই গৃহে শিশু সম্প্রদায়ে জীবনের প্রারম্ভ হইতে খলতা শিক্ষা হইতে থাকে। খলতা শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, পিতা মাতাকে অগ্রে উদারভাব ধারণ করিতে হইবে, অন্যথা খলতা-নিবর্ত্তক উদার ভাব শিক্ষা প্রদান অতীব দুরূহ। আমার শিশু কোন সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিলে বা অন্য কোন মনোমত দ্রব্য লাভ করিলে আমার যেমন তৃপ্তি বোধ হইবে, বাটীর অন্য বালকে বা অপ্রিয় সন্তানে তাহা লাভ করিলে তদ্রূপ হইতে পারে না বলিয়াই পিতা মাতা অগ্রে সন্তানকে গোপনে আনিয়া নিজের অভিলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু উদারতা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা থাকিলে এই প্রকার তৃপ্তির ইচ্ছা দমন করিতে হইবে, এবং সমাগত প্রত্যেক শিশুকে—কি আত্মীয় কি পর—সকলকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। দ্রব্যাদির পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলে বরং তাহা অন্য সময়ে সন্তানকে দেওয়া উচিত, তথাপি অন্য শিশুর সমক্ষে বিভাগের ন্যূনাধিক্য করা বা তাহার গোপনে আনিয়া দেওয়া উচিত নহে। সময়ে সময়ে শিশুও নিজ পিতা মাতার ঐরূপ অসমদর্শিতায় লজ্জিত হইয়া তাহাদের গোপনে নিজ সহচরকে তুল্যাংশ বণ্টন করিয়া দিতেছে দেখা গিয়াছে। শিশুর [illegible]

স্বভাবের সুশিক্ষা অনুসারে চলিয়া থাকে। অন্যকে মিষ্টদ্রব্যাদি আহার করাইয়া পিতা মাতা যেমন তৃপ্তি লাভ করেন, সন্তান যদি নিজে সেই দ্রব্য অন্যকে বণ্টন করিয়া দিয়া অবশিষ্ট আপনি আহার বা গ্রহণ করে, তবে তাহা দেখিতে আরও অধিক তৃপ্তিজনক হয়।

উপরিবর্ণিত কন্যাটী যখনি কোন আহারীয় দ্রব্য পাইত শিক্ষা গুণে সে তৎক্ষণাৎ তাহা সমাগত শিশুবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত। এক এক দিন অপরকে বণ্টন করিয়া দিতে দিতে তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না, তথাপি তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত হইত না। শেষে কন্যাটী ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর সাধারণের এত অনুরাগভাজন হইয়া পড়িল যে অন্যে তাহাকে পুরস্কার দিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পাইত। কিন্তু তাহাকে পুরস্কার দিবার বা প্রশংসা করিবার ইচ্ছা সকলের যতই বাড়িতে লাগিল, ততই উহার সুশিক্ষার অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে লাগিল। কারণ উহার প্রতি সাধারণের পক্ষপাত হওয়াতে সাধারণে উহাকে এত পুরস্কার দিত, যে শেষে তাহার মনে ধারণা হয় অন্যাপেক্ষা তাহার পুরস্কার লাভ ন্যায়সঙ্গত। দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া দিতে দিতে যদি তাহা শেষ হইয়া যাইত, তবে আত্মীয় স্বজন অতিশয় দয়াপর হইয়া তাহাকে আবার অন্য একটি দ্রব্য প্রদান করিতেন এবং [illegible] বণ্টন করিয়া দিতে দিতেন না। এইরূপে কিছু দিন অভ্যস্ত হইয়া যাইলে এক দিন দেখা গেল বালিকা প্রথম দ্রব্যটী অন্য সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া নিজে যেন অপর একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ ভাগ প্রাপ্তি-যোগ্য এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কন্যার পিতা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া কন্যার নূতন দোষ শিক্ষা বিষয়ে সতর্ক হইলেন, এবং যত দিন না ঐ ধারণা তিরোহিত হইল, তাবৎ তাঁহার চেষ্টা বলবতী রহিল।

অপরাধ করিলে মনুষ্য যেমন স্বভাবের নিকট শাস্তি না পাইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ অপরাধ করিলেই প্রত্যেক সন্তানেরই পিতা মাতার নিকট দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বভাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও যেমন তৎশাস্তিস্বরূপ শরীরের জড়ভাব, অলস ভাব, স্ফূর্ত্তিহীনতা প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, অঙ্গাদি ছেদন করিয়া যেমন ক্ষমা চাহিলেও জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, সেইরূপ পিতা মাতার নিকট লঘু গুরু দোষানুসারে অবশ্যই শাস্তি পাইতে হইবে ইত্যাদি ধারণা বালক বালিকা-দিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিলে তাহা-দিগকে অতি সাবধানে থাকিতে হয়। কিন্তু যদি বালকের এমন ধারণা থাকে যে কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিলে বা আহার না করিলে, বা পলায়ন করিলে পিতা মাতা ব্যস্ত হইবেন, তবে তাহাকে যতই কেন

শাস্তি দেওয়া যাউক না, সে অপরাধ স্থলে এরূপ চিন্তা করে হয়ত আমার ক্রন্দনাদিতে পিতা মাতা আকুল হইয়া পড়িবেন, সুতরাং শাসন করিবার আর অবকাশ পাইবেন না।

শিশুর অপরাধ দর্শনে যেমন কোন কালেই উদাসীনতা প্রদর্শন করা উচিত নহে, সেইরূপ তাহার প্রতি গুরুদণ্ডও কদাপি প্রয়োজ্য নহে। যে সময়ে শিশুর মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হয়; সেই সময় হইতেই শাসন আরম্ভ হইলে অর্থাৎ দোষাদোষ স্থলে অপ্রীতি ও প্রীতি প্রকাশিত হইলে শেষে আর কঠিন শাসনের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই দেখা যায় অশাসিত বালককে প্রহার করিলে যত না উপকার হয়, সুশাসিত বালকের প্রতি "ছি' বাক্য প্রয়োগে তদপেক্ষা অধিক ফল দর্শে।

দেশ ভ্রমণ।

"বোম্বাই, রিপণ-অভ্যর্থনা, এলিফেণ্টা দ্বীপ।"

আজ আমরা এ স্থলে যে বিষয় বর্ণন করিব, বোধ হয় তাহা বঙ্গীয় কুলবালাগণের অনেকেই স্বচক্ষে দেখেন নাই। যাহা দেখা যায় নাই, তাহা দেখিতে অথবা তাহার কথা শুনিতে সাধারণতঃই লোকের মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে, তাই মনে করিয়াছি, উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আমরা পাঠিকাগণকে বলিব। যে সকল পাঠিকা স্বয়ং দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা লেখকের বাহুল্য বর্ণনার জন্য ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।

প্রথমে যখন কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তার করা হয়, তখন রেল-লাইন ভাগলপুর, জামালপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া যায়। কয়েক বৎসর গত হইল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই পুরাতন রাস্তার থানা ষ্টেশন হইতে আর একটী সোজা রাস্তা বাহির করিয়াছেন, তাহাকে কর্ডলাইন বলে; আর উক্ত পুরাতন রাস্তা তত সোজা নয় বলিয়া ইহাকে লুপ্ বা বক্র লাইন বলে। ভাগলপুর এই লুপ-লাইনের পার্শ্বে স্থিত। আমি ভাগলপুর হইতে এই লুপ-লাইনের ডাক গাড়ীতে ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার রাত্রিযোগে বোম্বাই যাত্রা করি। ভাগলপুরের নিকটেই জামালপুর, মুঙ্গের যাইতে হইলে এই জামালপুরে নামিতে হয়। জামালপুরের নিকট পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়া রেল চলিয়া গিয়াছে, এ স্থানটী বেশ সুন্দর, দেখিবার উপযুক্ত। অনেকেই বোধ হয় এ রাস্তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গাড়ী সাধারণতঃ যে বেগে চালিত হয়, সেই [illegible]

হইলেও পাহাড়ের নীচের এই রাস্তা পার হইতে কিঞ্চিদূন এক মিনিট কাল ব্যয় হয়, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। বোম্বাই যাইবার পথে এইরূপ আরও কয়েকটী রাস্তা আছে; একটী দীর্ঘে ইহা অপেক্ষাও বড়, কিন্তু ইহার মত সোজা নয়; আর গুলি প্রায় এই রূপ, আর বেশ সোজা, এক পার্শ্ব হইতে দৃষ্টি করিলে অপর পার্শ্বের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

লুপ লাইন মোকামা ষ্টেশনে কর্ড লাইনের সহিত পুনর্ব্বার মিশিয়াছে। এই স্থানে যাইয়া লুপ লাইনের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমি শীঘ্র যাইব বলিয়া কর্ড লাইনের ডাকগাড়ীতে উঠিলাম। যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে বড় বড় মাঠ দৃষ্ট হয়। ইহাদের এক একটী এত বড় যে গাড়ী হইতেও অপর পার্শ্বের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা কাশী গিয়াছেন তাঁহারা এই মাঠগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বোম্বাই যাইতে বড় বড় পাঁচটী সেতু পার হইতে হয়। যাঁহারা এলাহাবাদ হইয়া জব্বলপুরের গাড়ীতে উঠেন, তাঁহারা এই পাঁচটীই দেখিতে পান। কিন্তু যাঁহারা নাইনি ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহারা চারিটী মাত্র দেখিতে পান। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় শোণ নদীর সেতু, কর্ড লাইন ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে দুই খানা গাড়ী ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কারণ ইহার উপর দুইটী রাস্তা রহিয়াছে। কলিকাতার দিকে যত গাড়ী আসে সমস্তগুলিই দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তায় চলিয়া আসে, আর দিল্লীর দিকে যত গাড়ী যায়, সমস্তগুলিই উত্তর পার্শ্বের রাস্তার উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই সেতুটী দেখিতে বড় সুন্দর। গাড়ীর ভিতর হইতে নদী দেখিতে আরও মনোহর। বর্ষাকালে যখন নদীগর্ভ জলে পূরিয়া যায়, তখন ইহার শোভা আরও বর্দ্ধিত হয়। এলাহাবাদের নিকট যমুনা নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে এত বড় না হইলেও সুন্দর বটে। যমুনা নদীতে শোণ অপেক্ষা অধিক জল থাকে, এবং ইহার জল দেখিতে একটু কাল রঙ্গের। নর্ম্মদা ও তপ্তা নদীর উপর এইরূপ আরও দুইটী সেতু আছে। জব্বলপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেশনেরই নিকট নর্ম্মদা নদীর সেতু। নর্ম্মদা নদীতে তপ্তা অপেক্ষা জল অধিক, সুতরাং সর্ব্বত্র তলভাগ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তপ্তাতে জল অপেক্ষাকৃত অল্প এবং এমন পরিষ্কৃত যে নীচের সমস্ত প্রস্তরখণ্ডগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নর্ম্মদা ও তপ্তা উভয় নদীই পাহাড় প্রদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্যান্য নদীর ন্যায় ইহাদের গর্ভদেশ কর্দ্দমে অথবা বিশুদ্ধ বালুকায় পূর্ণ নহে। ইহাদের তল ভাগ ছোট বড়, সুন্দর সুন্দর অতি পরিষ্কৃত

বিবিধ আকারের প্রস্তর খণ্ডে ঢাকা রহিয়াছে; কোথাও বা অতি বৃহৎ এক এক খণ্ড প্রস্তরের অর্দ্ধভাগ নদী জলে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহারই গাত্র ধৌত করিয়া তর তর রবে সেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ বারি বহিয়া যাইতেছে, বায়ুর মৃদু মন্দ সঞ্চালনে তাহারই উপর আবার অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গরেখা উঠিতেছে। কোথাও বা জলভাগ ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি নিম্নস্থ প্রস্তর চূর্ণে লাগিয়া কেমন এক চমৎকার শোভা সম্পাদন করিতেছে দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। ভূগোলে যাহাদের নাম মাত্র পড়িয়াছি, মানচিত্রে যাহাদের প্রতিকৃতি রেখামাত্রে পরিণত দেখিয়াছি, আজ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ভাব উপস্থিত হইল। এই সমস্ত ভিন্নও যাইবার পথে অনেক দ্রষ্টব্য রহিয়াছে। মোগলসরাই একটী খুব বড় ষ্টেশন। ইহার পর দশ ক্রোশ পশ্চিমে একটী স্থান আছে তাহার নাম চুনার। এই স্থানটী অতি রমণীয়। যে স্থান দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে,তাহার উভয় পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর পাহাড়। ইহারই উত্তর পার্শ্বের একটী পাহাড়ে সুপ্রসিদ্ধ চুনার দুর্গ। এই দুর্গটী দূর হইতে একখানি ছবির মত দেখায়, ইহার চারি দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। পাহাড়ের উপরে এমনি ভাবে ইহার নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে যে শত্রু আসিয়া কখনও সহজে উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কয়েক বৎসর হইল এই দুর্গে নেপালের কোনও রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দুর্গেরই প্রায় এক মাইল দক্ষিণে আর একটী পাহাড়ের শিরোভাগে অতি সুন্দর একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। চুনারে সুন্দর সুন্দর মাটীর বাসন ও খেলানা পাওয়া যায়।

মৃজাপুর চুনার হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে। এই স্থানের রঙ্গকরা গ্লাস ও মাটীর খেলানা অতি প্রসিদ্ধ। মৃজাপুর ও গাইপুরার মধ্যে অনেকগুলি পাহাড় আছে, এই পাহাড় শ্রেণীর সহিত বিন্ধ্যাচলের যোগ আছে; কেহ কেহ বলেন ইহা বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশ। যাহা হউক, এই পাহাড় দূর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। জামালপুরের পাহাড় শ্রেণী অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অনেক অধিক বলিয়া বোধ হইল। ইহার কোনও স্থানে বড় বড় গাছ, কোনও স্থানে গাছ একেবারেই দৃষ্ট হয় না। ছোট বড়, অতি ক্ষুদ্র অতি প্রকাণ্ড, নানাবিধ প্রস্তর খণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়া আবার কোনও ভাগ এক অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই স্থলে এক অতি উচ্চ পাহাড়ের শিরোভাগে এক সুন্দর মন্দির দেখিলাম, মন্দিরের ঠিক সম্মুখ ভাগেই পাহাড় শেষ হইয়াছে। এই স্থানটী এমন চমৎকার, যে দেখিলেই মনে হয় যেন বিধাতাপুরুষ কোনও অস্ত্র দ্বারা পাহাড়টীকে এই স্থলে ঠিক

সোজাভাবে কাটিয়া একভাগ উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। মন্দিরের দুই তিন হস্ত উত্তরে আসিয়া কেহ নিম্ন দিকে তাকাইলে তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়।

ইহারই কিছু পশ্চিমে গাইপুরার নিকটে একটী পাহাড়ের চূড়াতে খুব উচ্চ একটী মঠ দেখিলাম, শুনিতে পাইলাম, তাহাতে শিব স্থাপিত আছে। পাহাড়ের চূড়ার উপর মঠ, এক চমৎকার দৃশ্য। ভূগোলে পাঠিকাগণ অনেকেই কেপ্ কলোনীর টেব্‌ল্ পর্ব্বতের কথা পড়িয়াছেন, এখানেও একটী পাহাড়ের উপরিভাগ টেব্‌লের উপরিভাগের মত, তাহারই উপর চারিটী কি পাঁচটী গাছ, উহাদের ছায়া শ্যামল বর্ণ দূর্ব্বাশয্যার উপর পড়িয়া কি চমৎকার শোভাই সম্পাদন করিয়াছে, দেখিয়াই হঠাৎ কেপ্ কলোনীর সেই পর্ব্বতের কথা মনে পড়ে।

এই অঞ্চলের সাধারণ লোকগুলি খুব দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল। লাইনের পার্শ্বে যতগুলি বাড়ী ও ঘর দেখিলাম, সকল গুলিই আকারে ক্ষুদ্র এবং জীর্ণ। কাহারও দুই খানা কুঁড়ে ঘর, কাহারও একখানা ; কাহারও বাড়ীর চারি পার্শ্বে মেটে দেয়াল, কেহ বা পাহাড় হইতে প্রস্তর খণ্ড আনিয়া এক খানার উপর আর এক খানা রাখিয়া কোনও প্রকারে ঘরের চারি পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যাহাদের চারি খানা ঘর আছে, এইরূপ ভাগ্যবন্ত লোক অল্পই দেখিলাম।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে উত্তর পশ্চিমের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ একতা ও শান্তির ভাব দেখা যায় তদ্রূপ বঙ্গদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। কৃষকদিগের বাড়ী গুলি ঠিক্ এক স্থলে, সুতরাং এক একটি পাড়ার মত দেখায়। প্রায় প্রতি গ্রামেই সাধারণের গোচারণের জন্য এক একটি বড় মাঠ আছে, শস্য কাটিয়া রাখিবার জন্য গ্রামপ্রান্তে সর্ব্বসাধারণের আরও এক একটী মাঠ থাকে। যখন কৃষকগণ গোরু লইয়া সেই মাঠে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন বড় সুন্দর দেখায়। এক স্থলে দেখিতে পাইলাম অতি পরিষ্কৃত এইরূপ একটী মাঠের নানা স্থানে কৃষকগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, গোরুগুলি কেহ ঘাস খাইতেছে, কেহ শয়ন করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া যথাসুখে রোমন্থ করিতেছে, কেহ বা নিকটস্থ জলাধারের জল পান করিতেছে, কেহ বা কৃষক দ্বারা তাড়িত হইয়া গলদেশের ঘণ্টা ঠন ঠন করিয়া বাজাইতে বাজাইতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। আবার কোনও স্থলে দেখিলাম মেয়ে পুরুষ সকলে মিলিয়া একটী পুকুর হইতে জল উঠাইয়া সেই জল দ্বারা ১৫০।২০০ গজ দূরবর্ত্তী ক্ষেত্র সিক্ত করিতেছে। আমাদের দেশে এইরূপ পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্র সিক্ত করিতে কখনও দেখি নাই।

বঙ্গদেশ উর্ব্বর, এখানে অতি অল্প শ্রমেই প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে, তাই কৃষকেরা এতটা পরিশ্রম করে না। আমাদের কৃষকেরা ইহাদিগের এইরূপ শ্রম দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হয় সন্দেহ নাই।

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর সুন্দর নানাবিধ মনোরঞ্জন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় সাত ঘটিকার সময় এলাহাবাদে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়, সুতরাং গাড়ী হইতে নামিয়া জব্বলপুরের গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি ৮ টার সময় গাড়ী ছাড়িয়াছিল, অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিলাম না, একটু শুইলাম, অমনি ঘুম পাইল। সকাল বেলা উঠিয়া দেখি গাড়ী জব্বলপুর আসিয়াছে; অমনি তাড়াতাড়ি নামিয়া দক্ষিণের গাড়ীতে উঠিলাম। এই রেলের নাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেলিনসুলা রেল। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে নয়। এই লাইনের গাড়ী গুলিতে একটী সুবিধা এই যে সকল শ্রেণীর গাড়ীতেই পাইখানা রহিয়াছে, সুতরাং যাত্রীদিগের রেল হইতে নামিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা নাই।

জব্বলপুরের ষ্টেশনটী বেশ বড়। লর্ড ডফারিণ চলিয়া গিয়াছেন, লর্ড রীপণ আসিতেছেন, তাই আজ কাল ষ্টেশনটী নানাবিধ পুষ্প পত্রে সাজান রহিয়াছে, দৃশ্যটী বেশ সুন্দর।

সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গাড়ী ছাড়িয়াছিল। রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব দিক অতি সুন্দর সুন্দর নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে, অরুণ কিরণে এখন চারিদিক বিভাসিত ও পুনর্জ্জীবিত! উত্তর পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলাম জব্বলপুরের পাহাড় শ্রেণী সুদূরে মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী শাহাপুরা ষ্টেশনে উপস্থিত। এখানে নর্ম্মদা নদীর সেতুর নিম্নে নর্ম্মদার সেই স্বচ্ছ জল কল কল রবে বহমান, সোৎসুক নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ইচ্ছা হইল গাড়ী আরও মন্দ গমনে চলে, প্রাণ ভরিয়া আরও কতক্ষণ দেখি, কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নয়, গাড়ী ছুটিল, হুপ হুপ ধ্বনি করিয়া নাচিয়া ও নাচাইয়া উড়িয়া লইয়া চলিল।

বেলা অনুমান ১১॥ ঘটিকার সময় সোহাগপুর পঁহুছিলাম। প্রায় বিশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া সোহাগপুর হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইটার্সি ষ্টেশনে আসিলাম। ভূপাল, ভীলসা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এ স্থানে নামিতে হয়—এ স্থান হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তার হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

এই অঞ্চলে শস্যের অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি অতি অল্প। উত্তর পশ্চিমে কেবল পাহাড় দেখিতে পাইলাম। জব্বলপুর হইতে যে পাহাড় শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে—তাহাই এখনও

শেষ হয় নাই। এই পাহাড়শ্রেণী দৌলতপুর ছাড়িয়া ইন্দোর রাজ্যের দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেল লাইন হইতে পাহাড় শ্রেণী অনেক দূরে অবস্থিত। এই উভয়ের মধ্যস্থ ভূভাগ অতি বন্ধুর—কোথাও অতি উচ্চ পাহাড় কোথাও বা গভীর গর্ত্ত, কোথাও আবার তিন চারি খানি ভূখণ্ড লইয়া স্থান বিশেষ নিম্নে বসিয়া গিয়াছে, দেখিয়াই বোধ হয় যেন ভূমিকম্পে উহার এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। এই সমস্ত বন্ধুর ভূভাগের উপর ছোট বড় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের গাছ; কোন কোন স্থানে ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠ একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। দেখিতে পাইলাম সুদূরস্থ পাহাড় শৃঙ্গ হইতে রেল লাইন পার্শ্বস্থ নিম্নভূমি পর্য্যন্ত একটী স্থান কেবল এইরূপ বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত রহিয়াছে; এই দৃশ্যটী অতি চমৎকার, গ্যালারীর মত নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে বৃক্ষশ্রেণী; ইহার একখানা প্রতিকৃতি নাটকাদিতে চিত্র পটের কার্য্যে সুন্দররূপে নিয়োজিত হইতে পারে।

ইটার্সি হইতে হার্দা ৪৭ মাইল, এখানে গাড়ী ৬ মিনিট কাল অপেক্ষা করে। হার্দা হইতে খান্দোয়া যাইতে নয়টী ষ্টেশন; কিন্তু মেইল গাড়ী মাত্র বীর নামক ষ্টেশনে একবার দাঁড়ায়। হার্দা হইতে খান্দোয়া ৬৩ মাইল, বেলা প্রায় ৫॥ টার সময় এখানে উপস্থিত হইলাম। খান্দোয়া একটী খুব সুন্দর স্থান। এই স্থান হইতে রাজপুতানা ষ্টেট্ রেল্ লাইন আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেশনটীও বেশ সুন্দর। ষ্টেশনের নিকটেই কয়েকখানা বড় বড় বাড়ী দেখিলাম, আকৃতিতে অনেকটা মফস্বলের কাছারীর মত। ইহারা পরস্পর সমদূরে এক লাইনে অবস্থিত। ইহাদের সম্মুখে একটী সুন্দর রাস্তা আছে, উহা খুব পরিষ্কৃত—সেই রাস্তার পার্শ্বে গ্যাসের আলোকস্তম্ভ, তাহারই সম্মুখে দূর্ব্বাপূর্ণ মাঠ, সেই মাঠে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীগণ দলে দলে বেড়াইতেছেন, ছেলেরা খেলিতেছে, দৌড়িতেছে, সকলেরই হাসি মুখ, সকলেই যেন সুখী।

গাড়ী চলিল, এক দিকে রাজপুতানা, অন্য দিকে মধ্যভারত; দক্ষিণে ইন্দোর, উজ্জয়িনী, বামে ইলিসপুর, অমরাবতী, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এ দিক্ ও দিক্ চাহিতে চাহিতে চলিলাম, মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, একটী একটী করিয়া পুরাকালের সেই পবিত্র ছবিগুলি মানসপটে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সেই উজ্জয়িনী আজও বর্ত্তমান, কিন্তু সেই বিক্রমাদিত্য নাই; সেই কাব্যসাগর আজও বর্ত্তমান, কিন্তু কবিগুরু কালিদাস নাই; কে জানে মনে কেমন এক অভিনব বিষাদের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। সেই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া আপনা আপনি মুখ

ফুটিয়া গান বাহির হইল;—বিষণ্ণ মনে গাহিলাম;—

"নীরব ভারতে কেন, ভারতের বীণা,
সোণার প্রতিমা আজ শোকে মলিনা;
মঞ্জু কুঞ্জ বনে, কোকিল কণ্ঠে, খেলিত সুধা তরঙ্গ, সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমান।

বীর রাগ মদে, যেই তালে, গর্জ্জিত ভারত, আজি সে দীপক রাগ শ্রবণে শুনি না।—"

গাড়ীর শব্দে সেই গান ডুবিয়া গেল, কেহই শুনিতে পাইল না।

ক্রমে সাতপুরা পাহাড় শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা জামালপুরের পাহাড় শ্রেণীর দ্বিগুণ উচ্চ হইবে। রাত্রি হইয়াছে, তাই ভাল দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে তপ্তা নদী পার হইয়া গেলাম,যাইবার সময় ভাল দেখিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় দিবাভাগে সুন্দররূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ভুসাবাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে নাগপুর, কাম্পটী প্রভৃতি স্থানে একটী রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে, চান্দার কয়লার কারখানায় যাইতে হইলে এই রেলে উঠিতে হয়।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শুইয়া রহিলাম, ক্ষণকাল পরেই ঘুম আসিল। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখিলাম কাসারা (Kasara) ষ্টেশনে আসিয়াছি। এখান হইতে বোম্বাই ৭৫ মাইল হইবে। গাড়ী পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়া পুনরায় চলিল। বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় কল্যাণ (Kalian Junction) ষ্টেশনে পহুঁছিলাম। বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ যে লাইন চলিয়া গিয়াছে, সেই লাইন কল্যাণ ষ্টেশনে জব্বলপুর লাইন হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

লীলাময়ী।

(২৪০ সংখ্যা ২৯৬ পৃষ্ঠার পর।)

১৬

"কেন তবে" ধীরে কহে লীলাময়ী—
"ভুলেছ কি নাথ হার্কিলিস্ বীর,
তপোবলে বলী, অসাধ্য সাধিলা
দৈবের প্রসাদে; সে বেগ ত্রিশির (১)
নরক-প্রহরী রোধিতে নারিলা।—

(১) গ্রীকপুরাণ মতে ছারবেরাস নামে ত্রিশির কুকুর নরকের দ্বার রক্ষা করে। হার্কিলিসের দ্বাদশ পরিশ্রম ভুবনবিখ্যাত। তন্মধ্যে এইটীই শেষ।

১৭

অনন্ত শয্যায় যাহার শয়ন,
বাঁচাইলা তায় অক্ষয় শরীরে,
লভিল সে পুনঃ বাসন্তি যৌবন ;
রচিলা কীরতি জ্বলদ অক্ষরে।

১৮

দুষ্টা মায়াবিনী মিডিয়ার (২) বলে,
বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত অশীতি বয়সে,
ইসন যৌবন লভে কুতূহলে ;
এ সংসার সোণা মায়ার পরশে।

১৯

দয়াবান্ দেব আমাদের প্রতি,
আরো বা লভিব সে প্রসাদি ফুল ;
জানে সেই যার দেবপদে মতি,
দেবতার মায়া অসীম অতুল।

২০

এই যে আকাশ বিধাতার লীলা,
মায়ায় রচিত অপূর্ব্ব কৌশলে,
চন্দ্র সূর্য্য তারা মায়ায় গড়িলা,
প্রকৃতি প্রতিমা সেও মায়াবলে।

২১

আকাশ পাতাল মায়া মুগ্ধময়,
কিছার মানুষ কত বল ধরে ?

প্রকৃতি-বাঞ্ছিত পবিত্র প্রণয়,
জনম উহার প্রকৃতি অন্তরে।
প্রেমিকের প্রিয়প্রেম-আরাধনে,
আনন্দিত সদা অনাথ শরণে।

২২

"একান্ত কি যাবে ফেলি প্রাণেশ্বর !
দাঁড়াও তিলেক সঙ্গে যাবে দাসী।"
"না হও উতলা, ধর ধৈর্য্য ধর"
কহে প্রীতিশীল। অমনি রূপসী

২৩

দেখিলা সহসা অপূর্ব্ব মুরতি,
জ্যোতির্ম্ময় কান্তি স্ফুরতি অধর ;
যেন কোলে করি বসিলা নিয়তি,
রাহু-কবলিত পূর্ণ শশধর।

২৪

অথবা নিশির শিশির বিদারি,
ত্যজি স্বর্গদ্বার যেন উষারাণী,
ফুটাইলা মুখ ফুটন্ত মাধুরী,
কুসুমের শোভা অনন্ত বাখানি।

২৫

ইতিহাস সাক্ষী মনে ভয়ে লয়,
বীরের হৃদয় কঠিন পাষাণ ;
পঞ্চভূতে যেন গঠিত সে নয়,
প্রকৃতির প্রেমে কাঁদেনা পরাণ।

২৬

কিন্তু অয়ি সতি ! আজি অ[illegible]
বুঝিয়াছে সার, কুসুম কো[illegible]
হেরি যাবে, নয় সে প্রেমের [illegible]
বহিছে পাষাণে প্রবাহ তরল।

২৭

শুধু সে পাষাণ দুর্ব্বার সমরে
দেশের লাগিয়া কাঁদে সে পরা[illegible]

দেবতারা বলিয়াছিলেন, "তুমি নরক দ্বার হইতে ছারবেরাসকে ধরিয়া আনিলে তোমাকে অমরত্ব দিব।" হার্কীলিস, হার্মিস ও এথিনের সাহায্যে কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এড্ মিটাসের মৃতপত্নী এল্ সিষ্টিসকেও পুনর্জীবিত করিয়া দেন। এই হার্মীস দেবই প্রতিশীলের মায়ামুরতির প্রধান সহায়।

২। কলকিস দেশীয় নৃপনন্দিনী বিখ্যাত মায়াবিনী। ইনি যেসনকে বিবাহ করেন। যেসনের পিতা ইসন্ ইহার যাদুবলে বৃদ্ধবয়সেও যৌবন উপভোগ করিয়াছিলেন।

স্বদেশ-সম্মান স্বাধীনতা তরে,
মারিবে বিপক্ষ, মরিবে আপনি।

২৮

ত্যজিবে না অসি যতক্ষণ প্রাণ,
যতক্ষণ অরি নহে নির্ম্মূলিত;
ধন্য বীর-হিয়া শান্তির নিদান,
সাধে কি কুলিশে ছুটিছে তড়িৎ।

২৯

হল কত কথা প্রেয়সীর সনে,
পরিমলমাখা স্বর্গীয় সুষমা;
ভুঞ্জে যাহা সদা সুর দেবগণে,
এ সংসারে তার নাইকো উপমা।

৩০

সে পবিত্র প্রেম প্রণয়ের হাসি,
মুগ্ধ যার বাসে নন্দন কানন;
পোড়েনা অনলে সে কুসুম রাশি,
নাহি দলে দলে কীটক দংশন।

৩১

নাই পাপ তাপ, নরক যাতনা,
নাই রোগ, শোক, বিরহ বেদনা;
নাই বার্দ্ধক্যের অশিব তাড়না,
সে দেশে জীবের নাহিকো মরণ।

৩২

যায় দিন যায়, ফিরেও না চায়,
ভাবেনা বারেক ভবিষ্য জীবন;
ভূত ভবিষ্যৎ সমান সে যায়,
পূজিত সর্ব্বত্র নিয়তিলিখন।

৩৩

কত কথা আরো প্রণয় প্রসঙ্গে,
বীর-গর্ব্ব গাথা অপূর্ব্ব ভারতী;
কভু বা ভাসিছে সমর তরঙ্গে,
কভু অশ্বপৃষ্ঠে শূন্যদেশে গতি।

৩৪

চপলা চমকে, বহে প্রভঞ্জন,
উলঙ্গ কৃপাণ ধ্বক্ ধ্বক জ্বলে;
শত শত্রু মাঝে ব্যূহ বিদারণ।
শত মুখে তোপ উগারে অনলে।

৩৫

কভু রথ-চূড়ে কভু বা পতন,
জীবন মরণ নিয়তি বাঞ্ছিত;
যম দণ্ড করে সাক্ষাৎ শমন
তটিনী প্রবাহে ছুটিছে শোণিত।

৩৬

কহিলা আবার গভীর বচনে,
অথচ সুধীর মধুর নিক্কণ;
যেন ধরা ত্যজি ত্রিদিব ভবনে,
সে সঙ্গীত পুনঃ লভেছে জীবন।

৩৭

এ সংসারে যাহা নয়ন-রঞ্জন,
সুরপুরে তাহা আরো মনোহর;
হিমানী-পীড়িত বীত-শোভ বন,
বসন্তে যেনরে শোভে নবতর।

৩৮

শোভিত সে দেশ অনন্ত শোভায়,
অতুলন জ্যোতি নিত্য বিরাজিত;
কভু পৌর্ণমাসী, কভু দিবাময়,
নাই তমোরাশি সংসার-পূজিত।

৩৯

সে দেশের সুখ জীবের স্বপন,
জানে না এদেশ স্বর্গের মহিমা।
কিন্তু ধর্ম্ম-বলে বলী যেই জন,
লভিবে সে দেশে পবিত্র প্রতিমা।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব।

গত ৮ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হয়, বহুসংখ্যক শিক্ষিতা ও ধর্ম্মোৎসাহিনী ভগিনী তাহাতে যোগদান করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। উৎসবস্থলে পঠিত সমাজের কার্য্য বিবরণ ও একটী বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্যবিবরণ।

৮ই মাঘ ১৮০৬ শক।

আবার পরমমঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদে আমরা সকল ভগিনী একত্রিত হইয়া অদ্যকার উৎসবে সম্মিলিত হইতেছি। যাঁহার দয়ায় আমরা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়াও এই ছয় বৎসর কাল প্রিয় সভাকে জীবিত রাখিতে পারিয়াছি, অদ্য সেই মহান্ প্রভুকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমরা তাঁহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, তবে নিশ্চয়ই নববর্ষে নূতন বল পাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বার্ষিক বিবরণে সভার কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধে লেখা গিয়াছে, গত বৎসরেও সেই প্রণালী অনুসারেই সভার অধিবেশনাদি হইয়াছে। এখন যে যে প্রধান ঘটনা হইয়াছে. তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

জ্ঞানশিক্ষা বিভাগে শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষা, প্রাণিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্যজ্ঞাতব্য অথচ যে সকল ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে ও যাহা আমরা ভাবি না, তত্তৎ বিষয়ে উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রক্তসঞ্চালন, পাকক্রিয়া, খাদ্য, পানীয় জল, ব্যায়াম, উত্তাপ ও শম্বুক প্রাণীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। নানাবিধ চিত্র ও প্রাণিকঙ্কাল দ্বারা কোন কোন উপদেশ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোচনা সভায় 'পরনিন্দা' বিষয়ে একটি সারগর্ভ রচনা পঠিত হইয়াছিল।

আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে পুস্তক প্রচার আমাদের ধনাগমের একটি বিশেষ উপায় হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য ভাল ভাল পুস্তক বাহির হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গত বারে সরল নীতিপাঠ ১ম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে ১০০০খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ২য় ভাগও প্রায় শেষ হইয়াছে। এই পুস্তক অনেক স্থলে পাঠ্য ও পুরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় প্রায় অধিকাংশই নিঃশেষিত-প্রায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার পুস্তক বিক্রয়ে যেরূপ আয় বাড়িয়াছে, তাহাতে আশা হয় শীঘ্র আরও কোন কোন পুস্তক প্রচারের সুবিধা হইতে পারে।

গত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে সভার একটি নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করার আবশ্যকতার বিষয় লেখা হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের টষ্টীগণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণ সমাজ-ভূমি পাওয়ার প্রার্থনা করা গিয়াছিল, কি প্রকারে তাহা গৃহীত হইবে এখনও ঠিক্ হয় নাই। ইতিমধ্যে দাতব্য সংগ্রহার্থ এক খানা বাঙ্গলা প্রার্থনাপত্র বাহির হইয়াছে। একজন বিদেশীয় মহিলা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে গৃহ-নির্ম্মাণ ঠিক্ হইলে তাঁহার প্রদত্ত সমগ্র চাঁদা ইহাতেই ব্যয় হয়। কোন কারণে আমাদের প্রার্থনা পত্রের ইংরাজী অনুবাদ না হওয়াতে ইংলণ্ড হইতে কোন সাহায্যাদি লাভের চেষ্টা হয় নাই। আমরা যে প্রকার উৎসাহ পাইয়াছি তাহাতে আশা হয় যে ইংলণ্ডীয় মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতেও আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইব। এই উপলক্ষে যে সকল ইংরেজমহিলা পুস্তক ও অর্থদান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

গত বৎসর আমাদিগের কয়েকটি উৎসাহী সভ্যের যত্নে একটী মহদনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে আমাদের সমাজ ও গৃহ সুন্দর ও পবিত্র করিতে হইলে গৃহের শিশু সন্তানদিগকে সুনীতি ও ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দেওয়া কত আবশ্যক। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কার্য্যে আমাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। গত ভাদ্র মাসে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় এই মন্দিরগৃহে ৩৬টী ছাত্র লইয়া সংস্থাপিত হয়, এখন ইহার ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০ টী হইয়াছে। নিয়মিত শ্রেণী গঠন করিয়া সঙ্গীত, উপদেশ ও নীতিপূর্ণ গল্প দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ঈশ্বর এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কতক অর্থ সাহায্য ও কতক বিলাত হইতে আনীত ছবি প্রভৃতি দ্বারা এই সদনুষ্ঠানের সহায়তা করা হইয়াছে। সভ্যাদিগের যত্নে একখানি সঙ্গীত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে শিশুদিগের জন্য যে প্রকার রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ও নানাবিধ পত্রিকা ও পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে· তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে যে সময়ে সুফল ফলিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে যত গবর্ণর জেনারল বা বড় লাট আসিয়াছেন, কেহই লর্ড রিপণের মত প্রেমের সহিত শাসন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী লেডি রিপণও স্বামীর প্রকৃত সহচরী হইয়া নানাপ্রকার সৎকার্য্যে যোগ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী পুনানগরে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্যদান ও স্থানীয় বেথুন স্কুলে উপস্থিত হইয়া উৎসাহদান

ইত্যাদি কারণে গত ১৩ই ডিসেম্বর এ সভার জনকত সভ্য উক্ত মহিলাকে রৌপ্য বাক্স সমেত একখানা অভিনন্দন প্রদান করেন। লেডি রিপণ যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি ভিন্নদেশীয়া ও অতি উচ্চপদস্থা হইয়াও যে আমাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আহ্লাদিত হইতে হয়।

সভার আয় গত বর্ষে বেশ সন্তোষকর হইয়াছে। কিছু দিন হইল সভার ১০০৲ টাকা কোন হিতকর কার্য্যে ঋণ দেওয়া হয়, আশা করা যায় যে শীঘ্রই তাহা আদায় হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আমাদের প্রিয়তম সভার জন্মদিনে একটি উৎসব হইয়াছিল। সভ্যেরা এবং তাঁহাদের আত্মীয়গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত সে দিনের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ আমোদ জন্য সামাজিক সম্মিলনী উপাদেয় স্থান। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত অধিকবার ইহার অধিবেশন হয় নাই, তত্রাপি যে দুইটী সায়ংসমিতি হইয়াছিল, তাহাতে যে সকলেই বিশেষ আমোদ লাভ করিয়াছিলেন তাহার আ সন্দেহ নাই।

এই স্থলেই আমাদের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ শেষ হইল। যাঁহার নাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারই নাম শেষে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। বৎসরের শেষে আমাদের অভাব ও ত্রুটি ভাবিলে বিষণ্ণ হইতে হয়। কিন্তু যখন ভাবি যে সৎকার্য্য সাধন কত সময় সাপেক্ষ এবং যখন ভাবি যে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র কার্য্যে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত রহিয়াছে, তখন ভগিনীগণ ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়। এ সময় একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি। মঙ্গলময়ী মাতা এই সভার একমাত্র নেতা হউন।

বক্তৃতা।

সমবেত ভগিনীমণ্ডলী ও বন্ধুগণ! আজ আপনাদিগকে দেখিয়া অতীতের অনেক কথা মনে পড়িতেছে। সেই এক সময় গিয়াছে যখন কয়েকটী মাত্র ভগিনী ব্রাহ্মিকা সমাজে আসিতেন, এমন কি কেহ কাহার সহিত বিশেষ পরিচিতও ছিলেন না। যখন কতিপয় ভ্রাতা পরব্রহ্মের পূজার জন্য গৃহতাড়িত ও নানা রূপে লাঞ্ছিত, সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী ভগিনীও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মিকারাও যাহাতে স্বাধীন ভাবে পরস্পরে মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা এবং স্বজাতীয়ের মধ্যে প্রেম সদ্ভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্মিকা সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রথমে ব্রাহ্মিকা সংখ্যা এত অল্প ছিল যে তদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র গৃহও পূর্ণ হওয়া

অসম্ভব হইত। কিন্তু আজ এই সুপ্রশস্ত উপাসনালয়টীর যে দিকে দেখিতেছি, সেইদিকেই ভগিনীর মুখ দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। পৌত্তলিকতার গভীর আবরণ ভেদ করিয়া কুসংস্কার, পাপ, অনুদারতা বিনাশ করিয়া পবিত্র সুস্নিগ্ধ সত্যের জ্যোতি বঙ্গের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিরাকার দেবকে লইয়া উৎসব করিতে হয়, এই পৌত্তলিক দেশে রমণি! তোমার কর্ণে এই সুসংবাদ প্রবেশ করিল, ইহা কি অল্প সৌভাগ্যের বিষয় মনে কর? যে ধর্ম্ম আত্মার অনন্ত স্বাধীনতার পথে বাধাস্বরূপ হইয়া নারীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, যে কুসংস্কার অন্তরনিহিত উদার সত্যের প্রতিরোধী হইয়া বঙ্গনারীকে সমাজে এত হেয় করিয়া ফেলিয়াছিল, ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য করিয়া অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার প্রাণকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ভাবিয়া দেখ ভগিনি! সেই ঘোর দুর্দ্দিনের সেই সমুদয় ভ্রান্ত-মতের উচ্ছেদ করিয়া মহান্ সত্য প্রভু তোমার মুক্তির পথ দেখাইয়া দিলেন, ইহা মনে করিয়া কি হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইবে না? কি বলিব যখন অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করি, তখন চক্ষে জল আর ধরে না—প্রাণে আপনা হইতে অদ্ভুত আনন্দ আসিয়া হৃদয়কে স্তম্ভিত করে। অবরোধে ছিল যাহারা, সাকারের পূজা করিয়া শুষ্ক হইতেছিল যে সকল হৃদয়, বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে তাহারা কি না পরমব্রহ্মের পূজার জন্য সমবেত হয়। বঙ্গের এতগুলি পুত্র যখন মান যশ অর্থ সকলে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মের চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তখন আর বঙ্গ-কন্যা তুমি কোন্ প্রাণে সুস্থির থাকিতে পার? বঙ্গসমাজ রমণীর চরণে যে শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, স্বর্গের জননী স্বয়ং সে বন্ধন মোচন করিতে উপস্থিত, তবে কেন আর আলস্য করি, নিরাশ প্রাণে হাহাকার করি। ভাই পিতার ঘরে গিয়া কত সুখী, এক বার চাহিয়া দেখ। সাধু ব্রাহ্মের জীবন পরম দেবকে লাভ করিয়া কত শোভাময়, ব্রাহ্মিকা এক বার ভাবিয়াছ কি? ভ্রাতা যে প্রেম বারি পান করিয়া ধন্য হইলেন, এসো আমরাও সেই সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হই।

ভগিনি ভাবিয়াছ কি যে পিতার গৃহ গঠন করিতে হইলে পুত্র কন্যা উভয়েরই প্রয়োজন। জগজ্জননীর নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মসমাজে রমণীর আগমন, পিতার আহ্বানে কন্যার উপস্থিতি, তবে আর বিলম্ব কেন? দুঃখী ব্রাহ্ম যাহাকে পাইয়া সুখী হইলেন, দুঃখিনী ব্রাহ্মিকা তুমি কি মনে কর তাঁহাকে পাইয়া সুখী হইতে পারিবে না? যদি ধর্ম্ম বহ্নিতে দেশ প্রজ্বলিত করিতে হয়, যদি সাকারের স্থানে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতে চাও, যদি আবার এই চির-অন্ধকার বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে বাসনা থাকে, তবে ভগ্নি! এসো

ভাইয়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; পত্নি! এসো স্বামীর কার্য্যে সহায়তা কর; জননি! পুত্রকে লইয়া পিতার গৃহ নির্ম্মাণে অগ্রসর হও। এ ব্রাহ্মসমাজে ভগিনী ভ্রাতার অবহেলার পাত্র নহেন, কিন্তু আদরের ধন; পত্নী স্বামীর গৃহ-পরিচারিকা নহেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজরূপ বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের সহযোগিনী। মাতা পুত্রের গলগ্রহ নহেন কিন্তু তাঁহার সৎকার্য্যে ও পবিত্র পুণ্য রাজ্যে অগ্রসর করিবার প্রধান অবলম্বন; কন্যা কেবল সজ্জিত হইয়া দেখাইবার সামগ্রী নহেন, কিন্তু স্বকীয় হৃদয়-নিঃসৃত সুমিষ্ট সদ্ভাবের জ্যোতিতে পরিবারের শান্তি-বিধায়িনী প্রেমময়ী দেবী স্বরূপা।

এই ব্রাহ্মসমাজে আসা, এই উৎসবের নিমন্ত্রণ সকলি স্বর্গপ্রেরিত—স্বর্গীয়, হৃদয় কি এখনও এ কথায় অবিশ্বাস করিতে সাহসী হয়? না কখনই না। তবে এসো ব্রাহ্মিকা, উৎসবগৃহ হইতে আজ আর অমনি ফিরিব না। ভাই যেন বুঝিতে পারেন ভগিনী কি ধন লইয়া গৃহে ফিরিলেন। স্বামী যেন পত্নীর মুখচ্ছবিতে উৎসবের মহান উদ্দেশ্য প্রতিফলিত দেখিতে পান। জননীকে দেখিয়া পুত্রের প্রাণ পরম জননীর চরণে অবনত হউক। কন্যার পবিত্র হাসিতে পিতার হৃদয়ে আনন্দময়ীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। উৎসবক্ষেত্র-প্রত্যাগত তোমাকে দেখিয়া পল্লীর প্রতিবেশিনী সকলে বুঝুক ব্রাহ্মদের উৎসব কি জিনিস। বাহিরের আড়ম্বরের এ উৎসব নয় যে দশজনের প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। আত্মার উৎসব পরমাত্মাকে লইয়া, সুতরাং ব্রাহ্মদের উৎসব-লব্ধ ধন জীবনের দৈনিক কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইবার সামগ্রী, পরীক্ষার সময় সহায় ও সম্বল, ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি যাবতীয় কুভাব দমন করিবার প্রধান অস্ত্র। অতএব এসো সব ভগিনি! এসো বঙ্গ রমণি! যেমন এক উদ্দেশ্য, এক আশা, এক বিশ্বাস লইয়া সকলে সমবেত হইয়াছি, তেমনি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

ব্রাহ্মিকা জননি! তুমি আপন ভুলিয়া সন্তানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছ সত্য, কিন্তু সেই দিন তোমার জীবন ধন্য হইবে যে দিন স্বর্গীয় প্রেমের সুধা পান করাইয়া ক্ষুদ্র মানব-আত্মা গুলিকে তুমি অক্ষয় রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে।

ব্রাহ্মিকা পত্নি! সেই পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাও, যদ্দ্বারা গৃহ শান্তিময়, জীবন পুণ্যময়, জগৎ সুধাময় হইয়া অমর আত্মা দিব্য ধামের উপযুক্ত হয়।

ব্রহ্মকন্যা, তোমার পবিত্র-জীবন—প্রীতিপ্রফুল্ল উন্নতভাব পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া শত শত আত্মাতে স্বর্গের সুসমাচার বহন করুক। এইরূপে হে

ব্রাহ্মিকা যে যে কার্য্যে,যে যে ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছ—তাহা সম্যক্ পালন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম্মের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সজীব ফটোগ্রাফি।*

(২৪ সংখ্যা ২৮১ পর)

উর্দ্ধাধোভাগে চক্ষুর বিভাগ দেখিতে যেরূপ তাহার একটী প্রতিকৃতি এস্থলে দেওয়া গেল;ইহা দৃষ্টে চক্ষুর আভ্যন্তরিক গঠন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।
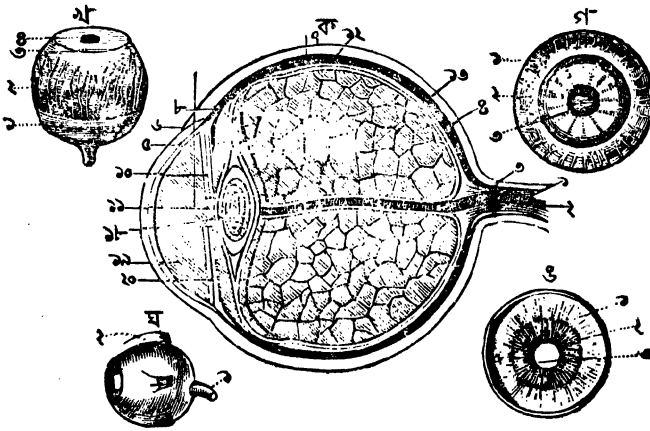
১। অপ্‌টিক্ নার্ভ (Optic nerve) বা দৃক্‌স্নায়ু।

২। রেটিনার মধ্যস্থ ধমনী।

৩। দৃক্‌স্নায়ুর আবরণ।

৪। স্ক্লেরটিকা (Sclerotic coat) বা শ্বেতাবরণ।

৫। কর্ণিয়া (Cornea); চক্ষুর সম্মুখস্থ স্বচ্ছাবরণ।

৬। স্ক্লেরটিকা ও কর্ণিয়ার সন্ধিস্থল।

৭। কোরইড(Choroid); স্ক্লেরটিকা ও রেটিনার মধ্যস্থ কৃষ্ণাবরণ।

৮। সিলিয়ারি বন্ধনী (Ciliary ligament)।

৯। আইরিস্ (Iris) আলোক পরিমাণানুযায়ী সঙ্কোচক ও সম্প্রসারক ঝিল্লী

১০। পিউপিল্ (Pupil) বা পুত্তলি।

* এবারেও সমুদায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল না। আগামী বারে সমুদায় বিশেষ বিবরণ এবং ফটোগ্রাফির সহিত ইহার কিরূপ সৌসাদৃশ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। পাঠিকাগণ চিত্রলিখিত চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন গঠনগুলি মনে রাখিবেন।

১১। রেটিনা (Retina) চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অনুভূতি সাধক ত্বক্।

১২। ভিট্রিয়স হিউমর (Vitreous humour)); অন্তর্কোটরস্থ গলিত কাচ সদৃশ তরল পদার্থ।

১৮। ক্রিষ্টালাইন লেন্স(Crystaline lens) মধ্যকোটরস্থ কাচ।

১৯।} একুইয়স হিউমর Acqueous
২০।} humour) সম্মুখ কোটরস্থ জলবৎ তরল পদার্থ।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৭ ই জানুয়ারি সুদানে মেহদীর সহিত ইংরাজদিগের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজপক্ষ জয় লাভ করিয়াছেন।

২। এ বৎসর পারিসের মেডিকেল কলেজে ১৮ জন স্ত্রীলোক ভর্ত্তি হইয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের ৭৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। এত বয়সে একজন লোক এত বড় সাম্রাজ্য চালাইতেছেন, ইহা কি সামান্য কথা?

৪। মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। বর একটী জর্ম্মাণ রাজপুত্র, তাঁহাকে ঘর জামাইয়ে থাকিতে হইবে।

৫। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে একটী গন্ধক ও একটী ফটকিরীর পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে। গন্ধকপর্ব্বত হইতে নাকি ৩০০ কোটী মণ গন্ধক পাওয়া যাইবে।

৬। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আগরা মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং বাসাভাড়া, খোরাকী ও স্কুলের বেতন জন্য তাহাদিগের কিছু লাগিবে না।

৭। বর্দ্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়িতেছে। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে অন্নাভাবে ইতর শ্রেণীর লোকের মৃত্যু হইতেছে। সাধারণের সাহায্যদানের নিতান্ত প্রয়োজন।

৮। গত ২৭এ জানুয়ারি সুপ্রসিদ্ধ ইলবার্ট সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভবনে মহিলাদিগের এক সায়ংসমিতি আহ্বান করেন, তাহাতে ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রায় ১৫০টী রমণী বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বিবী ইলবার্টের সৌজন্য ও সদাশয়তার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন বাদ করি।

৯। কুমারী ফেণ্ডাল ইউরোপীয় পতিতা রমণীগণের উদ্ধারার্থ যে বৃহৎ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় দুর্ভাগিনীগণের বাসের জন্যও একটী বিভাগ খুলিয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। বিবেকবাণী—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৮০ আনা। ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও সাধুজীবন ঘটিত কয়েকটী প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকখানি সংরচিত হইয়াছে। লেখক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, সুতরাং তাঁহার লেখা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার গভীর দৃষ্টি ও হৃদয়ের উদার ভাব অনেক স্থলে দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম।

২। বিক্রমপুর-সম্মিলনী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।—গত বর্ষে এই সভার অধীনে ৪৩৯টী স্ত্রীলোক পরীক্ষা দিয়া ৪২৪টী উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ৩০ বৎসরের পর্য্যন্ত সধবা ও বিধবা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন এবং চণ্ডাল-জাতি হইতে ২টী বালিকা পরীক্ষা দেয়, ইহা বড় আশাকর। সভার হস্তে গচ্ছিত অনেকগুলি বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার আছে,এবং সভার আয় ৬০৬৮১৫ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা সভার কার্য্যকারিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৩। ময়মনসিংহ সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ (১২৯০—৯১)।—এই সভায় ৪০২ জন পরীক্ষার্থিনী হন, তন্মধ্যে ২৭৯ জন পরীক্ষা দিয়া ২৫৯ জন উত্তীর্ণ হন। এ সভারও আয় প্রায় ৪০০ টাকা হইয়াছিল। সভা দুই বৎসর মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া যেরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা বেশ সন্তোষকর।

৪। শৈশবকুসুম—প্রথম ভাগ, মূল্য ।।০ আনা। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ, পড়িলে বাল্যকালের কবিতা লেখার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে ভাবুকতা আছে। লেখক নিরুদ্যম হইবেন না।

৫। জীবনালোক—শ্রীউমাপদ রায় কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য ।/০ আনা। খৃষ্টের অনুকরণ নামক অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব ও সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, ইহার সাহায্য লইলে অনেকে জীবনপথে আলোকলাভ করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

৬। সফল স্বপ্ন—ইতিহাসমূলক উপন্যাস, বনপ্রসূন-রচয়িত্রী প্রণীত। লেখিকা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে গদ্য রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। পুস্তকখানি সরল ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

৭। সৌভাগ্যসোপান—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত বি,এ, প্রণীত, মূল্য ১।।০ টাকা। যাহাদ্বারা মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্যলাভ হইতে পারে, এরূপ

অনেকগুলি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি সাধুর উক্তি ও সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাবগুলি হৃদ্‌গত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

*** আমরা স্থানাভাবে কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

নারীগণের অল্প শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গনারীগণ অতি অল্প মাত্রই জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে দু একজন শ্রদ্ধাস্পদা বঙ্গরমণী আপনাদের বিশেষরূপে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এত বিরল যে, অবশিষ্টদের সহিত অনুপাত ধরিলে তাঁহারা পাঁচ শতের মধ্যে একজন মাত্র।* অধিকাংশ নারীই এক্ষণে অল্প শিক্ষা কারাগারের বদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। আধুনিক বঙ্গ কামিনীগণকে প্রায়ই নিরক্ষরা দেখিতে পাওয়া যায় না—বিশেষ সহরবাসিনীগণকে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক গৃহস্থ নারীই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন। নারীগণ গৃহকর্ম্মের সুব্যবস্থা ও সন্তান পালনের সুপ্রণালী শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করিয়া নিরস্ত হউন, ইহা অপেক্ষা বেশী আর তাঁহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই, ইহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার তাঁহাদের অধিকার নাই, অনেক সহৃদয় ব্যক্তিগণ উক্ত কথা বলিয়া স্ত্রী-শিক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার যে অনন্ত সোপান-পরম্পরা গ্রথিত রহিয়াছে, তাহার অতি নিম্নতম সোপান মাত্রে ভারতবাসিনীগণ পদার্পণ করিয়াছেন, এখনি তাঁহাদের শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে, আর তাঁহাদের উন্নতির আশা কোথায়? যথার্থ জ্ঞান লাভে স্ত্রী-ভাব বিলুপ্ত বা তাঁহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য পরম পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মানব মনের যে কোন উচ্চ ভাবই হউক না, উন্নত জ্ঞান সহযোগে তাহা আরও অধিকতর সুন্দর, উজ্জ্বল, ও বিশুদ্ধ আকার ধারণ করে। আর নর নারী, যিনিই কেন হউন না, শুধুই কেবল ভাবের পথে জীবনকে পরিচালিত করিলে মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকসিত

* কৃতবিদ্যা রমণীর সংখ্যা হাজার করা দুই জন হইলেও অল্প আহ্লাদের বিষয় নয়। কিন্তু এ গণনায় সন্দেহ আছে

হয় না। ভাবের পথে কঠোর উন্নত জ্ঞানের উচ্চ আলোক স্তম্ভ না থাকিলে, পদে পদে অনেকেরই বিপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। মানব জীবনে পবিত্র ভাবের কঠোরতা ও কোমলতা, দুই সন্নিবেশিত হইলে, তবে সে জীবন মনোরম শোভা সৌন্দর্য্যের বিকাশক হয়, সেই জীবনের সু-দৃষ্টান্ত অনেকের জীবনপথের আলোক হয়। জ্ঞান ও ভাব দুয়ের সম্মিলনেই মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। জ্ঞান এমনি সুমহান্, পবিত্র, ও গৌরবাস্পদ পদার্থ যে, উহা মানব হৃদয়ের যে ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাই অতি পবিত্র ও গৌরবান্বিত ভাব ধারণ করে। জ্ঞান-বিরহিত ভাব অনেক সময়ে অনেক অশুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস কুসংস্কারে, ঈশ্বর প্রেম অন্ধভক্তিতে, সুশীলতা কপট বিনয়ে, ক্ষমা স্নেহ দয়া, অনুচিত প্রশ্রয় দানে পরিণত হয়। এ সকল যে ভয়ানক দোষাবহ, তাহা জ্ঞানী হৃদয়মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। যথার্থ জ্ঞান-ভূষিত অন্তরই পবিত্র ভাব সমূহে পরিপূর্ণ হয়। সেই অন্তরই জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেমের আকর ভূমি; কারণ, তিনি প্রতি পদবিক্ষেপে, ঈশ্বরের অপার জ্ঞান শক্তির প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যতর প্রমাণ প্রতীতি করিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়েন। সেই অন্তরই যথার্থ অকপট বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি; কারণ, তিনি পলকে পলকে আপনার ক্ষুদ্রতা, অন্ধতা, মূর্খতা বিশদরূপে অনুভব করেন। সেই অন্তরের স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, সকলই অতি পবিত্র, উচ্চ, নিঃস্বার্থ; কারণ, তাঁহার হৃদয় অতি সুদৃঢ় গঠনে গঠিত—বিশুদ্ধ উপাদানে নির্ম্মিত। সেই অন্তরই উচ্চ উদারতার নিরপেক্ষ ভাবের আধার; কারণ, তিনি কোন মনুষ্যবিশেষকে, কিম্বা একধর্ম্ম-ভাবসম্পন্ন কতকগুলি মনুষ্যকে, একবারে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি আপনার প্রতিও আপনি একান্ত পক্ষপাতী নহেন; কারণ, তিনি আপনাকেও ভ্রমসঙ্কুল মনুষ্য বলিয়া জানেন। যথার্থ জ্ঞানভূষিত হৃদয়রূপ সৌরজগতে জ্ঞানসূর্য্য কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া ভাবরূপ গ্রহ উপগ্রহগণকে, আলোকিত, উত্তাপিত, বিশোধিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। সেই হৃদয় সকল অবস্থাতে নির্ব্বিকার চিত্তে সাংসারিক সহস্র প্রলোভন সমূহের মস্তকে আন্তরিক ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে করিতে জীবন পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।

যথার্থ সুশিক্ষিতা নারীদ্বারাই সহজে, সুশৃঙ্খলায়, যথাযোগ্য, যথাবিহিত রূপে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে। কর্ত্তব্য সাধন করিতে তিনি যেমন পারেন, অশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্না, ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত-মনা স্ত্রীলোক কখনই তেমন পারেন না। তাঁহার হৃদয়ের ধৈর্য্য, ক্ষমা, সুশীলতা, সরলতা, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি অমূল্য সদ্ভাবসকল জ্ঞানসংযুক্ত অতীব বিশুদ্ধ। তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান রাজমহিষী;

সদ্ভাবসমূহ সেই জ্ঞানরূপা রাজমহিষীর প্রিয়তমা সহচরী। ভাবরূপা সহচরী-গণ সেই রাজমহিষীর আজ্ঞা পালনে, তাঁহার সন্তোষ সাধনে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকেন। আর সেই জ্ঞানরূপা পরম শ্রদ্ধাস্পদা, মহত্তর গৌরবান্বিতা রাজ-মহিষীও উক্ত প্রিয়তমা সহচরীগণের সম্যক্ কল্যাণ সাধনের জন্য নিয়ত তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। অধৈর্য্য, অসরলতা, স্বার্থপরতা, অল্প কারণে বিরক্ততা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া বাৎসল্য-বিহীনতারূপ কুৎসিত সঙ্গিনীদের সহবাস হইতে তাঁহার সেই প্রিয়তমা সহচরীগণ যাহাতে দূরে থাকেন, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য স্থির থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞানভূষিত-হৃদয়া নারীরই সংসার অতি সুখের সংসার। তাঁহাহইতে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে ও অতিথি অভ্যাগত দীন দুঃখী অনাথ জনে বহু পরিমাণে সুখ সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। গৃহিণীর প্রধান গুণ যে ধৈর্য্য ক্ষমা, তিনি সহস্র কারণে উত্ত্যক্ত হইলেও উক্ত প্রধান গুণ হইতে বিচ্যুত হয়েন না। কারণ, তিনি জানেন সমস্ত পরিজনের সুখ শান্তি আরাম তাঁহার উপর নির্ভর করে, তজ্জন্য তিনি কখনও বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া বরং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছি জানিয়া হৃষ্টচিত্তে সংসারের গুরুভার মস্তকে করিয়া বেড়ান। তিনি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অতি সহজে সম্পন্ন করেন। তিনিই সকলের প্রতি সকল কর্ত্তব্য বিশিষ্টরূপে পালন করিতে সক্ষম। তিনিই স্বামীকে বিচক্ষণ সচীবের ন্যায় নিয়ত সৎপরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। তিনিই স্বামী কিম্বা পিতা কিম্বা ভ্রাতার স্বদেশোন্নতি-কর কোন মহৎ কার্য্যের সহকারিণী হইতে সম্যক্ উপযুক্তা। সন্তান সন্ততি-গণের সুকোমল হৃদয়ে সুনীতির বীজ বপন করিতে, তাহাতে সদ্দৃষ্টান্তের বারি সেচন করিতে এবং তাহাদের সেই হৃদয়-নিহিত সুনীতির বীজ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে কি না দেখিতে—ফলপ্রসূ হইবে কি না হৃদয়ঙ্গম করিতে —তিনিই প্রকৃতরূপে সক্ষম হন। তিনিই দাসদাসীগণের শারীরিক মানসিক সুস্থতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তিনি কখনও তাহাদের প্রতি সগর্ব্ব বচন, সাহঙ্কার দৃষ্টি বা তাহাদিগকে সাধ্যাতীত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন না। কেননা তিনি জানেন সকলেই সেই অপক্ষপাতী ঈশ্বরের জীব। কেবল জগতের ঘটনা বশতঃ—অবশ্যম্ভাবী অবস্থাবৈচিত্রের জন্য ইহারা দাস দাসী, আমি কর্ত্রী হইয়াছি, ইহাদের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিবার আমার অধিকার নাই। তিনি কখনও ধৈর্য্যকে অতিক্রম করেন না, কারণ তিনি জানেন এ সংসার চঞ্চলতার প্রতিমূর্ত্তি; রোগ, শোক, দুঃখ, এ জগতের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তিনি ক্ষমা

গুণকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করেন, কারণ, তিনি জানেন প্রকৃতি-বৈচিত্র অবশ্যম্ভাবী; সংসারে কেহ ক্রোধী, কেহ অবিনয়ী, কেহ অভিমানী, থাকিবেই থাকিবে। সংসারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তিনিই সক্ষম। তাঁহার অন্তর অকৃত্রিম সুশীলতার খনি, কারণ, তিনি জানেন সুশীলতারূপ অমৃত রাশিতে কৃত্রিমতা বিষবিন্দু মিশ্রিত থাকিলে তাহা ভয়ানকরূপে নিজেরই প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। তিনি কখনও অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, কারণ তিনি যথেচ্ছাচারিতা নয় কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি, তাহা বুঝিতে পারেন। সেই নারী সমস্ত পদার্থ-তত্ত্ব অবগত; এজন্য তিনি অসুস্থকে উপযুক্ত পথ্য, সুস্থকে উপযুক্ত আহার পানীয় প্রদান করিতে সক্ষম। গভীর জ্ঞান বিজ্ঞান-ভূষিতা নারীহৃদয় কখনও ধৈর্য্যকে অতিক্রম করে না। তিনি হৃদয়-বিদারক শোক দুঃখকে দূরে রাখিয়া দিতে সমর্থ হন। তাঁহার উন্নত চিন্তা, তাঁহার ঘন গভীর ঈশ্বর-প্রেম, তাঁহাকে সংসারের শোক দুঃখের অতীত স্থানে রাখিয়া দেয়। সংসারে অহর্নিশ মানবের অপ্রীতিকর ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্লাসকর বা অপ্রীতিকর ঘটনায় উল্লসিত কিম্বা বিষাদিত হইতে গেলে, হৃদয়ের উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্য চলিয়া যায়। এরূপ বিক্ষেপ-যুক্ত হৃদয়—নিস্তব্ধ গম্ভীর—অনন্ত—মহান্ প্রশান্ত ব্রহ্ম সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইবার বিষম অন্তরায় জানিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ চিত্তের অচঞ্চল ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম। তিনি ক্ষণকালের জন্যও মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহার হৃদয় অবিচলিততার—বিশুদ্ধতার, দৃঢ়তার প্রশস্ত ক্ষেত্র; তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্যজ্যোতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অঙ্গে বিকিরিত হয়; তাঁহার সৌন্দর্য্য-তাই যোগিমন-মুগ্ধকর। তাঁহার হৃদয়ের বিমল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বিমল-আত্মা সাধুগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিভরে বিশুদ্ধ প্রীতির নয়নে সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দলাভ করেন, আর পাপীর অপবিত্র চক্ষু তাঁহার চিরস্থির পবিত্রতার তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে আপনা আপনি ঝলসিত ও নিমীলিত হইয়া পড়ে, তাহার পাপ চিন্তাপূর্ণ মস্তক তাঁহার দিকে উত্তোলন করিবে কি, আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। উচ্চ জ্ঞানালঙ্কৃতা নারী দ্বারা পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের ত্রুটি হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরও ভালরূপেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

ক্রমশঃ

No. 242. March. 1885.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪২ সংখ্যা। ফাল্গুন ১২৯১—মার্চ্চ ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৶০ আনা।

গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী।

নারীশিক্ষা—১ম ভাগ—মূল্য ৷৷০ ও ২য় ভাগ—মূল্য ৸০।

এদেশে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকাতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী উপরি-উক্ত দুই খানি পুস্তক বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যে ছাপা না থাকাতে ঐ পুস্তক দুই খানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে উহা সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি স্ত্রীলোক মাত্রেই ঐ পুস্তক এক এক বার পাঠ করিবেন।

এই পুস্তকদ্বয় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্ত্রীপাঠ্য আর কয়েক খানি পুস্তক এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামা রচনাবলী—(ভাল বাঁধা)	মূল্য	৸০
ঐ (কাগজের মলাট)	ঐ	৷৷০
কাব্য কুসুমিকা—	ঐ	৷৵০
বেদিয়া বালিকা—	ঐ	৵০
কৃষকবালা—	ঐ	৷৷০
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	ঐ	৴১০

শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪২ সংখ্যা | ফাল্গুন ১২৯১—মার্চ্চ ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। । ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ইলবার্ট সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার গৃহে আর একটী সায়ং-সমিতি আহ্বান করেন,তাহাতে ৫০।৬০টী মহিলা সমবেত হন। ইহাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। রাজ-প্রতিনিধির পত্নী লেডি ডফরিণ উপস্থিত হইয়া সকলের প্রতিই বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। যে কয়েকটী বঙ্গমহিলা মেডিকেল কলেজে পড়িতেছেন, তিনি তাঁহাদের বিশেষ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন এবং এদেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা কিরূপ প্রদান করা হয় তদ্বিষয় অনুসন্ধান করেন। বিবী ইলবর্টের আতিথেয়তায় সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবসূচক।

একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত চন্দ্রলোকে জীবের বাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তথায় গ্রাম নগর আছে, ইহাও তাঁহার লক্ষ্যপথে আসিয়াছে।

বাবু রামস্বামী পলতার নামে এক ব্যক্তি শ্যামের রাজপরিবারস্থ সন্তান-দিগকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর ছাত্রেরা অধিকতর শিক্ষালাভার্থ বিলাত যাইতেছেন। রামস্বামী না কি বাঙ্গালী, তিনি শ্যামরাজ্যে একটী ইংরাজী স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম তাঞ্জোরের রাজকুমারী বসন্তরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইনি একজন শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে রাজ্যসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যারপর নাই মনোবেদনা প্রদান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার প্রাণ জুড়াইল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বিজ্ঞান সভাগৃহে স্ত্রীলোকদিগের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বড় উপকার হয়।

সেনাপতি গর্ডন অসমসাহসিকতার সহিত খার্টুম নগর রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম মহাত্মা গর্ডন বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এককালে হতাশাস হইয়াছি। ইনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর ছিলেন।

আমাদিগের যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার এডওয়ার্ড আল্‌বার্ট বিক্টর গত ১৫ই জানুয়ারি ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। এই উপলক্ষে নৃত্যাদির বড় ঘটা হয়। ইংলণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন যুবরাজপুত্রকে এক পত্র দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছেন।

রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে মিথিলাতে যাইবার জন্য তাড়কাবধ ও কত বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে এই উভয়স্থান একটী রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সাধারণের পক্ষে সুগম হইয়াছে।

কলিকাতার ফ্রি স্কুল নামে একটী বিদ্যালয় আছে। শুনা যায় নবাব সেরাজ উদ্দৌলার প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অধীনে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহার গৃহ নির্ম্মাণার্থ আমাদিগের বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর সার রিবার্স টমসন রাজকোষ হইতে কয়েক সহস্র টাকা প্রদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত ২৬এ জানুয়ারি সিটি কলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ ভদ্র মহিলা ও অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় বায়ু সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন ও পরীক্ষাসহ অতি পরিষ্কাররূপে তাহার প্রক্রিয়াদি বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সঙ্গীত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা আবৃত্তি এবং জলযোগ হয়। এ প্রকার সম্মিলনী আমোদের সহিত জ্ঞানলাভের একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

তুরুস্কদেশের রমণীগণের অবস্থোন্নতির জন্য বর্ত্তমান সুলতান বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে রাজকীয় ব্যয়ে কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষ্টাম্বোল নগরে এক মৃত পাসার রাজপ্রাসাদে যে বিদ্যালয়টী হইয়াছে, তাহা আদর্শস্থানীয়। তাহাতে ৩০০ ছাত্রীকে আহার এবং ১০০ ছাত্রীর বাসস্থান ও সম্পূর্ণ ব্যয় দেওয়া হয়। বিবী কালাবাসী ও ৬জন শিক্ষয়িত্রী ইহার শিক্ষাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ৪জন অতিরিক্ত শিক্ষক আসিয়া লেখা, চিত্র ও গানবাদ্য শিখাইয়া থাকেন। ৭ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকারা এখানে অধ্যয়ন করে। তাহারা আপনাদিগের পোসাক প্রস্তুত করে এবং কাপড়ে বুটা তোলাও শিখিয়া থাকে। মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত আশা-জনক।

আমেরিকার নূতন মনোনীত প্রেসিডেন্ট ক্লিবলণ্ড ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে এক অন্ধদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণে এত অনুরাগী যে রাশি রাশি উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতেছে। তিনি এত ভেট লইয়া কি করিবেন, সুতরাং ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন তাঁহার জন্য যে সকল ভেট আসিবে, তাহার অধিকাংশ তাঁহার জন্মভূমি আলাবানীর দাতব্য-ভাণ্ডারে প্রেরিত হইবে।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট জেনারল গ্রাণ্ট দুইবার প্রেসিডেন্টের কার্য্য ও স্বদেশকে ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াও নিজে এরূপ দীনাবস্থ, যে এক্ষণে সংবাদপত্রে লিখিয়া যে কিছু কিছু টাকা পান, তদ্দ্বারা তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। সংসারের গতি বিচিত্র!

মিসরের টেলেল কবিরের যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি রসনের মৃত্যুসংবাদ পাইবা-মাত্র ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক এক পত্র লিখিয়া বলেন "আমি তোমাদিগের নবজাত শিশুর ধর্ম্মমাতা হইব।" কয়েক দিন পরে তিনি অসবোরন্ নগরে অন্বেষণ করিয়া করিয়া উক্ত মাতা ও শিশুর নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার অঙ্গীকার বিধিপূর্ব্বক পালন করেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সহৃদয়তা ধন্য।

ডাক্তার বার্ণার্ডো অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও লণ্ডনের নিরাশ্রয় রাজ-পথ ভ্রমণকারী অনাথ বালক বালিকা-দিগকে এক ভোজ দেন। তাহাদের সংখ্যা ১২০০ হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্য হইতে ২০০ ব্যক্তিকে অনাথাশ্রমে স্থানদান করা হইয়াছে।

শিশু বিনয়ন।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়—বিতৃষ্ণা প্রদর্শন, ও তিরস্কার। এই উভয়ের মধ্যে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন অধিক ফল-প্রদ। নিম্নলিখিত কোন গৃহস্থ বিদেশে কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং তাঁহার শিশুর শাসনভার কেবল তাঁহার পত্নীর উপর ছিল। কিন্তু পত্নী তাদৃশ শিক্ষিতা না হওয়াতে সন্তানকে নিজ শাসনাধীনে রাখিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পুত্র-বাৎসল্য হেতু তাহার অনেক দোষ গোপন রাখিতেন। ক্রমশঃ কোন কোন দোষ তাদৃশ দোষ বলিয়াই মনে করিতেন না।

একদা গৃহাগত উক্ত গৃহস্থ আহারকালে ভর্জ্জিত নারিকেল খণ্ড আহার করিতে করিতে সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য নারিকেল কোথায় পাইলে? আমিত ইহা ক্রয় করিয়া আনি নাই?" সহধর্ম্মিণী দোষ না ভাবিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্র একটী ঝুনা নারিকেল অমুকের বাগান হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল।" এই কথা বলিতে না বলিতে পুত্র উপস্থিত। সে আনন্দে পিতার নিকট নারিকেল হরণ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে পিতা চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত করিয়া সেই নারিকেল সম্পৃক্ত সমুদায় দ্রব্য অস্পর্শীয় বলিয়া আহারে বিরত হইলেন এবং ভাব ভঙ্গীতে এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন রন্ধনগৃহের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী একেবারে অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। শেষে অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়! যিনি আমার সহধর্ম্মিণী, যাঁহার সহবাসে কোথায় আমার শরীর ধর্ম্মময় হইবে, না আজি তাঁহারই তাচ্ছিল্যে আমার শরীর মধ্যে অপহৃত দ্রব্য প্রবেশ করিল!" এই বলিয়া গলমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া উদরসাৎ আহারীয় বমন করিলেন এবং রন্ধনগৃহ হইতে উক্ত নারিকেল স্পৃষ্ট সমুদায় সামগ্রী অপসারিত করাইয়া ও তাহাতে গোময় দিয়া পুনরায় রন্ধন করাইলেন। এই একটী শাসনকার্য্য হইতেই সেই দিন অবধি পত্নী ও পুত্র উভয়েই পরের দ্রব্য স্পর্শ করিতে সিহরিয়া উঠিতেন।

যখন কোন বালক কি বালিকা দোষ বিশেষে এরূপ অভ্যস্ত হয়, যে তাহাকে নানা উপায়ে বুঝাইয়া দিলেও তাহা তাহার মনে অঙ্কিত হয় না, তখন উচ্চতর শাসন আবশ্যক। উচ্চতর শাসনপ্রণালী নিম্নবর্ণিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। আহার পরিচ্ছদের তারতম্য।

যে বালক কথার বাধ্য, পাঠে অনুরক্ত, ও সৎ, তাহাকে যদিও সকল সময়ে উত্তম দ্রব্যাদি পুরস্কার প্রদান যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু যে দোষের কার্য্য করে, তাহাকে মনোমত দ্রব্যবিশেষে বঞ্চিত করা উচিত। বালককে তেমনি ইহা বুঝিতে দেওয়া উচিত যে সৎ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহার পুরস্কার নাই, বরং সৎ না হইলে কষ্ট আছে। সেইরূপ অসৎকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে প্রত্যেক দোষের শাস্তি আছে এবং যাহার পক্ষে যেরূপ শাস্তি বিবেচনা-সঙ্গত, তাহাকে তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোন বালক অতিশয় পরিচ্ছদ-প্রিয়। এরূপ বালক কোন দোষ করিলে তাহাকে আহারাদি কালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যে বঞ্চিত না করিয়া পরিচ্ছদে বঞ্চিত করা উচিত। কেশের পারিপাট্য-প্রিয় বালককে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হইলে তাহাকে কেশহীনাবস্থায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। কাহার পক্ষে কিরূপ শাসন উপযুক্ত, অক্রোধ অবস্থায় বালকের হিতকাম হইয়া একটু চিন্তা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

২য়। ক্রীড়াদিতে বঞ্চিত রাখা। বালকগণ আহার পরিচ্ছদাদি অপেক্ষা ক্রীড়াকে অধিক আনন্দজনক মনে করে। "এই রূপ দোষ করিলে এত দিন ক্রীড়া করিতে পাইব না" এইরূপ ধারণা যদি বালকদিগের মনে খোদিত থাকে, তবে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইতে দেখা যায়, কিন্তু এরূপ শাস্তি বিধান সুবিবেচনার সহিত করিতে না পারিলে বালক বালিকাগণ আবার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। অতএব এরূপ শাসন অতি সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩য়। প্রহার—সর্ব্বপ্রকার শাসনপ্রণালী নিষ্ফল হইলে প্রহার আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিতান্ত গুরুদোষ না হইলে প্রহার করা উচিত নহে। প্রহার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে তাহা গোপনে প্রয়োগ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার শাসন বিশেষতঃ প্রহার গোপনে সম্পাদ্য। উহা গোপনে সম্পাদন না করিলে বালকগণের আত্ম-গৌরব ধ্বংস হয়, সুতরাং তাহার লোকভয় লোকলজ্জা শিথিল হওয়াতে সে শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

প্রহার কার্য্য অতিশয় গুরুতর ব্যাপার, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক।

যদি কোন দোষ অত্যন্ত অধিক হয়, তবে তাহার অপনয়নের জন্য প্রথমে তাহার অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে যদি এমন অনুমান হয় যে শেষে ইহাকে উক্ত দোষ হেতু প্রহার পর্য্যন্ত করিতে হইবে, তবে এই সময়েই দোষীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়ম করিয়া রাখিতে হইবে পুনর্ব্বার দোষানুষ্ঠান কালে এত বার বেত্রাঘাত করা হইবে। এই নিয়মটী

এমন ভাবে বালকের মুখ হইতে বলাইয়া লইতে হইবে যেন তাহার ধারণা থাকে এই নিয়ম সে নিজে নির্দ্ধারণ করিয়া দিল। সুতরাং এই নিয়মানুসারে কখন যদি প্রহার করিতে হয়, তবে বালক ক্রুদ্ধ হইতে পারিবে না, কারণ এ তাহার স্বকৃত নিয়ম।

ইংলণ্ডীয় কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রহার কার্য্য নিম্নবিধ নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে একটী প্রহার দিবস স্থির করিয়া সকল বালককে বিজ্ঞাপন দেন যে সকলে ঐ দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেন গৃহবিশেষে সমাগত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে সমাগত হইলে দোষী বালকের দোষোল্লেখ করিয়া তাহার শাস্তি আবশ্যক, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হয়। পরে নিয়মিত বেত্রাঘাত করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। এই বেত্রাঘাত কিছু গুরুতর হয়, সুতরাং দর্শকদিগের মনে উহা বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রহারের পর অনেক সময়ে উক্ত বালকের নাম কর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং একটী বালকের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্যকে শিক্ষা দেওয়া তত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রহারে বালকের এইরূপ অনিষ্ট হয় দেখিয়া আর্ণল্ড প্রভৃতি মহোদয়গণ কখন কখন অন্যরূপ ব্যবস্থা করেন। একটী বালক বিশেষ গুরুতর দোষে অভ্যস্ত হইয়া বার বার প্রহৃত হইয়াও তাহা পরিত্যাগ করে নাই। বিশেষতঃ প্রহারে তাহার লোকলজ্জা বিনষ্ট হওয়াতে তাহার সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্করণ স্থির হইল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে হতাশ্বাস হইয়া শিক্ষকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষে এই স্থির করিলেন "এক বার ঐ বালককে অত্যন্ত গুরুদণ্ড বিধান করা যাউক। কিন্তু সে দণ্ডে বালকের পাছে প্রাণসংশয় হয়, তজ্জন্য আমাদের মধ্যে একটী শিক্ষক ভার লউন, বালকের প্রতি নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অর্দ্ধমাত্রা প্রদান না করিতে করিতে তিনি স্বয়ং বালককে রক্ষা করিবার জন্য আপনি পৃষ্ঠ পাতিয়া অবশিষ্ট দণ্ড গ্রহণ করিবেন। দেখা যাউক এরূপ উপায় সফল হয় কি না?"

এই ধার্য্য করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সমুদায় বালকের সমক্ষে উক্ত দোষী বালককে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বেত্র প্রহারের আদেশ করিলেন। বেত্রাঘাত এরূপ সবলে বালকের পৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল যে তাহা বালকের পক্ষে প্রথম হইতেই অসহ্য হইতে লাগিল। অতি অল্পসংখ্যক বেত্রাঘাতের পর একটী শিক্ষক ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্ব পরামর্শ মত প্রহার বেত্র ধরিলেন। কিন্তু প্রহর্ত্তা আপনাকে এরূপ কৃতসংকল্প দেখাইলেন যে বালকের প্রাণ যায় যাউক, তিনি প্রহার হইতে বিরত হইবেন না। তখন শিক্ষক মহাশয় সানুনয়ে প্রহর্ত্তাকে বলিলেন

"যদি আপনি উঁহাকে পূর্ণশাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অবশিষ্ট শাস্তি আমাকে বিধান করুন,আমি উঁহার প্রতিনিধিরূপে শাস্তি গ্রহণ করিতেছি।" প্রহর্ত্তা তাহাতে স্বীকার পাইয়া শিক্ষক মহাশয়কে ঠিক্ পূর্ব্ববৎ সবলে অবশিষ্ট বেত্রাঘাত করিলেন। শিক্ষক মহাশয় এই প্রহারে অত্যন্ত কাতর হইলেও উক্ত দোষী বালকের দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল সহ্য করিলেন। বালকও শিক্ষকের কষ্ট দেখিয়া একেবারে বিগলিতহৃদয় হইয়া গেল। বালকরে চিত্ত এরূপ বিগলিত হইল যে, সে তৎক্ষণাৎ কৃতসংকল্প হইল অদ্য হইতে প্রকৃত শিক্ষক মহাশয়ের দাস হইব। তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। এই দিন হইতে বালককে অন্যরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শেষে সেই বালক এমন সুশিক্ষিত হইল, যে দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই প্রণালী যদিও কালবিশেষে সুফল প্রসব করিয়াছে, কিন্তু ইহা সকল সময়ে সফল হইতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অসরলতা আছে;কিছুমাত্র অসরলতা প্রকাশ পাইলে বালক অন্যবিধ মনে করিত। বিশেষতঃ এইরূপ ঘটনায় প্রকৃত শিক্ষকের পক্ষ হইয়া প্রহর্ত্তার প্রতি এরূপ ক্রোধান্ধ হইবার সম্ভাবনা যে বালকের চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, সে তদবধি প্রহর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রতিফল দিবার বাসনা করিত যে কি! আমার এমন শিক্ষককেও প্রহার করিয়াছে, ইহার সমুচিত ফল দিব ইত্যাদি।

যে সকল ঘটনায় দুই এক বেত্রাঘাত ফলোপধায়ী বোধ হয় না, সে স্থলে বালকের জন্য শিক্ষকমহাশয়ের অধিক সময় ব্যয় করা আবশ্যক বোধ হয়। কারণ বালককে দোষের গুরুত্বানুরূপ ধিক সময় নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সেই গৃহে কেবল শিক্ষকমহাশয় তাহার সহিত অবস্থান করিবেন। প্রয়োজন হইলে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত অন্য কোন বালকের মুখ দেখিতে না দিলেই বালক আপনা আপনি বশীভূত হইয়া আইসে।

যে স্থলে অল্প প্রহার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, সে প্রহার অতি সতর্কভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রহারের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল বালকের হৃদয়ে দোষ বিশেষরূপে অঙ্কিত করা মাত্র। সুতরাং যদি বেঁত উঁচাইয়াই সেই ভাব অঙ্কিত করা যায়, তবে প্রহার করা অনাবশ্যক। এইজন্য বুদ্ধিমান্ অভিভাবক মাত্রেই যত ভয় দেখান, তত প্রহার করেন না। প্রহার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে প্রথমে তাহাকে গোপন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে এবং অক্রোধ ভাবে কেবল যেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহার হস্তে সবলে প্রথম আঘাত করিতে হইবে। প্রথম প্রথম আঘাত এমন প্রখর হওয়া আবশ্যক, যেন দ্বিতীয় আঘাত সহ্য করা

অসম্ভব এইরূপ বালকের মনে বিশ্বাস হয়। সুতরাং দ্বিতীয় আঘাতকালে বালক আর হস্ত পাতিতে সাহস করিবে না। যদি পাতে, তবে বেঁত পতন কালে তাহা সরাইয়া লইয়া যাইবে। এই সময়ে প্রতি বেঁত আরও সবলে উচ্চৈঃশব্দে হস্তের উপর পড়িতে আসিবে। এইরূপ দুই চারি ঘা সশব্দে পতিত হইতে আসিলেই বালক এমন ভীত হইয়া যাইবে যে অধীর হইয়া পড়িবে। এক্ষণে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বেত্রাঘাতের অবশিষ্ট দ্বিতীয় অপরাধ-কালে প্রদত্ত হইবে ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া বালককে বিদায় দিবেন। অন্যান্য বালক প্রহৃত বালকের বেত্রাঘাতশব্দ ও ক্রন্দন শ্রবণ করে ক্ষতি নাই, কিন্তু আঘাতস্থলে তাহারা উপস্থিত না থাকিলেই ভাল।

মার্জ্জার।

বিড়ালের ভবিষ্যদ্বাণী—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মেসিনা নগরের একটী বণিক্ তাঁহার দুইটী প্রিয় বিড়ালের দৈবজ্ঞতাগুণে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। মেসিনাতে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হঠাৎ উপস্থিত হইয়া অনেক গৃহ ভূমিসাৎ করে, বণিকের গৃহটীও তন্মধ্যে ভুক্ত হয়। ভূমিকম্পের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিড়ালদ্বয় তৃতীয়তল গৃহে ছিল, বণিক্ দেখিলেন তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য বড় ব্যস্ত। দ্বার খুলিয়া দিলে তাহারা দ্বিতীয় তল ও পরে প্রথম তলে আসিয়া সেইরূপ ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বণিক্ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া

দিতে দিতে তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই তাহারা বড় রাস্তা দিয়া এক ছুটে চলিল, চলিতে চলিতে নগরের ফটকের বাহির হইল। পরে এক মাঠে গিয়া নখর দ্বারা ভূমি আঁচড়াইতে লাগিল। বণিক্ চমৎকৃত হইয়া তাহাদিগের কার্য্য দেখিতেছেন, এমত সময় সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প উপস্থিত। তিনি গৃহে থাকিলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতেন।

টমের চার দিয়া ইঁদুর ধরা—পার্থ সায়ারে কোন পরিবারের একটী প্রিয় বিড়াল ছিল, তাহার নাম টম। পরিবারস্থ সকলে আহার করিতেছে, টম পাত হইতে এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া পলাইল। ডিস হইতে মাংস তুলিয়া লওয়া তাহার অভ্যাস ছিল, কিন্তু এবার সে মাংস লইয়া কোথায় যায়, ইহা দেখিবার জন্য সকলের একটু ইচ্ছা হইল। কিয়ংক্ষণ পরে দেখা গেল সে মাংস খানি এক ইঁদুরের গর্ত্তের ধারে রাখিয়া নিকটস্থ এক আলমারীর নীচে আপনি লুকাইল। কিছুক্ষণ পরে দুইটী প্রকাণ্ড দেহ ইঁদুর দেখা দিল। টম গা ফুলাইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে ইন্দুরেরা মাংস খণ্ড লইয়া যেমন পলাইবে, টম অমনি লম্ফ প্রদান করিয়া উভয়কে ধরিল এবং তাহাদিগের সহিত কিছুক্ষণ লড়িয়া অবশেষে উভয়কেই বধ করিল।

বৈজ্ঞানিক বিপন্ন—বায়ুনির্যান যন্ত্রের আধারে কোন জন্তুকে রাখিয়া তাহা হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে তাহার জীবন নাশ হয়, এইটী প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য এক বৈজ্ঞানিক এক বিড়ালকে পাত্র মধ্যে পূরিলেন। দুই এক পাক দিবামাত্র বায়ুর যেমন অল্পতা হইয়াছে, বিড়াল কষ্ট অনুভব করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার কষ্টের কারণ শীঘ্র অনুভব করিতে সমর্থ হইল। পরে যে ছিদ্র দিয়া বায়ু বাহির হইতেছিল, একখানি পা তথায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের হাত ধরিয়া যত পাক দেন, আর কিছুতেই কিছু হয় না। পরে যন্ত্রে বায়ু পুনরায় পূরিলেন, বিড়াল তখন স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া পা সরাইয়া লইল। আবার পাক দিবার চেষ্টা করিবামাত্র বিড়াল দ্বার চাপিয়া ধরিল। পণ্ডিত হাতা ঘুরাইয়া কিছু হয় না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। ছাত্রগণ বিড়ালের বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া করতালিধ্বনি করিতে লাগিল। অবশেষে বৈজ্ঞানিক এ বুদ্ধিমান বিড়াল দ্বারা কাজসারা অসম্ভব বোধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং একটি বোকা বিড়ালকে লইয়া নিষ্ঠুর পরীক্ষায় আপনার কৃতকার্য্যতা দেখাইলেন। এরূপ গল্প সহজে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ডি লা ক্রয় নামক সংবাদপত্রে ইহা যথার্থ ঘটনা বলিয়া বর্ণিত আছে।

বিড়াল ও উকীল—কুমারী নাহিট আত্ম-জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন

আয়র্লণ্ডের একটী রমণীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র উকীল ছিল। রমণী তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি উহার নামে উইল করিয়া যান। ঐ রমণীর একটী বিড়াল ছিল, সে কখনও তাঁহার সঙ্গছাড়া হইত না, এমন কি তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহার শব ছাড়িয়া যায় নাই। পার্শ্বস্থ গৃহে উইলখানি পড়া হইলে যেমন দ্বার উন্মুক্ত করা হইল, বিড়াল অমনি লম্ফ দিয়া উকীলের স্কন্ধে উঠিয়া নখর দ্বারা তাহার টুঁটি আক্রমণ করিল, অনেক কষ্টে তাহার হাত হইতে উকীলের প্রাণরক্ষা হইল। এই ঘটনার ১৮ মাস পরে উকীলের মৃত্যু হয়, মৃত্যুশয্যায় সে আপনার মুখে স্বীকার করে যে সম্পত্তির লোভে সে তাহার খুড়ীকে] হত্যা করিয়াছিল।

বিড়ালের ইঁদুরশিশুপালন—ইহার একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, আর একটী আরও আশ্চর্য্য। ব্রসেল্‌স নামক স্থানের এক মান্যা মহিলার এক পালিত বিড়াল ছিল। বিড়ালটীর ছানাগুলি জলে ডুবিয়া মরে, ইহাতে স্তনের দুগ্ধাধিক্য হেতু তাহার বড় ক্লেশ হয়। কয়েক দিন দেখা গেল আহারের সময় ভিন্ন আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটীর চাকর অনুসন্ধান করিয়া দেখিল এক অন্ধকার ঘরে বিড়াল শুইয়া আছে আর ৮টী ইঁদুরছানা তাহার স্তন্য পান করিতেছে। আর এক সপ্তাহকাল বিড়াল এইরূপে তাহার ভোজ্যদিগকে দুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিল, বোধ হয় তাহারা মাতৃহীন হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে বিড়ালের স্তনে আর অধিক দুগ্ধ সঞ্চিত না হওয়াতে সে আর স্তন পান করাইতে ব্যস্ত হইল না। এক দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল কয়েকটী ইদুঁরছানাকেই মারিয়া বসিয়া আছে।

বিড়ালের ঘণ্টাবাদন—ফ্রান্সের কোন সন্ন্যাসাশ্রমে প্রতিদিন ঘণ্টা নাড়িয়া ভোজনসময় জ্ঞাপন করা হইত। সেই সময়ে একটী বিড়ালও আহারের কিছু অংশ পাইবার আশায় তথায় উপস্থিত হইত। একদিন আহারসময়ে তাহাকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বার খুলিলে বিড়াল আহারস্থানের নিকট দৌড়িয়া গেল, কিছুই আহার পাইল না। ঘণ্টায় তখন ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল। গৃহস্থ লোক ইহার কারণানুসন্ধানার্থ আসিয়া দেখে বিড়াল ঘণ্টার দড়ী নাড়িয়া এই চতুরতার কার্য্য করিতেছে।

ছবির কথা।*

১ম সংখ্যা।

গ্রামের বাহিরে, গঙ্গার ধারে, একখানি পাতার কুটীর। কুটীরখানি এক বিধবার। তাহাতে আর কেহই নাই, আছে কেবল সেই বিধবা ও তাহার একটী মাত্র কন্যা। তাহাদের আর কিছুই নাই, আছে শুধু এই কন্যার অতুল রূপরাশি। নীরব কবির হৃদয়-নিহিত প্রতিভার ন্যায়, দরিদ্র সাধুর আত্মার অভ্যন্তরস্থ ভাবের ন্যায়, নিরলঙ্কার এ সৌন্দর্য্য বুঝি কেহ দেখিবে না; অমূল্য ভাবিয়া, ইহাকে বক্ষে ধরিতে বুঝি কেহ আসিবে না। বনে ফুল ফুটে, মিষ্ট গন্ধে বাতাসকে মাতাইয়া দেয়, শেষে দলে দলে শুখাইয়া ঝরিয়া পড়ে; বালিকার জীবন-কুসুমের অবস্থা কি সেইরূপ হইবে? রাজার প্রাসাদে যে প্রতিমা শোভা পাইবে, দরিদ্রের কুটীরে তাহা স্থাপন করিতে বিধাতাকে কে বলিয়াছিল? এ গভীর রহস্য বুঝিতে পারা মনুষ্যলোকে কাহার সাধ্য! বালিকার নাম ছবি, বয়স বার তের। বিধবা এখন যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। ইঁহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কতকালই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন, নিকটস্থ কুসুমপুরগ্রামের লোকেরা এ সমস্ত কথা কিছুই জানিত না—সামান্য কৃষকপত্নী ও কৃষকবালা বলিয়া ইহঁাদিগকে জানে মাত্র। সময়ে সময়ে মাজি-মাল্লারা তীরে নৌকা লাগাইয়া ইহঁাদের কুটীরে আসে। জীবনধারণের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য দিয়া যায়; কখন কোন সামগ্রীর দাম লয় না, লইতেও চাহে না। তাহারা ছবি ও তাহার মাতাকে দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করে।

আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার সময়। আকাশ নির্ম্মল সুনীল! পথ ঘাট শুষ্ক, কর্দ্দমশূন্য। পৃথিবী হাস্যময়ী। প্রকৃতি বর্ষা-স্নানের পর হরিৎ পরিচ্ছদে শোভমানা। বঙ্গদেশে শরৎকাল এক মহাকাব্য। এ কাব্যের তুলনা কোথাও মিলিবে না। বাঙ্গালী, ক্ষুদ্র নর-কবির হস্তলিখিত সামান্য কাব্য বুঝিতে না পারুন্, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই অনাদি কবির শ্রীহস্তরচিত এই মহাকাব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হৃদয়-গৌরবে বঙ্গদেশবাসী, পৃথিবীর সভ্যতম জাতি সকলের সমকক্ষ, এ কথা স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করিতে পারি। আবার বলি, শরৎকাল বঙ্গভূমে অপূর্ব্ব মহাকাব্য।

*প্রতিভা নামে যে উপন্যাসটী গত সংখ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়াতে আর বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল না। বা, বো, স।

আজি দেবী পক্ষের পঞ্চমী তিথি। সূর্য্যদেব অনেক ক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন, গগনের নীল জলে নক্ষত্রমালা একে একে ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যাদেবী ক্ষীণ আঁধার আবরণে স্বর্গ মর্ত্ত্য ছাইয়া ফেলিয়াছেন। সকলি দেখা যাইতেছে, কিন্তু অস্পষ্ট—অস্ফুট। বহুকাল-মৃত প্রিয়তমের স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি মানসচক্ষে যে ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ঠিক্ সেইরূপ। সন্ধ্যার সেই আধ আলো, আধ ছায়া— -আধ হর্ষ—আধ-বিষাদের মূর্ত্তি যতই সরিয়া পড়িতে লাগিল, পঞ্চমীর বালেন্দু ছটা ততই উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সুন্দরীর বরাঙ্গে যৌবন যেরূপ ফুটিয়া উঠে, পৃথিবীর অঙ্গে জ্যোৎস্না এখন সেইরূপ ফুটিয়া পড়িয়াছে। শিশির-স্নিগ্ধ শরতের জ্যোৎস্না!—বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল, বড় স্বপ্নময়। ছবি, প্রতিদিনের মত, আজিও মাতার সায়ংকালীন ইষ্টদেবের পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া কুটীর হইতে বাহির হইল। কুটীরের পশ্চাতে এক নবকুসুমিতা সেফালিকা-তলে উপবেশন করিল। অমনি বৃক্ষ সস্নেহে তাহার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। বায়ু ফুলের গন্ধ বালিকার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য!—সম্মুখে জাহ্নবীর প্রসন্ন বারি-বিস্তার,—শরতের বিমল চন্দ্র করে ধূ ধূ করিতেছে, যেন অনাদি কাল হইতে এই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঢেউগুলি এতক্ষণ যেন সলিল-শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সমীরণের মৃদু মন্দ কর-স্পর্শে এক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রদেব এই সুন্দর ঊর্ম্মি-মালাকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে মণ্ডিত করিতেছেন। এ প্রেম—অপার্থিব; এ শোভা—অনির্ব্বচনীয়, এ সৌন্দর্য্য—উদার! এ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম বৃথা। যিনি দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন। তিনিই বুঝিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরের এ মহাকাব্য কি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর! কি উদার হইতে উদারতর! কি ভাবময় মহাসঙ্গীত। বালিকা স্থির-নেত্রে এই শোভার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। বায়ু তাহার কেশ লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করিতেছে। নীলাকাশে বসিয়া চন্দ্রমা জ্যোৎস্না হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গা-বক্ষে কত নৌকা ভাসিতেছে। দাঁড়ী মাজীরা দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ কেহ বা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। নৌকায় কত আরোহী, কেহ নিদ্রিত,—কেহ জাগ্রত। পূজার অবকাশ! প্রবাসী সংবৎসরের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্য, গৃহের শান্তিময় কুঞ্জে ছুটিয়া আসিতেছে। পিতার কাছে পুত্র, পুত্রের নিকট পিতা, মাতার কাছে সন্তান, প্রণয়িনীর পার্শ্বে প্রণয়ী! অপূর্ব্ব মিলন! অপূর্ব্ব দৃশ্য! অপূর্ব্ব উৎসব! ছবি নৌকাগুলি দেখিতেছে; নৌকার আরোহীদিগের

আনন্দ—উৎসাহ ও উৎসবের কথা ভাবিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক এক বার বড় অনামনস্কা হইয়া পড়িতেছে। সহসা তাহার প্রফুল্ল মুখ খানি গভীর ভাব ধারণ করিল; কেন, কে জানে? একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরিয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাতা কুশাসনে আসীনা; নয়ন মুদিত, শরীর নিস্পন্দ, মুখশ্রী গম্ভীর। তাঁহার সম্মুখে দেয়ালের গাত্রে এক খানি ছবি লম্বিত হইয়াছে। চিত্র-পটে একটি পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত। তাঁহার প্রশস্ত ললাটদেশ, সরল, সকরুণ কটাক্ষ, উদার প্রসন্ন মুখমণ্ডল—দেখিবা মাত্র এক জন মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। পার্শ্বে এক রমণী দুই তিন বৎসরের একটী বালিকা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন,—মূর্ত্তি—উজ্জ্বল গৌরাঙ্গিণী,—পদ্ম পলাশনেত্রা,—হাস্য-বদনা। বালিকা ছবি, এই চিত্র দেখিতে দেখিত আরও বিষণ্ণা হইয়া পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া,কোমল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। শব্দে মাতার ধ্যান ভাঙ্গিল। আসন হইতে উঠিয়া ছবিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সস্নেহে বারম্বার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেন মা, আজ তোমার কি হইয়াছে? ছবি কথা কহিল না; মাতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময় সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত,তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে তাহার মাতার চক্ষু শুষ্ক নহে। দর-বিগলিত অশ্রুধারা বিধবার গণ্ড বাহিয়া বক্ষঃস্থলের বসন সিক্ত করিতেছে। সেই গঙ্গা-তীরে, সেই চন্দ্র-করোজ্জ্বল ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে মা কাঁদিতেছেন, মেয়ে কাঁদিতেছে। কে বলে এ সংসার সুখের?

অনেক ক্ষণ পরে বালিকা ধীরে ধীরে মাতার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিয়া দেখিল মার চক্ষে জল। অমনি সে আপন বস্ত্রে বিধবার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "মা, তুমি কাঁদিও না; আমি আর কাঁদিব না।" এই বলিয়া মার কোল হইতে নামিল। জননী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাছা আমি কেন কাঁদিতেছি, তোমায় বলিব। অনেক সময় বলিব বলিব মনে করিতাম, কিন্তু তখন বলিতাম না। এখন তুমি বড় হইয়াছ, সকলি বুঝিতে পারিবে। মাতা ধীরে ধীরে বসিলেন। আর কন্যা, সেও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মা কি বলেন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মদেশ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মদেশে মৃতবৎস ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ শব প্রোথিত করার পূর্ব্বে তাহার সহিত এক খণ্ড লৌহ দেওয়া হয়, এবং একটী মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহার ভাবার্থ এই যে "যত দিন না এই ধাতু কোমল হয়, তত দিন আর তোমার মাতার গর্ব্ভে আসিও না।"

প্রসব হইবামাত্র প্রসূতির সর্ব্ব শরীর হরিদ্রার গুঁড়া ও কম্বলাদি গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয় এবং তাহার শয্যা-পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়। ঐ আগুন কুলকাষ্ঠের হওয়াই প্রশস্ত। যত সত্বর সম্ভব প্রসূতিকে দাই এক রকম পাঁচন খাওয়ায়, ঐ পাঁচন ৭ দিবস পর্য্যন্ত সেবন বিধি। গরম বস্ত্রাবরণ, পাঁচন-সেবন, হরিদ্রার গুঁড়া লেপন ও ভক্ষণ, শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে এই গুলির সমান বিধি। ৭ দিবস গত হইলে প্রসূতিকে তেঁতুল পাতা প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্যাদি দ্বারা সিদ্ধ গরম জলে স্নান করান হয়।

এক পক্ষ অতীত হইলে শুভ দিন ও শুভক্ষণে শিশুর নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণের দিবস বৃক্ষ পত্রাদির কষে এক প্রকার জল প্রস্তুত করা হয়, উহা দ্বারা শিশুর মস্তক ধৌত করা হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিতেরা সেই জলে তাঁহাদের হস্ত প্রক্ষালন করেন। সকলে ঐ উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু দ্রব্য বা অর্থ যৌতুক দিয়া থাকে। নিতান্ত নিঃস্ব ভিন্ন প্রায় সকলে ঐ রাত্রে নাচ যাত্রাদি কোন না কোন আমোদকর ব্যাপার করিয়া থাকে। শিশুর নামটী পিতামাতা পূর্ব্বে ঠিক করিয়া মুরব্বি লোকদিগকে বলেন, তাঁহারা কেহ উক্ত সময়ে হঠাৎ শিশুর ঐ নাম রাখিবার জন্য নিমন্ত্রিত-গণের সমক্ষে উত্থাপন করেন। নাম সম্বন্ধে অনেক বিচার হয়, ঐ নামধারী-দিগের গুণের বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, শেষে ঐ নাম ঠিক হয়। সাধারণতঃ জন্মবারের উপর শিশুর আদ্যক্ষর নির্ভর করে, যথা,

সোমবার জন্মিলে নামের আদ্যক্ষর	ক, খ, গ, ঘ, ঙ,
মঙ্গলবার	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,
শনিবারে	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ,
বৃহস্পতিবারে	প, ফ, ব, ভ, ম,

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণতঃ বর্ম্মাদের বিশ্বাস শিশু যে দিনে জন্মিবে তাহার স্বভাব সেইরূপ হইবে, সোমবারে জন্মিলে হিংসক, মঙ্গলবারে সাধু, বুধবারে ধাতুরুক্ষ বা খিটখিটে, অথচ সত্বর ঠাণ্ডা, বৃহস্পতি-বারে শান্ত, শুক্রবারে গল্পে, শনিবারে রাগী ও কলহপ্রিয় এবং রবিবারে কৃপণ হইয়া থাকে।

জন্মবারের বিশেষ বিশেষ জন্তু নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মদেশবাসী নিজের জন্মবারানুযায়ী জন্তুর আকৃতির বাতি দেবমন্দিরে জ্বালাইবে, যদি অপরের জন্য জ্বালাইতে হয়, তবে তাহার জন্মবারানুযায়ী জন্তুর বাতি দিবে। বারানুযায়ী জন্তুর নাম যথা সোমবার ব্যাঘ্র, মঙ্গলবার সিংহ, বুধবার দ্বিরদ বা দুই দাঁত ওয়ালা হস্তী, শেষ বুধে দন্তবিহীন হস্তী, বৃহস্পতিবারে ইন্দুর, শুক্রে শূকর, শনিতে নাগ, রবিতে গরুড়ের মত এক প্রকার জন্তু। গরুড় সম্বন্ধে তাহাদিগের সংস্কার এই, ইহা অর্দ্ধেক পশু, অর্দ্ধেক পক্ষী, সুমেরুকে রক্ষা করিতেছে।

বর্ম্মাদিগের নামের উপাধি নাই অর্থাৎ বন্দ্যো, চট্টো, মুখো, দাস, ঘোষ ইত্যাদি কিছুই নাই। পুরুষের সকল নামের পূর্ব্বে "মাউ" (অর্থাৎ "ভাই'), আমাদের "শ্রী"র ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সম্ভ্রান্ত বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ঐরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা বয়সেয় সঙ্গে নামের অনেক পরিবর্ত্তন করে, তাহা আমাদের ন্যায় বিদেশীয়দিগের পক্ষে প্রথমে বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এখানে বিবৃত করা গেল না। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সকল স্ত্রীলোককে "মা' বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে, বৃদ্ধা হইলে "মি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যুবা স্বামী তাহার প্রেয়সীকে "মি মি" বলিয়া আহ্বান করে, এবং স্ত্রী স্বামীকে মাউ বা নামের পূর্ব্বে কো দিয়া সম্বোধন করে।

পিতা মাতার প্রদত্ত নাম অভিমত না হইলে ব্রহ্মদেশবাসীরা সহজে ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কেবল মাত্র লোক দ্বারা লক্ষে নামক দ্রব্য কাগজে মুড়িয়া আত্মীয় স্বজনকে পাঠাইতে হয়। ঐ লোক প্রত্যেককে এক এক পুরিয়া দিয়া এইরূপ বলে "আমি অমুকের নিকট হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে সেই নামে আর ডাকিবে না, নিমন্ত্রণাদিতে তাঁহার এই নূতন নাম ব্যবহার করিবে এবং এই "লক্ষে" আহার করিবে। পাঠকাপাঠিকাগণ লক্ষে দ্রব টী কি জানিতে উৎসুক হইতে পারেন, ইহা এক রকম চার পাতা, রসুন ও আদা কুঁচি, ভাজা তিল, তৈল, নারিকেল ইত্যাদিতে প্রস্তুত। ব্রহ্মদেশে ইহার আদর বড়। পান, লক্ষে ও চুরট আমাদের দেশের পান তামাকের ন্যায় লোকজনের অভ্যর্থনা করিবার উপকরণ।

বর্ম্মারা হিন্দুদিগের মত কোষ্ঠী প্রস্তুত করে এবং সর্ব্বদা তাহা দেখাইয়া গণনা করায়। ইহা প্রায় মণিপুরী ব্রাহ্মণ- (বর্ম্মারা তাহাদিগকে "জোলা" বলে) দিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়।

বর্ম্মাদের ১৫ বৎসর বয়সে উপবীতের ন্যায় ব্রত লওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা হয়। এইরূপে "স্বিন" বা "কোহিন"

হইবার নিয়ম পূর্ব্বে কতক বিবৃত হইয়াছে। সকলের অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার জন্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন বর্ম্মায় লোকের পাছে ইংরাজি পড়ার ক্ষতি হয়, সেই জন্য আরো কম বয়সে তাহাদিগকে স্থিন করা হয়।

লোকে যাহাই বলুক না কেন, বর্ম্মাদের উলকি না পরিলে বালকত্ব যায় না এবং বিবাহেরও উপযুক্ত হওয়া হয় না। ইহার অভাবে সুন্দরীরা তাহাদিগকে সুশ্রী দেখিবে না, সুতরাং উলকি জীবনের একটী গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এইরূপ উলকি ধারণ বড় সহজ কষ্টকর নহে। বালকেরা প্রথম হইতে একটী আধটী সক করিয়া পরে, কিন্তু কিছু বয়স হইলে হাঁটুর নীচে হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত উলকি দেওয়া হয়। এইরূপ করার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায় অনেকে অনেক রকম উত্তর দেয়, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে উলকির চিহ্ন না থাকিলে পুরুষ বলিয়া চেনা যায় না। বর্ম্মা পুরুষের দাড়ি গোঁফ নাই, যাহা ২।১ গাছি উঠে, সোন্না দিয়া তুলিয়া ফেলে, স্ত্রীপুরুষের সকলেরই লম্বা চুল, সুতরাং উলকি দ্বারা পুরুষকে সহজে চেনা যায়।

উলকি দিবার পূর্ব্বে উলকি দিবার ওস্তাদ নানা প্রকার ছবি দেখায়, বালক তাহা হইতে একটী পছন্দ করে। পরে বালককে অহিফেন খাওয়াইয়া অচেতন করান হয়; সেই সময় উলকি দেওয়া হয়। কখন কখন এইরূপ ঘটে যে অহিফেন অধিক মাত্রায় সেবন হেতু বালকের মৃত্যু হয়। উলকি দিবার যন্ত্র লম্বা একটী লোহার কাটী, উপরে পিতলের এক টুকরা তার দেওয়া আছে। চারি প্রকার রং প্রস্তুত থাকে, তাহা লইয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া উলকি দেওয়া হয়। উলকির যাতনা বড়—শরীর ফুলে, জ্বরে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, শেষে ভাল হইলে দাগগুলি, আজীবন থাকে, নষ্ট করিবার কোন উপায় পাই। ভাল অবস্থাপন্ন লোকেরা একেবারে সব উলকি না লইয়া অল্প অল্প করিয়া লয়, ইহাতে কষ্ট কম হয়। উক্তরূপ উলকি সকের; কিন্তু উহা ছাড়া বর্ম্মারা গায়ে স্থানে স্থানে লাল রঙের উলকি পরে, তাহা নানা প্রকার দ্রব্যে প্রস্তুত হওয়ায় অনেক উপকার করে এইরূপ সংস্কার আছে। কোন কোন উলকি কোন কোন বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত। কোন উলকি দুষ্ট বালকেরা লইয়া থাকে, তাহা থাকিলে গুরুমহাশয় বেঁত মারিলে লাগে না, কোন উলকি থাকিলে বন্দুক বা দা দিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারা যায় না, কোনটী থাকিলে জলে ডোবে না, কোনটীতে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী স্ত্রী লাভ করা যায়, কোনটী থাকিলে সর্ব্বত্র জয় হয় ইত্যাদি। বর্ম্মাদের এইরূপ ঔষধে বিশ্বাসও যথেষ্ট। শুনা গিয়াছে গত ৮১ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুণ সহরে এইরূপ একটী বালককে উলকি দিয়া পরীক্ষার

জন্য হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হয়। তত্রাপি বর্ম্মারা বলিবে উলকি ভাল, কিন্তু কোন উপদেবতা ইহার গুণ নষ্ট করিয়াছে !!!

কর্ণবেধ।

বর্ম্মা বালক উলকি পরিলে বা কোহিন হইলে তাহার বালকত্ব গিয়া মনুষ্যত্ব হয়, সেইরূপ বালিকাদের যত দিন না কর্ণবেধ হয়, তত দিন বালিকাত্ব যায় না। ইহা প্রায় ১২।১৩ বৎসর বয়সে দেওয়া হয়, ইহা হইলে বালিকা আর পূর্ব্বের মত যেমন তেমন অবস্থায় সকলের সম্মুখে বাহির হইবে না, উপযুক্ত অভিভাবক সঙ্গে ভিন্ন একলা কোথায়ও যাইবে না, বালকদিগের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিবে না এবং সর্ব্বদা বেশভূষায় সজ্জিত থাকিবে। কর্ণবেধ হইলে বালিকারা যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন মুখে তনেখাদি (চন্দন বা দেশীয় অপর দ্রব্যাদির দ্বারা মুখ রঞ্জিত করা) মাখিয়া সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে এবং মনোমত ভাল পাত্রের অন্বেষণ করে। কর্ণবেধের পূর্ব্বে বালিকার ঠিকুর্জি গণককে দেখাইয়া শুভদিন ও ক্ষণ নির্ণয় করা হয় এবং সেই দিবস যথাসাধ্য ভোজ নৃত্যাদির আয়োজন করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এমন অবস্থায় বর্ম্মারা বিশেষ কর্ম্মও বন্ধ রাখিয়া নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয় এবং সাধ্যমত কিছু কিছু গৃহস্থকে যৌতুক দিয়া থাকে। কান বিঁধিবার জন্য এক সম্প্রদায় লোক আছে, তাহাদের কেহ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। তাহার হস্তে খাঁটী সোণার শলা এবং অতি নিঃস্বদের জন্য অন্ততঃ রৌপ্যের শলা থাকে। ধনবানেরা ঐ শলা হীরক ও পান্না প্রভৃতি দিয়া বাঁধাইয়া থাকে। শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে গণক অনুমতি দিবামাত্র বালিকার কান বিঁধিয়া দেওয়া হয়। সে কাঁদিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া থাকে, বাহিরে বাদ্যের ঘটায় তাহার রোদনধ্বনি কিছুই শোনা যায় না। সকলে কোথায় এই অবস্থায় কিরূপ হইয়াছিল, গল্প করিতে থাকে। কান বিঁধিয়া দিলেই সকল শেষ হইল না, কানের ছিদ্র বড় করিতে হইবে, সুতরাং কাটীটী সর্ব্বদা ঘূর্ণণ হয় এবং খড়িকা রোজ রোজ একটী একটী করিয়া বেশি দেওয়া হয়, এইরূপ করিলে ক্রমে সাঁওতাল রমণীদিগের কানের ছিদ্রের মত ইহাদের কানের ছিদ্র বড় হয়; তখন নডাঁও নামক কর্ণালঙ্কার পরে, ইহার ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চ হইবে। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা কানের ছিদ্রে প্রায় চুরট নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া দেয় এবং আবশ্যক মত তাহার ধূম পান করে।

বিবাহ।

শাস্ত্রানুসারে বর্ম্মা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বঙ্গদেশীয় ভগিনীদিগের অপেক্ষা বড় বেশি স্বাধীন নহে। পিতা মাতা, তাঁহাদের অভাবে অভিভাবকেরা যাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে, তাহাকেই স্বামী বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কন্যা তাহাদের অমতে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা তাহার ১০টী সন্তান হইলেও সেই স্বামী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে। তবে যদি এমত হয় যে কন্যা অবিভাবকের অমত সত্ত্বেও এক জনকে গ্রহণ করিল, অথচ তাহাদের জানিত কোন স্থানে তাহার সহিত নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল, এমত অবস্থায় কিছু দিন গত হইলে অভিভাবকেরা সেই স্বামী পরিত্যাগ জন্য বাধ্য করিতে পারে না।

শাস্ত্রানুসারে বর্ম্মাদের তিন প্রকারের বিবাহ হইতে পারে:—

১। যখন উভয় পক্ষের পিতা মাতা পাত্র ও পাত্রী স্থির করেন।

২। যখন বর কন্যা ঘটক দ্বারা বিবাহ স্থির করে।

৩। যখন তাহারা আপনারা পরস্পরকে মনোনীত করিয়া ঠিক্ করে।

সাধারণতঃ শেষের দুই প্রকারের বিবাহে অন্ততঃ অভিভাবকের অমত থাকিবে না।

পূর্ব্ব নিয়মানুসারে যুবক ২৪। ২৫ বৎসরের না হইলে বিবাহের উপযুক্ত হয় না, কিন্তু এখন বালকেরা ১৮। ১৯ বৎসরে এবং বালিকারা ১৩। ১৪ বৎসর বয়সে প্রায়ই বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু ৩০ বৎসরের যুবার সহিত ২০। ২৫ বৎসরের যুবতীর বিবাহও নিতান্ত অসাধারণ নহে।

যুবা বিবাহের পূর্ব্বে নিজের পিতা মাতাকে তৎসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জানায় এবং তাঁহারা তাহার অভিপ্রায় মনোনীত বালিকার মাতাপিতাকে জানায়, ইহাতে শেষ পক্ষের আপত্তি না থাকিলে যুবা বালিকার গৃহে সর্ব্বদা আসিতে পারে—এমন কি, প্রায় ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করে এবং পরস্পরের স্বভাব চরিত্র পরস্পরে নিরীক্ষণ করে,তাহাতে যদি উভয় পক্ষের মত হয়, তবে যৌতুক ও শুভ দিন ক্ষণ ঠিক হয় এবং বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এত দেশ দেখা গিয়াছে, বিবাহের একটী ধূমধাম সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু বর্ম্মাদেশে তাহার কিছুই নাই। বর্ম্মায় বিবাহের সাধারণ প্রথা এই :—নিতান্ত সম্ভ্রান্ত গৃহের বিবাহেও পাত্র আপন আত্মীয় স্ত্রী পুরুষ সঙ্গে করিয়া, শয্যা, পানের ডিবা, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি লইয়া পাত্রীর গৃহে আসে। দ্বারের নিকট প্রায় অবিবাহিত যুবকেরা একটী দড়ী ধরিয়া যাইতে বাধা দেয়, কিন্তু কিছু টাকা দিলেই দড়ী সরাইয়া লয়। পরে কন্যার অভিভাবকেরা শুভ লগ্নে

কন্যার হাত ধরিয়া পাত্রের হাতে দেয়, তাহারা উভয়ে এক পাত্রে আহার করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ২।১ গ্রাস অন্ন খাওয়াইয়া দেয় এবং উভয়ে সকলের সম্মুখ দিয়া এক সঙ্গে শয়নাগারে প্রবিষ্ট হয়। তখন অবিবাহিতেরা প্রস্তর মৃত্তিকাদি ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া গৃহের দ্রব্যাদি—এমন কি গৃহবাসীদিগের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করিতে ত্রুটি করে না। এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য কিছু টাকা দিতে হয়। ইহা হইলেই বিবাহ-কার্য্যের সকল অঙ্গ পূর্ণ হইল। রেঙ্গুণ প্রভৃতি নিতান্ত সহর স্থান ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র পাত্র কন্যার পিতার বাটীতে গিয়া বাস করিয়া রীতিমত পরিশ্রম করে, পরে ক্রমে তাহারা স্বতন্ত্র গৃহস্থ হয়।

এখন সময়ের পরিবর্ত্তন সহ পূর্ব্বের নিয়মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং হায় তাহাতে কি না শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে! যুবারা যে সে বাটীতে অনায়াসে যাইতে পারে, কন্যার অভি-ভাবকের নিতান্ত অমত থাকিলে কন্যাকে সাবধান করিয়া দিবে মাত্র। সন্ধ্যার পরেই এইরূপ বেড়াইতে যাইবার সময়,কারণ বর্ম্মারা সন্ধ্যার পরের সময়ের কথা বলিতে হইলে "যুবার আলাপের সময়" বলিয়া থাকে। তাহারা বলে প্রাতে স্ত্রীলোক খিটখিটে ও দিবসে কলহপ্রিয় থাকে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহারা শান্তমূর্ত্তি ও মধুরভাষিণী হয় বাস্তবিক যুবতীরা এই সময়ে সজ্জি হইয়া সূতা কাটা প্রভৃতি কর্ম্মে নাম মাত্র ব্যস্ত থাকিয়া যুবাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

বর্ম্মারা কুকুর পুষিতে বড় ভাল বাসে। কিন্তু ঘরে যুবতী কন্যা থাকিলে পাছে যুবাদিগের আসিবার অসুবিধা হয়, সেই জন্য কুকুর আর রাখে না। যুবা আসিয়া কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে, কন্যার মাতা পিতার সহিত আলাপ না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, রাত্রি কিছু বেশি হইলে তাহারা প্রায় শয়ন করে, তখন যুবক যুবতী পরস্পরের মনোনীত হইলে আপনাদের বিবাহের কথা বার্ত্তা কহে এবং কিরূপে বিবাহ সুসিদ্ধ হইবে তাহা স্থির করে। শুনা গিয়াছে গৃহিণী সুচতুরা হইলে এমত অবস্থায় প্রায় আড়ি পাতিয়া সকলি দেখেন্ ও শুনেন, নচেৎ কন্যার বুদ্ধির উপরেই সকল নির্ভর। বরকন্যা পরস্পরে পরস্পরকে কিছু উপহার দেয়। হয়ত যুবা রেশমী রুমালে প্রেমবিষয়ক গান লিখিয়া যুবতীকে দেয়। গানটী তাহার নিজের রচিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু প্রায়ই অপরের নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া হয় অথবা নাচের রাজা যে বিরহবিষয়ক গীত গাইয়া থাকে, তাহা তুলিয়া দেওয়া হয়। যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত চুরট বা রেসমি দ্রব্যাদি দেয়। পরস্পরে হয়ত কোন লোকের দ্বারা পদাদি লিখিয়া পাঠায়। যুবক যুবতীর বুদ্ধি কত স্থির হইবে, প্রায় সত্বর সকল কার্য্য ঠিক করা হয় এবং মাতা

পিতার যদি সম্মতি হয়, তাহাহইলে তো ভালই, নচেৎ উভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ১০।১৫ দিবস নিরুদ্দেশ থাকে। পরে পিতা মাতা তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া গৃহে আনেন এবং তাহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। এইরূপ বিবাহের যে কি ভয়ানক ফল তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। নব উৎসাহে প্রায় যুবক যুবতীর বুদ্ধির লোপ হয়, বিবাহের পূর্ব্বে আপনাদের চরিত্র কলুষিত করিতে প্রায়ই সঙ্কুচিত হয় না, পরে হয়ত বিবাহ হইল না, যদি বা হইল অল্প দিন পরে তাহারা পৃথক্ হয়।

বর্ম্মারা আপনাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী (সহোদরা ও বৈমাত্রেয়), খুড়ী, মাসী, পিতামহী ও মাতামহী ভিন্ন সকলকে বিবাহ করিতে পারে। সন্তান তাহার বিমাতাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহাদের শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে। রাজা সম্পূর্ণ রাজ-বংশোদ্ভব সন্তানের জন্য প্রায়ই এক জন বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ করেন, কিন্তু কার্য্যত সেই সন্তান প্রায়ই রাজা হয় না, কারণ রাজা ও মন্ত্রীরা পরে যাহাকে মনোনীত করেন, সেই প্রায় রাজা হয়।

প্রায়ই সামান্য কারণে বর্ম্মা স্ত্রীপুরুষে স্বতন্ত্র হয়। শাস্ত্রমতে ব্যভিচার দোষ ভিন্ন নিম্নলিখিত কারণ জন্য স্বামী স্ত্রী পরস্পরে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

যদি স্ত্রী স্বামীকে যথেষ্ট ভাল না বাসে, বা তাহার পুত্র সন্তান না হয়, বা যে স্থানে যাইতে তাহাকে নিষেধ করা হয়, সে সেই স্থানে যায়

নিঃস্ব হইলে এবং স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে না পারিলে বা সর্ব্বদা পীড়িত বা অলস হইলে কি বিবাহের পর কোন প্রকার অঙ্গহীন হইলে বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্যদশাগ্রস্ত হইলে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

বর্ম্মাদের বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, এমন কি পুরোহিত (ফুসি) পর্য্যন্ত আসে না। ইহা সমাজ-নীতিমাত্র, যে কোন পক্ষের ইচ্ছায় বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে, তবে যদি যথেষ্ট কারণ না থাকে, তবে যে পৃথক হইতে চাহে, তাহাকে সম্পত্তি সম্বন্ধে বেশি ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

সম্পত্তি সাধারণতঃ ৩ প্রকারের:—১ম, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের যাহা থাকে; ২য়, যৌতুক সম্পত্তি এবং ৩য়, বিবাহের পর যাহা উপার্জ্জিত হয়।

বিবাহ ভঙ্গ হইলে প্রথম প্রকারের যাহার যে সম্পত্তি, সে তাহা লইয়া থাকে। অপর প্রকারের সম্পত্তি গ্রামের বড় লোকের বিচার অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

লীলাময়ী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

৪০

কহে বীর—
সংসার সুন্দর কানন ভিতরে,
জীবন কুসুম ফুটিছে নিয়ত ;
নিত্য ফোটে নিত্য ঝরে রবিকরে,
মাটীর শরীর মাটী পরিণত।

৪১

বুঝি নাই আমি সংসারের মায়া,
মনুষ্য জীবনে উদ্দেশ্য মহান্ ;
বৃথা বিলাসের লভি পদছায়া,
কেটেছে সময় মহামূল্যবান্।

৪২

যেদিন গ্রীসের পুড়িল কপাল,
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক লেপন ;
নির্ম্মল আকাশে ঘন ঘটাজাল,
ঢাকিল সহসা চন্দ্রমা বদন।

৪৩

মাতিল রাজন্য সহচর দলে,
মন্ত্রণার স্রোতে আসন টলিল ;
সাজিল বীরেন্দ্র, কটিবন্ধ তলে
অসি-কোষে অসি অমনি নাচিল।

৪৪

শোণিত-পিপাসু গ্রীস মাতোয়ারা,
মত্ত সুর যেন বাসবসমরে ;
মাতৃক্রোড়ে শিশু আজি দিশেহারা,
উন্মত্ত সকলি মাতৃভূমি তরে।

৪৫

নেহারি সে ভাব ভাঙ্গিল স্বপন,
আঁধারে একটু দামিনী ভাতিল,
বুঝিলাম
নহে জলবিম্ব নশ্বর জীবন,
পাষাণ পরাণ বারেক কাঁদিল।

৪৬

সাজিল সমরে পোত অগণিত,
ছিঁড়িনু তখনি প্রণয়-শৃঙ্খল ;
ত্যজিলাম প্রিয়ে জনমের মত,
তেঁই দিবা রাতি ঝরে অশ্রুজল।

৪৭

কে হেন পাষাণ, তীক্ষ্ণ অসি করে,
নাশে ফুল শোভা ফুটন্ত মাধুরী ;
পামরের মত হায় অকাতরে,
প্রণয়ের হার ছিঁড়িনু আমরি !!

৪৮

অনুকূল দিকে বহিল পবন,
তীরবৎ পোত ছুটিল সাগরে,
শ্বেত নীল পীত সাগর-জীবন,
ভেটিল ফেনিল উন্মত্ত লহরে।

৪৯

উর্দ্ধে নীলাকাশ অনন্ত তারকা,
নিম্নে জলোচ্ছ্বাস অগণিত ঢেউ,
অভাগার হৃদে একটুকু রেখা,
উঠিল জাগিয়া দেখিল না কেউ।

৫০

সুধু সে দুরাশা আশার ছলনা—
যাদুবলে যদি না হয় চালিত,
অন্য তরী, ধ্রুব পূরিবে বাসনা—
আমরাই আগে হব উপনীত

৫১

টয় বীরভূমে ; অমনি প্রথমে,
পশিব সমরে ; ভবিষ্যৎ বাণী
ভাবি নাই কভু, যে ছিল প্রাক্তনে,
তাই ভুগিলাম, মরিনু আপনি।

৫২

সমরের শিখা জ্বলন্ত উৎসাহ,
বিষাদে একটু হইল মলিন ;
কি জানি সহসা হল গাত্রদাহ,
ক্ষণেকের সাধ সাগরে বিলীন।

৫৩

কটাক্ষে হৃদয়ে দেখিনু চাহিয়া,
একি সর্ব্বনাশ ! প্রেমের প্রতিমা,
সাগরের স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া ;
ভাসিছে হৃদয়ে অনন্ত নীলিমা।

৫৫

জলধিকল্লোলে—হৃদয়উচ্ছ্বাসে,
সুবর্ণ প্রতিমা দিনু বিসর্জ্জন ;
ফুরাইল সব, হৃদয় আকাশে
জাগিল সে স্মৃতি চন্দ্রমাবদন।

৫৬

ফুরাইল সুখ জাগ্রত স্বপন !
বীরের বাসনা ডুবিল অতলে ;
ভাঙ্গিল হৃদয়, হৈম সিংহাসন,
হল দৃষ্টি লোপ নয়নের জলে।

৫৭

একদা নিশীথে প্রমোদকাননে,
নৈশ সমীরণে কণ্ঠ মিশাইয়া
তুলিনু সঙ্গীত ; ফুল আভরণে
সাজাইলে মোরে ; আমি ও ছুটিয়া

৫৮

চয়িনু যতনে ফুটন্ত মল্লিকা,
সাজাইনু প্রিয়ে বন দেবীরূপে
বর বপু তব ; সুখ যবনিকা
তুলিনু—ডুবিনু প্রণয়ের কূপে।

৫৯

ভাবিলাম বুঝি এহেন সোহাগ,
হবে না বিচ্ছেদ প্রকৃতির সনে ;
বাড়িবে ক্রমশঃ নব অনুরাগ,
স্বরগের সুখ নশ্বর জীবনে।

৬০

ফুরাইল সুখ স্বপনের খেলা ;
জলবিম্ব জলে গিয়াছে মিশিয়া ;
অনন্ত গগনে যত বাড়ে বেলা,
উষার সুষমা যায় শুকাইয়া।

৬১

হাসিবে বিপক্ষ বিলম্ব ভাবিয়া,
জয়োল্লাসে সবে করিবে ধিক্কার ;
টোয়ান সমরে মরণ জানিয়া
কেউ না সাহসে ধরি তরবার

৬২

পশিতে প্রথমে সম্মুখ সমরে ;
অই দেখ কাঁপে, পবন পরশে,
কাঁপে যথা বন, সুধু দৃশ্য ভরে,
উড়ে জয়কেতু মনের হরষে।

৬৩

পারিনা সহিতে সে হেন লাঞ্ছনা,
জন্মিলে অবশ্য হইবে মরণ ;
দেখুক্ টোযান বীরের বাসনা,
মাতৃভূমি তরে আত্ম-বিসর্জ্জন !

৬৪

বীরপ্রসূ গ্রীস জানে বীরপণা,
জানে সে পবিত্র প্রণয়ের রীতি,
পাশব বিকারে পূরে না কামনা,
ধর্ম্মভীরু গ্রীস নহে যে দুর্ম্মতি।

৬৫

অয়ি প্রিয়ম্বদে পতিপ্রাণা সতি
ধর্ম্ম অনুগত জানি ভালবাসা,
ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধ দৃঢ় মতি,
পূরিবে পবিত্র প্রণয়-পিপাসা।

৬৬

বীরপত্নী ভাবে বিরহ বেদন,
সহ অনায়াসে ; যাচলো যতনে
দেবের প্রসাদ ; হইবে মিলন
দোঁহে পুনরায় অমর জীবনে।

৬৭

প্রসন্ন তোমায় ত্রিদশ ঈশ্বর,
শুনেছেন তব দুখের রোদন ;
মনোমত তব দিয়াছেন বর,
ঐই মৃত পতি কর দরশন ;

৬৮

কর স্বার্থত্যাগ ; দেবতা বাঞ্ছিত
শিখ হিতৈষণা আত্মবিসর্জ্জন ;
সংসারের আশা স্বার্থ বিজড়িত ;
রোধে প্রতিকূলে স্বর্গের তোরণ।

দেশ-ভ্রমণ।

বোম্বাই, রিপণ অভ্যর্থনা, এলিফেণ্টা দ্বীপ

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় গাড়ী ছাড়িল। এ স্থান হইতে বোম্বাই ১৬ ক্রোশ। চতুর্দ্দিকের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক স্থলে একটী অতি সুন্দর পাহাড় দেখিলাম, পাহাড়ের নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। যতই বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এক স্থলে অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী গির্জা দেখিতে পাইলাম, উহার কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। ক্রমে সমুদ্রের অংশ বিশেষ নয়নগোচর হইল। অনেকগুলি জাহাজ ছিল, তাই বহিঃসমুদ্র দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে

বোম্বাই উপস্থিত হইলাম। বোম্বাই সহরে এই লাইনের তিনটী ষ্টেশন আছে, তাহাদের নাম "বকুলা" "মস্‌জিদ্" ও "বুরিবন্দর"। আমি সর্ব্বশেষ বুরিবন্দর ষ্টেশনে নামিলাম।

বুরিবন্দর ষ্টেশনটী খুব বড়। আমাদের হাবড়ার ন্যায় ৬।৭ টী ষ্টেশনের সমান হইবে। আফিসের কার্য্যের জন্য আজ কাল আবার অতি বৃহৎ একটী বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, উহা সম্পন্ন হইলে সর্ব্ব সাধারণের আরও সুবিধা হইবে।

সমুদ্র দেখিবার বড় ইচ্ছা, তাই তাড়াতাড়ি সমুদ্রতটে গেলাম, তখন বেলা অনুমান বার ঘটিকা। পুস্তকে পড়িয়াছি, সমুদ্রের জল ঈষৎ নীল, এবার তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। বহিঃসমুদ্রের জল যতটা নীলবর্ণ, তটের নিকটস্থ জল ততটা নহে, তাহার কারণ এই যে তটের সমীপস্থ জলের সঙ্গে নদীর জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সমুদ্র দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। সূর্য্যরশ্মি জলরাশির উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছিল, অদূরে সুন্দর সুন্দর জাহাজ, বাম পার্শ্বে ছোট ছোট কয়েকটী দ্বীপ, তাহার উপর পাহাড়; দক্ষিণে মালাবার অন্তরীপ পাহাড়ময়। পাহাড়ের উপর রাজা-রাজড়ার সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি যেন অতৃপ্ত নয়নে দিবানিশি সমুদ্রের সেই গভীর সৌন্দর্য্য পান করিতেছে। পশ্চিমে আকাশ ও জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; মাঝে মাঝে কেবল দুই চারি খানি নৌকা, পাল তুলিয়া এ দিক্ ও দিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া এই সমস্ত দেখিতে লাগিলাম, মন সমুদ্রের সেই সৌন্দর্য্যরাশিতে ডুবিয়া গেল।

বোম্বাই সহরে যতগুলি দ্রষ্টব্য আছে, তন্মধ্যে সমুদ্রতটের দৃশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট প্রভৃতি বড় বড় আফিসগুলি সমুদ্রতটে স্থিত। এই আফিসগুলির সম্মুখেই ঘোড়দৌড়ের শৃঙ্খল-বেষ্টিত ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র, তাহারই সম্মুখে সমুদ্রপার্শ্বে আমেদাবাদ বরদারাজ্য প্রভৃতি স্থানে যাইবার রেল লাইন। ঢেউ লাগিয়া তীরস্থ ভূমি ভগ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তাই ছোট বড় নানা প্রকারের প্রস্তরখণ্ড জলের অনেক নীচ হইতেই অনেক উপর পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একস্থলে কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সুন্দর একটী বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই বাঁধের উপর বসিয়া বসিয়া অনেক লোক সমুদ্রের শোভা দেখিতে থাকে। এই সমুদ্রতটেরই একটী স্থানের নাম "আপলো বন্দর"; সায়ংকালে এই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হয়। আমি এই স্থানটী দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম স্থানে স্থানে বেঞ্চ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে বসিয়া পারসীগণ চুরট

টানিতেছে। কোথাও মহারাষ্ট্রীয়েরা বসিয়া আলাপাদি করিতেছে, কোথাও গুজরাটী-গণ হাত নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া বাগ্‌যুদ্ধে নিযুক্ত। আবার স্থানে স্থানে মেয়ে লোকের হাট। কোনও স্থানে ফিটনে বসিয়া, কোনও স্থানে বেঞ্চেতে বসিয়া দলে দলে পারসী রমণী-গণ সুন্দর সুন্দর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া মৃদু মধুর আলাপে নিমগ্ন। এটী আমার চক্ষে নূতন দৃশ্য। দেশীয় রমণী-গণ এইরূপ নির্ভয়ে একটী মাত্র পুরুষও সঙ্গে না লইয়া আপনারাই গাড়ী পাল্কী ভাড়া করিয়া যথায় ইচ্ছা তথায় বেড়াইয়া বেড়াইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার কেবল কল্পনার বিষয় ছিল, কারণ বঙ্গ-দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

আপলো বন্দরে বেশ বড় একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট আছে। লর্ড ডফারিণ জাহাজ হইতে এই ঘাটে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই ঘাটেরই নিকটে একটি "গেট" প্রস্তুত করা হইয়াছিল, লর্ড রিপণ বিলাত যাই-বার সময় উহার ভিতর দিয়াই জাহাজে উঠিবেন, তাই "গেটটি" তদবস্থই রহি-য়াছে। রাত্রি অনুমান নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদ্র তটে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। আগামী কল্য রিপণ আসিবেন, তাই অভ্যর্থনা কমিটীর সভ্যগণ রাস্তাঘাট সাজাইতে ব্যতিব্যস্ত। স্থানে স্থানে নিশান উড়িতেছে, গেট তৈয়ার হইতেছে, কোথাও স্ত্রীলোকের বসিবার গ্যালারী প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থ চন্দ্রাতপের নীচে কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধ রূপে স্থাপিত হইতেছে, কোথাও বা বালকদলের উপবেশনার্থ মঞ্চ গঠিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে কুইন্‌স্ গার্ডেন নামক উদ্যানে উপস্থিত হইলাম।

এই বাগানটী দেখিতে খুব সুন্দর। প্রস্থে খুব ছোট হইলেও দীর্ঘে নিতান্ত ছোট নয়। বাগানটী সমুদ্রের অতি নিকটে, সুতরাং প্রভাতে ও সায়ংকালে এই স্থানে বেড়াইতে অন্তরে একপ্রকার অতি বিমল আনন্দের আবির্ভাব হয়। বিশ্রামার্থ ইহার স্থানে স্থানে লৌহ আসন প্রোথিত রহিয়াছে, কোন কোন লোক তাহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কোন কোন লোক এদিক ওদিক বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই বাগানে নূতন কোন জিনিষ দেখিতে পাইলাম না। এক শ্রেণীর গাছ আছে দেখিতে অতি সুন্দর। গাছগুলিকে ছাঁটিয়া এক একটী ছাতার মত প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বাগান দেখিয়া ট্রামগাড়ীতে চাপিলাম। কলিকাতা ট্রামগাড়ী হইতে এই স্থানের ট্রামগাড়ী কোনও অংশে উৎকৃষ্ট এমন বোধ হইল না। এই স্থানে একটী সুবিধা এই যে, একগাড়ীতে এক খানা টিকেট লইয়া অন্য গাড়ীর

সাহায্যেও অনেক দূর চলিয়া যাওয়া যায়। বড় ইচ্ছা হইয়াছিল প্রিন্সেস্ ডক্ দেখিব, সুতরাং সেই দিকেই চলিলাম এবং যথসাময়ে তথায় পঁহুছিলাম।

প্রিন্সেস্ ডক্ দেখিবার উপযুক্ত। স্থানাভাবে তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল না। জাহাজ প্রথমতঃ সমুদ্র হইতে একটী খালে প্রবেশ করে। আমাদের কলিকাতা চিৎপুর খালে যেমন জলের গতিরোধ করিবার জন্য নূতন "গেট" প্রস্তুত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ একটী "গেট" রহিয়াছে। এই "গেট" যখন বন্ধ থাকে, তখন ইহার উপর গাড়ী ঘোড়া চলিয়া বেড়ায়; কিন্তু কোনও জাহাজ ভিতরে ঢুকিবার সময় "গেট" আকর্ষণ করিয়া পার্শ্ব দেশে লইয়া যায়, এবং পরে বন্ধ করিয়া দেয়। যাঁহারা চিৎপুরের "গেট" খুলিতে ও বন্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অতি সহজেই ইহা বুঝিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই। জাহাজ ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি স্থানে যথা ইচ্ছা তথা থাকিতে পারে। মাল বোঝাই করিবার জন্য "গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা" রেলের একটী লাইন ডকের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। কোনও সময়ে জাহাজের মাল গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, আবার কোনও সময়ে গাড়ীর মাল জাহাজে উঠান হয়। এই সমস্ত মাল উঠাইবার ও নামাইবার জন্য একটী বিশেষ স্থানে একটী অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র (crane) রহিয়াছে, ভারতের কুত্রাপি এত বড় যন্ত্র নাই। এই যন্ত্রটী ভিন্ন আরও কয়েকস্থানে কতকগুলি যন্ত্র রহিয়াছে। সমুদ্রের তটে অন্যান্য স্থানেও এইরূপ যন্ত্র আছে। কলিকাতায় যে ক্রেন যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত যন্ত্রগুলি সেই শ্রেণীর।

সজীব ফটোগ্রাফি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)*

পাঠিকাগণ! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রিয়জনের যে ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নের মণি—সাধের তারা বা চক্ষুর পুত্তলি, যাহার এত প্রশংসা করি, তাহা আইরিস নামক সঙ্কোচক ও সম্প্রসারক ঝিল্লীর মধ্যস্থ ছিদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহা দেখিতে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কূপ সদৃশ। কোন চক্ষের দিকে তাকাইলে এই কূপ মধ্য হইতে একটি পুত্তলিকার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া

* গতবারে ভ্রমবশতঃ কয়েকটি সংখ্যাশুদ্ধি হইয়াছে, পাঠিকাগণ এবারে তাহা ঠিক করিয়া লইবেন। ৩২৬ পৃষ্ঠায় (৯) স্থলে (১০) হইবে, (১০) স্থলে (১১), (১১) স্থলে (১২), ও (১২) স্থলে (১৩) হইবে।
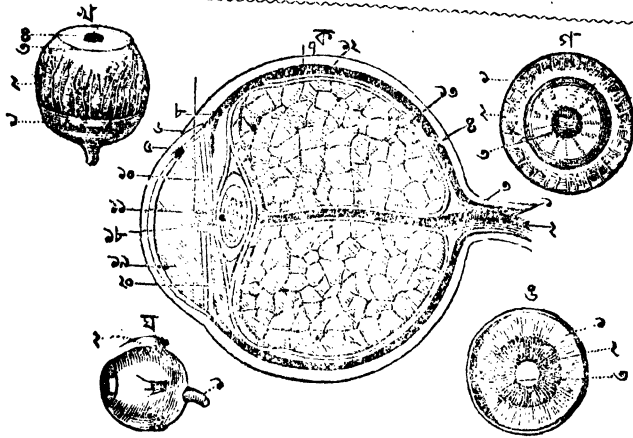
যায়; বোধ হয় এই কারণেই ইহার নাম পুত্তলি; ইংরাজি পিউপিল শব্দেরও উৎপত্তি এইরূপ।†

এক্ষণে সহজেই এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, পুত্তলি যদি আলোক প্রবেশের পথ হয়, তবে ইহা এরূপ কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকারময় কেন?—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণাবরণ ইহার এক কারণ। ইহার আর এক প্রধান কারণ আছে; পুত্তলি বস্তুতঃ কৃষ্ণ নহে; চক্ষুর অভ্যন্তর আলোকিত করিয়া ঠিক সেই সময়েই যদি দেখা যায় তবে পুত্তলিকে উজ্জ্বল দেখায়; কিন্তু বহিঃস্থ যে আলোক চক্ষুর অভ্যন্তরকে আলোকিত করিবে, তাহার রশ্মি চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে প্রতিফলিত হইয়া সমসূত্রে পুনরায় সেই আলোকোপরি পতিত হয়; এজন্য পরীক্ষকের চক্ষু বহিঃস্থ আলোকোৎপত্তি স্থান ও পরীক্ষ্যের চক্ষুর মধ্যে অবস্থিতি করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ স্থলে আলোক যাইবার বাধা হইবে। এই কারণে চিকিৎসকগণ চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষা করিবার জন্য অপথ্যাল্‌মস্কোপ্ (Opthalmoscope) বা অক্ষিবীক্ষণ নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটী একটি কুব্জাকার দর্পণ (concave mirror), তাহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র; এই দর্পণটি পরীক্ষ্যের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া তাহার পার্শ্বে উজ্জ্বল আলোক রাখিতে হইবে। তাহা হইলে দর্পণের প্রতিফলিত রশ্মিসমূহের অধিশ্রয় বিন্দু (Focal point) চক্ষুর অভ্যন্তরে পতিত হইবে। এক্ষণে পশ্চাৎ হইতে দর্পণের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া দেখিলে পরীক্ষ্য চক্ষুর অভ্যন্তর পরিষ্কাররূপে দেখা যাইবে। এরূপ অবস্থায় পুত্তলিকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখায়।

দূরত্বের পরিমাণানুসারেও পুত্তলির আয়তনের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন বক্রগতিতে আলোকরশ্মি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে প্রতিমূর্ত্তি

†(Pupil ; Lat. Pupillus—a little boy).

সমূহ কিঞ্চিৎ গোলাকার হইয়া প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্ভব; ইহা নিবারণের জন্য আইরিস কুঞ্চিত হইয়া রশ্মিসমূহের অধিশ্রয় বিন্দুকে দীর্ঘ করিয়া দেয় এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। একুইয়স হিউমর (Aqueous humour) নামক লবণাক্ত জলবৎ তরল পদার্থে আইরিস ভাসমান থাকে। চক্ষুর অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ঘন আর একটি দ্রব পদার্থ আছে; এই দুই প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে একটি ব্যবধান আছে; এজন্য বর্ণনার সুবিধার্থে চক্ষুকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; সম্মুখ কোটর, ও অন্তঃকোটর। একুইয়স হিউমর সম্মুখ কোটরকে, এবং ভিট্রিয়স হিউমর (Vitrious humour) নামক গলিত কাচ সদৃশ এক প্রকার তরল পদার্থ অন্তঃকোটরকে পূর্ণ করিয়া রাখে। ক্রিষ্টালাইন লেন্স (Crystallyne lens) নামক যবাকার কাচ সদৃশ এক খণ্ড স্বচ্ছ পদার্থ একটি স্বচ্ছ আবরণে আবৃত হইয়া উপরি-উক্ত দুই কোটরের ব্যবধান স্বরূপ অবস্থান করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সকল গোলাকার দুই দিক্ স্ফীত কাচ খণ্ড থাকে, যাহার দ্বারা ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ দেখায়, (চলিত ভাষায় যাহাদিগকে আতুষি পাথর বলিয়া থাকে) তাহাদিগকে যবাকার কাচ (lens) কহে। পূর্ব্বোক্ত, চক্ষের ক্রিষ্টালাইন দেখিতে ঠিক এই প্রকার কাচের ন্যায়। এক প্রকার অতি স্বচ্ছ পদার্থের উপর্য্যুপরি স্তরে, এই ক্রিষ্টালাইন গঠিত। মানুষের চক্ষের ক্রিষ্টালাইন সম্পূর্ণ গোলাকার নহে;—ইহা যবাকার; দুই দিক্ স্ফীত—সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ অধিক স্ফীত। মৎস্যাদির চক্ষের ক্রিষ্টালাইন বর্ত্তুলাকার—সম্পূর্ণ গোল। পাঠিকাগণ সকলেই অবশ্য দেখিয়াছেন যে মৎস্য রন্ধনের পর মৎস্যের চক্ষের ক্রিষ্টালাইন খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ একটি গোলাকার দৃঢ় পদার্থে পরিণত হয়;—অনেকে তাহাকে চক্ষের তারা বলিয়া মনে করেন—কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড রিপণ সস্ত্রীক নির্ব্বিঘ্নে বিলাত পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার সমারোহ নানা স্থানে হইতেছে। লণ্ডন নগরে এক রাত্রিতে তাঁহাকে এক ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে লর্ড নর্থব্রুক, কিম্বার্লি, হার্টিংটন প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ভারত শাসন নীতির যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

২। নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ একটী বড় ভারতবন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। সুদানে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ব্যয়-

ভার ভারতের উপরে চাপান হইতেছিল, তাঁহার প্রতিবাদে তাহা হইতে পারিল না।

৩। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ অনেক স্থানে চাঁদা উঠিতেছে। ভারত সভা ইতিমধ্যে ৬৭৫ টাকা তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিটী কলেজের ছাত্রগণ প্রায় দেড় শত টাকা ও ৫।৬ শত পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও এই সৎকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। ভাগলপুর, ফরিদপুর ও অন্যান্য অনেক স্থানের ভদ্রলোকেরা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি সহৃদয়া রমণীও আপনাদিগের বদান্যতার পরিচয় দিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম।

৪। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ দমন জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১-২ প্রথম চরিতাষ্টক ও দ্বিতীয় চরিতাষ্টক—শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, মূল্য প্রত্যেক ভাগ ॥০ আনা। এই দুইখানি পুস্তকে এ দেশীয় ১৬টী খ্যাতনামা মহাত্মার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তক দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও এ দেশীয় বিদ্যালয় সকলের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগের ইতিমধ্যে পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ পুস্তকের বিশেষ সমাদর করিবেন আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি।

বামাগণের রচনা

নারীগণের অল্পশিক্ষা।

(গত বারের শেষ।)

উন্নত জ্ঞানই সুখের মূল। সুতরাং উন্নত জ্ঞানই নরনারী উভয়ের হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত। যিনি এই সুখ-প্রদ কল্যাণ-প্রদ শান্তি-প্রদ জ্ঞানের বিন্দুমাত্র আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনিই ইহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে কতশত কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন; কেহ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া রাক্ষস তুল্য অসভ্য জাতিদিগের অস্ফুট ধর্ম্মভাবের ও নৈতিক ভাবের

মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন; কোন কোন মহাত্মা সর্ব্ব প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিয়া দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ হস্তে কেহ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ, কেহ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও জীব তত্ত্ব অবগত হইতেছেন; কেহ নিজ শরীর ভুলিয়া অসঙ্গত চিন্তা অধ্যয়নাদিতে দিবা রাত্রি মস্তিষ্ককে বিলোড়িত করিতেছেন। মহাত্মাগণ এই যে সব কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কেবল অক্ষয় অবিনাশী জ্ঞান ধনে ধনী হইবার জন্য। অবশ্য এ সকল বিষয়ে পুরুষ জাতিরই অধিকার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতি একেবারে চিরদিনের জন্য এ অধিকারের বাহিরেই থাকিবে? তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ পুস্তক পাঠেরও বিরোধী হওয়া ন্যায্য? উন্নত জ্ঞান,—অমৃতময়ফলপ্রসূতি উন্নত জ্ঞান—অমৃতময় ফল হস্তে করিয়া নর নারী উভয়কেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। নরনারী উভয়েরই জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য—উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মে হৃদয়কে উন্নত করা। আর সেই উন্নত জ্ঞানই উন্নত ধর্ম্মভাবে উত্থিত হইবার সহজ সোপান। কেবল মাত্র সন্তান পালন, সংসারের সুশৃঙ্খলা সাধন, মনোহর শিল্পাদিতে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই (যদিও এ সকলে হৃদয় নীচ হয় না বরং উন্নতই হইয়া থাকে) জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গল নিয়মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, সৃষ্টিকৌশল প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণের ভক্তিপ্রীতি অর্পণ করিয়া আত্মাকে সুশীতল করা—আর কি ভাল কি মন্দ, কি মঙ্গল কি অমঙ্গল, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কি ধ্রুব কি অধ্রুব, এ সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া হৃদয়ের উৎকর্ষ লাভ করিয়া চিরজীবন অটল বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করাই যদি নশ্বর মানবজীবনের পরম লক্ষ্য—চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ বঙ্গনারীর এখনও এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেখানে এখনও তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাদের শিক্ষোপযোগী অসংখ্য বিষয় সম্মুখে বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রকৃতির জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার অনন্ত বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে ভারতবাসিগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, ভারতবাসিনীগণ তদপেক্ষা অধিকতর নিম্ন শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতেছেন; এখনি তাঁহাদের শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার সময় উপস্থিত হয় নাই বোধ হয়। যথার্থ জ্ঞান শিক্ষায় কখনও স্ত্রীভাব বিলুপ্ত বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে জ্ঞান প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তাহা "জ্ঞান" শব্দের বাচ্য নহে। বর্ত্তমানকালের উন্নত শিক্ষা যদি ধর্ম্মভাব-বিরহিত হয়, যদি অপরা বিদ্যার সহিত পরা বিদ্যার

সুখময় সম্মিলন না হইয়া থাকে, তাহা কখনও জ্ঞানের অপরাধ নহে।

অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতার প্রকৃতিতে স্ত্রীসুলভ গুণের বা ভাবের যেমন অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি ইহা যথার্থ উন্নত জ্ঞানলাভে বিলুপ্ত হইবারও নহে; কারণ ইহা ত আর মনুষ্য মনঃকল্পিত বা কেবল নারীগণের আয়াস-লব্ধ পদার্থ নহে। যাহা বিধাতার বিহিত, যাহা মহাত্মাগণ দ্বারা ধ্রুব অকাট্য অবিনাশী সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা কালের আঘাতে বিচূর্ণিত হইবার নহে, তাহা কোন প্রকারে উন্নত জ্ঞান দ্বারা বিলুপ্ত হইবারও নহে যে জ্ঞানের কাছে মানব এই সত্য শিক্ষা করে যে, উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় মনুষ্য-মনের সদ্ভাব সমূহ সর্ব্ব সমঞ্জসী-ভূত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অতি পবিত্রভাব ধারণ করে, সেই উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় মানবমনের সদ্ভাবের হ্রাস হয়, নারীহৃদয় ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে, এরূপ বলা কি উন্নত জ্ঞানের বিষম অবমাননা নয়? উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় স্ত্রীদিগের হৃদয়ের সদ্ভাব বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রকৃতিবিজ্ঞান জ্ঞানে, ধর্ম্ম-নীতি-বিজ্ঞান জ্ঞানে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা-শালিনী নারীর হৃদয়ের সদ্ভাব সমূহ অতি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পায় ও পবিত্রতার অচল ভিত্তির উপর চিরজীবন দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের সমসূত্রপাতে থাকিলে আপনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে, মনুষ্য-হৃদয়ের ভাব চন্দ্র তেমনি জ্ঞান সূর্য্যের সমসূত্রপাতে থাকিলে আপনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মনুষ্য জীবনকেও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। পুরাকালীন অনেক প্রসিদ্ধ রমণীগণের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁহাদের "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব? ইত্যাদি মহাকাব্য সকল পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আর এক শ্রেণীর নারীজীবন আছে অর্থাৎ যাঁহারা জীবনের উষাকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংসার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উন্নত জ্ঞান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ দুর্ভাগ্য চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, অমূল্য উন্নত চিন্তায় অমূল্য সময় কাটাইতে পারেন ও তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশেরও অনেক উপকারের সম্ভাবনা থাকে।

অল্প শিক্ষা বহু অমঙ্গলের প্রসূতি। প্রথমতঃ অল্প শিক্ষা অহঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। অনেক অনেক নারী একটু আধটুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মনে করেন আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি, কিন্তু কি শিখিয়াছেন তা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তা হবেই ত;

যিনি যত শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন, তাঁহার নিজ মূর্খতা তত বিশদ-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি ততই বিদ্যার অপার অসীম ভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। আর শিক্ষা একটু সামঞ্জস্যভাবে না শিখিলেও সে শিক্ষা তাদৃশ কাজের হয় না, কারণ বিদ্যা শিক্ষার নিয়মই এই যে, একদিক ছাড়িয়া দিলে আর একদিক অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অল্প শিক্ষায় ভাল ভাল জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ পুস্তকাদি পাঠে অযোগ্যতা নিবন্ধন নারী-গণ অপাঠ্য কুপাঠ্য নাটক উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিবেন না ত আর কি করিবেন? উচ্চ উচ্চ অসহজ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে মনঃ সংযোগের ক্ষমতা বা অভ্যাস থাকিলে, আপনা হইতেই কুপাঠ্য পাঠে নারী-গণের অরুচি জন্মিবে। যে সব নারীর প্রত্যেক অস্থিতে অস্থিতে পবিত্রতার অগ্নি জ্বলিতেছে, যাঁহাদের প্রত্যেক ধমনীতে পবিত্রতার শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে সব নারীর হৃদয়ে পবিত্রতার স্বাভাবিক উৎস উৎসারিত হয় না, অপবিত্র ভাবে যাহাদের স্বাভাবিক ঘৃণা নাই, বিধি যে সব নারীর হৃদয় গঠনের উপাদান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার চির সম্মিলন ঘটান নাই, যাহারা স্বাধীন-রূপে চিন্তা করিতে অক্ষম, সে সব কৃপাপাত্রী মেয়েদের পক্ষে অল্প শিক্ষা এক মহাবিনাশের—অধোগতির কারণ; আর এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বর্ত্তমানে এই অল্প শিক্ষাই অনেকানেক নারীর মহৎ অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপসংহারে, নারীহিতৈষী সদাশয় মহাত্মাগণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আপনারা নারীগণের উন্নতিতে আপনাদের উন্নতি নির্ভর করে ইহা বুঝিয়া থাকেন; যদি আপনারা নারীগণের হৃদয় ভাবকে জ্ঞান সংযুক্ত দেখিতে চান; যদি নারীগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চান; যদি নারীগণ উত্তম গৃহিণী হইবে ইহা প্রার্থনা করেন; যদি ভাবী বংশধরগণ উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইবে ইহা ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে এখনি স্ত্রী শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। বরং যাহাতে রমণীগণ উচ্চ ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোমল নারী-হৃদয় অলঙ্কৃতা হইতে পারে, তজ্জন্য আরও যত্নশীল হউন।

শ্রী—

খিদিরপুর।

No. 243. April. 1885.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৩ সংখ্যা } চৈত্র ১২৯১—এপ্রেল ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সূচী।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন, বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵ আনা।

বঙ্গমহিলা সমাজের গৃহ নির্ম্মাণার্থ

সাহায্য প্রার্থনা।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, বঙ্গনারীগণের উন্নতি সাধনোদ্দেশে "বঙ্গমহিলা সমাজ" নামে এই সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে দেশীয় মহিলাগণের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বথা উন্নতি হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে শিক্ষা করেন ইহাই সভার বিশেষ লক্ষ্য। এই আশা করিয়া এ সমাজ প্রধানতঃ মহিলাদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সভাপতি, সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ সকলেই আমাদের দেশীয় মহিলা। এই সভা হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়া অনেকগুলি পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অসমর্থ কোন কোন বালিকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সাহায্য দান করা হইতেছে এবং বিবিধ উপায়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এই সভায় দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ স্ত্রীজাতির হিতকর অনেক বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ দান করিয়া থাকেন, মহিলাগণ নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন।

সভার কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অনেক আশা হয়। সম্প্রতি স্থায়ী গৃহ অভাবে নিয়মিতরূপে সভার কার্য্যনির্ব্বাহপক্ষে অনেক বিঘ্ন ঘটিতেছে। সভার নিজের একটি গৃহ না হইলে এ অসুবিধা দূর হইবে না, সেই জন্য সভা একটি গৃহনির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আপাততঃ যে প্রকার অনুমান হইতেছে তাহাতে কার্য্যোপযোগী একটী গৃহ প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। সভার আয়ের অবস্থা এত সচ্ছল নহে যে সাধারণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া এতাদৃশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায়, সেই জন্য সভা এই গুরুতর কার্য্যে সহৃদয় দেশহিতৈষী মহোদয়বৃন্দের ও দানশীল দেশীয় ধনাঢ্য মহিলাগণের নিকট সানুনয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শন করিলে অচির কাল মধ্যে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহিত হইয়া গৃহটি প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব আমরা আশা করি প্রস্তাবিত কার্য্যে স্ত্রীজাতির হিতার্থী ও উন্নতিপ্রার্থী বন্ধুগণ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগের ও সমাজের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

বঙ্গমহিলা সমাজ কার্য্যালয়,
১১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসুবর্ণ প্রভা বসু
সম্পাদিকা।

রাজা রামমোহন রায়ের
ও
বাবু কেশবচন্দ্র সেনের
উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি

মূল্য ।।০ ও ।০ আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে, সিটী কলেজে ও ৬৭ নং সীতারাম ঘোষের [illegible]

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৩ সংখ্যা | চৈত্র ১২৯১—এপ্রেল ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংরাজ জাতির সহিত চারিদিকে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে। সুদানে মাধির সহিত ভয়ানক সমর চলিয়াছে, জর্ম্মণ-দিগের সহিতও গোলযোগ হইয়াছে, এ দিকে কাবুলে রুসিয়ার সহিত অতি শীঘ্র যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা। রুসীয় সৈন্যগণ হিরাটে অথবা হিরাটের নিকটবর্ত্তী জুলফিকর নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন তাহারা আর একপদ অগ্রসর হইলে বাধা প্রাপ্ত হইবে।

সুদানে মুসলমান সম্প্রদায় ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। হাইদ্রাবাদের নিজামের ন্যায় ভুপালের বেগমও রাজ-ভক্তির পরিচয় দানে অগ্রসর।

রুসিয়াকে নিবৃত্ত করিতে হইলে আফগানদিগকে স্বপক্ষে রক্ষাকরা ইংরাজ বাহাদুরদিগের একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশে রাউল পিণ্ডীতে এক বৃহৎ ব্যাপার হইতেছে। কাবুলের আমিরকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ সদস্যগণ ও প্রাদেশীয় গবর্ণরগণের সহিত মিলিত

হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। এক সপ্তাহকাল আমিরের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিবে।

রাজপ্রতিনিধির সহধর্ম্মিণী লেডী ডফরিণের সহৃদয়তার কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। তিনি সম্প্রতি আরও কয়েকটী কার্য্যে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেনঃ—(১) গবর্ণমেণ্ট হাউসে দেশীয় নিমন্ত্রিতগণকে সম্বর্দ্ধনা ও তাহাদিগের সহিত সদালাপ; (২) বাবু শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যানে গমন; (৩) মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে গিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎকার ও সদালাপ; (৪) শ্রীরামপুর বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন; (৫) মেডিকাল ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিস্থাপন; (৬) বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারি-তোষিক বিতরণ; (৭) চাণকে বালক-দিগকে সমাদর। লেডী ডফরিণ আদর্শ রাজপ্রতিনিধি পত্নীর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

মান্দ্রাজের পচিয়াপাছা হলে দেশীয় ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্দেশে এক মহা-সভা হয়, তত্রত্য গবর্ণরের পত্নী বিবী গ্রাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও অনেক রাজারাজড়া ও বড় লোক সভাস্থ হন। সভাস্থলে চাঁদার বই বাহির হইলে বেঙ্কাটাগির রাজা ৪০,০০০, বিজয়নগরমের মহারাজা, ২৫০০০ গবর্ণরবাহাদুর ৭০০, তাঁহার পত্নী ৫০০ এবং রাথুস্বামী মুদেলিয়ার ৫০০০ টাকা দান স্বাক্ষর করেন। এই হাঁসপাতালের নাম "বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল" হইবে।

গত ১৩ই মার্চ্চ বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহা সমা-রোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি সভাপতির আসন গ্রহণ ও তাঁহার পত্নী লেডী ডফরিণ স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। লর্ড ডফরিণ একটী বক্তৃতা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় স্বামীর সহিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া তত্রত্য রমণীগণ বিশেষ উপকার লাভ করিয়া-ছেন।

বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ফটোগ্রাফী অর্থাৎ ছবি তোলা শিক্ষা দিবার একটী বিজ্ঞা-পন দৃষ্ট হইবে। বিবী উইন্স অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতি সুন্দর নূতন প্রণালীতে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অন্তঃপুরে গিয়া অথবা কলিকাতা বা মফঃস্বলের স্থান বিশেষে

শ্রেণী খুলিয়া ইহা মহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। শিক্ষার্থ ব্যয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত কথা হইলে ঠিক্ হইতে পারিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে এ বিদ্যার অত্যন্ত আদর, আমাদিগের মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিস এক জন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। এ দেশে শিখাইবার উপায় না থাকাতে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে বঞ্চিত। যে সকল মহিলার সময়, অর্থ ও শিখিবার ইচ্ছা আছে, আমরা আশা করি, তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন না।

প্রজা ভূম্যধিকারীর স্বত্ববিষয়ক নূতন আইনের সূচনা ১৮৭৮ সালে হয়; এত দিন তাহা বিবেচনাস্থলে থাকিয়া হঠাৎ বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা প্রজাদিগের কিছু কল্যাণের আশা করা যায়।

শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক হইতে ব্রহ্মের মোলমিন পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহা কোচিন চায়নার মধ্য দিয়া আসিবে। কয়েকজন ইংরাজ ইহার উদ্যোগী।

ব্রহ্মরাজ বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে ভ্যামো পুনরধিকার করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদর্শনী এ বৎসর স্থগিত রহিল, ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বরে খুলিবে। লণ্ডন ও আমেরিকায় প্রদর্শনী হওয়াতে এই কাল বিলম্ব ঘটিল। বোম্বাইয়ে বৎসরে বৎসরে উৎকৃষ্ট শিল্পজাতের জন্য মেয়ো পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর পঞ্জাব ও কচ্ছের স্বর্ণকারদিগের রূপার কাজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৪ই মার্চ্চ বঙ্গমহিলা সমাজে বাবু জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহ টেলিগ্রাফের কৌশল বুঝাইয়া দেন, সমাগত রমণীগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

সতীমণ্ডপ

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আদি রাণী।

আসিয়া মাইনরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে কোরিয়া নামে এক ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে খালিফদিগের শাসন কালে, এই কোরিয়ায় সর্ব্বপ্রথম মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশবাসীরা

খৃষ্টান এবং তাহার আরও কিছুকাল পূর্ব্বে জড়োপোসক বা পৌত্তলিক ছিলেন। দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দার যখন কোরিয়ায় সৈন্য সামন্ত লইয়া উপনীত হয়েন, তখন ইহাঁদের ধর্ম্ম, উপাসনাপ্রণালী এবং আচার ব্যবহার এরূপ বহুকালপুষ্ট কুসংস্কারসমূহে বিমিশ্রিত ছিল যে, গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। লক্ষৌ নগরস্থ লা মার্টিনিয়ার কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ স্তুবার্ট সাহেব সম্প্রতি তৎপ্রণীত "ইস্‌লাম" নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় শাকারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোরিয়াবাসীরা আদিম হিন্দুদিগের ন্যায় নিসর্গের উপাসনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন।

থুশিডাইডিশ্‌ এবং হিরোডোটশের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রীট্‌ দ্বীপ হইতে কয়েক সম্প্রদায় লোক তত্রত্য রাণী আটালিয়া কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া কোরিয়ায় আগমন করেন। বাইবেলের কিংস বা রাজাধ্যায় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগান্তর্গত চতুর্থ ও উনবিংশ অধ্যায়ে ইহাদের নির্ব্বাসনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরিয়াণ নামক ইতিহাস-লেখক তাঁহার প্রণীত আলেক্‌জান্দার-চরিত নামধেয় বিস্তৃত গ্রন্থের বিংশ অধ্যায়ে ইহাঁদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাহউক, মিটাশ্‌ নগর হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে হেলিকার্ণেশশ্‌ নামে একটি নগর ছিল। এই নগর হিরোডোটশ ও ডাইয়নিসিয়স নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের জন্মস্থান বলিয়া বিশেষ রূপে বিখ্যাত। মিলিটাসের বর্ত্তমান নাম বক্রম। প্রস্তাবশীর্ষোক্তা আদি রাণী ঐ দুই নগরের কর্ত্রী ছিলেন।

আদি রাণী হিকাতুম্‌নশ নামক প্রসিদ্ধ বীরের কন্যা এবং হিড্রিয়স নামক জনৈক স্বনামখ্যাত ও স্বশক্তি-সমুত্থিত পুরুষের পত্নী। ইতিহাস-লেখক আরিয়াণ বলেন, "হিড্রিয়স আদির সহোদর," ফলতঃ সহোদরকে পাণিদান করিবার নিয়ম তৎকালে কোরিয়ায় প্রবর্ত্তিত ছিল। হিকাতুম্‌নশের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজিটিয়শ্‌ কোরিয়ার সম্রাজ্ঞী হয়েন; জিজিটিয়শের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হিড্রিয়শ্‌ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন; এবং বৈরাগ্য বশতঃ হিড্রিয়স্‌ ফকিরি গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী (আদি) সাম্রাজ্ঞী পদ লাভ করেন। রাজার মৃত্যুর পরে রমণীর সিংহাসনারোহণ প্রথা রাজ্ঞী সেমিরামিশের সময় অবধি আসিয়ায় প্রচলিত ছিল। আদি "রাণী" উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বামীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু পিক্ষদারস নামে হিড্রিয়সের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আদিকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাকে সম্রাট

বলিয়া প্রজাবর্গের নিকটে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন। সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া আদিকে পুনরায় তাঁহার মিলিটশ্ ও হেলিকার্ণেশশ্ নামক দুইটী পৈতৃক সম্পত্তিতে গমন করিতে হইল। কিন্তু বলবন্ত পিক্ষদারসের শাসন বহুদিন স্থায়ী হইল না, অপরিমিত বিলাসিতাদোষে সত্বরেই তাহাকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইল। পিক্ষদারসের রাণী বা পুত্র জীবিত ছিল না বলিয়া, তাহার জামাতা (অরোণ্ট বেটশ) পারস্যসম্রাটের নিকটে গিয়া কোরিয়া সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। এই সময়ে আদিরাণী মিলিটশ্, হেলি কার্ণেশশ্ ও আলিন্দা এই তিনিটি নগর লইয়া একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করতঃ 'সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরোণ্ট বেটস্ কোরিয়ায় প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌-জান্দার সৈন্য সামন্ত সহ কোরিয়ায় শিবির স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী আদি গ্রীক বীরের সাহস, অধ্যবসায়, বীর্য্যবত্তা এবং সমরকুশ-লতার বিশেষ পরিচয় অগ্র হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, নিজে আলেক্ জান্দারের নিকটে গমন করতঃ অতি বিনীত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ঐ তিনটি ক্ষুদ্র নগরের অধি-পতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে আলেক্‌জান্দর বিশেষ সন্তুষ্ট চিত্তে আদিকেই সমগ্র কোরিয়ার সম্রাজ্ঞী পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহায়তা জন্য এক দল গ্রীশীয় সৈন্য এই স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি আর কোন উপদ্রব হয় নাই। আদি আলেক্‌জান্দরকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

আদির পিতা হিকাতুম্‌নশ্ তিনটী পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাহাদের নাম অশোলস, হিদ্রিয়াস এবং পিক্ষদারস। তাঁহার কন্যা দুইটির নাম আর্টিমিজিয়া ও আদি। মাশালোস নামক এক বীরের সহিত আর্টিমিজিয়ার বিবাহ হয় এবং হিদ্রিয়স আদির পাণি-গ্রহণ করেন। আরিয়াণ প্রণীত আলেক্‌-জান্দর-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এই বিবাহের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাহউক, হিদ্রিয়স বৈরাগ্য বশতঃ ফকিরি গ্রহণ করিয়া নানা দেশ পরি-ভ্রমণ করতঃ অবশেষে পত্নী সদনে পুন-রুপনীত হইলেন। তিনি আপন পত্নীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আদি নিষ্ঠা সহকারে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। বহুকাল পরে স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া, তিনি নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করতঃ *স্বামীকে গার্হস্থ্যাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট করণা-*নন্তর স্বামিসহবাসে পরমসুখে কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন। আদিরাণী

বিদুষী বলিয়া বিখ্যাতা ; আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎকালে গ্রীশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত দর্শন, বিজ্ঞান ও সমরনীতি লইয়া তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তা যেরূপ প্রশংসনীয়, চরিত্র এবং স্বভাবও তদ্রূপ উদার। সতীত্ব বিষয়ে তাঁহাকে আদর্শ নারী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বীর্য্যবত্তা ও দয়াশীলতা তাঁহার অন্যতম প্রধান গুণ। অত্যাচারীর কঠোর হস্ত হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কটিদেশস্থ অসি যেমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত, আবার দুঃখীর দুঃখ মোচন জন্য তাঁহার ভুজবল্লরী নারীস্বভাব সুলভ গুণে তেমনি কোমলতা অবলম্বন করিয়া দীনের অশ্রু জল মুছাইয়া দিত। রণস্থলে তাঁহার চামুণ্ডা মূর্ত্তি, সুধী সমাজে তাঁহার গাম্ভীর্য্য, বিচারাসনে তাঁহার প্রশান্ত ভাব এবং পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহার সহাস্য হাস্য খানি, কবিদিগের কাব্যে অত্যুত্তম উপমা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। যাহাহউক, কিছুকাল পরে হিড্রিয়স মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত শরীর দাহ করিবার জন্য যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হইল, এবং কোরিয়ার তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে আদিরাণী চিতা শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবার উদ্দেশে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে আবশ্যক কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে, চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল ; চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে আদিরাণী লম্ফ প্রদান করিলেন, তাঁহাকে আর উঠিতে দেখা গেল না। এই দিনে কোরিয়ার যে শশী অস্ত গেল, তাহার আর পুনরুদয় হইল না। গ্রীশ দেশীয় সামন্তেরা এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আলেক্‌জান্দারের মাতা অলিম্পিয়াকে লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি উত্তরে লিখিলেন "সতীর স্মরণমণ্ডপে লিখিয়া রাখ আসিয়ার রমণী গ্রীশীয় রমণী অপেক্ষ কোন অংশে ন্যূন নহে।"

আফগানস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা।

রুসিয়া মধ্য আসিয়ার উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহার "রাজরাজেশ্বর" নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সবেগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদে যেমন ইংলণ্ডে সেইরূপ ভারতবর্ষে মহাত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও রুস সাম্রাজ্যর মধ্যস্থলে আফগানস্থান অবস্থিত, ইহা

অচিরাৎ ব্রিটিশ সিংহ ও রুস ভল্লুকের মল্লক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। রুসিয়া আফগানস্থান অধিকার করিলে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ যে কর প্রসারণ করিবে, তাহা অসম্ভব নয়। বহুদিন হইতে রুসিয়ার যেরূপ অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তত আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। ইংলণ্ডের সহিত রুসিয়ার সদ্ভাব আছে, ইংলণ্ডের বলও রুসিয়ার অবিদিত নয়, বিশেষতঃ আফগানস্থান মধ্যস্থলে ব্যবধান রহিয়াছে এবং তথায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আমীর বহু সৈন্যবল লইয়া রাজত্ব করিতেছেন, তিনি সহজে রুসিয়াকে অগ্রসর হইতে দিবেন না, ইংরাজ বল দ্বারা সমর্থিত হইয়া প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। একটু আশঙ্কা এই আছে, সমুদায় আফগান-স্থান আমীরের শাসনাধীন নয়, আফগান-দিগের মধ্যে এক প্রবল দল তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ। তাহারা রুসিয়ার সহায় হইলে আফগানস্থানের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। কিন্তু তখন ইংরাজশক্তি অগ্রসর হইয়া রুসিয়ার গতিরোধে সমর্থ হইবে. সুতরাং ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত হইতে পারিবে।

অনেকে মনে করেন, আফগানস্থানে একটী মাত্র জাতি বাস করে, কিন্তু তাহা নয়। এখানে অনেক জাতির বাস, তাহাদিগের ভাষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী পরস্পর হইতে অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে আফগান বলিয়া একটী জাতি ছিল না, ১৭৪৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ নাদির সার মৃত্যু হইলে ইহারা একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হয়। তখন ইহারা হিরাট অঞ্চলে বাস করিত, তুর্কিস্থান ও ইহাদের রাজ্যের মধ্যে কোন সীমা ব্যবধান ছিল না।

আফগানবাসভূমি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। অনেকে এই স্থানকে মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস বলিয়া গণনা করেন। ইহা মানবজাতির জন্মভূমি হউক না হউক, আর্য্যদিগের যে আদিম বাসভূমি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্থান হইতে এক দল আর্য্য ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অন্য দল পারস্য, মিশর ও গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের পত্তন করেন, ইহা এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইরান অর্থাৎ পারস্য এবং তুরাণ অর্থাৎ চিন এই দুই মহাদেশ এক সময়ে দুই বিভিন্ন মহা জাতির বাসভূমি এবং, ইহাদের মধ্যে উচ্চপর্ব্বত-মালা প্রাকৃতিক সীমারূপে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তুরাণ বা মোগল জাতি এই পর্ব্বতসীমা অতিক্রম করিয়া আর্য্য-দেশে প্রবেশ ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আদিম আর্য্যদিগের বংশধর-গণ অদ্যাপি হিন্দুকুশের উভয়পার্শ্বে ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে বাস করে

হিন্দুকুশের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী সিয়াপোস কাফের, পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দার্দ জাতি ও উত্তরবর্ত্তী বদক্ষী, ওয়াখী ও সুগনাণী সকলেই আর্য্যজাতীয়। উত্তরবাসী কতক জাতি পারস্যভাষী, ওয়াখীদের ভাষা আধ পারসী ও আধ হিন্দী। ইহারা সকলে নামে মাত্র মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত, সুন্নী মতাবলম্বী এবং কাবুলের আমীরের অধীন। অক্‌সস নদীর অপর পারবর্ত্তী লোকদিগের সহিত ইহারা এক জাতীয় এবং গালচা নামে আখ্যাত।

সিয়াপোস কাফেরেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করাতে 'কাফের' বলিয়া গণ্য। ইহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ১৬০০০ ফিট উচ্চে বাস করে। আর্য্যদিগের আদিম ভাষা, রীতি নীতি, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা ইহারা অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বাসভূমি আমীরের রাজ্যভুক্ত হইলেও কোন আফগান তন্মধ্যে প্রবেশে সাহসী নহে এবং ইহা এতকাল 'অজ্ঞাত ভূভাগ' বলিয়া অভিহিত ছিল। মেজর টানার ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এই জাতিকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আসিয়াবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই আকৃতি প্রকৃতিতে ঠিক্ ইউরোপীয়দিগের ন্যায়। ইহারা আপনাদিগকে, ভারতবিজেতা ব্রিটিশরাজ ও দিগ্‌বিজয়ী সেকন্দর সাহের সবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা চেয়ার টেবল প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং সংস্কৃতের ন্যায় একপ্রকার ভাষায় কথা কয়। দক্ষিণ ও পশ্চিমবাসী কাফেরেরা ধর্ম্মে ও ভাষাতে আফগানদিগের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, তাহারা উভয়জাতির মধ্যবর্ত্তী সাফী ও নামচী নামে আখ্যাত।

হিন্দুকুশের দক্ষিণ ও পশ্চিমবর্ত্তী মালভূমিতে অনেক অজ্ঞাত জাতি বাস করে, তাহাদিগকে কোহিস্থানী বা পাহাড়িয়া বলে। ইহারা মুসলমান জাতির আগমনের পূর্ব্বে পারস্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করে এবং পারসী ভাষায় কথা কয়। ইহারা এখন সুন্নীমতাবলম্বী মুসলমান হইলেও অদম্য, আমীরের শাসন মানে না। ইহাদের আর একটী নাম তাজিক অর্থাৎ তাজধারী। এক সময় বসফোরস হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তারিত ছিল। কিন্তু এখন সে রাজত্ব নাই, তাজও নাই, ইহাদের আদিম রাজ্য পারস্যেও তুর্কমানবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছেন।

উত্তর আফগান মালভূমি কোহিবাবা হইতে হিরাট ও আফগান তুর্কস্থান হইতে ঘোর পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা মোগলদিগের অধিকৃত। মোগল ও তাতার বংশের দুই দুই শাখা এখানে আছে। মোগল বংশের শাখা হাজারা ও আইসাক এবং তাতার বংশের শাখা তুর্কমান ও কাটাঘানি উজবেক নামে অভিহিত।

হিরাট প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রকৃত আফগানদিগের অধিকার নাই,

তাহারা মধ্য আসিয়াবাসীদিগের দ্বারা ইতস্ততঃ তাড়িত। উজবেকেরা তাহাদের অধীনস্থ বটে, কিন্তু আইসাক ও হাজারারা নয়। হিরাট হইতে কাবুলে যাইবার সোজা রাস্তা কেবল ইউরোপীয়দিগের অজ্ঞাত নহে, আফগানদিগেরও অগম্য। বাণিজ্যাদির জন্য অনেক দক্ষিণ দিয়া ঘুরিয়া কাবুলে যাইতে হয়। হেলমণ্ড নদীর উপর কান্দাহার ও গিরিস্ক নগর, তাহাও বাণিজ্যের পক্ষে সুগম নয়। এই মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞাত প্রদেশ ঘোররাজ্য, ইহা আইমাথ ও হাজারা বংশের বাসভূমি। এই প্রদেশ যাঁহারা জয় করিবেন, তাঁহারা ঘোর পর্ব্বতের অক্ষত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সিসা, লৌহ, কয়লা, গন্ধক, ও বিবিধ মূল্যবান্ রত্নের খনি হস্তগত করিবেন, এবং সেই সঙ্গে হিরাট হইতে কাবুল ও পেশোয়ার দিয়া সিন্ধু নদের নিকটে আসিবার সোজা পথও প্রাপ্ত হইবেন।

আইমাথ ও হাজারা জাতি মোগলবংশীয়। পারস্যদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা পারস্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আইমাথেরা সুন্নী ও হাজারারা সিয়া মতাবলম্বী মুসলমান। পৃথিবীর অধিকাংশ মোগল বৌদ্ধ, কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশে আসিয়া ইহারা মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। হাজারারা একস্থানে স্থির হইয়া বসতি করে, কিছু দিন হইল ইহারা গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যে খাটিবার জন্য ভারতবর্ষ অভিমুখে আসিতেছে।

চারি আইমাথ—ইহারা ৪টি জাতি, ঘোর রাজ্য ও হিরাটের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদের স্থায়ী গৃহ নাই, সর্দ্দারের আড্ডার বা কেল্লার চারিদিকে তাঁবু ফেলিয়া বাস করে। ইহারা অত্যন্ত অসভ্য ও দুর্দ্দান্ত, যুদ্ধে হত শত্রুদিগের শোণিত পান করে।

মার্ভের পতনে স্বাধীন তুর্কমান জাতি রুসীয়েশ্বরের অধীন হয়। ইহাদের মধ্যে সারিক ও সালরেরা প্রথমতঃ অধীনতা স্বীকার করে নাই। সারিকেরা ১০ হাজার পরিবার কিছুদিন পরে রুসিয়ার পদানত হয়। সালরেরা হিরাট ও মার্ভের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এতদিন আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, না রুসিয়ার জার না আফগানস্থানের আমীরকে মানিত। ইহারা বশীভূত হইলেই রুসিয়া অবাধে হিরাটে আসিয়া উপনীত হইতে পারেন। জার যখন "মধ্য আসিয়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন এবং রুসীয় সেনাদল হিরাটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন বোধ হয় এতদিন পরে সালরেরাও অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

কাটাঘানি উজবেক—ইহারা আফগান তুর্কস্থানের প্রধান জাতি, বোখারাতেও ইহাদের বসতি আছে। ইহারা কৃষি ও বাণিজ্যজীবী, সুন্নী মতাবলম্বী মুসলমান, তুরুস্কভাষী, আফগান প্রভৃতিদিগের শাসনাধীন নয়, উত্তরীয় স্বজাতিদিগের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি।

আফগান জাতির বিভাগ।

ককেশীয়।

১। গালচা।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
সিয়াপোস	কাফরস্থান	১৫০,০০০
বাদাক্সি	বাদাক্সান	১৬০,০০০
ওয়াখি	ওয়াখান	৩০০০
সুগনাই	সুগনান	২৫,০০০

২। ইরামান্স।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
কোহিস্থানী	কোহিস্থান ?	
ফিরোজখই	হিরাট, মার্গব উপত্যকা	৩০০০০ (তাঁবু)
জেমসিদি	"খুস্ক"	১২০০০(পরিবার)

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
তাজি	বালখ	২০০,০০০ ?
আফগান	হিরাট	১০০,০০০

মঙ্গোলীয়।

১। মোগল।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
হাজারা	হাজারাজাত, কোহিবাবা	৩,০০,০০০
আইমাখ	হিরাট, খোরাসান	৩৫০,০০০

২। তাতার।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
সালর তুর্কমান	মার্গব	৩০,০০০
কাটাঘানি উজবেক	আফগান তুর্কস্থান	৬০০,০০০

কাল-গণনা।

এই চৈত্র মাসে বৎসরের শেষ হইল, আবার বৈশাখ হইতে আমরা নববর্ষের গণনা করিব। কেন এরূপ করা যায়? হিন্দু জ্যোতির্বিৎদিগের মতে ১লা বৈশাখ পৃথিবী যে স্থান হইতে সূর্য্যের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পুনরায় ১লা বৈশাখে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই গতিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে, এবং ইহাতে ৩৬৫ দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে। প্রায় ৬ ঘণ্টা বলিতে ৬ ঘণ্টার কিছু কম বুঝিতে হইবে। আমরা ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর সমান্যতঃ বলিয়া থাকি। ইহা ঠিক্ নহে, কেননা তাহা হইলে ৩৬০ দিনে বৎসর হয়, তাহাতে গণনাস্থলে ৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘণ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই জন্য সকল মাস ৩০ দিনে ধরা হয় না, কোনও মাস ৩০, কোনও মাস ৩১ বা ৩২ এবং কোনও মাস ২৮ বা ২৯ দিনেও গণনা করা হইয়া থাকে। ইহাতে বৎসরে ৩৬৫ দিন এবং ৪ বৎসরে প্রায় আর ১ দিন বেশী ধরা হয়। ইংরাজীতে যে মাসে যত দিন তাহা ঠিক্ আছে, তাহার সূত্র এই:—

"সেপ্টেম্বরে ত্রিশ দিন করিবে গণন,

জুন নবেম্বর আর এপ্রেলে তেমন ;
ফেব্রুয়ারি মাসে দিন ধর আটাইশ,
বাকি যত আছে মাস সব একত্রিশ ;
চতুর্থ বৎসরে, তিন বছরের পরে,
ফেব্রুয়ারি মাসে বেশী এক দিন ধরে।"

এই নিয়মানুসারে ইংরাজীতে ১ দিন বেশী ধরাতে বৎসরে আর ৬ ঘণ্টা অধিক গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু ৪ বৎসরে ১ দিন বাড়াইয়া লইলে কিছু বেশী ধরা হয়, এই জন্য সূক্ষ্ম গণনার জন্য কয়েক বৎসর পরে এক দিন ছাড়িয়া দিতে হয়।

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অতি সূক্ষ্ম, তাহাতে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সময়ের অংশ ধরিয়া আবার তাহাদিগের ভগ্নাংশ আবশ্যক মতে গ্রহণ করা হয়। হিন্দুপঞ্জিকা মতে ৩০এ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি, ইহার অর্থ এই যে ঐ দিন সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক্ সমসূত্র হয় এবং সূর্য্য ঠিক্ পৃথিবীর সমমণ্ডলের উপর আসাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। এখন ১১ই চৈত্রে এই ঘটনা হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদেরা যখন প্রথম গণনা করিয়াছিলেন, তখন ৩০এ চৈত্র পৃথিবী ও সূর্য্যমণ্ডলের সমসূত্রে পাত হেতু দিন রাত্রি সর্ব্বত্র সমান ছিল, কালের গতিকে সূর্য্য ও পৃথিবীর গতির কিছু ব্যতিক্রম অথবা অন্য কারণের সহযোগ হওয়াতে এক্ষণে ১৯ দিনের প্রভেদ হইয়াছে। কালে বিষুব সংক্রান্তি চৈত্রের প্রথমে বা ফাল্গুনে আসিয়াও পড়িতে পারে। হিন্দু জ্যোতিষ মতে বিষুব সংক্রান্তির সময় হইতে সূর্য্য মেষরাশিস্থ হয়, এবং নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ তৎপরেই গণনা করিতে হয়। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই দ্বাদশটী রাশি মণ্ডলাকারে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, সূর্য্য এক এক মাসে এক এক রাশিস্থ হইয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকে। বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ এই রূপ ১২ মাসে ১২টী রাশির বিভাগ হয়। এই রাশি সকল নক্ষত্রমণ্ডল, পৃথিবীর গতি হেতু ইহাদের গতি বোধ হয়। খগোল পাঠে ইহাদের বিশেষ বিবরণ জানা যায়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ। কলিযুগের ৪৯৮৫ বৎসর গত হইয়াছে, ইহার পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ সত্যযুগ। এই চারিযুগে এক মহাযুগ, তাহার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ বৎসর। সৃষ্টি কাল হইতে ২৭টী মহাযুগ গত হইয়াছে, এক্ষণে অষ্টবিংশতি মহাযুগ চলিতেছে। মহাযুগের উপরে মন্বন্তর ও কল্প বলিয়া আরও বৃহত্তর যুগ সকলের বর্ণনা আছে, কিন্তু এ সকল পৌরাণিকদিগের কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়

কালগণনা হিন্দুদিগের নিকট হইতে

মিসরীয়েরা, তাহাদিগের হইতে গ্রীকেরা এবং গ্রীক্‌দিগের হইতে সমুদায় ইউরোপীয়েরা যে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহুদী ও চিনদিগের মত অনেকটা বিভিন্ন। ইহুদীদিগের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩৭৬১ বৎসর পূর্ব্বে ৭ই অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, এই হিসাবে ৫৬৪৬ বৎসর মাত্র পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে সত্য নয়, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভ খনন করিয়া যে সকল স্তরে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা অন্যূন ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহার কত পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি এবং তাহার আরও কতপূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় কে বলিতে পারে? ইহুদীদিগের "পাশওবার' নামে এক পর্ব্ব আছে, পূর্ণিমায় যব পাকিলে এই পর্ব্ব হয় এবং সেই সময় হইতে তাহারা নববর্ষারম্ভ গণনা করে। পূর্ণিমাতে যব না পাকিলে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পুণ্যাহ করে। ইহাদিগেরও ১২ মাসে বৎসর, কিন্তু চান্দ্রমাস অনুসারে কোন মাস ২৯ ও কোন মাস ৩০ দিনে ধরা হয়।

চিনেরা সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের সাহায্যে বর্ষ গণনা করে। মীনরাশিতে সূর্য্য গেলে অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহাদের প্রথম মাস আরম্ভ হয়। ইহাদের মাস গণনা বড় অনিশ্চিত, এজন্য সর্ব্বক্ষণ পঞ্জিকা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়। পঞ্জিকাও অতি যত্নে ও বহুব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা প্রণয়নের ভার রাজকীয় গণিত সভার উপর অর্পিত হয়, রাজা বা রাজপুত্র তাহার সভাপতি থাকেন। ইহারা দুই প্রকার বর্ষ গণনা করে—(১) রাজার সিংহাসনারোহণ ধরিয়া (২) জ্যোতিষিক গণনা ধরিয়া। ইহাদের প্রত্যেক বর্ষের বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ৬০ বৎসরে এক এক যুগ হয়। জাপানী, মাঞ্চু, মোগল ও তিব্বৎ দেশীয়েরা চিনের গণনাপ্রণালী অল্লাধিক অনুসরণ করিয়া থাকে।

নানাজাতির মধ্যে কালগণনার আরও নানাপ্রকার প্রণালী দৃষ্ট হয়। ওটাহিটী দ্বীপবাসীরা চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া এবং তাহাদিগের ক্ষেত্রে রুটী গাছের* উন্নতি দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপণ করিয়া থাকে। আমেরিকার আদিমনিবাসী মাখা ইণ্ডিয়ানেরাও চন্দ্রদ্বারা সময় নির্ণয় করে। তাহারা বৎসরকে দুইটী মাত্র ঋতুতে বিভাগ করে —শীত ও গ্রীষ্ম। প্রসিদ্ধ দেশভ্রমণকারী হামবোল্ট বলেন ময়স্কা ইণ্ডিয়ানেরা ৩৭টী চান্দ্রবর্ষে ১ সাইকল বা যুগ গণনা করে, তাহাদিগের মতে ২০টী যুগে এক

* প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসকলে বৃহৎ জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ হয়; তাহার ফলও বৃহৎ। এই ফলের ব্যাস ৬।৭ বুরুল হইবে। ইহা আগুণে সেঁকিলে পামরুটীর মত ফুলিয়া উঠে এবং খাইতেও সুস্বাদু, এই জন্য ইহার নাম রুটী ফল এবং ইহার গাছের নাম রুটী গাছ।

এক মহাযুগ হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ষগণনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, চন্দ্রের সহিত যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, তাহারা তিথিগণনা করে এবং মাস ও বর্ষ স্থির করিবার জন্য চন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করে। অপর জাতিরা সূর্য্যকে সময়ের কর্ত্তা জ্ঞানে তাহা দ্বারা দিন মাস বর্ষ ঠিক্ করে। সূর্য্যদ্বারা যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে সৌর বর্ষ বলে। প্রাচীন মিসরবাসীরা সূর্য্যের পক্ষপাতী ছিল এবং সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি লক্ষ্য করিয়া বর্ষ গণনা করিত। তাহারা প্রথমে ৩৬৫ দিনে বৎসর গণিত, এবং ১২ মাসের প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে ধরিয়া শেষে অতিরিক্ত ৫ দিন ধরিয়া লইত। তাহারা নীলনদের জলপ্লাবনকে একটী গুরুতর ঘটনা বলিয়া মনে করিত। যখন দেখিল প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ইহা এক দিন পরে ঘটিয়া থাকে, তখন ৪ বৎসরের পর ৩৬৬ দিনে বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে বৎসর স্থির করিয়া ৪র্থ বৎসরের দ্বাদশ মাসে ৬ দিন অতিরিক্ত ধরিতে লাগিল। এই বৃহৎ বর্ষের নাম আলেকজান্দ্রীয় বৎসর, কপ্‌ট জাতি অদ্যাপি এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলে। পারস্যেরা ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া ৮ম মাসের সহিত ৫ দিন অধিক করিয়া ধরিয়া লইত। মিসরের বৎসর গণনাপ্রণালী বড় সুন্দর দেখিয়া, জুলিয়স সিজর ইহা রোমে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তদবধি ইহা জুলিয় সংস্কার বলিয়া ইউরোপে প্রচলিত হয়।

প্রাচীন মেক্‌সিকোবাসীদিগের মধ্যে বৎসর গণনার এক নূতন ও সূক্ষ্ম প্রণালী ছিল। তাহারা ২০ দিনে মাস ও ১৮ মাসে বৎসর ধরিত, এবং অষ্টাদশ মাসের সহিত অতিরিক্ত ৫ দিন যোগ করিয়া, ৩৬৫ দিনে বৎসর মিলাইয়া লইত। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হয় নাই, ৫২ বৎসর পরে অতিরিক্ত ১৩ দিন যোগ করিয়া লইত। আইসলণ্ড-বাসীদিগের দিন গণনাও অনেকটা ঠিক। তাহারা ৭ দিনে সপ্তাহ ও ১২ মাসে বৎসর ধরিয়া প্রতিমাসে ৩০ দিন গণনা করিত, পরে অতিরিক্ত ৪ দিন ধরিয়া লইত। ৬।৭ বৎসর পরে আর এক সপ্তাহ বেশী ধরিত। এইরূপে প্রত্যেক বৎসর ৫২ সপ্তাহে ধরিয়া "লিপ্ ইয়ার" বা বৃহৎ বর্ষ ৫৩ সপ্তাহ গণনা করিত। ইহার পর ১২৮ বৎসরে আর এক দিন যোগ করিত। ইহাতে ৩৬৫¼ দিনে বৎসর ধরার সমান কার্য্য হইত।

জুলিয় ও আলেকজান্দ্রিয় উভয় প্রকার বৎসর গণনায় কিছু কিছু ভ্রম আছে, পোপ ১৩শ গ্রেগরি প্রথম এবং সা জেলালউদ্দিন দ্বিতীয়টীর সংশোধনে প্রয়াস পান। ফরাসী বিপ্লবে ফ্রান্সদেশে সকল ব্যবস্থাই উলটিয়া যায়, তৎসঙ্গে সঙ্গে বৎসর গণনা পদ্ধতিও উলটাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণ তন্ত্র ঘোষণার দিন

হইতে এই বৎসর আরম্ভ হয়। ১০ দিনে সপ্তাহ ধরিয়া ৩ সপ্তাহে মাস ধরা হয়। ফরাসী যতদূর সাধ্য দশমিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া গণনা প্রবর্ত্তিত করেন। দুঃখের বিষয় ইহা স্থায়ী হইল না, প্রাচীন পদ্ধতি পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছে।

লীলাময়ী।

(শেষ)

৬৯

প্রেম ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী ফুল,
দুখময় ভবে পরম পসাদ;
নশ্বর জীবনে মহত্ত্বের মূল,
ইন্দ্রিয় বিকারে ঘটে পরমাদ।

৭০

জানে না সংসার সে প্রেম মহিমা,
বানরের গলে মুকুতা যেমন;
স্বার্থের প্রবাহে বিষাদ কালিমা
পরি, শোকার্ণবে ভাসায় জীবন।

৭১

আবার সে জ্যোতি—দেবের বিকাশ;
চীৎকারিলা সতী—সে প্রেমের ছায়া
বাহু প্রসারিয়া ধরিতে প্রয়াস;
বৃথা সে যতন;—দেবের সে মায়া।

৭২

স্বপনের খেলা গেল ফুরাইয়া,
ফুরাইয়া গেল সুখের সময়;
পলল যুগ আজি যাইতে কাটিয়া,
সতীর জীবনে পলকে প্রলয়।

৭৩

আশুগতি ছায়া চলিলা সে দেশে,
বরষে না যথা তপন কিরণ;
নীরব গমনে স্বরগে প্রবেশে,
হায় রে এমনি ললাট লিখন!!

৭৪

উড়িল সে পথে সতীর জীবন,
সংসার-ললাম প্রকৃতি অতুল;
শূন্য দেহ ভূমে হইল পতন,
শুকাইল হায় নিদাঘের ফুল!!

চতুর্থ স্তবক।

"—যে খানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সে খানে ফোটে এ ফুল; যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধিগৃহ গিয়াছেন গৃহে।"

মধুসূদন দত্ত।

১

বাজিল কুসুম বাদ্য ত্রিদিব তোরণে;
স্বর্গীয় সুন্দরীগণ,
দিব্য ফুল আভরণ,
সৌদামিনী ছটা হাসি, মন্দারমালিনী
ভেটিলা সতীরে সবে কল-নিনাদিনী।

২

সাজাইলা পারিজাতে দেবতা বাঞ্ছিত,

বাছিয়া প্রসাদী ফুলে,
পরাইলা কুতূহলে,
অতুল স্বর্গীয় শোভা ভাতিল বদনে,
মোহন মন্দার বাস ছুটিল সঘনে।

৩

কুসুম নির্ম্মিত নীল দিব্য সিংহাসনে,
বসাইয়ে সতী ধনে,
কহিলা সুন্দরীগণে,
তোমা সম ভাগ্যবতী কে আছে ললনে,
দেবতা পূজিত তুমি ত্রিদিব ভবনে।

৪

সুবর্ণের শ্যামাদানে অনল দেউটী
জ্বলিছে সুগন্ধি তেলে,
জগতে আঁধারে ফেলে,
শত রবি শশী করে আলো বিতরণ,
সকলি দেবের মায়া—সুখের স্বপন।

৫

জানিনা কেমনে সতী লভিলে সে মায়া,
স্বার্থপর এ সংসারে,
কে তপ করিতে পারে,
দিয়ে স্বার্থে বলি হেন, নিঃস্বার্থ সাধনে,
অঙ্কিত দেবের ছবি ভক্তের জীবনে।

৬

ধন্য মোরা হেন সতী লভিলাম সখী,
দেখলো নয়ন খুলে,
নির্ম্মল আকাশ তলে,
টোজানের বীরভূমি উন্নত প্রাচীর,
অসংখ্য পাদপমালা উচ্চ করি শির।

৭

টোজানের নাম শুনি কাঁপিল হৃদয়,
দিব্য দরশন বলে,
দেখে সতী ভূমণ্ডলে

উড়িছে সৌধের শিরে যশের কেতন,
রচিলা অনন্ত কীর্ত্তি বীর মহাজন।

৮

টোজানের পাদমূলে নিবিড়মণ্ডলে,
অনন্ত পাদপ রাজি,
মনোহর বেশে সাজি,
অবনত ফল ভরে, দেখিতেছে ছলে,
বিম্বিত গগন-শোভা তটিনীর জলে।

৯

একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি মণ্ডল বিদারি,
উজলিছে রণস্থল,
উজলিছে নভস্তল,
কহে সতী "একি সখি কাঁপিছে হৃদয়,
নিশিতে মরতে কেন ভাস্কর উদয়?"

১০

"নহে ও ভাস্কর" কহে দেববালাগণ,
দেশের কল্যাণ তরে,
যথায় হেক্‌টর-করে,
রবি সম পতি তব গেলা অস্তাচল,
নিত্য তথা ফোটে অই সোণার কমল।"

১১

শুনিয়া ফুটিল হাসি সতীর অধরে,
"মনে বড় সাধ সখি,
বারেক উহা নিরখি,
পরিব হৃদয়ে আমি যেন লো ব্রততী,
আনি দেহ ত্বরা করি দাসীর মিনতি।"

১২

"কেমনে আনিব মোরা" কহে সখীগণ;
"মুদিলে নয়ন দুটী,
লভিবে কমল যুটী,
নিত্য ওটী ফোটে তথা সুবর্ণ আসনে;
দেখেনা মানব তাহা মানব নয়নে

১৩

নয়ন মুদিয়ে সতী স্মরিলা দেবেরে,
শোভিল চরণ তলে,
কোমল কুসুম দলে,
হইল অস্ফুট ধীর বীণার ঝঙ্কার;
দেখিলা নয়ন মেলি একি চমৎকার !!

১৪

উজ্জ্বল আনন্দ মাঝে রতন আসনে,
বসি সতী একাকিনী,
দিব্য কল-নিনাদিনী,
নাই দেব বালাগণ; সম্মুখে উজ্জ্বল,
শোভিছে সুবর্ণ থালে সোণার কমল।

১৫

অদূরে হীরকাসনে অপূর্ব্ব বরণ
অসি করে বীর পতি,
চেয়ে আছে সতী প্রতি,
অতুল বদন-কান্তি উজ্জ্বল নয়ন।
এ হেন দেবের মায়া কে বুঝে কখন !!

১৬

সমুজ্জ্বল সৌর জ্যোতিঃ;—স্বর্গীয় সুষমা!
শান্তি কোলে সতীরাণী
সোণার প্রতিমা খানি;
যেন সত্য করে ধরি রণজয়ী বীরে,
দেখায় ত্রিদিব শোভা মন্দাকিনী তীরে।

১৬

তুলিলা কোমল করে সোণার কমল;
দেখিলা কমল দলে,
লিখিত রজত জলে,
"ধন্য ধন্য প্রীতিশীল বীরচূড়ামণি,
ধন্যা সতী শিরোমণি লীলাময়ী ধনী।"

১৭

উদ্বেল তরঙ্গ মালা হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
"ধরহে সতীর প্রাণ
দেবের এ মায়া দান"
বলিয়ে প্রাণেশ পদে দিলা উপহার।
কহিল মরম কথা নয়ন দোঁহার।

সমাপ্ত।

বীরবল।

মুসলমানরাজত্বে ভারতবর্ষের অনেক প্রধান ব্যক্তি প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে তোডরমল প্রধান সচিব ছিলেন। মহারাজ মানসিংহ সুবাদারী ও সেনাপতিত্ব করিতেন, এবং রাজা বীরবল একজন প্রধান রাজসভাসদ ও সেনাপতির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় ছিলেন। এস্থলে এই শেষোক্ত রাজপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইতেছে।

রাজা বীরবলের পূর্ব্বতন নাম মহেশ দাস কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণদাস নামেও উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে তিনি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বীরবল

জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন দিল্লির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন দিল্লির শাসন উচ্ছেদ করিয়া, স্ব স্ব প্রধান হইতে থাকে, চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তখন এক জন ভাট মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কাল্পী নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট্ সমীপে উপনীত হয়। সুকণ্ঠ ভাটের মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর অভিনব সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে এই ভাটের কবিত্ব-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। ভাট গীতি-কবিতা রচনা করিয়া ক্রমে দিল্লীর সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাহার মোহিনী কবিত্ব-শক্তিতে, দিল্লীর সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সম্রাট এই প্রতিভা-শালী সঙ্গীতনায়কের অপূর্ব্ব সঙ্গীত মহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তুক ভাটকে "কবিরায়" উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্ব্বতন নাম পরি-বর্জ্জিত হইল। অভিনব এই রাজা সেই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়-চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজ্য রাজা বীরবলকে দিতে অনুমতি করিলেন। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র আকবরের নিকটে অবনতি স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। আকবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেন কুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল এই রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঞ্জরের নিকটে আর এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশদাস এখন "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্র পরিমিত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাঁহার উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া দুরূহ রাজকীয় কার্য্যে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীরবল প্রায় সম্রাটের সঙ্গেই থাকিতেন। যখন আকবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আপনার সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোন খানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত

হইলে, তাহার সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের উপরেই সমর্পিত হইত। বীরবল কর্তব্য প্রতিপালনে অনলস ছিলেন। সাহস, ক্ষমতা ও তেজস্বিতা বলে তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, তাঁহার প্রভাবে আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি হিন্দুধর্ম্মের অনেক বিধিব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন।

১৫৫৬ খ্রীঃঅব্দে আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্য কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল এই সাহায্যকারী সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে আকবরের সৈন্যের পরাজয় হয়। আকবর এই যুদ্ধে কতদূর ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। আফগানেরা পার্ব্বত্য প্রদেশের চারিদিক হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। বীরবল ও জৈন খাঁ অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া আর এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা শিবির আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া, রাত্রিকালে হঠাৎ জনরব উঠে। সম্রাটের অনেক সৈন্য ইহাতে দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। আফগানেরা অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যার পর নাই শোকাতুর হইয়াছিলেন। বিশেষ তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে আকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে পাছে আকবর একবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ আকবরের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বীরবল নিহত হন নাই। তিনি সন্ন্যাসীবেশে কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। আকবর ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে এই কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে বীরবল কলিঞ্জরে বাস করিতেছেন বলিয়া আর একবার জনরব উঠে। এ জনরবেও আকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বীরবল জীবিত আছেন। আকবর কলিঞ্জরেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন। রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহা হইতে পরিস্ফুট হইতেছে।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বীরবল ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন, এই স্থলে তাঁহার আবাস-গৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিকিৎসা বিদ্যার্থিনীদিগের গৃহ

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিকট সে দিবস একটী মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। যে সকল দেশীয় রমণী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বাসস্থানের জন্য একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইবে, স্বয়ং লেডী ডফরিণ ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ-বদান্যতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবং অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ কোট্‌স সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়া মেডিকাল কলেজের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত বর্ণন করেন এবং প্রস্তাবিত ছাত্রীনিবাসের উদ্দেশ্য প্রভৃতি সকলকে অবগত করান।

আমাদিগের পাঠিকাগণ জানেন দুই বৎসর মাত্র হইল কলিকাতা মেডিকাল কলেজে মহিলাগণকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মেডিকাল কলেজের অনেক গুলি ডাক্তার ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টর ক্রফট ও মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ কোট্‌স সাহেবের বিশেষ যত্নে এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেবের সহায়তায় এই উদার রীতি ব্যবস্থাপিত হয়। ছোট লাট বাহাদুর কয়েক বৎসরের জন্য মেডিকাল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের ন্যায় এখানেও প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইংরাজী শ্রেণীতে স্ত্রীলোকদিগকে ভরতি করা হইবে। সে আশা পূর্ণ হয় নাই, পুরুষেরা যেরূপ এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে ভরতি হইতে পারে না, স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও সেইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। ইহাতেও ইতিমধ্যে কয়েকটী ছাত্রী মিলিয়াছে এবং পরে আরও মিলিবার সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত ছাত্রী-নিবাসে কেবল যে এফ এ, বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণা মেডিকাল কলেজের ছাত্রীরাই বাস করিবেন তাহা নহে, নিম্নশ্রেণীর ডাক্তারী এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনীগণও এখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে। যে সকল রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অথবা অন্য প্রকারে ইংরাজী বা বাঙ্গালাতে তাঁহাদিগের ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছুক হইবেন, নেটিব ডাক্তার-

দিগের মত তাঁহারাও শিক্ষিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর ডিপ্লোমা পাইবেন, এটী বড় আশাজনক কথা। এরূপ ব্যবস্থা হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য মেডিকাল কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন সার্থক হইবে এবং অধিক সংখ্যক রমণী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। ছাত্রীনিবাসের যেরূপ নক্সা হইয়াছে, তদনুসারে ৫৬টী ছাত্রী এখানে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবেন। ইহা দ্বিতল গৃহ হইবে, উপর তলে ৩২ ও নিম্নতলে ২৭টী ছাত্রীর বাস সমাবেশ হইবে। তদ্ভিন্ন রন্ধনগৃহ, ভোজন গৃহ, শ্রেণী সকলের স্থান, ক্রীড়াভূমি, ব্যায়ামভূমি প্রভৃতি ছাত্রীদিগের প্রয়োজনীয় সমুদায় বন্দোবস্ত রীতিমত সম্পন্ন হইবে।

স্ত্রীলোকদিগকে মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে তৎসঙ্গে ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ দৃষ্ট হয়। কলেজের উপদেশ কখনও প্রাতে, কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও অপরাহ্নে হইয়া থাকে। ভদ্র মহিলাদিগের পক্ষে দূর হইতে প্রতিদিন বার বার গাড়ী পালকী ভাড়া করিয়া যাতায়াত করা কম ব্যয়সাধ্য ও ক্লেশকর নহে। ইহাতে পাঠের সময়েরও অনেক অপব্যয় হয়। কলেজের সন্নিহিত স্থানে থাকিতে পারিলে হাঁসপাতাল, পুস্তকালয় প্রভৃতি হইতেও অধিক উপকারলাভের সম্ভাবনা। চিকিৎসা-বিদ্যা অতি কঠিন বিদ্যা, তাহা রূপে শিক্ষা করিতে হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। ছাত্রী-নিবাসে ইহার যেমন সুবিধা, গৃহে থাকিয়া সেরূপ হইবার নহে।

এই ছাত্রীনিবাসের পত্তন আপাততঃ দেখিতে একটী সামান্য ঘটনা হইলেও ইহা বঙ্গীয় সমাজের একটী মহৎ শুভকর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব সূচনা বলিতে হইব। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকগণের কার্য্যক্ষেত্র গৃহেতেই অবরুদ্ধ এবং তাঁহাদিগের জীবনস্রোত চিরকাল এক চক্রে ঘুরিয়াই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহারা একটী নূতন প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা অর্থোপার্জন করিয়া কেবল অধিকতর স্বাধীন হইতে পারিবেন তাহা নহে, কিন্তু চিকিৎসা কার্য্য দ্বারা সমাজের সেবা করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক করিতে পারিবেন। আর একটি কথা এই, ৫০।৬০ টি রমণী কেবল শিক্ষার উদ্দেশে যদি একটি স্থানে বাস করেন, রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হন, বিশুদ্ধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সুযোগ পান এবং উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে আপনাদিগের জীবন যাপন করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহাহইলে বহু কল্যাণের আশা করা যায়। যে সকল অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও চিরাগত দূষিত দেশাচার বহু বঙ্গে অপনয়নের সম্ভাবনা নাই, তাহা অচিরে খণ্ডিত হইবে এবং একটি

নবোৎসাহ-পূর্ণ নারীদল প্রস্তুত হইবার সুবিধা হইবে। বস্তুতঃ এত গুলি ছাত্রী একত্র বাস করিয়া আত্মোন্নতি সাধনের যে বহুল উপায় প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠায় আমাদিগের যেরূপ আশা হয়, সেইরূপ দারুণ ভয়েরও কারণ আছে। ছাত্রীদিগকে সুরক্ষিত, সুশিক্ষিত ও সুনিয়মিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সহজ নহে, এ বিষয়ে ক্রটি ও শৈথিল্য হইলে বিষময় ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা। ছাত্রীদিগের পরিদর্শনের ভার অবশ্য কোন ইউরোপীয় মহিলার উপরে অর্পিত হইবে। কিন্তু এ গুরুতর ভার নির্ব্বাহ করা যে সে ইউরোপীয় মহিলার কার্য্য নহে। দেশীয় সমাজের সহিত যিনি বিশেষ পরিচিত, দেশীয়দিগের সহিত যাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ স্বানুভূতি আছে, সুরাপ নাদি বিদেশীয় কু-অভ্যাস ও কদাচার যিনি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, ধর্ম্মে যাঁহার নিষ্ঠা আছে এবং যাঁহার চরিত্র সাধারণের শ্রদ্ধেয়, এই কার্য্যে এইরূপ মহিলা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদিগের প্রার্থনা। এই ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধান জন্য একটী কমিটী থাকে এবং তাহাতে উন্নত-চরিত্র ইউরোপীয়দিগের ন্যায় কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোকও থাকেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সজীব ফটোগ্রাফি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রিষ্টালাইনের ঠিক্ পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত ভিট্রিয়স হিউমর অবস্থান করে, ইহা হায়ালইড মেম্‌ব্রেন (Hyaloid membrane) নামক এক পর্দ্দায় আবৃত। ভিট্রিয়স হিউমরের পর রেটিনা নামক অনুভূতিসাধক ত্বক্ চক্ষুর সমগ্র পশ্চাৎ ভাগে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। দৃক্-স্নায়ু নামক একটি স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, চক্ষু-গোলকের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চক্ষুর পশ্চাৎভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। পাঠিকাগণ কোন বৃহৎ মৎস্য কাটিবার সময় তাহার চক্ষু-গোলক বাহির করিলে দেখিতে পাইবেন যে সেই চক্ষুর পশ্চাৎ দিক্ দিয়া দড়ির ন্যায় একটী স্নায়ু চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে—ইহাই দৃক্‌স্নায়ু (Optic nerve) এবং ইহাই চক্ষুর অভ্যন্তরে গিয়া রেটি-নায় পরিণত হইয়াছে। এই রেটিনার উপরেই বাহিরের যাবতীয় প্রতিমূর্ত্তি

প্রতিফলিত হয়; এবং দৃক্-স্নায়ুর দ্বারা তাহাদের অনুভূতি মস্তিষ্কে উপনীত হয়। রেটিনার সূক্ষ্ম স্নায়ু সকলই অনুভূতিসাধক নহে;—কিন্তু রেটিনাতে ভিন্ন ভিন্ন আকারের দণ্ড ও ত্রিকোণাকৃতি অতি সূক্ষ্ম২ কতকগুলি পদার্থ (Rods and cones) আছে, তাহারাই অনুভূতিসাধক এবং ইহাদের উত্তেজনায় রেটিনাও অনুভূতিসাধক হয়। চক্ষের অভ্যন্তরে ঠিক যে স্থলে দৃক্স্নায়ু প্রবেশ করিয়াছে, তথায় এই সকল পদার্থ নাই, এজন্য রেটিনার সেই স্থল অনুভূতিসাধক নহে, এবং সেই স্থলে কোন প্রতিমূর্ত্তি পতিত হইলে তাহা দেখা যায় না। ইহাকে রেটিনার অন্ধকার-বিন্দু—(Blind spot) কহে। ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, এক খানি কাল কাগজের উপর দুই টুকরা সাদা কাগজকে গোল্যাকার করিয়া কাটিয়া, পরস্পর তিন ইঞ্চি ব্যবধানে রাখিতে হইবে, তৎপরে ডান চক্ষুকে এরূপ ভাবে বাম দিকের কাগজ খণ্ড হইতে ১০।১১ ইঞ্চি উর্দ্ধে স্থাপন করিতে হইবে যেন দুই চক্ষের সংযুক্ত সরল রেখা, দুই কাগজ খণ্ডের সংযুক্ত সরল-রেখার সহিত সমান্তরাল হয়। এক্ষণে বাম চক্ষুকে বন্ধ করিয়া দক্ষিণ চক্ষু দিয়া স্থির দৃষ্টে বাম দিকের কাগজ খণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিলে—দক্ষিণ দিকের কাগজ খণ্ড দেখা যাইবে না, কারণ এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ দিকের কাগজ-খণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি রেটিনার অন্ধকার-বিন্দুতে পতিত হয়; কিন্তু এক্ষণে যদি চক্ষের অবস্থা একটুকু সরান যায়, তবেই আবার দক্ষিণ দিকের কাগজ খণ্ডও দেখা যাইবে।

কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে রেটিনাস্থ স্নায়ু সমূহের অভ্যন্তরে এক প্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহারই অণু সমূহের স্পন্দনে অনুভূতি হয়। কেবল মাত্র প্রতিমূর্ত্তি সমূহের অনুভূতিকে মস্তিষ্কে বহন করাই রেটিনা এবং দৃক্-স্নায়ুর কার্য্য। কোন কোন জন্তুর রেটিনা এবং দৃক্স্নায়ু ছিন্ন ও বিচ্যুত করিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই;—কেবল বোধ হয় সময়ে সময়ে দৃক্স্নায়ুর উত্তেজনায় এক প্রকার ক্ষণিক আলোক বিকাশের ন্যায় অনুভূতি হয়।

রেটিনার ঠিক্ পর কোরইড্ (Choroid) নামক একটি কৃষ্ণাবরণ আছে—ইহা রেটিনাকে আচ্ছাদন করিয়া, রেটিনা ও স্ক্লেরটিকের মধ্যে অবস্থান করে। কাফ্রি (Negro) দিগের গাত্র চর্ম্মে যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে, সেইরূপ পদার্থে এই কোরইড্ পর্দ্দার সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত। যে সকল রশ্মি চক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চিত্র প্রকটনের কোন সহায়তা করে না বরং প্রতিবিম্বিত হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করিবার সম্ভাবনা, সেই সকল অতিরিক্ত রশ্মিকে এই কৃষ্ণাবরণ শোষণ করে। শরীরের চর্ম্মে ঐ প্রকার কৃষ্ণ পদার্থ অধিক

থাকিলে কোরইডেরও কৃষ্ণপদার্থের আধিক্য হইয়া থাকে, এজন্য প্রায় দেখা যায় যে যাহাদের রং কাল, তাহাদের চক্ষুও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ শশকের চক্ষের কোরইডে এই কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন না থাকাতে তাহাদের চক্ষুর পুত্তলি লোহিতবর্ণ দেখায়। এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের অভাব বশতঃ দিবালোক পেচকের অসহনীয় হয়। কোন কোন জন্তুর চক্ষু কোরইডের পরিবর্ত্তে টেপিটম্ (Tapetum) নামক একটি প্রতিফলক পর্দ্দা থাকে, এই টেপিটমের প্রতিফলিত আলোক প্রভাবে বিড়ালের চক্ষু অন্ধকারে জলিতে থাকে, এবং খুব অল্প আলোকেও দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কোরইডের পর স্ক্লেরটিক শ্বেতাবরণ সমগ্র চক্ষুটিকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে।

তবেই এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, বহিঃস্থ পদার্থের প্রতিফলিত আলোক কর্ণিয়া নামক স্বচ্ছাবরণ ভেদ করিয়া, আইরিস নামক ঝিল্লীর মধ্যস্থ পুত্তলি দিয়া প্রবেশ করিয়া যবাকার কাচ সদৃশ স্বচ্ছ পদার্থে গিয়া পড়ে এবং ইহাকে ভেদ করিয়া রশ্মিসমূহ ক্রমশঃ বক্র গতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অধিশ্রয়ণ বিন্দু (Focal point) রেটিনা নামক অনুভূতিসাধক ত্বকের উপর পতিত হয়, তাহা হইলেই বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি সমূহ রেটিনার উপর স্পষ্ট অঙ্কিত হয়, তাহাদের অনুভূতি সেই মুহূর্ত্তেই মস্তিষ্কে উপনীত হয় এবং আমরা দেখিতে পাই।

কিরূপে বহিঃস্থ পদার্থের প্রতিফলিত আলোক রেটিনাতে প্রতিমূর্ত্তি বহন করে, অনায়াসে তাহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে:—কোন গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী দ্বারে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিতে হইবে; এবং সেই ছিদ্রের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একখানি সাদা কাগজ ধরিলে দেখিবে তাহাতে বাহিরের একটী ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে— কিন্তু আলোক রশ্মি বক্র গতিতে আসা বশতঃ ছবিটী উল্টা হইবে। কাগজ খানিতে যতক্ষণ রশ্মির অধিশ্রয়ণ বিন্দু পতিত না হইবে, ততক্ষণ ছবি স্পষ্ট হইবে না:—অর্থাৎ সমগ্র বক্রগামী রশ্মি যে বিন্দুতে মিলিত হয়, সেইখানে কাগজখানিকে ধরিলে ছবি স্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে। যদি পূর্ব্বোক্ত দ্বারের ছিদ্রে এক খণ্ড যবাকার কাচ (lens) লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে ছবি স্পষ্টতর হইবে। যদি একটী ছাগলের চক্ষুগোলক বাহির করিয়া তাহার পশ্চাৎদিক্ দিয়া রেটিনাসমেত কিয়দংশ স্ক্লেরটিকা কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহার স্থানে এক খণ্ড তৈলাক্ত কাগজ লাগাইয়া দিয়া, রাত্রিতে এই চক্ষুটী একটী জলন্ত প্রদীপের সম্মুখে ধরা হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চক্ষুর পশ্চাৎ দিকস্থ কাগজ খণ্ডে দীপশিখার একটী স্পষ্ট উলটা ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী।

কে বসিয়ে চিত্র সম,
আস্য কিবা অনুপম,
নিরুপমা পবিত্র আকৃতি,
চারুশীলা সুধীর-প্রকৃতি। ১

আঁখি মুদি গুণবতী,
কি ভাবে বিহ্বল সতী,
জ্ঞান স্পন্দ হইয়াছে লয়,
ঠিক্ চিত্র সম জ্ঞান হয়। ২

চিত্র নয় চিত্র নয়,
ভ্রম বুদ্ধি সবে হয়,
ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী,
ধর্ম্মরতা পবিত্রা কামিনী। ৩

বসিয়ে পূত আসনে,
সুচারু বিমল মনে,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দেন তাঁরে,
যোগী ঋষিগণ পূজে যাঁরে। ৪

বিশুদ্ধ অন্তর জানি,
বিশুদ্ধ বসন খানি,
অনিল বিশুদ্ধ শ্বাস বয়,
সব হেরি বিশুদ্ধতাময়। ৫

যেখানে আছেন বসে,
পবিত্রতা হেসে হেসে,
ফিরিছে উহাঁর চারিধারে,
মলিনতা যেতে নাহি পারে। ৬

ওহে সুনিপুণ বিধি,
হেন পূত ধাম হৃদি,
তুমি বিনা কে সৃজিতে পারে,
হৃদি স্নিগ্ধ হলো যাঁরে হেরে। ৭

কি সুশান্ত মনোরমা,
পবিত্রা সুশীলা বামা,
কিসে দিব উঁহার তুলনা,
মম বুদ্ধি জানে না জানে না। ৮

স্নিগ্ধ ভাবের তুলনা,
বহু পান কবিজনা,
শশিরশ্মি ফুল প্রভৃতিতে,
আমি না পেলাম এমহীতে। ৯

বিকশিত কুসুমেতে,
মনোরম চন্দ্রমাতে,
হেরিয়াছি স্নিগ্ধতা অনেক,
কিন্তু হেন না হেরি বারেক। ১০

পারে না কেহ বর্ণিতে,
অতুলনা এ জগতে,
ধর্ম্মরতা সাধ্বী সুরমণী,
গৃহি-গৃহে সু-উজ্জল মণি। ১১

আহা আহা মরি মরি,
কিবা দৃশ্য কি মাধুরি,
এদৃশ্যের কাছে বল সবে,
কোন্ দৃশ্য আর আছে ভবে? ১২

পিহিত বিশুদ্ধ বাস,
নির্ম্মল মানসাকাশ,
কিবা শান্ত ভাব আহা মরি,
নয়ন সার্থক শোভা হেরি। ১৩

কিবা রূপের প্রভায়,
জগত আলোকময়,
এ রূপ সে রূপ নাহি হয়,
যাতে সাধু জন মুগ্ধ নয়। ১৪

নহে চম্পক-বরণী,
নহে হরিণ-নয়নী,
কেবল অন্তর সুশোভন,
সুপবিত্র সুচারু সুমন। ১৫

নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ,
ভুলিয়া সংসার মোহ,
একেতে মগন প্রাণ মন,
সংজ্ঞাহীন শ্রবণ নয়ন। ১৬

সংসারের গুরুভার,
স্বামী পুত্র পরিবার
ভুলে, হারা হয়ে বাহ্য জ্ঞান,
দিব্য চক্ষু করি উন্মীলন। ১৭

হেরিছেন অনিমেষে,
বিভু অনন্ত অশেষে,
ভক্তি ভরে যুড়ি দুটী হাত,
হইতেছে প্রেম অশ্রুপাত। ১৮

কোলাহল সংসারের,
গণ্ডগোল শিশুদের,
কিছু আর পশে না শ্রবণে,
অন্য চিন্তা কিছু নাই মনে। ১৯

আসিয়া কোলের ছেলে,
পুনঃ পুনঃ মা, মা, বলে,
শেষে কোন উত্তর না পেয়ে,
বসেচে মায়ের মত হয়ে। ২০

শান্তি-বিঘ্ন ত্যাগ করে,
ডুবেছেন এক বারে,
সুগম্ভীর সত্তার সাগরে,
মন কি সংসারে আর ফেরে। ২১

এখন হৃদয় ওঁর,
ভাবে বিগলিত ভোর,
মরি কিবা সুনির্ম্মল ভাব,
হইয়াছে ঈশ-আবির্ভাব। ২২

দর দর অনর্গল,
প্রেম-অশ্রু নিরমল,
বহিতেছে মরি কি শোভন,
এই অশ্রু অমূল্য রতন। ২৩

কত ক্ষণে স্তব স্তুতি,
সমাপিয়ে গুণবতী,
মেলিলেন বাহ্যিক নয়ন,
দেখ দেখ এ দৃশ্য কেমন। ২৪

নয়নে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বদনে বিমল ভাতি,
হৃদয়েতে অনন্ত উচ্ছ্বাস,
মরি কি ব্রহ্মের সহবাস! ২৫

ব্রহ্মের নিকটে গিয়ে,
কত কি রতন নিয়ে,
এসেছেন জগতে বিলাতে,
পূর্ণ হিয়া শান্তির ভাবেতে। ২৬

বিবেক বৈরাগ্য দুটী,
শোভিছে কি পরিপাটী,
থাকিয়া ব্রহ্মের সহবাসে,
হৃদি স্নিগ্ধ ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাসে। ২৭

যতেক সুভাব নদী,
বহে মানবের হৃদি,
পত তৃপ্তিকর, মিশিলরে
অপার সে প্রেমের সাগরে। ২৮

শেখ প্রিয় ভগ্নীগণ,
শেখ বিলাসিনীগণ,
সময়ের সৎ ব্যবহার,
ছাড়ি চিন্তা মলিন অসার। ২৯

ছেড়ে দাও তাস্ পাশা,
ছাড় বিলাস-পিপাসা,
দাও মন বিদ্যার চর্চ্চায়,
চিন্ত ব্রহ্ম অনন্ত চিন্ময়। ৩০

থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে,
চিন্ত গো বিমল প্রেমে,
চিদানন্দ নিত্য নির্ব্বিকার,
সকল মঙ্গল মূলাধার। ৩১

দেখ দেখ বঙ্গবালা,
মম আঁকা এই বালা,
হইয়াও গৃহস্থ বনিতা,
কেমন পূজেন বিশ্বপিতা। ৩২

তোমরাও এই রূপে,
পূজ অনন্ত স্বরূপে,
হৃদয় প্রশস্ত হবে অতি,
পূজে ব্রহ্ম জগতের পতি। ৩৩

কর স্বামীর যতন,
কর সন্তান পালন,
কর সব তব করণীয়,
ভুল না সে যোগীর অমিয়। ৩৪

ব্রহ্মরূপে আকাশেতে,
যে জীব পারে উড়িতে,
বহু চেষ্টা করিয়া না পারে,
মোহ ব্যাধ ধরিতে তাহারে। ৩৫

ঈশ্বর অতল জলে,
মন মীন কুতূহলে,
ডোবে যার হইয়া নির্ভয়,
তার কাল ধীবরে কি ভয়? ৩৬

দিনান্তেতে একবার,
ভক্তিভরে যুড়ি কর,
যে মানব পূজে না ঈশ্বরে,
বিফল জীবন সেই ধরে। ৩৭

হোক বহু ধনী মানী,
হোক গো পাশ্চাত্য জ্ঞানী,
নিশ্চয় জানিবে তার বোন,
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার মন। ৩৮

যিনি জড় প্রাণাধার,
যিনি সৃষ্টি মূলাধার,
কি হবে জানিয়া সৃষ্টিতত্ব,
না জানিলে তাঁহার মহত্ব। ৩৯

যঁাহারে স্মরিলে পরে,
সর্ব্ব পাপ তাপ হরে,
রাখ তাঁরে দিবস সর্ব্বরী,
ভগ্নীগণ সবে প্রাণে পূরি। ৪০*

নূতন সংবাদ।

১। হেনরী অব ব্যাটেনবর্গের সহিত আগামী জুলাই মাসে মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিসের বিবাহ হইবে।

২। জেনারল ওয়াসিংটনের স্মরণার্থ ১১লক্ষ ৮৭ হাজার ডলার ব্যয়ে যে স্তম্ভ ওয়াসিংটনে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি মহা সমারোহে খোলা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ, ৫৫৫ ফিট উচ্চ, ইহার তলদেশ ৫৫ ফিট।

১। কাবুলের আমীর আবদুর রহমন

* এই কবিতাটী কোন নারীর বিরচিত।

সর্দ্দারগণ সহ রাওলপিণ্ডীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহার আতিথ্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে অর্থ-ব্যয় করিতেছেন। রাওলপিণ্ডীতে অনেক সৈন্য সমবেত হইয়াছে; অনেক রাজারাজড়া একত্র হইতেছেন; দ্বিতীয় দিল্লী দরবারের অভিনয় হইতেছে। শুনা যায় গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানে শীঘ্র ৫০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। তারযোগে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করা রুসিয়ার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু অনেকে ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না—একটু সময় লইয়া ভাল করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য রুসিয়া ছলনা করিতে পারেন। যুদ্ধের আয়োজন কিন্তু দুই পক্ষেই বেশ চলিতেছে।

৪। বর্দ্ধমানের মহারাজ আফতাপচাঁদ উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অতিরিক্ত সুরাপানাদি অত্যাচার এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ। বঙ্গের ধনিসন্তানেরা ইহাতে কি শিক্ষা লাভ করিবেন না?

৫। বর্দ্ধমান বিভাগের দুর্ভিক্ষ দিন দিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে। অন্নকষ্টের উপর পীড়া ও জলকষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভারত সভা, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ড ইহার সাহায্যার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে না, ইহাঁরা সেখানে অন্নছত্রাদি খুলিয়াছেন। এখন উপযুক্ত উপায় না হইলে কিছু দিন পরে লোক বাঁচান ভার হইবে। আমাদিগের পাঠিকাগণ এই সময় এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া তাঁহাদিগের কোমলহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় প্রদান করুন, যাঁহাদিগের অর্থব্যয়ের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা তাহা সার্থক করুন্। টাকা, চাউল, বস্ত্র, অলঙ্কার যিনি যাহা পারেন, দুর্ভিক্ষপ্রশমনের জন্য দান করুন্। কেহ আমাদিগের নিকট কিছু পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরণ করা যাইবে।

৬। বঙ্গ মহিলা সমাজের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, ইহার বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। এরূপ একটী গৃহ হইলে তাহা কলিকাতাস্থ নারীদিগের উন্নতির এক কেন্দ্র স্থান হইবে বলা বাহুল্য। এই শুভকার্য্যে বামাহিতৈষী মাত্রেরই সাহায্য করা বিধেয়।

৭। অল্প দিন হইল কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা বাবু তারকনাথ পরামাণিকের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে ইনি একজন আদর্শ-নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কামধেনু—কমলাকান্ত সংগৃহীত। এই নামের নূতন ও আশ্চর্য্য ধরণের একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকার কয়েক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আমোদিত হইয়াছি। বালক বালিকাগণ আমোদের সহিত যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। বিজ্ঞান, গণিত, ইন্দ্রজাল, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে,তাহাতে বেশ বুদ্ধি কৌশল আছে এবং অনেক উপকারী বিষয় শিক্ষার উপায় আছে। আমরা আশা করি পত্রিকাখানি সাধারণ্যে আদরণীয় হইবে।

২। প্রতিভা, একটী বালিকার কথা, মূল্য ।০ আনা। প্রতিভার ছবি একটী সুন্দর, নির্দ্দোষ ও সরল বালিকার ছবি। উপন্যাসটী সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার স্থানের স্থানের বর্ণনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রীতিকর বোধ হইল না।

৩। বর্ণবিবেক ১ম ও ২য় ভাগ, মূল্য প্রত্যেক ভাগ /০ আনা। প্রথম ভাগের প্রথম পাঠ্য বানানগুলি যেরূপ বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত এবং অন্যান্য বানান ও পাঠগুলি যেরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম পাঠার্থীদিগের শিক্ষার সুবিধা হইবে।

৪। শরৎকুমারী অথবা আদর্শ বঙ্গ-মহিলা—মূল্য ||৵০ আনা।

১২৯১ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ ১২৯১—মে ১৮৮৪।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯১—জুন ১৮৮৪।

আষাঢ় ১২৯১—জুলাই ১৮৮৪।

শ্রাবণ ১২৯১—আগষ্ট ১৮৮৪।

ভাদ্র ১২৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।

আশ্বিন ১২৯১—অক্টোবর ১৮৮৪

কার্ত্তিক ১২৯১—নবেম্বর ১৮৮৪।

অগ্রহায়ণ ১২৯১—ডিসেম্বর ১৮৮৪

পৌষ ১২৯১—জানুয়ারি ১৮৮৫।

মাঘ ১২৯১—ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫।

ফাল্গুন ১২৯১—মার্চ্চ ১৮৮৫।

চৈত্র ১২৯১—এপ্রেল ১৮৮৫।

১২৯১ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী জাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।